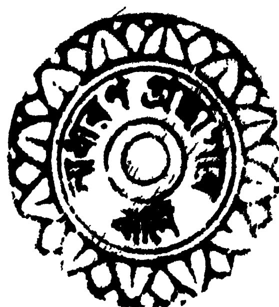


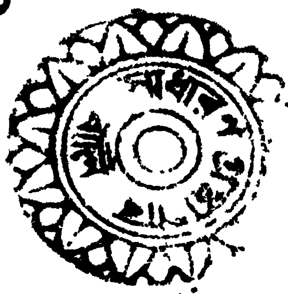
# চৈতন্যচরিতামৃত

লঘু সংস্করণ

কৃষ্ণদাস কবিরাজ-বিরচিত

# চৈতন্যচরিতামৃত

লঘু সংস্করণ



শ্রীসুকুমার সেন

সম্পাদিত

ভূমিকা, টিপ্পনী ও শব্দকোষ সম্বলিত



সাহিত্য অকাদেমী

নিউ দিল্লী

*Chaitanyacharitamrita* (biographical epic of Sri Chaitanya by Krishnadas Kaviraj). Abridged and edited by Prof. Sukumar Sen. Sahitya Akademi, New Delhi, 1936 Price Rs. 10.00.



প্রকাশক : সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লী

মুদ্রাকর : শ্রীভোলানাথ বোস
বোস প্রেস
৩০, ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলিকাতা-৯

পরিবেশক : জিজ্ঞাসা
১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-১২

মূল্য ১০'০০

# সূচী

# ভূমিকা

## ১ ॥ চৈতন্য-জীবনী

চৈতন্যের জন্ম ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, তিরোভাব ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। চব্বিশ বছর বয়স পূর্ণ হবার মুখে, ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তার আগেই নবদ্বীপ-শান্তিপুর অঞ্চলের কোন কোন মর্মজ্ঞ ভক্তিমান্ ব্যক্তি, তার মধ্যে সেকালের বড় পণ্ডিত দুচার জনও ছিলেন, তাঁকে ঈশ্বরের অবতার বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন। সন্ন্যাস নেবার পর চৈতন্য নবদ্বীপ-শান্তিপুর ছেড়ে বৃহৎ সংসারের ক্ষেত্রে চলে এলেন। তাঁর রূপ, বেশ, উক্তি, আচরণ সর্বসাধারণকে আকর্ষণ করলে। তাদের হৃদয় যেন একটা আশ্রয় পেলে। তাই তাঁকে অবতার বলে মানতে কারো এতটুকু দ্বিধা হয় নি। চৈতন্যের তিরোভাবের বেশ কিছু কাল আগেই ভারতবর্ষের কোন কোন ভূভাগের বহু লোকে তাঁকে যুগাবতার বলে গণ্য করেছিল।

চৈতন্যের মধ্যে অভাবনীয় শক্তির আবিষ্কার যিনি সর্বাগ্রে করেছিলেন তিনি চৈতন্যের মাতার মন্ত্রগুরু, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শিক্ষাগুরু এবং চৈতন্যপরিবারের অভিভাবকবৎ ছিলেন। ইনি শান্তিপুর-বাসী অদ্বৈত আচার্য, চৈতন্যের পিতার মতোই সিলেট থেকে আগত। পাণ্ডিত্যে চারিত্র্যে ও ধনবলে অদ্বৈত গঙ্গাতীরবাসী পণ্ডিতদের মধ্যে অগ্রগণ্য হয়েছিলেন। অদ্বৈত যেন চৈতন্য-নাটের সূত্রধার। দেশে দুর্গতি সমাগত ভেবে তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতেন, ঈশ্বর অবতীর্ণ হয়ে প্রতিবিধান করুন। সেই প্রার্থনা যেন সফল হয়েছিল চৈতন্যের আবির্ভাবে। তার পর চৈতন্যের ভক্তিধর্ম যখন নিত্যানন্দের চারিত্র্যে ও আচরণে বাংলাদেশকে প্লাবিত করে ডুবিয়ে দেবার উপক্রম করেছিল তখন অদ্বৈত বুঝেছিলেন, এত বেশি ভালো নয়, সব লোক ভক্তিপাগল হয়ে গেলে সংসার ও সমাজ টিকবে না। তখন দেশ থেকে তিনি পুরীতে চৈতন্যকে প্রহেলিকা-ছড়া লিখে পাঠিয়ে ব্যাপারটা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। তার কিছুকাল পরে চৈতন্য লীলাসম্বরণ করেছিলেন।

অদ্বৈত আচার্যই প্রথম প্রকাশ্যে চৈতন্যকে অবতার বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর লেখা এই পদটিই চৈতন্যের সম্বন্ধে প্রথম প্রকাশ্য রচনা :

শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণাসাগর।
দুঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর॥

পদটি রচনা করে অদ্বৈত ভক্তদের সহিত নীলাচলে কীর্তন করে বেড়িয়েছিলেন।[১]

চৈতন্যের কোন কোন বাল্যসঙ্গী ও ভক্ত চৈতন্য-কথা নিয়ে পদাবলী রচনা করেছিলেন।[২] কিন্তু এঁদের কোন রচনা অদ্বৈতের পদটির আগে প্রস্তুত হয়েছিল কিনা জানা যায় না।

মুরারি গুপ্তের কড়চার সম্বন্ধেও সেই কথা। চৈতন্যের তিরোধানের পরে তাঁর জীবনী নিয়ে সংস্কৃতে কাব্য কবিতা ও নাটক লেখা হয়েছিল। মুরারি গুপ্ত চৈতন্যের বাল্যসঙ্গী, যদিও বয়সে তিনি চৈতন্যের চেয়ে বড় ছিলেন। চৈতন্যের প্রথম জীবনের ঘটনা নিয়ে মুরারি নোট বা মেমোরাণ্ডার মতো কতকগুলি 'কড়চা'[৩] শ্লোক লিখেছিলেন (—চৈতন্যের বর্তমানকালে নিশ্চয়ই, কিন্তু কখন তা জানি না। হয়ত তাঁর নবদ্বীপবাস কালে, হয়ত তাঁর সন্ন্যাসগ্রহণের অব্যবহিত পরে।) পরে কড়চা-শ্লোকগুলিকে গেঁথে অতিরিক্ত বিস্তর শ্লোক যোগ করে একটি বড় কাব্যের আকার দেওয়া হয়েছিল। সেই আকারেই গ্রন্থটি ছাপা হয়েছে।[৪] সে আকার কে দিয়েছে জানি না। কবে দিয়েছে তারও কিছু হদিশ পাওয়া যায় না। তবে লোচনের চৈতন্যমঙ্গলের সঙ্গে বৃহৎ কড়চাটির ঘনিষ্ঠ মিল দেখে মনে হয় যে লোচনের চৈতন্যমঙ্গল রচিত হবার আগেই মুরারির কড়চা পুষ্টকায় হয়েছিল।

মুরারি গুপ্তের কড়চার কথা বাদ দিলে চৈতন্যের জীবৎকালে সংস্কৃতে তাঁর একটি জীবনী-নাটক রচিত হবার সাক্ষ্য চৈতন্যচরিতামৃতে (অন্ত্যলীলা, পঞ্চম পরিচ্ছেদে) আছে। কোন নূতন রচনা চৈতন্যকে শোনাবার আগে স্বরূপদামোদরকে শোনাতে হত। তিনি শুনে যদি চৈতন্যের শ্রবণযোগ্য মনে করতেন তবেই তা চৈতন্যকে শোনানো হত। বাঙ্গাল কবি বিরচিত এই জীবনী-নাটকটি চৈতন্যকে শোনাবার কথাই ছিল না। তিনি একমাত্র অদ্বৈত আচার্য ছাড়া আর কারো কাছে দেবস্তুতি সহ্য করতেন না। তবে রচনা ভালো হলে ভক্তরা নিজেদের আস্বাদনের জন্যে গ্রহণ করতেন। নাটকটির নান্দী শ্লোক শুনেই স্বরূপদামোদর তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান

১ চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, নবম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত।

২ যেমন বাসুদেব ঘোষ, বংশীবদন চট্ট, নরহরি সরকার ইত্যাদি।

৩ কড়চা মানে ইংরেজীতে memoranda, journal, short documentary notes ইত্যাদি। কড়চা মানে কখনো সম্পূর্ণ সাহিত্যিক রচনা, ছোটই হোক বড়ই হোক, নয়।

৪ বৃহৎ কড়চাটির নাম 'কৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত'। এ নাম বৃন্দাবনদাসের ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের জ্ঞাত ছিল বলে মনে হয় না।

করেছিলেন। সে শ্লোকটি চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত হয়ে রক্ষা পেয়েছে, অন্যথা নাটকটি বিলুপ্ত। নান্দী শ্লোকটি এই

বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ।
প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নবিরাসীৎ
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ॥

'বিকশিত কমলের মতো যাঁর নেত্র সেই শ্রীজগন্নাথ নামধারী আত্মস্বরূপের সম্মুখে যিনি গৌরকান্তি শরীর ধারণ করেছেন এবং নিখিল জড়প্রকৃতি ( মানুষকে ) চৈতন্য দিতে যিনি আবির্ভূত হয়েছেন, সেই দেব কৃষ্ণচৈতন্য তোমার ভালো বিধান করুন।'

শ্লোকটি শুনে সকলেরই ভালো লেগেছিল, শুধু বিদগ্ধ বিচক্ষণ স্বরূপদামোদরের লাগেনি। তিনি বুঝেছিলেন, কবি শুধুই যে চৈতন্যকে জগন্নাথের সঙ্গে সমান করেছেন তাই নয়, চৈতন্যকে জগন্নাথের উপরে তুলেছেন। আর যে যাই ভাবুক উড়িয়ারা এ কথায় খুশি হবে না। বুদ্ধিমান চৈতন্যভক্তেরাও খুশি হবে না। চৈতন্য তে রীতিমত ক্রুদ্ধ হবেন। হয়তো তিনি পুরী ছেড়ে চলে যাবেন। এইসব ভেবে তিনি নাটকটি প্রত্যাখ্যান করলেন। স্বরূপদামোদরের রায়ে নাটকটির বিসর্জন হল, বাঙ্গাল কবিটি যে কে তা জানবার পথও রুদ্ধ হল। আসলে কিন্তু শ্লোকটি মন্দ নয়।

পুরীতে চৈতন্যের শেষ জীবনের কোন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও আচরণ কয়েকটি সমসাময়িক কবিতায় ও কড়চা শ্লোকে—প্রশস্তিরূপে বিরচিত—অল্পকথায় বর্ণিত আছে। এই সব কবিতা ও শ্লোক লিখেছিলেন স্বরূপদামোদর, রূপ গোস্বামী ও রঘুনাথ দাস।[১] কৃষ্ণদাস কবিরাজ এসব রচনার সদ্‌ব্যবহার করেছেন।

সংস্কৃতে লেখা চৈতন্য-জীবনী গ্রন্থের মধ্যে, মুরারি গুপ্তের কড়চা ছাড়া, উল্লেখযোগ্য হল 'কবিকর্ণপূর' পরমানন্দ সেনের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক ও 'চৈতন্যচরিতামৃত' মহাকাব্য। প্রস্তাবনায় লেখক যা বলেছেন তা সত্য হলে চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকটি উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের অনুরোধে লেখা। 'কবিকর্ণপূর' উপাধি কি প্রতাপরুদ্রের দেওয়া? তা হলে নাটকটির রচনা-আরম্ভ অথবা রচনা সম্পূর্তি ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের পরে নয়। এই সালে প্রতাপরুদ্র দেহত্যাগ করেন।

১ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রঘুনাথ দাসের রচনাটি, নাম 'গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষ', সংক্ষিপ্ত, তবে বেশ ভালো বর্ণনা।

চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যের রচনা শেষ হয়েছিল দু-বছর পরে ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে।[১] কবিকর্ণপূরের পিতা শিবানন্দ সেন চৈতন্যের একজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। চৈতন্যের নির্দেশেই শিবানন্দ তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের নাম রেখেছিলেন পরমানন্দ পুরীর নামে। চৈতন্য তাই শিশুকে পুরী-দাস বলে ডাকতেন। এ সব কথা চৈতন্যচরিতামৃতে আছে।

কবিকর্ণপূর বাল্যকাল থেকেই সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন এবং শিক্ষাবস্থা শেষ হবার আগেই সংস্কৃত ভাষায় কবিতা নির্মাণে পটুত্ব দেখিয়েছিলেন। চৈতন্য-জীবনী গ্রন্থ দুটি ছাড়া তাঁর লেখা সংস্কৃতে ছোট বড় বই আরও কয়েকখানি আছে,—গদ্যে ও পদ্যে কৃষ্ণলীলা, অলঙ্কার ও নাট্য শাস্ত্র, চৈতন্য-ভক্তদের তালিকা ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে। বাংলায় লেখা কিছু পাওয়া যায় নি।

চৈতন্য-জীবনী বাংলায় প্রথম লিখেছিলেন বৃন্দাবনদাস যিনি চৈতন্যের প্রতিবেশী ও মান্য ভক্ত-বন্ধু শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্কন্যার পুত্র। বৃন্দাবন নিত্যানন্দের অনুচরদের মধ্যে স্থান পেয়েছিলেন। নিত্যানন্দই এঁকে দিয়ে বইটি লিখিয়েছিলেন। বর্ণিত অনেক বস্তু নিত্যানন্দের কাছে পাওয়া। অদ্বৈত এবং অন্যান্য চৈতন্যভক্তও অনেক তথ্য বৃন্দাবনদাসকে দিয়েছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে প্রচলিত দেবলীলা-কাব্যের অনুসরণে বইটি গীত ও আবৃত্ত হবার জন্য বিরচিত। তদনুসারে নাম হয়েছিল 'চৈতন্যমঙ্গল'। এই নামেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। চৈতন্যমঙ্গলের আদি ও প্রামাণ্য কবি বলে বৃন্দাবনদাসকে কৃষ্ণদাস চৈতন্যলীলার ব্যাস রূপে নির্দেশ করার ফলে এবং অপরের লেখা চৈতন্যমঙ্গল প্রচলিত হওয়ার জন্য সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ( কিংবা তারও পরের থেকে ) বৃন্দাবনদাসের বইএর নাম দাঁড়ায় 'চৈতন্যভাগবত'। বইটি এখন এই নামেই পরিচিত।

চৈতন্যভাগবতে চৈতন্যের নবদ্বীপলীলার খুব ভালো বর্ণনা আছে। এই জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই অংশটুকু সংক্ষেপে ও দ্রুতগতিতে সেরেছেন। মধ্য জীবনের গোড়ার দিকের, অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ থেকে নীলাচলে অধিষ্ঠান পর্যন্ত, বর্ণনাও ভালো ভাবে আছে। কিন্তু এখানে বৃন্দাবনদাস ধারাবাহিকতা অবলম্বন করেননি এবং তাঁর প্রদত্ত তথ্যে কিছু কিছু অসম্পূর্ণতা আছে। তাই কৃষ্ণদাস এখানে বৃন্দাবনদাসের উপর নির্ভর করে ক্ষান্ত হন নি। চৈতন্যের শেষ লীলার—তাঁর "ভ্রমময় চেষ্টা আর প্রলাপময় বাদ"-পূর্ণ ঈশ্বর-বিরহী দশার—উল্লেখ চৈতন্যভাগবতে নেই বলা চলে। বইটির

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, একাদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

সমাপ্তি এমন আকস্মিক যে মনে হয় যেন বৃন্দাবন বইটি লিখতে লিখতে মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু তা ঘটে নি। তিনি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। তবে কি নিত্যানন্দ অথবা গুরুস্থানীয় অপর কেউ তাঁকে আর লিখতে নিষেধ করেছিলেন? চৈতন্যভাগবতের সমাপ্তি তাই বড় চাঞ্চল্যকর সমস্যা।[১]

বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থ অসম্পূর্ণ। কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখনীধারণের এও একটা কারণ।

এখন প্রশ্ন হল চৈতন্যভাগবতের রচনাকাল নিয়ে। বইটি নিত্যানন্দের আদেশে লেখা। নিত্যানন্দের কথা এতে যথেষ্ট আছে। নিত্যানন্দের তিরোভাবের আগেই যে বইটি লেখা হয়ে গিয়েছিল তার কোন স্পষ্ট প্রমাণ না থাকলেও বিপরীত অনুমানেরও সমর্থন নেই। বইটির অসম্পূর্ণতা থেকে সহসা এমন অনুমান হতেও পারে যে চৈতন্যের বর্তমানকালেই চৈতন্যভাগবত প্রস্তুত হয়েছিল। বস্তুত এ খুবই সম্ভব যে চৈতন্যের তিরোধানের আগেই বৃন্দাবনদাস চৈতন্যমঙ্গল রচনা শুরু করে দিয়েছিলেন। আরও মনে হয়, চৈতন্যের তিরোভাবের পরে বাংলা দেশে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু বিভেদ দেখা দিয়েছিল। হয়ত তার জন্যেই বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থসমাপনস্পৃহা লুপ্ত হয়ে যায়।

যাই হোক, মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে চৈতন্যভাগবতের রচনাকাল ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি। কবিকর্ণপূরের রচনার কোন উল্লেখ এতে নেই।

লোচন দাসের[২] চৈতন্যমঙ্গল দেবদেবী-মঙ্গল কাব্যের আরও বেশি অনুগত। বৃন্দাবনদাসের রচনা সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত এবং হৃদয়গ্রাহী। মাঝে মাঝে অল্পস্বল্প তত্ত্বকথা আছে। 'মঙ্গল' নামাংশ থাকলেও বৃন্দাবনের কাব্য অশিক্ষিত পাঠক শ্রোতার পক্ষে সর্বদা সুগম নয়। লোচন দাসের রচনা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে জনসাধারণের মনোবুদ্ধিগ্রাহ্য।[৩] প্রধানত সেই কারণেই লোচনের চৈতন্যমঙ্গল গান উনবিংশ

১ নীলাচলে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর কথা বলতে বলতে অধ্যায় শেষ, বইও শেষ। চৈতন্যভাগবত শেষ চার ছত্র এই

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি-চরিত্র শুনিলে।<br>
অবশ্য তাহারে কৃষ্ণপাদপদ্ম মিলে॥<br>
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।<br>
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

২ ইঁহার পূর্ণনাম ছিল লোচনানন্দ দাস।

৩ বৃন্দাবনদাস তাঁর কাব্য গান করতেন বলে মনে হয় না। লোচন নিজে ভালো পদাবলী-রচয়িতা কবি ছিলেন। তাঁর গুরুসম্প্রদায় সেকালের কীর্তন গানে শীর্ষস্থানীয় ছিল। মনে হয় লোচন নিজের কাব্যগান করতেন।

শতাব্দীতেও অবিলুপ্ত ছিল। তবে জীবনী হিসাবে লোচনের চৈতন্যমঙ্গলের মূল্য বেশি নয়। আগেই বলেছি, মুরারি গুপ্তের বৃহৎ-কড়চা লোচনের প্রধান উপজীব্য ছিল বলে মনে হয়।

লোচনের গুরু নরহরিদাস সরকার চৈতন্যের একজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। নরহরি নিজে কিছু চৈতন্য-পদাবলী লিখেছিলেন। তবে গুরুর কাছে লোচন চৈতন্য জীবনীর বিশেষ কিছু বস্তু পেয়েছিলেন বলে মনে হয় না।

চৈতন্যের ও নিত্যানন্দের তিরোধানের পর নরহরির, অর্থাৎ শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিত্যানন্দ-সম্প্রদায়ের কিছু অমিল দাঁড়িয়েছিল। মোটামুটি বলা যায়, সে অমিল বৈষ্ণবসাধনায় বৈধী ও রাগানুগা পদ্ধতির প্রকরণ নিয়ে। নরহরির সম্প্রদায় রাগানুগা সাধনা ত্যাগ করে নাই। নিত্যানন্দের সম্প্রদায় বৈধী সাধনা আশ্রয় করেছিল।

লোচনের কাব্যের রচনাকাল নির্দেশ করা যায় না। এই পর্যন্ত বলা যায় যে উর্ধ্বতন সীমা মুরারি গুপ্তের বৃহৎ-কড়চার সঙ্কলন কাল। নিম্নতন সীমা যে চৈতন্যচরিতামৃত রচনাকাল তা বলবার উপায় নেই। কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থ ছাড়া কোন চৈতন্যমঙ্গল কাব্যের নাম করেন নি। তিনি মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপূর, বৃন্দাবনদাস, স্বরূপদামোদর ও রঘুনাথ দাস প্রমুখ প্রামাণিক লেখক ছাড়া অপরদের সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলেছেন

আর আর কড়চা-কর্তা রহে দূরদেশে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি সর্বদা সমর্থ, সুতরাং তিনি কখনই কোন বৃহৎ চৈতন্যমঙ্গল কাব্যকে কড়চা বলবেন না।

নিত্যানন্দের ভক্তসম্প্রদায়ে আরও অন্তত একটি চৈতন্যমঙ্গল লেখা হয়েছিল। এই গ্রন্থের একটি মাত্র পুথি পাওয়া গেছে।[১] তাও আবার খণ্ডিত। প্রাপ্ত অংশ সমগ্র গ্রন্থের এক তৃতীয়াংশের বেশি হবে না। কাগজ কালি ও লিপির ছাঁদ দেখে মনে হয় যে পুথিটির লিপিকাল সপ্তদশ শতাব্দীর পরে নয়। লেখক চূড়ামণি দাস ছিলেন নিত্যানন্দের একজন প্রধান অনুচর[২] ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্য। গুরুর কাছে চূড়ামণি কিছু অতিরিক্ত তথ্য পেয়েছিলেন। নিত্যানন্দ ও ধনঞ্জয়ের সংলাপের মধ্য দিয়েও কিছু কিছু তথ্য তাঁর শ্রবণগোচর হয়েছিল। বইটিতে চৈতন্যের প্রথম জীবনের বিষয়ে

১ অল্পকাল আগে পুথিটি পুনরাবিষ্কৃত হয়ে এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে (১৯৫৩)।

২ নিত্যানন্দের প্রধান অনুচর ছিলেন বারো জন। এঁরা কৃষ্ণবলরামের গোপাল-বালক সখাদের সঙ্গে তুলিত হয়ে 'দ্বাদশগোপাল' নামে পরিচিত ছিলেন।

নূতন সংবাদ কিছু আছে, নিত্যানন্দের বাল্যকথা বিস্তৃত ভাবে আছে। তবে চূড়ামণির বইয়ে যে সব নূতন কথা পাই তা সবই যে ঠিক তা না হতে পারে। কিন্তু সেগুলির সত্যমিথ্যা যাচাই করার কোন উপায় নেই।

চূড়ামণির কাব্যের কোন নির্দিষ্ট নাম নেই। কখনো বলা হয়েছে 'চৈতন্যমঙ্গল' কখনো 'গৌরাঙ্গবিজয়'। শেষোক্ত নামেই বইটি ছাপা হয়েছে।

গৌরাঙ্গবিজয় রচনাকাল সম্বন্ধে শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে বৃন্দাবনের চৈতন্যমঙ্গল লেখার অল্পকাল পরে চূড়ামণি তাঁর বইটি লিখেছিলেন।

নানাদিক দিয়ে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের অসাধারণত্ব আছে। প্রথম বিশেষত্ব হল বইটির গঠন অন্যান্য চৈতন্যমঙ্গলের মতো নয়। দ্বিতীয়ত বইটি অত্যন্ত লৌকিক ধরণে লেখা। তৃতীয়ত এতে চৈতন্যের তিরোধানের কিছু বিবরণ আছে। জয়ানন্দ বৈষ্ণব এবং ভক্ত ছিলেন, তবে পণ্ডিত অথবা সাধক ছিলেন না। চৈতন্য জয়ানন্দের গৃহে পদার্পণ করেছিলেন এবং শিশু জয়ানন্দের নাম পালটিয়েছিলেন, একথা বইটিতে আছে। আরও অনেক কথা আছে যা অন্যত্র সমর্থন না পেলে অনির্বিচারে গ্রহণ করা যায় না। সবশুদ্ধ জয়ানন্দের গ্রন্থ অপ্রামাণিক। হয়ত মূলে কোন প্রামাণিক রচনা—কৃষ্ণদাস উল্লিখিত 'আর আর কড়চা-কর্তার' কোনো একটি কড়চা—ছিল, তারই পরবর্তী শতাব্দীতে পরিবর্ধিতরূপ আমরা পেয়েছি। জয়ানন্দ নিজে চৈতন্যমঙ্গল গান করে বেড়াতেন। মনে হয় তাঁর মূল রচনা ছোটই ছিল।

জয়ানন্দের বইয়ে বৃন্দাবনদাস ছাড়া আরও কয়েকজন পূর্বগামী চৈতন্যচরিত্র-রচয়িতার উল্লেখ আছে। এঁদের কোন পুথি মেলে নি। চৈতন্যজীবনী-কাব্য যেমনই হোক না কেন তার পাঠক ও শ্রোতার অভাব কোন কালে হয় নি। অথচ এতগুলি গ্রন্থ যা জয়ানন্দের পুথির নির্দেশ অনুসারে একদা প্রসিদ্ধ ছিল সেসব নিশ্চিহ্ন হওয়া আশ্চর্যের কথা। অথচ জয়ানন্দের গ্রন্থ যা ভক্ত বৈষ্ণবের ঠিক উপযুক্ত নয়, তার তো পুথির খুব অভাব নেই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে একটি ছোট চৈতন্যচরিত লেখা হয়েছিল। নাম চৈতন্যসংহিতা ('চৈতন্যসঙ্গীতা'), লেখক বিশ্বম্ভর পাণি। নিগমের রীতিতে—অর্থাৎ শিব-পার্বতীর সংলাপরূপে—উপস্থাপিত। নিতান্ত বিশেষত্ববর্জিত এই শতাব্দীতে এই রকম আগমের ধরনে একটি সুবৃহৎ 'চৈতন্যভাগবত'ও সংস্কৃতে রচিত হয়েছিল। এটি এখনও ছাপা হয় নি।

## ২ ॥ কৃষ্ণদাস ও চৈতন্যচরিতামৃত

চৈতন্য-জীবনীগুলির মধ্যে কৃষ্ণদাসের চৈতন্যচরিতামৃত সবচেয়ে বিস্তৃত আর সবচেয়ে প্রামাণিক। গ্রন্থটির রচনায় লেখকের যে বিচক্ষণতা মর্মজ্ঞতা ও ইতিহাসচেতনা প্রকটিত তা সমসাময়িক ভারতীয় সাহিত্যে শুধু অদ্বিতীয়ই নয়, আধুনিক সাহিত্যের উদ্ভবের কিছুকাল পরেও অপরিকল্পিত।

কৃষ্ণদাস গ্রন্থমধ্যে নিজেকে কখনও 'কবিরাজ' বলেন নি, এবং তা বলবার কথাও নয়। এই উপাধি সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব-গ্রন্থগুলিতে পাই। প্রধানত এই উপাধির জন্যই কৃষ্ণদাসের জাতি বৈদ্য স্থির করা হয়েছে। পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। বরঞ্চ বিপক্ষে যুক্তি দেওয়া যেতে পারে। কৃষ্ণদাসের নিবাস ছিল আধুনিক বর্ধমান জেলার উত্তর সীমানায় ভাগীরথীর দক্ষিণতীরের অনতিদূরে ঝামটপুর গ্রামে। এ গ্রাম প্রাচীন এবং এখনও বিদ্যমান। এ গ্রামে কোন বৈদ্যের বসতি এখন নেই এবং পূর্বে কখনও যে ছিল তার প্রমাণ নেই।

কৃষ্ণদাসের সম্বন্ধে আমরা সামান্যই জানি। যেটুকু জানি তা সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণদাসের নিজের কথায়। আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে নিত্যানন্দের মাহাত্ম্য-বর্ণনার প্রসঙ্গক্রমে কৃষ্ণদাস নিজের ও ঘরের কথা একটু বলেছেন। তার থেকে বোঝা যায় যে তিনি সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। তাঁদের গৃহদেবতার নিত্যপূজার জন্য ব্রাহ্মণ পূজারী নিযুক্ত ছিল। তাঁদের ঘরে কীর্তন মহোৎসব হত। তাতে কোন কোন প্রধান বৈষ্ণব মহান্তের (যেমন নিত্যানন্দের অনুচর রামদাসের[১]) আগমন হত। এই রকম এক উৎসবের শেষে নিত্যানন্দ-মাহাত্ম্য নিয়ে ছোট ভাইয়ের[২] সঙ্গে কৃষ্ণদাসের মনান্তর হয়। সেই রাত্রিতেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণদাসকে স্বপ্নে নির্দেশ দেন, তুমি বৃন্দাবনে চলে যাও। অবিলম্বে কৃষ্ণদাস 'সুখে' (অর্থাৎ জলপথে ?) বৃন্দাবনে এলেন। মনে হয়, কৃষ্ণদাস অবিবাহিত ছিলেন। (কোথাও তাঁর পত্নীপ্রসঙ্গ নেই।) তিনি দেশ ও ঘরসংসার ছাড়লেন বটে, তবে সন্ন্যাসী অথবা বৈরাগী হন নি। এ অনুমানের অনেক সমর্থন আছে। তার মধ্যে প্রধান হল নরহরি চক্রবর্তীর[৩] লেখা কৃষ্ণদাস কবিরাজের বন্দনাপদের শেষ অংশটুকু।

১ ইনি মীনচেতন (মীনকেতন) রামদাস। নিত্যানন্দের আর এক অনুচরেরও এই নাম ছিল। তাঁর নাম অভিরামদাস।

২ ভাই যে কৃষ্ণদাসের ছোট তা 'ভংর্সিয়ু' থেকেই বোঝা যায়। ভাইয়ের নাম করা হয় নি। অনেকে অনুমান করেন তাঁর নাম বিষ্ণুদাস।

৩ নরহরি সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী-সন্ধিতে বর্তমান ছিলেন। পদটি গৌরচরিত্রচিন্তামণিতে আছে।

সুখময় সরস রাধিকাসরসি সেবন সদা অধিক উল্লাস কৃতবাসনিয়ম প্রবল
গৌরগোবিন্দপ্রিয়-মোদকরণা।
নিশি দিবস রসভোর নাহি তব ওর করুণা বিদিত দীনজনবন্ধু ধনদাননিপুণাতিশয়
দাস নরহরি-হৃদয়ত্রাস-হরণা ॥

'সুখময় সরস রাধাকুণ্ডে সেবায় (যার) অধিক উল্লাস, গৌরগোবিন্দের প্রিয় সেই ব্যক্তির [১] তুষ্টি করা তোমার কাজ।

দিবানিশি রসমগ্ন ( তুমি )। তোমার করুণার সীমা নাই। ( সকলেই ) জানে ( তুমি ) দীন জনের বন্ধু, ধনদানে অতিশয় নিপুণ। ( তুমি ) নরহরিদাসের হৃদয়-ভয়-নাশক ॥'

এই সঙ্গে কৃষ্ণদাসের উক্তিও মিলিয়ে নিতে পারি।

মূর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুঞি বিষয়লালস।
বৈষ্ণবাজ্ঞা বলে করি এতেক সাহস ॥

বৃন্দাবনে এসে কৃষ্ণদাস সনাতন ও রূপ গোস্বামীর অনুগ্রহ পেয়েছিলেন। মনে হয় তিনি রূপ গোস্বামীর আঁখরিয়ার কাজ করতেন।[২] সনাতনের প্রতিষ্ঠিত মদনগোপাল বিগ্রহের সেবায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ (ও নিয়োগ?) ছিল।[৩] সনাতন-রূপের পৈতৃকনিবাস ছিল ঝামটপুরের সংলগ্ন নৈহাটি গ্রামে। মনে হয় ঝামটপুরে কৃষ্ণদাস সনাতন-রূপের পৈতৃক বিষয়সম্পত্তির তদারক করতেন এবং তাই বৃন্দাবনে এসেও তাঁকে মদনগোপালের সেবার তত্ত্বাবধান করতে হত। রঘুনাথ দাস বৃন্দাবনে এলে পর সনাতন ও রূপ তাঁকে দেহত্যাগ করতে না দিয়ে রাধাকুণ্ডতীরে রেখেছিলেন। তখন থেকেই কৃষ্ণদাস রঘুনাথ দাসের সেবা ( অর্থাৎ তদারক ) করতেন।[৪]

কৃষ্ণদাস কবে বৃন্দাবনে এসেছিলেন জানি না। তবে যখনই হোক, সনাতনের তিরোভাব বৎসর ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের[৫] বেশ কিছুকাল আগে। রূপ গোস্বামী

১ অর্থাৎ রঘুনাথ দাস।

২ 'মো হেন অধমে দিলা শ্রীরূপচরণ,' 'কৃষ্ণদাস রূপগোসাঞির ভৃত্য'। রূপগোস্বামীর তিরোধানের পর কৃষ্ণদাস জীব গোস্বামীরও সেক্রেটারির কাজ করতেন বলে মনে করি। তুলনীয় ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত জীব গোস্বামীর কোন কোন পত্রের শেষে—'ইহ শ্রীকৃষ্ণদাসস্ত নমস্কারাঃ'।

৩ 'শ্রীরাধা-মদনমোহনে প্রভু করি দিল', 'মদনমোহনে গেলাও আজ্ঞা মাগিবারে', 'কুলাধিদেবতা মোর মদনমোহন, যাঁর সেবক রঘুনাথ রূপসনাতন।'

৪ 'সেই রঘুনাথদাস প্রভু যে আমার।'

৫ এই তারিখ প্রমাণসাপেক্ষ, সে কথা মনে রাখতে হবে।

সনাতনের অন্তর্ধানের বৎসর কতক পরে তিরোহিত হন। চৈতন্যচরিতামৃত পড়ে মনে হয় যেন কৃষ্ণদাস বেশ কিছুকাল ধরে রূপের সঙ্গলাভ করেছিলেন। সুতরাং কৃষ্ণদাসের আগমন খুব কম করে ধরলেও ১৫৫০-৫২ সালের পরে হবে না। স্বরূপ-দামোদরের অন্তর্ধানের পরে রঘুনাথ দাস পুরী থেকে বৃন্দাবনে আসেন। তখন সনাতন ও রূপ দুজনেই বর্তমান। কৃষ্ণদাসের উক্তি অনুধাবন করলে প্রতীয়মান হয় যে তিনি বৃন্দাবনে এসে রূপের চরণ আশ্রয় করেছিলেন। মনে হয় তখনও রঘুনাথ দাসের ব্রজে আগমন ঘটেনি। সুতরাং কৃষ্ণদাসের বৃন্দাবনে আগমন ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু কাল আগে হওয়াই সম্ভব।

কৃষ্ণদাসের দীক্ষাগুরু কে ছিলেন এই নিয়ে খুব মতভেদ আছে। সে মতভেদ আজকের নয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর কিংবা তারও আগেকার। কৃষ্ণদাসের গুরু এক মতে নিত্যানন্দ, দ্বিতীয় মতে রঘুনাথ দাস, তৃতীয় মতে রঘুনাথ ভট্ট, ইত্যাদি। চৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত এবং ছয় গোস্বামীর[১] মধ্যে কেউই যে কৃষ্ণদাসের গুরু নন তা বোঝবার পক্ষে কৃষ্ণদাসের উক্তিই যথেষ্ট। গ্রন্থারম্ভে কৃষ্ণদাস লিখেছেন—

শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।
তাঁসভার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার॥

গ্রন্থশেষে লিখেছেন—

শ্রীগোবিন্দ শ্রীচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত শ্রীভক্ত আর শ্রীশ্রোতাবৃন্দ॥
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথ শ্রীগুরু শ্রীজীবচরণ॥
ইহা সভার চরণকৃপা লেখায় আমারে।

কৃষ্ণদাস ইচ্ছা করেই দীক্ষাগুরুর নামটি করেন নি। তবে তাঁর গুরু যে চৈতন্যের অনুচর অথবা বিশেষ কৃপামাত্র ছিলেন সেটুকু উল্লেখ করেছেন—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

১ সনাতন, রূপ, জীব, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট ও রঘুনাথ দাস।

চৈতন্যচরিতামৃত নিয়ে গুরুতর প্রশ্নটি হল রচনাকাল। কবে বইটি লেখা শেষ হয়েছিল? কোন কোন পুথিতে আর সেই অনুসারে ছাপা বইয়ে গ্রন্থসমাপ্তি কাল দেওয়া আছে

শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্যেঽহ্ন্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥

'ইন্দু-বাণ-অগ্নি-সিন্ধু (১৫৩৭) শকাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃন্দাবনের মধ্যে রবিবারে কৃষ্ণ পক্ষে পঞ্চমী তিথিতে গ্রন্থটি পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হল॥'

১৫৩৭ শকাব্দ হল ১৬১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দ। এ তারিখ প্রায় সকলেই মূল গ্রন্থসমাপ্তি-কাল বলে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাই কি? গ্রন্থ মানে যেমন বই, তেমনি পুথিও। যে সব পুথিতে এই তারিখটি পাওয়া গেছে সেই সব পুথির আদর্শ যে একটি পুথি ছিল সেটির লিপিকাল এই তারিখ হতে তো পারে। দ্বিতীয়ত, চৈতন্য-চরিতামৃতের সব চেয়ে পুরানো পুথি যা এখন লোকলোচনে আছে সেটির লিপি সমাপ্তিকাল ১০২০ সাল (১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দ)। বৃন্দাবনে ছয় গোস্বামীর একজন যে গোপাল ভট্ট, তাঁর শিষ্য ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ রাধারমণের সেবক বংশীদাসের পঠনার্থে এই পুথিটি লেখা হয়েছিল। এ পুথিতে ও শ্লোকটি নেই এবং থাকবার কথাও নয়।

চৈতন্যচরিতামৃতের রচনাকাল বিচার অন্যত্র করেছি।[১] এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। মোটামুটি ধরে নিতে পারি যে ১৫৬৫ থেকে ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চৈতন্যচরিতামৃত রচিত হয়েছিল।

চৈতন্যচরিতামৃত রচনার আগে কৃষ্ণদাস সংস্কৃতে দুখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন। দুখানি বইই বৃন্দাবনে রচিত। একখানি তেইশ সর্গে মহাকাব্য, নাম 'গোবিন্দলীলামৃত'। রূপগোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থদর্শিত পথ অনুসরণ করে কৃষ্ণদাস রাধাকৃষ্ণের নিত্যবৃন্দাবনলীলার চব্বিশ ঘণ্টার বিবরণ এতে দিয়েছেন। রাগানুগ মার্গের সাধকের মানসে ব্রজলীলা-স্মরণের সাহায্য করবে, এই ছিল উদ্দেশ্য।[২] প্রত্যেক সর্গ-শেষে কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনের গোস্বামীদের মধ্যে পাঁচ জনের দোহাই দিয়েছেন। তার মধ্যে কিন্তু গোপাল ভট্টের নাম নেই। তবে কি গোপাল ভট্ট তখনও বৃন্দাবনে আগমন করেন নি?

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, একাদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।
২ সর্গ ২৩, শ্লোক ৯৪।

সর্গশেষের শ্লোকগুলি সব প্রায় একই, শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতের সর্গান্ত-শ্লোকের মতো। যেমন শেষ সর্গান্ত শ্লোকটি—

শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দমধুপ-শ্রীরূপসেবাফলে
দিষ্টে শ্রীরঘুনাথদাসকৃতিনা শ্রীজীবসঙ্গোদ্গতে।
কাব্যে শ্রীরঘুনাথভট্টবরজে গোবিন্দলীলামৃতে
সর্গোঽয়ং রজনীবিলাসবলিতঃ পূর্ণস্ত্রয়োবিংশকঃ॥

'শ্রীচৈতন্যদেবের পদাম্বুজের মধুপানকারী যে শ্রীরূপ তাঁর সেবার ফলস্বরূপ, কৃতী শ্রীরঘুনাথ দাসের দ্বারা আদিষ্ট, শ্রীজীবের সঙ্গমাহাত্ম্যে উদ্গত, শ্রীরঘুনাথ ভট্টের বরজাত গোবিন্দলীলামৃত কাব্যে রজনীবিলাসবর্ণনময় এই ত্রয়োবিংশ সর্গ সম্পূর্ণ হল।'

শেষের আর একটি শ্লোকে চৈতন্যচরিতামৃতের পরিচ্ছেদ-ভনিতার কথা মনে পড়ে—

পাদারবিন্দভৃঙ্গেণ শ্রীরূপরঘুনাথয়োঃ।
কৃষ্ণদাসেন গোবিন্দলীলামৃতমিদং চিতম্॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

গোবিন্দলীলামৃতে কৃষ্ণদাস সংস্কৃতবিদ্যায় পারংগামিতার আর সংস্কৃতরচনায় সহজ দক্ষতার প্রচুর পরিচয় দিয়েছেন। রচনাচাতুর্যের একটু উদাহরণ দিই—

মদাস্যমরুসঞ্চারখিন্নাং গাং গোকুলোন্মুখীম্।
সন্তঃ পুষ্ণন্ত্বিমাং স্নিগ্ধাঃ কর্ণকাসারসন্নিধৌ॥

'আমার মুখ-মরুভূমির মধ্য দিয়ে চলে আসা গোকুল-[1]গমনে উন্মুখ এই বাণীকে[2] স্নেহশীল সাধু ব্যক্তিরা কান-সরোবরের নিকটে রাখুন।'

কৃষ্ণদাসের দ্বিতীয় রচনা হল কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা, নাম 'সারঙ্গরঙ্গদা'।

চৈতন্যচরিতামৃতেও কৃষ্ণদাসের লেখা শ্লোক আছে। সেগুলির সংখ্যা আশির বেশি। কয়েকটি শ্লোক গোবিন্দলীলামৃত থেকে নেওয়া।

চৈতন্যচরিতামৃত বইটি তিন ভাগে বিভক্ত। ভাগের নাম 'লীলা'। প্রত্যেক লীলা কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। আদিলীলায় চৈতন্যের গার্হস্থ্য জীবনের, প্রথম চব্বিশ বছরের, কথা। এই ভাগে পরিচ্ছেদসংখ্যা সতেরো। মধ্যলীলায় চৈতন্যের

১ শ্লেষ আছে: (১) বৃন্দাবন, (২) গোয়াল।
২ মূলে পদ 'গাং'। শ্লেষ আছে: (১) গোরু, (২) বাণী।

সন্ন্যাসগ্রহণ থেকে শেষ তীর্থভ্রমণ পর্যন্ত ছ-বছরের কথা। পরিচ্ছেদসংখ্যা পঁচিশ। অন্ত্যলীলায় চৈতন্যের শেষ আঠারো বছরের বৃত্তান্ত। পরিচ্ছেদসংখ্যা বিশ। সবশুদ্ধ পরিচ্ছেদসংখ্যা বাষট্টি। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শীর্ষে একটি করে স্বরচিত শ্লোক আছে। সব লীলার মধ্যেই তত্ত্বকথা আছে, বিশেষ করে আদি ও মধ্য লীলায়। এই তত্ত্বকথা অংশ চৈতন্যের জীবনীর পক্ষে অপরিহার্য নয় বটে, তবে যে দৃষ্টিতে কৃষ্ণদাস চৈতন্য-জীবনীর তাৎপর্য অনুধাবন করেছিলেন তার পক্ষে আবশ্যক।

কৃষ্ণদাসের কাছে চৈতন্যের আদিলীলায় অথরিটি ছিল মুরারি গুপ্তের কড়চা ও তদনুসারে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যমঙ্গল। আর অন্ত্যলীলায় অথরিটি ছিল স্বরূপদামোদরের কড়চা এবং রঘুনাথ দাসের কাছে শোনা অন্ত বিবরণ। মধ্যলীলার বর্ণনা, বিশেষ করে চৈতন্যের ভারত-ভ্রমণের বিবরণ অনেকটা কৃষ্ণদাসের গবেষণার ফল বলতে পারি। অথরিটিদের স্বীকার করেও কৃষ্ণদাস যাচিয়ে নিতে ছাড়েন নি। তিনি বলেছেন—

আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত॥
প্রভুর যে শেষলীলা স্বরূপদামোদর।
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর॥
এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া।
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া॥

এই ক্রম অনুসারেই কৃষ্ণদাস চৈতন্যলীলা বর্ণনা করেছেন।

কৃষ্ণদাস চৈতন্যলীলা কিছু চাক্ষুষ করেছিলেন কিনা বলতে পারি না। চাক্ষুষ করা অসম্ভব নয়। কিন্তু তার কোন প্রমাণ দেওয়া যায় না। যাঁরা চৈতন্যলীলা গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এমন অনেকের কাছে কৃষ্ণদাস তাঁর গ্রন্থের সামগ্রী আহরণ করেছিলেন। আধুনিক কালের গবেষক-লেখকের মতই তিনি অথরিটি উদ্ধৃত করতে অথবা সাক্ষী মানতে সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। যেখানে যেখানে তিনি পূর্বগামীদের অথবা প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে গিয়েছেন সেখানে সেখানে তিনি সর্বদা যুক্তি-প্রমাণ দেখিয়েছেন। এমন সত্যসন্ধ সব কালেই দুর্লভ।

কৃষ্ণদাস সংস্কৃতজ্ঞ এবং পণ্ডিত। চৈতন্যচরিতামৃত রচনার আগে তিনি বাংলায় কিছু লিখেছিলেন বলে জানি না। সম্ভবত চৈতন্যচরিতামৃত তাঁর প্রথম (এবং একমাত্র) বাংলা রচনা। (দুটি একটি ব্রজভাবামিশ্র পদের সম্ভাবনা এখানে ধরছি না।)

কিন্তু তিনি যে লিপিকুশলতা দেখিয়েছেন তা আধুনিক কালের আগে কোন বাংলা লেখক দেখাতে পারেন নি। বাংলা গন্ত সাবালক হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। কিন্তু তার তিনশ বছর আগে কৃষ্ণদাস পদ্যে যা করেছিলেন তা বাংলা গদ্যের সাবালক কালেও অসম্ভাবিত।[১]

চৈতন্যচরিতামৃত সাধারণ-শ্রোতার কাছে গান করবার জন্যে লেখা নয়, বৈষ্ণব পণ্ডিতের সভায় ও সাধকের বৈঠকে পড়বার জন্যে লেখা। পড়বার সময় পাঠক কোন কোন অংশে ইচ্ছা করলে সুর দিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে কবিত্বময় ত্রিপদী অংশগুলিতে "যথা রাগঃ" ( অর্থাৎ, যেমন খুশি রাগিনী ) এই নির্দেশ দেওয়া আছে।

চৈতন্যচরিতামৃতে শক্ত নরম সবরকম রচনাছাঁদই আছে। কঠিন ছাঁদ যেমন—

ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥
উপনিষৎ-সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব।
মুখ্যবৃত্তি সেই অর্থ পরমমহত্ত্ব॥
গৌণবৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য।
তাহার শ্রবণে নাশ হয় সর্ব্ব কার্য্য॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥...
পরিণামবাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত বলি বিবর্ত্তবাদ স্থাপন যে করি॥
বস্তুত পরিণামবাদ সেইত প্রমাণ
দেহে আত্মবুদ্ধি এই বিবর্ত্তের স্থান॥

নরম ছাঁদের উদাহরণ—

কহিবার কথা নহে      কহিলে কেহো না বুঝয়ে
ঐছে চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ।
সেই সে বুঝিতে পারে      চৈতন্যের কৃপা যারে
হয় তাঁর দাসানুদাস-সঙ্গ॥

১ বাংলা পয়ারে এই শক্তিসঞ্চারের ফলে বাংলা গদ্যের আবির্ভাব পিছিয়ে দিয়েছিল বলে সন্দেহ হয়।

চৈতন্যলীলারত্নসার স্বরূপের ভাণ্ডার
তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।[১]
তাঁহা কিছু যে শুনিল তাহা ইহা বিবরিল
ভক্তগণে দিল এই ভেটে॥
যদি কেহ হেন কহে গ্রন্থ কৈল শ্লোকময়ে
ইতর জন নারিবে বুঝিতে।
প্রভুর যে আচরণ সেই করি বর্ণন
সর্বচিত্ত নারি আরাধিতে॥

বাংলা ভাষার চালনায় কৃষ্ণদাস যে শক্তি দেখিয়েছেন তার তুলনা—রবীন্দ্রনাথ ছাড়া—আর কারো রচনায় পাই না। কৃষ্ণদাস দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে ছিলেন, তাই ব্রজভাষার কতকগুলি সাধারণ শব্দ ও পদ ( যেগুলি বাংলা থেকে খুব ভিন্ন ছিল না ) তাঁর এমন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে সেগুলি যে বাংলা নয় সেকথা তাঁর মনেই হয় নি। যেমন,—যৈছে, তৈছে, যোই, কোই, যাহাঁ, তাহাঁ, কাহাঁ, ইহাঁ, কাহাসেঁ, ছুটি ( =মুক্ত হয়ে ) ইত্যাদি। প্রয়োজন হলে সংস্কৃত ভাষার পদ ও বাক্যাংশ সরাসরি ব্যবহার করেছেন। যেমন,—অকৃতার্থান্, প্রেমা, কা কথা, ইত্যাদি।

সংস্কৃতছন্দের ব্যবহারে কৃষ্ণদাসের বিশেষ নিপুণতা ছিল। তার প্রচুর প্রমাণ রয়েছে গোবিন্দলীলামৃতে। বাংলাছন্দে তাঁর অধিকারের প্রমাণ আছে চৈতন্যচরিতামৃতের "যথারাগঃ" দ্বারা চিহ্নিত অংশে ত্রিপদীর প্রসন্ন প্রবাহে। কিন্তু কৃষ্ণদাস লালিত্যকে প্রশ্রয় দেন নি। এমন কি আবশ্যক হলে ছন্দের নিপীড়নও করেছেন। যেমন

আচার্য্যগোসাঞির শিষ্য চক্রবর্তী শিবানন্দ।
নিরবধি যাঁর চিত্তে শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ॥

চৈতন্যের ধর্ম যা বৃন্দাবনে গোস্বামীদের দ্বারা ব্যাখ্যাত এবং বাংলা দেশে ভক্ত-সম্প্রদায়ে অনুশীলিত হয়েছিল সে ধর্মের সারসংগ্রহ, ঘননির্ধাস ও সরল ব্যাখ্যা চৈতন্যচরিতামৃত। এবং যা অন্যত্র নেই তা এতে আছে। এইসব কারণে চৈতন্য-চরিতামৃতের আদর বৃন্দাবনে ও বাংলায় সঙ্গে সঙ্গে হয়েছিল। ( বাংলা ভাষায় গভীর

১ স্বরূপদামোদরের কড়চা শ্লোকগুলি রঘুনাথের মুখে বিধৃত ছিল। 'সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর',—এর থেকে বলতে হয় যে স্বরূপদামোদরের কড়চা লিপিবদ্ধও হয়েছিল। কর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় স্বরূপদামোদরের কড়চা থেকে উদ্ধৃত বলে যে কয়েকটি শ্লোক আছে তা চৈতন্যচরিতামৃতে নেই।

তত্ত্বকথার প্রকাশ জীব গোস্বামীর অভিপ্রেত ছিল না। তাই তিনি চৈতন্যচরিতামৃত প্রথমে গ্রাহ্য করেন নি। এই মর্মে অনেক পুরানো গল্প বৈষ্ণব সাহিত্যে আছে। সম্ভবত বইটির মাহাত্ম্য বাড়াবার জন্যেই গল্পগুলি কল্পিত।) কৃষ্ণদাসের ও চৈতন্যচরিতামৃতের ন্যায্য প্রশংসা করেছিলেন কৃষ্ণদাসের প্রায় সমসাময়িক মর্মজ্ঞ সাধক ও কবি নরোত্তম দাস।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসিক ভকত মাঝ
যেহোঁ কৈলা চৈতন্যচরিত।
গৌরগোবিন্দলীলা শুনিতে গলয়ে শিলা
তাহে না জন্মিল মোর প্রীত॥

আর একদিক দিয়েও চৈতন্যচরিতামৃত অত্যন্ত অসাধারণ রচনা। চৈতন্যের ধর্মে মিষ্টিসিজ্‌মের অন্তঃপ্রবাহ সবচেয়ে নির্ভুলভাবে আর সবার আগে এই মহাগ্রন্থেই প্রদর্শিত। 'বাউল' সাধকদের উল্লেখ কৃষ্ণদাসের আগে কেউ কোথাও করেন নি। কৃষ্ণদাস 'মহাবাউল'এর যে বর্ণনা দিয়েছেন[১] সে হল নাথসিদ্ধদের গানে-ছড়ায় আঁকা যোগী-ভিখারিরই কালোচিত রূপবদল। তার কানে শঙ্খকুণ্ডল, এক হাতে লাউয়া আর হাতে দ্বাদশ ( বা খন্তা ), কাঁধে ঝুলি, ছেঁড়া কাঁথা উত্তরীয়, গায়ে ছাইমাখা, মাথায় 'ঝুলনি'। দেহ ক্ষীণ। মুখে নিরঞ্জনের তর্জা। পাগলের মতো আচরণ। সঙ্গে দশজন শিষ্য।

চৈতন্যচরিতামৃত সহজপন্থী বৈষ্ণব-সাধকদের পরম বেদ। পুরানো তান্ত্রিক-যোগীদের পরে কৃষ্ণদাসই প্রথম পরমতত্ত্বকে 'সহজ বস্তু' বলে নির্দেশ করেছেন।

সত্য বটে, চৈতন্যচরিতামৃত বিশেষ একটি ধর্মমতের গ্রন্থ। তবুও সব ধর্মমতের লোকের অনুধাবনযোগ্য ব্যাখ্যা ও উক্তি গ্রন্থটিতে যত্রতত্র আছে। অনেক দূরের কথা আছে। বৈষ্ণবমতের পারিভাষিক জালজঞ্জালের মধ্যদিয়ে না গেলেও সে সব কথার মর্মবোধ অসাধ্য নয়। কিন্তু সে সব তো সহজ কথা নয়। চৈতন্যচরিতামৃতও সহজ বই নয়, কেন না যে 'সহজবস্তু' কৃষ্ণদাস বিবেচনা করেছেন তা জ্ঞানলভ্য নয় বুদ্ধিগ্রাহ্যও নয় 'বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর'—এ বাণী কৃষ্ণদাসেরই॥

১ অন্ত্যলীলা, চতুর্দশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

# আদিলীলা

## প্রথম পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এ তিন ঠাকুর গৌড়ীয়াকে করিয়াছেন আত্মসাৎ।
এ তিনের চরণ বন্দো তিনে মোর নাথ॥
গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ।
গুরু বৈষ্ণব ভগবান্ তিনের স্মরণ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ॥

সকল বৈষ্ণব শুন করি একমন।
চৈতন্যকৃষ্ণের শাস্ত্রমত নিরূপণ॥
কৃষ্ণ গুরুদ্বয় ভক্ত অবতার প্রকাশ।
শক্তি এই ছয় রূপে করেন বিলাস॥

মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ।
তাঁহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।
তা সবার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার॥
ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধান।
তা সবার পাদপদ্মে সহস্র প্রণাম॥
অদ্বৈত আচার্য প্রভুর অংশ অবতার।
তাঁর পাদপদ্মে কোটি প্রণতি আমার॥
নিত্যানন্দরায় প্রভুর স্বরূপপ্রকাশ।
তাঁর পাদপদ্ম বন্দো যাঁর মুঞি দাস॥

গদাধরপণ্ডিত আদি প্রভুর নিজশক্তি।
তাঁ সবার চরণে মোর সহস্র প্রণতি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম॥
সাবরণে প্রভুরে করিয়া নমস্কার।
এই ছয় তেঁহো যৈছে করিয়ে বিচার॥
যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহারি প্রকাশ॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হয়েন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শিক্ষাগুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্য্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ॥

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাহে গুরু চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হয়েন কৃষ্ণ মহান্ত-স্বরূপে॥

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥

সেই ভক্তগণ হয় দ্বিবিধপ্রকার।
পারিষদগণ এক সাধকগণ আর॥
ঈশ্বরের অবতার এ তিন প্রকার।
অংশ-অবতার আর গুণ-অবতার॥
শক্ত্যাবেশ-অবতার তৃতীয় এমত।
অংশ-অবতার পুরুষ মৎস্যাদিক যত॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন গুণাবতারে গণি।
শক্ত্যাবেশ অবতার পৃথু ব্যাসমুনি॥
দুইরূপে হয় ভগবানের প্রকাশ।
একে ত প্রকাশ হয় আরে ত বিলাস॥

একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ।
আকারে ত ভেদ নাহি একই স্বরূপ॥
মহিষী-বিবাহে যৈছে যৈছে কৈল রাস।
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ॥

একই বিগ্রহ কিন্তু আকারে হয় আন।
অনেক প্রকাশ হয় বিলাস তার নাম॥

ব্রজে যে বিহরে পূর্ব্বে কৃষ্ণ বলরাম।
কোটি সূর্য্য-চন্দ্র জিনি দোঁহার নিজধাম॥
সেই দুই জগতেরে হইয়া সদয়।
গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে করিলা উদয়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্বজগৎ আনন্দ॥
সূর্য্য-চন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার॥
এইমত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান।
তমো নাশ করি তবে বস্তুতত্ত্ব জ্ঞান॥
অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব॥
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা-আদি সব॥

তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহো এক জীবের অজ্ঞান-তমোধর্ম্ম॥
যাহার প্রসাদে এই তম হয় নাশ।
তমোনাশ করি করে তত্ত্বের প্রকাশ॥
তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি প্রেমরূপ।
নামসঙ্কীর্ত্তন সব আনন্দস্বরূপ॥

সূর্য্য-চন্দ্র বাহিরের তম যে বিনাশে।
বহির্ব্বস্তু ঘট-পট-আদি সে প্রকাশে॥
দুই ভাই হৃদয়ের কালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড় ভাগবত-শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ॥
এক অদ্ভুত সমকালে দোঁহার প্রকাশ।
আর অদ্ভুত চিত্তগুহার তম করে নাশ॥
এই চন্দ্র-সূর্য্য দুই পরম সদয়।
জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিলা উদয়॥
সেই দুই প্রভুর করি চরণ বন্দন।
যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ॥
বক্তব্যবাহুল্য গ্রন্থ-বিস্তারের ডরে।
বিস্তারি না বর্ণি সারার্থ কহি অল্পাক্ষরে॥
শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ঞানাদি দোষ।
কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হবে পাইবে সন্তোষ॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-মহত্ত্ব।
তাঁর ভক্ত ভক্তি নাম প্রেম রসতত্ত্ব॥
ভিন্ন ভিন্ন লিখিয়াছি করিয়া বিচার।
শুনিলে জানিবে সব বস্তুতত্ত্বসার॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ অনুবাদ তিন।
অঙ্গপ্রভা অংশ স্বরূপ তিন বিধেয়-চিহ্ন॥
অনুবাদ আগে পাছে বিধেয় স্থাপন।
সেই অর্থ কহি শুন শাস্ত্র-বিবরণ॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥
নন্দসুত বলি যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্যগোসাঞি॥
প্রকাশ-বিশেষে তেঁহো ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম পরমাত্মা আর স্বয়ং ভগবান্॥
তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ-মণ্ডল।
উপনিষদ কহে যাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল॥
চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ।
জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ॥

আত্মা অন্তর্য্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেহ গোবিন্দের অংশবিভূতি যে হয়॥
অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীব গোবিন্দের অংশ প্রকাশে॥
সেইত গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্যগোসাঞি।
জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই॥

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান।
যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান॥
কৃষ্ণ-স্বরূপের হয় ষড়্‌বিধ বিলাস।
প্রভাব বৈভব রূপে দ্বিবিধ প্রকাশ॥
অংশ শক্ত্যাবেশ রূপে দ্বিবিধাবতার।
বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্ম দুই ত প্রকার॥
কিশোরস্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী।
ক্রীড়া করে এই ছয় রূপে বিশ্ব ভরি॥

সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।
আপনি চৈতন্যরূপে কৈল অবতার॥

সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
এ সব সিদ্ধান্ত শুন করি একমন॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর আলস।
ইহা হৈতে লাগে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস॥
চৈতন্যমহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমা-জ্ঞান হৈতে॥
চৈতন্যপ্রভুর মহিমা কহিবার তরে।
কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে॥
চৈতন্যগোসাঞির এই তত্ত্ব নিরূপণ।
স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥
ব্রহ্মার একদিনে তিঁহো একবার।
অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার॥

দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার চারি রস।
চারি ভাবে ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ॥
দাস সখা পিতা মাতা কান্তাগণ লঞা।
ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হঞা॥

যথেষ্ট বিহরি কৃষ্ণ করে অন্তর্দ্ধান।
অন্তর্দ্ধান করি মনে করে অনুমান॥
চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান।
ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান॥
সকল জগতে মোরে করে বিধিভক্তি।
বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি॥
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নামসংকীর্ত্তন।
চারিভাবে ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন॥
আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সবারে॥
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এই ত সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায়॥
যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজে প্রেম দিতে॥
তাহাতে আপনে ভক্তগণ করি সঙ্গে।
পৃথিবীতে অবতরি করিমু নানারঙ্গে॥
এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।
অবতীর্ণ হৈল কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায়॥
চৈতন্য-সিংহের নবদ্বীপে অবতার।
সিংহগ্রীব সিংহবীর্য্য সিংহের হুঙ্কার॥
সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয়কন্দরে।
কল্মষদ্বিরদ-নাশ যাহার হুঙ্কারে॥
প্রথম লীলায় তাঁর বিশ্বম্ভর নাম।
ভক্তিরসে ভরিল ধরিল ভূতগ্রাম॥
ডুভৃঞ্ ধাতুর অর্থ পোষণ ধারণ।
পুষিল ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন॥
শেষ লীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
শ্রীকৃষ্ণ জানাইয়া সব বিশ্ব কৈল ধন্য॥

কলিযুগে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার।
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্য অবতার॥
তপ্তহেম সম কান্তি প্রকাণ্ডশরীর।
নবমেঘ জিনি কণ্ঠধ্বনি যে গম্ভীর॥
দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাতে।
চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে॥
ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল হয় তার নাম।
ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল-তনু চৈতন্য গুণধাম॥
আজানুলম্বিত-ভুজ কমললোচন।
তিলফুল জিনি নাসা সুধাংশুবদন॥
শান্ত দান্ত কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠাপরায়ণ।
ভক্তবৎসল সুশীল সর্ব্বভূতে সম॥
চন্দনের অঙ্গদ বালা চন্দনভূষণ।
নৃত্যকালে পরি করেন কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন॥
এই সব গুণ লঞা মুনি বৈশম্পায়ন।
সহস্রনামে কৈলা তাঁর নাম গণন॥
দুই লীলা চৈতন্যের আদি আর শেষ।
দুই লীলায় চারি চারি নাম বিশেষ॥
ব্যক্ত করি ভাগবতে কহে আরবার।
কলিযুগে ধর্ম্ম নামসঙ্কীর্ত্তন সার॥
"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"
শুন ভাই এই সব চৈতন্যমহিমা।
এই শ্লোকে কহে তাঁর মহিমার সীমা॥
কৃষ্ণ এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তিঁহো বর্ণে নিজসুখে॥
কৃষ্ণবর্ণ শব্দের অর্থ দুই ত প্রমাণ।
কৃষ্ণবর্ণ বিনু তাঁর মুখে নাহি আন॥

কেহ তাঁরে বলে যদি কৃষ্ণবরণ।
আর বিশেষণে তাহা করে নিবারণ॥
দেহকান্ত্যে হয় তিঁহো অকৃষ্ণবরণ।
অকৃষ্ণবরণে কহি পীতবরণ॥
প্রত্যক্ষ তাঁহার তপ্তকাঞ্চনের দ্যুতি।
যাহার ছটায় নাশে অজ্ঞান-তমস্ততি॥
জীবের কল্মষ-তমো নাশ করিবারে।
অঙ্গ-উপাঙ্গ নাম নানা অস্ত্র ধরে॥
ভক্তির বিরোধী যত ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম।
তাহার কল্মষ নাম সেই মহাতম॥
বাহু তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্ট্যে চায়।
করিয়া কল্মষ-নাশ প্রেমেতে ভাসায়॥
শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন।
তার পাপ ক্ষয় হয় পায় প্রেমধন॥
অন্য অবতারে সব সৈন্য-শস্ত্র সঙ্গে।
চৈতন্যকৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ-উপাঙ্গে॥

অদ্বৈত নিত্যানন্দ চৈতন্যের দুই অঙ্গ।
অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে উপাঙ্গ॥
অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সহিতে।
সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে॥
নিত্যানন্দগোসাঞি সাক্ষাৎ হলধর।
অদ্বৈত আচার্য্যগোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর॥
শ্রীবাসাদি পারিষদগণ সঙ্গে লঞা।
দুই সেনাপতি বুলে কীর্ত্তন করিয়া॥
পাষণ্ডদলন বানা নিত্যানন্দ রায়।
আচার্য্য হুঙ্কারে পাপ পাষণ্ডী পলায়॥
সঙ্কীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য॥

সেই ত সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার॥
কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণনাম সম।
যেই কহে সে পাষণ্ডী দণ্ডে তারে যম॥

ভাগবত ভারত শাস্ত্র আগম পুরাণ।
চৈতন্যকৃষ্ণ অবতার প্রকট প্রমাণ॥
প্রত্যক্ষ দেখহ নানা প্রকট প্রভাব।
অলৌকিক কর্ম্ম অলৌকিক অনুভাব॥
দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলুকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ॥
আপনা লুকাইতে প্রভু নানা যত্ন করে।
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে॥
অসুরস্বভাবে কৃষ্ণে কভু নাহি জানে।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজনস্থানে॥
আচার্য্যগোসাঞি প্রভুর ভক্ত-অবতার।
কৃষ্ণ অবতার হেতু যাঁহার হুঙ্কার॥
কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে করেন অবতার।
প্রথমে করেন গুরুবর্গের সঞ্চার॥
পিতা মাতা গুরু আদি যত মান্যগণ।
প্রথমে করেন সবার পৃথিবীতে জনম॥
মাধব ঈশ্বর পুরী শচী জগন্নাথ।
অদ্বৈত আচার্য্য প্রকট হৈলা সেই সাথ॥
প্রকটিয়া দেখে আচার্য্য সকল সংসার।
কৃষ্ণভক্তিগন্ধহীন বিষয়ব্যবহার॥
কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয়ভোগ।
ভক্তিগন্ধ নাহি যাতে যায় ভবরোগ॥
লোকগতি দেখি আচার্য্য করুণহৃদয়।
বিচার করেন লোকের কৈছে হিত হয়॥

আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার।
আপনে আচরি ভক্তি করেন প্রচার॥
নাম বিনু কলিকালে ধর্ম্ম নাহি আর।
কলিকালে কৈছে হবে কৃষ্ণ অবতার॥
শুদ্ধভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন।
নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন॥
আনিয়া কৃষ্ণেরে করোঁ কীর্ত্তনসঞ্চার।
তবে সে অদ্বৈত নাম সফল আমার॥

গঙ্গাজলে তুলসীমঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবি করেন সমর্পণ॥
কৃষ্ণের আহ্বানে করে সঘন হুঙ্কার।
এমতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার॥
চৈতন্যের অবতারে এই মুখ্য হেতু।
ভক্তের ইচ্ছায় অবতরে ধর্ম্মসেতু॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥

আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই অসুরমারণ।
যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ॥
প্রেমরসনির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥

রসিকশেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্‌গম॥
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥
আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥
মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে আমারে সম হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতিহীন জ্ঞানে করে লালন পালন॥
সখা শুদ্ধসখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
বলে তুমি কোন্ বড় লোক তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥
এই শুদ্ধভক্তি লঞা করিমু অবতার।
করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার॥
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার॥
মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥
আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ।
দুঁহার রূপ গুণে দুঁহার নিত্য হরে মন॥
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুঁহে করয়ে মিলন।
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥
এই সব রসনির্য্যাস করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ॥

ব্রজের নির্ম্মলরাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম॥

অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান॥
পরকীয়া-ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি॥
প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস আস্বাদ-কারণ॥
অতএব সেই সব অঙ্গীকার করি।
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥

রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্যগোসাঞি।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই॥
ইথি লাগি আগে করি তাহার বিবরণ।
যাহা হৈতে হয় গৌরের মহিমা কথন॥
রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়বিকার।
স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দ-আস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥
সচ্চিদানন্দপূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥
সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব নাম।

ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥
মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার ॥
কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সংবিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥
হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেম-সার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব ॥
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ-খনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি ॥

জগৎ-মোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী ॥
রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ ॥
রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥
প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনি অবতরি।
রাধা-ভাব-কান্তি দুই অঙ্গীকার করি ॥

অবতরি প্রভু প্রচারিল সঙ্কীর্ত্তন।
এহো বাহ্য হেতু পূর্ব্বে করিয়াছি সূচন ॥
অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীজ।
রসিক-শেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিজ ॥
অতিগূঢ় হেতু সেহো ত্রিবিধ প্রকার।
দামোদরস্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার ॥
স্বরূপগোসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এ সব প্রসঙ্গ ॥

রাধিকার ভাবমূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে সুখ-দুঃখ উঠে নিরন্তর॥
শেষলীলায় প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা আর প্রলাপময় বাদ॥
রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধবদর্শনে।
সেই ভাবে মত্ত প্রভু থাকে রাত্রিদিনে॥
রাত্র্যে প্রলাপ করে স্বরূপের কণ্ঠ ধরি।
আবেশে আপন ভাব কহয়ে উঘাড়ি॥
যবে যেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর।
সেই গীত-শ্লোকে সুখ দেন দামোদর॥
এবে কার্য্য নাহি কিছু এ সব বিচারে।
আগে ইহা বিবরিব করিয়া বিস্তারে॥

তাঁহার প্রথম বাঞ্ছা করিয়ে ব্যাখ্যান।
কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের নিদান॥
পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥
রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥
নিজপ্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
তাহা হৈতে কোটিগুণ রাধা-প্রেমাস্বাদ॥
আমি যৈছে পরস্পর-বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়।
রাধা-প্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধধর্ম্মময়॥
রাধা-প্রেম বিভু যার বাড়িতে নাহি ঠাঞি।
তথাপি যে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই॥
যাহা বই গুরু বস্তু নাহি সুনিশ্চিত।
তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরববর্জ্জিত॥

যাহা হৈতে সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর।
তথাপি সর্ব্বদা বাম্য বক্রব্যবহার॥
সেই প্রেমার রাধিকা হয় পরম আশ্রয়।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয়॥
বিষয়জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ে আহ্লাদ॥
আশ্রয়জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি কি করি উপায়॥
কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়॥
এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরমকৌতুকী।
হৃদয়ে বাঢ়য়ে প্রেমলোভ-ধক্ধকী॥

দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে লোভ হয় আস্বাদিতে নারি॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ-উপায়।
রাধিকাস্বরূপ হৈতে তবে মন ধায়॥
কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ-আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল॥
শ্রবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ব্বমন।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করেন যতন॥
এ মাধুর্য্যামৃত পান সদা যেই করে।
তৃষ্ণা-শান্তি নহে তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তরে॥
অতৃপ্ত হইয়া করে বিধিরে নিন্দন।
অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন॥
কোটি নেত্র নাহি দিল সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমেষ কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি।

অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপগোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত।

যেবা কেহ অন্য জানে সেহ তাঁহা হৈতে।
চৈতন্যগোসাঞির তিঁহ অত্যন্ত মর্ম্ম যাতে॥
গোপীগণের প্রেম রূঢ় মহাভাব নাম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কভু নহে কাম॥
কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ-বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্য প্রেম হয় মহাবল॥
লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজন করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে কৃষ্ণের সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥

আত্মসুখদুঃখ গোপী না করে বিচার।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে সব ব্যবহার॥
কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় আছে পূর্ব্ব হৈতে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥

কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম।
নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধহেম॥

সেই গোপীগণমধ্যে উত্তমা রাধিকা।
রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা॥

সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্যাবতার।
যুগধর্ম্ম নাম-প্রেম কৈল পরচার॥

এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ় কহিতে না জুয়ায়।
না কহিলে কেহো ইহার অন্ত নাহি পায়॥
অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ়।
বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ়॥
হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
এ সব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ॥
এ সব সিদ্ধান্তরস আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ-কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ॥
অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ॥
যে লাগি কহিতে ভয় সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে॥
অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার।
নিঃশঙ্কে কহিয়ে সভার হউক চমৎকার॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥
এইমত চৈতন্যপ্রভু একলে ঈশ্বর।
আর সব পারিষদ কেহ বা কিঙ্কর॥
গুরুবর্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য।
শ্রীনিবাসাদি আর যত লঘু সম আর্য্য॥
সর্ব্ব-পারিষদ সবে লীলার সহায়।
সবা লঞা নিজকার্য্য সাধে গৌররায়॥
অদ্বৈতগোসাঞি নিতানন্দ দুই অঙ্গ।
দুই গোসাঞি লঞা প্রভুর যত কিছু রঙ্গ॥
অদ্বৈত আচার্য্যগোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
প্রভু গুরু করি মানে তেঁহো ত কিঙ্কর॥
আচার্য্যগোসাঞির তত্ত্ব না যায় কথন।
কৃষ্ণ অবতারি যেহোঁ তারিল ভুবন॥
নিত্যানন্দস্বরূপ পূর্ব্বে হইলা লক্ষ্মণ।
লঘু ভ্রাতা হৈয়া করে রামের সেবন॥
রামের চরিত্র সব দুঃখের কারণ।
স্বতন্ত্র লীলার দুঃখ সহেন লক্ষ্মণ॥
নিষেধ করিতে নারে যাতে ছোট ভাই।
মৌন করি রহে লক্ষ্মণ মনে দুঃখ পাই॥
কৃষ্ণাবতারে জ্যেষ্ঠ হৈলা সেবার কারণে।
কৃষ্ণকে করাইল নানা সুখ-আস্বাদনে॥

শ্রীচৈতন্য সেই কৃষ্ণ নিতানন্দ রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম॥
নিত্যানন্দমহিমা-সিন্ধু অনন্ত অপার।
এক কণ স্পর্শি মাত্র সে কৃপা তাঁহার॥
আর এক শুন তাঁর কৃপার মহিমা।
অধম জীবেরে চঢ়াইল ঊর্দ্ধসীমা॥

বেদগুহ্য কথা এই অযোগ্য কহিতে।
তথাপি কহিয়ে তাঁর কৃপা প্রকাশিতে॥
উল্লাসের বশে লিখি তোমার প্রসাদ।
নিত্যানন্দ প্রভু মোর ক্ষম অপরাধ॥
অবধূতগোসাঞির এক ভৃত্য প্রেমধাম।
মীনকেতন রামদাস হয় তার নাম॥
আমার আলয়ে অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তন।
তাহাতে আইলা তিঁহো পাঞা নিমন্ত্রণ॥
মহাপ্রেমময় তিঁহো বসিলা অঙ্গনে।
সকল বৈষ্ণব তাঁর বন্দিলা চরণে॥
নমস্কার করিতে কারো উপরেতে চড়ে।
প্রেমে কারে বংশী মারে কাহারে চাপড়ে॥
যে নেত্রে দেখিতে অশ্রু মনে হয় যার।
সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অশ্রুধার॥
কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক-কদম্ব।
এক অঙ্গে জাড্য তার আর অঙ্গে কম্প॥
নিত্যানন্দ বলি যবে করেন হুঙ্কার।
তাহা দেখি লোকের হয় মহা চমৎকার॥
গুণার্ণব মিশ্র নামে এক বিপ্র আর্য্য।
শ্রীমূর্ত্তি-নিকটে তেঁহো করে সেবাকার্য্য॥
অঙ্গনে আসিয়া তেঁহো না কৈল সম্ভাষ।
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হঞা বলে রামদাস॥
এই ত দ্বিতীয় সূত শ্রীরোমহর্ষণ।
বলরামে দেখি যে না কৈল প্রত্যুদ্গম॥
এত বলি নাচে গায় করয়ে সন্তোষ।
কৃষ্ণকার্য্য করে বিপ্র না কৈল রোষ॥
উৎসবান্তে গেলা তেঁহো করিয়া প্রসাদ।
মোর ভ্রাতা-সনে তাঁর কিছু হৈল বাদ॥

চৈতন্যগোসাঞিতে তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস।
নিত্যানন্দ প্রতি কিছু বিশ্বাস-আভাস॥
ইহা শুনি রামদাসের দুঃখ হৈল মনে।
তবে ত ভ্রাতারে আমি করিল ভর্ৎসনে॥
দুই ভাই একতনু সমানপ্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মানিলে তোমার হৈবে সর্ব্বনাশ॥
একে ত বিশ্বাস অন্যে না কর সম্মান।
অর্দ্ধকুক্কুটী-ন্যায় তোমার প্রমাণ॥
কিংবা দুই না মানিয়া হও ত পাষণ্ড।
একে মানি আরে না মানি এইমত ভণ্ড॥
ক্রুদ্ধ হঞা বংশী ভাঙ্গি চলে রামদাস।
তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্ব্বনাশ॥
এই ত কহিল তাঁর সেবক-প্রভাব।
আর এক কহি তাঁর দয়ার স্বভাব॥
ভাইকে ভর্ৎসিনু মুঞি লঞা এই গুণ।
সেই রাত্র্যে প্রভু মোরে দিলা দরশন॥
নৈহাটি নিকটে ঝামটপুর নামে গ্রাম।
তাঁহি স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম॥
দণ্ডবৎ হৈয়া আমি পড়িনু ভূমিতে।
নিজপাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে॥
উঠ উঠ বলি মোরে বলে বারবার।
উঠি তাঁর রূপ দেখি হৈনু চমৎকার॥
শ্যাম চিক্কণকান্তি প্রকাণ্ডশরীর।
সাক্ষাৎ কন্দর্প যৈছে মহামল্ল বীর॥
সুবলিত হস্তপদ কমলনয়ান।
পট্টবস্ত্র শিরে পট্টবস্ত্র পরিধান॥
সুবর্ণকুণ্ডল কর্ণে স্বর্ণাঙ্গদ বালা।
পায়েতে নূপুর বাজে কণ্ঠে পুষ্পমালা॥

চন্দনলেপিত অঙ্গ তিলক সুঠাম।
মত্তগজ জিনি মদমন্থর পয়ান॥
কোটিচন্দ্র জিনি মুখ উজ্জ্বলবরণ।
দাড়িম্ববীজ সম দন্ত তাম্বূলচর্ব্বণ॥
প্রেমে মত্ত অঙ্গ ডাহিনে বামে দোলে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া গম্ভীর বোল বলে॥
রাঙ্গা যষ্টি হস্তে দোলে যেন মত্তসিংহ।
চারি পাশে বেড়ি আছে চরণেতে ভৃঙ্গ॥
পারিষদগণে দেখি সব গোপবেশ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে সবে সপ্রেম আবেশ॥
শিঙ্গা বংশী বাজায় কেহ কেহ নাচে গায়।
সেবক যোগায় তাম্বূল চামর ঢুলায়॥
নিত্যানন্দস্বরূপের দেখিয়া বৈভব।
কিবা রূপ গুণ লীলা অলৌকিক সব॥
আনন্দে বিহ্বল আমি কিছুই না জানি।
তবে হাসি প্রভু মোরে কহিলেন বাণী॥
অয়ে অয়ে কৃষ্ণদাস না কর ত ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়॥
এত বলি প্রেরিলা মোরে হাতসানি দিয়া।
অন্তর্ধান কৈল প্রভু নিজগণ লঞা॥
মূর্চ্ছিত হইয়া মুঞি পড়িনু ভূমিতে।
স্বপ্নভঙ্গ হৈলে দেখি হৈয়াছে প্রাভতে॥
কি দেখিনু কি শুনিনু করিয়ে বিচার।
প্রভু-আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন যাইবার॥
সেইক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন।
প্রভুর কৃপাতে সুখে আইনু বৃন্দাবন॥
জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবনধাম॥

জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয়॥
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয়॥
সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তিরসপ্রান্ত॥
জয় জয় নিত্যানন্দ-চরণারবিন্দ।
যাঁহা হৈতে পাইলাম শ্রীরাধাগোবিন্দ॥
জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্যক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয়॥
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎসংসারে॥
প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার।
উত্তম অধম কিছু না করে বিচার॥
যে আগে পড়য়ে তারে করয়ে নিস্তার।
অতএব নিস্তারিলা মো হেন দুরাচার॥
মো পাপিষ্ঠে আনিলেন শ্রীবৃন্দাবন।
মো হেন অধমে দিলা শ্রীরূপচরণ॥
শ্রীমদনগোপাল শ্রীগোবিন্দ দরশন।
কহিবার যোগ্য নহে এ সব কথন॥

বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণবমণ্ডল।
কৃষ্ণনামপরায়ণ পরমমঙ্গল॥
যাঁর প্রাণধন নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য।
রাধাকৃষ্ণভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য॥
সেই বৈষ্ণবের পদরেণু পদছায়া।
মো অধমে দিল নিত্যানন্দ করি দয়া॥

তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়—তাঁহার বচন।
সেই সূত্রে এই তাঁর কৈল বিবরণ॥
সে সব পাইল আমি বৃন্দাবনে আয়।
সেই সব লভ্য এই প্রভুর কৃপায়॥
আপনার কথা লিখি নির্লজ্জ হইয়া।
নিত্যানন্দগুণে লেখায় উন্মত্ত করিয়া॥
নিত্যানন্দপ্রভুর গুণ মহিমা অপার।
সহস্র বদনে শেষ নাহি পায় পার॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

অদ্বৈত আচার্য্যগোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
যাহার মহিমা নহে জীবের গোচর॥
মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগদাদি কার্য্য।
তাঁর অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্য্য॥

আপনে পুরুষ বিশ্বের নিমিত্ত কারণ।
অদ্বৈতরূপে উপাদান হয় নারায়ণ॥
নিমিত্তাংশে করে তেঁহো মায়াতে ঈক্ষণ।
উপাদান অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাণ্ড সৃজন॥

পূর্ব্বে যৈছে কৈল সর্ব্ববিশ্বের সৃজন।
অবতরি কৈল এবে ভক্তিপ্রবর্ত্তন॥
জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি করি দান।
গীতা-ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান॥

ভক্তি উপদেশ বিনু তাঁর নাহি কার্য্য।
অতএব নাম তাঁর হইল আচার্য্য॥
বৈষ্ণবের গুরু তেঁহো জগতের আর্য্য।
দুই নাম মিলনে হৈল অদ্বৈত আচার্য্য॥
কমলনয়নের তেঁহো যাতে অঙ্গ-অংশ।
কমলাক্ষ করি ধরে নাম-অবতংস॥

অদ্বৈত আচার্য্য ঈশ্বরের অংশ বর্য্য।
তাঁর তত্ত্ব নাম গুণ সকল আশ্চর্য্য।
যাঁহার তুলসী জলে যাঁহার হুঙ্কারে।
স্বগণ সহিতে চৈতন্যের অবতারে॥
যাঁর দ্বারে কৈল প্রভু কীর্ত্তনপ্রচার।
যাঁর দ্বারে কৈল প্রভু জগৎনিস্তার॥
আচার্য্যগোসাঞি-গুণ-মহিমা অপার।
জীবকীট কোথায় পাইবে তার পার॥
আচার্য্যগোসাঞি চৈতন্যের মুখ্য অঙ্গ।
আর এক অঙ্গ তাঁর প্রভু নিত্যানন্দ॥
প্রভুর উপাঙ্গ শ্রীবাসাদি ভক্তগণ।
হস্ত মুখ নেত্র অঙ্গ চক্রাদ্যস্ত্র সম॥
এই সব লঞা প্রভু করেন বিহার।
এই সব লঞা করেন বাঞ্ছিতপ্রচার॥
মাধবেন্দ্র পুরীর ইহোঁ শিষ্য এই জ্ঞানে।
আচার্য্যগোসাঞিরে প্রভু গুরু করি মানে।
লৌকিকলীলাতে ধর্ম্মমর্য্যাদারক্ষণ।
স্তুতি-ভক্ত্যে করেন তাঁর চরণবন্দন॥
চৈতন্যগোসাঞিকে আচার্য্য করে প্রভুজ্ঞান।
আপনাকে করেন তাঁর দাস অভিমান॥
সেই অভিমানে সুখে আপনা পাসরে।
কৃষ্ণদাস হও জীবে উপদেশ করে॥

নিত্যানন্দ অবধূত সবাতে আগল।
চৈতন্যের দাস্যপ্রেমে হইল পাগল॥
শ্রীবাস হরিদাস রামদাস গদাধর।
মুরারি মুকুন্দ চন্দ্রশেখর বক্রেশ্বর॥
এ সব পণ্ডিতলোক পরম মহত্ত্ব।
চৈতন্যের দাস্যে সবায় করায় উন্মত্ত॥
এইমত গায় নাচে করে অট্টহাস।
লোকে উপদেশে হও চৈতন্যের দাস॥
চৈতন্যগোসাঞি মোরে করে গুরুজ্ঞান।
তথাপি আমার হয় দাস-অভিমান॥
কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব্ব প্রভাব।
গুরু সম লঘুকে করায় দাস্যভাব॥

অদ্বৈত আচার্য্যগোসাঞির মহিমা অপার।
যাঁহার হুঙ্কারে কৈল চৈতন্যাবতার॥
কীর্ত্তন প্রচারি কৈল জগৎ-তারণ।
অদ্বৈত-প্রসাদে লোক পাইল প্রেমধন॥
অদ্বৈত-মহিমা অনন্ত কে পারে কহিতে।
সেই লিখি যেই শুনি মহাজন হৈতে॥
আচার্য্য-চরণে মোর কোটি নমস্কার।
ইথে কিছু অপরাধ না লবে আমার॥
তোমার মহিমা কোটি সমুদ্র অগাধ।
তাহার যে তত্ত্ব কহি বড় অপরাধ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
তাঁহার চরণাশ্রিত সেই বড় ধন্য॥

কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব॥
ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্যগোসাঞি।
ভক্তস্বরূপ তাঁর নিত্যানন্দ ভাই॥
ভক্ত-অবতার তাঁর আচার্য্যগোসাঞি।
এই তিন তত্ত্ব সবে প্রভু করি গাই॥
এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুই জন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥
এই তিন তত্ত্ব সর্ব্বারাধ্য করি মানি।
চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব আরাধ্য করি জানি॥

শ্রীবাসাদি যত কোটি কোটি ভক্তগণ।
শুদ্ধভক্ততত্ত্বমধ্যে তা সবার গণন॥
গদাধরপণ্ডিত আদি প্রভুর শক্তি-অবতার।
অন্তরঙ্গ ভক্ত করি গণন যাঁহার॥
যাঁ সবা লঞা প্রভুর নিত্য বিহার।
যাঁ সবা লঞা করেন কীর্ত্তনপ্রচার॥
যাঁ সবা লঞা প্রেম করেন আস্বাদন।
যাঁ সবা লঞা দান করেন প্রেমধন॥
সেই পঞ্চতত্ত্ব মিলি পৃথিবী আসিয়া।
পূর্ব্ব প্রেমভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া॥
পাঁচে মিলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন।
যত পীয়ে তত তৃষ্ণা বাঢ়ে অনুক্ষণ॥
পুনঃ পুনঃ পীয়াইয়া হয় মহামত্ত।
নাচে কান্দে হাসে গায় যৈছে মদোন্মত্ত॥
পাত্রাপাত্র বিচার নাহি নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায় তাঁহা করে প্রেমদান॥
লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডারে প্রেম শতগুণ বাঢ়ে॥

উথলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী বৃদ্ধ বালক আদি সবারে ডুবায় ॥
সজ্জন দুর্জ্জন পঙ্গু জড় অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের মন ॥
জগৎ ডুবিল জীবের হৈল বীজনাশ।
তাহা দেখি পাঁচজনের পরম উল্লাস ॥
যত যত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চজনে।
তত বাঢ়ে জল আর ব্যাপে ত্রিভুবনে ॥
মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ।
নিন্দক পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধম ॥
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা সবারে ছুঁইতে নারিল ॥
তাহা দেখি মহাপ্রভু করেন চিন্তন।
জগৎ ডুবাইতে আমি করিনু যতন ॥
কেহ কেহ এড়াইল প্রতিজ্ঞা হৈল ভঙ্গ।
তা সবা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ ॥
এত বলি মনে কিছু করিয়া বিচার।
সন্ন্যাস-আশ্রম প্রভু কৈলা অঙ্গীকার ॥
চব্বিশ বৎসর ছিলা গৃহস্থ-আশ্রমে।
পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈল যতিধর্ম্মে ॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈল আকর্ষণ।
যতেক পলাঞাছিল তার্কিকাদিগণ ॥
পড়ুয়া পাষণ্ডী কর্ম্মী নিন্দকাদি যত।
তারা আসি প্রভু-পায়ে হয় অবনত ॥
অপরাধ ক্ষমাইল ডুবিল প্রেমজলে।
কেবা এড়াইবে প্রভুর প্রেম-মহাজালে ॥
সবা নিস্তারিতে প্রভু কৃপা-অবতার।
সবা নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার ॥

তবে নিজ ভক্ত কৈল যত ম্লেচ্ছ আদি।
সবে এড়াইল মাত্র কাশীর মায়াবাদী॥
বৃন্দাবন যাইতে প্রভু রহিলা কাশীতে।
মায়াবাদিগণ তারে লাগিল নিন্দিতে॥
সন্ন্যাসী হইয়া করে গায়ন নর্ত্তন।
না করে বেদান্তপাঠ করে সঙ্কীর্ত্তন॥
মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম্ম নাহি জানে।
ভাবক হইয়া ফিরে ভাবকের সনে॥
এ সব শুনিয়া প্রভু হাসে মনে মনে।
উপেক্ষা করিয়া কৈল মথুরা গমনে॥
যেখানেতে নানাকীর্ত্তি প্রেম প্রয়োজন।
মথুরা দেখিয়া পুনঃ কৈল আগমন॥
কাশীতে লেখক শূদ্র চন্দ্রশেখর।
তার ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ॥
সনাতনগোসাঞি আসি তাহাই মিলিলা।
তাঁরে শিক্ষাইতে প্রভু দুমাস রহিলা॥
তাঁরে শিক্ষাইল সব বৈষ্ণবের ধর্ম্ম।
ভাগবত-আদি শাস্ত্রে যত গূঢ় মর্ম্ম॥
ইতিমধ্যে চন্দ্রশেখর মিশ্র তপন।
দুঃখী হঞা প্রভু-পায়ে কৈল নিবেদন॥
কতেক শুনিব প্রভু তোমার নিন্দন।
না পারি সহিতে এবে ছাড়িব জীবন॥
তোমারে নিন্দয়ে যত সন্ন্যাসীর গণ।
শুনিতে না পারি ফাটে হৃদয় শ্রবণ॥
ইহা শুনি রহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
সেই কালে এক বিপ্র মিলিল আসিয়া॥
আসি নিবেদন করে চরণে ধরিয়া।
এক বস্তু মাগি দেহ প্রসন্ন হইয়া॥

সকল সন্ন্যাসী মুঞি কৈনু নিমন্ত্রণ।
তুমি যদি আইস পূর্ণ হয় মোর মন॥
না যাহ সন্ন্যাসি-গোষ্ঠী ইহা আমি জানি।
মোরে অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি।
প্রভু হাসি নিমন্ত্রণ কৈল অঙ্গীকার।
সন্ন্যাসীরে কৃপা লাগি এ ভঙ্গী তাঁহার॥
সে বিপ্র জানেন প্রভু না যান কারো ঘরে।
তাঁহার প্রেরণায় তাঁরে অত্যাগ্রহ করে॥
আর দিন গেলা প্রভু সে বিপ্র-ভবনে।
দেখিলেন বসি আছে সন্ন্যাসীর গণে॥
সবা নমস্করি গেলা পাদপ্রক্ষালনে।
পাদপ্রক্ষালন করি বসিলা সেই স্থানে॥
বসিয়া করিল কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।
মহাতেজোময় বপু কোটি সূর্য্যভাস॥
প্রভাবে আকর্ষিল সর্ব্বসন্ন্যাসীর মন।
উঠিলা সন্ন্যাসিগণ ছাড়িয়া আসন।
প্রকাশানন্দ নামে সর্ব্ব-সন্ন্যাসিপ্রধান।
প্রভুকে কহিল কিছু করিয়া সম্মান॥
ইহাঁ আইস ইহাঁ আইস শুনহ শ্রীপাদ।
অপবিত্র স্থানে বৈস কিবা অবসাদ॥
প্রভু কহেন আমি হীনসম্প্রদায়।
তোমা সবার সভায় বসিতে না জুয়ায়॥
আপনে প্রকাশানন্দ হাতেতে ধরিয়া।
বসাইল সভামধ্যে সম্মান করিয়া॥
পুছিল তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কেশব ভারতীর শিষ্য তাহে তুমি ধন্য॥
সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে।
কি কারণে আমা সবার না কর দর্শনে॥
সন্ন্যাসী হঞা কর গায়ন নর্ত্তন।
ভাবক সব সঙ্গে লৈয়া কর সঙ্কীর্ত্তন॥

বেদান্তপঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কেন কর ভাবকের কর্ম্ম॥
প্রভাবে দেখিয়ে তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ।
হীনাচার কর কেন কি ইহার কারণ॥
প্রভু কহে শ্রীপাদ শুন ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিলা শাসন॥
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তে অধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার॥
কৃষ্ণনাম হৈতে হবে সংসারমোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনু কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥
এত বলি এক শ্লোক শিক্ষাইল মোরে।
কণ্ঠে ধরি এই শ্লোক করহ বিচারে॥
"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"
এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন॥
ধৈর্য্য ধরিতে নারি হৈলাম উন্মত্ত।
হাসি কান্দি নাচি গাই যৈছে মদোন্মত্ত॥
তবে ধৈর্য্য ধরি মনে করিল বিচার।
কৃষ্ণ নামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার॥
পাগল হইলাম আমি ধৈর্য্য নহে মনে।
এত চিন্তি নিবেদিলুঁ গুরুর চরণে॥
কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি গুরু হাসি বলিলা বচন॥
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এইত স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥

কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা পরমপুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥
পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু॥
কৃষ্ণনামের ফল প্রেম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমার করিল উদয়॥
প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ততনু-ক্ষোভ।
কৃষ্ণের চরণপ্রাপ্ত্যে উপজয় লোভ॥
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি-উতি ধায়॥
স্বেদ কম্প রোমাঞ্চ অশ্রু গদগদ বৈবর্ণ্য।
উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য॥
এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভাসায়॥
ভাল হৈল পাইলে তুমি পরমপুরুষার্থ।
তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাম কৃতার্থ॥
এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস ধরি।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন করি॥
সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায়।
নাহি নাচি গাহি আমি আপন ইচ্ছায়।
প্রভুর মিষ্টবাক্য শুনি সন্ন্যাসীর গণ।
চিত্ত ফিরি গেল কহে মধুর বচন॥
যে কিছু কহিলে তুমি সব সত্য হয়।
কৃষ্ণপ্রেমা সেই পায় যার ভাগ্যোদয়॥
কৃষ্ণভক্তি কর ইহায় সবার সন্তোষ।
বেদান্ত না শুন কেন কিবা তার দোষ॥
এত শুনি হাসি প্রভু বলিল বচন।
দুঃখ না মানহ যদি করি নিবেদন॥
ইহা শুনি বলে সর্ব্ব সন্ন্যাসীর গণ।
তোমারে দেখিয়ে যৈছে সাক্ষাৎ নারায়ণ।

যদি বা তার্কিক কহে তর্ক সে প্রমাণ।
তর্কশাস্ত্রে সিদ্ধ যেই সেই সেব্যমান ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥
বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥
সকল সন্ন্যাসী কহে শুনহ শ্রীপাদ।
তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ এ নহে বিবাদ ॥
আচার্য্যকল্পিত অর্থ ইহা সবে জানি।
সম্প্রদায়-অনুরোধে তবু তাহা মানি ॥
মুখ্য অর্থ ব্যাখ্যা কর দেখি তোমার বল।
মুখ্যার্থ লাগাইল প্রভু সূত্রসকল ॥
বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্।
ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ পরতত্ত্বধাম ॥
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য তাঁর নাহি মায়াগন্ধ।
সকল বেদের হয় ভগবান্ সে সম্বন্ধ ॥
তাঁরে নির্ব্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি।
অর্দ্ধ-স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি ॥
ভগবান্-প্রাপ্তি হেতু যে করি উপায়।
শ্রবণাদি ভক্তি কৃষ্ণ-প্রাপ্তির সহায় ॥
সেই সর্ব্ববেদের অভিধেয় নাম।
সাধনভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদ্‌গম ॥
কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যে তার নাহি হয় রাগ ॥
পঞ্চমপুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন ॥
প্রেম হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজভক্তবশ।
প্রেম হৈতে পাই কৃষ্ণসেবা-সুখরস ॥
সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন নাম।
এই তিন অর্থ সর্ব্বসূত্রে পর্য্যবসান ॥

এইমত সব সূত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া।
সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া॥
বেদময় মূর্ত্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ।
অপরাধ ক্ষম পূর্ব্বে যে কৈনু নিন্দন॥
সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরি গেল মন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম সদা করয়ে গ্রহণ॥
এইমত তা সবার ক্ষমি অপরাধ।
সবাকারে কৃষ্ণনাম করিলা প্রসাদ॥
তবে সন্ন্যাসীর গণ মহাপ্রভুকে লঞা।
ভিক্ষা করিলেন সর্ব্বমধ্যে বসাইঞা॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু আইলা বাসাঘর।
হেন চিত্রলীলা করে গৌরাঙ্গসুন্দর॥
চন্দ্রশেখর তপনমিশ্র সনাতন।
শুনি দেখি আনন্দিত সবাকার মন॥
প্রভুকে দেখিতে আইসে সকল সন্ন্যাসী।
প্রভুর প্রশংসা করে সর্ব্ব বারাণসী॥
বারাণসীপুরী আইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পুরীসহ সর্ব্বলোক হৈল মহাধন্য॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে।
মহাভিড় হৈল দ্বারে নারে প্রবেশিতে॥
প্রভু যবে যান বিশ্বেশ্বর-দরশনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আসি মিলে সেই স্থানে॥
স্নান করিতে যবে যান গঙ্গাতীরে।
তাঁহা সব লোক আসি হয় মহাভিড়ে॥
বাহু তুলি বলে প্রভু বোল হরি হরি।
হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গ-মর্ত্ত্য ভরি॥
লোক নিস্তারিয়া প্রভুর চলিতে হৈল মন।
বৃন্দাবনে পাঠাইলেন শ্রীসনাতন॥
রাত্রি দিবস লোকের দেখি কোলাহল।
বারাণসী ছাড়ি প্রভু আইলা নীলাচল॥

এই লীলা আগে কহিব বিস্তার করিয়া।
সংক্ষেপে কহিল ইহাঁ প্রসঙ্গ পাইয়া॥
মথুরাতে পাঠাইলা রূপ-সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি-প্রচারণ॥
নিত্যানন্দরামে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তেঁহো ভক্তি প্রচারিল অশেষ-বিশেষে॥
আপনে দক্ষিণদেশে করিলা গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈলা কৃষ্ণনাম-প্রচারণ॥
সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল সবারে নিস্তার॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত তিনজন।
শ্রীবাস গদাধর আদি যত ভক্তগণ॥
সবার চরণপদ্মে করি নমস্কার।
যৈছে তৈছে কহি কিছু চৈতন্যবিহার॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয় জয় পরমানন্দ জয় নিত্যানন্দ॥
জয় জয় অদ্বৈত-আচার্য্য কৃপাময়।
জয় জয় গদাধর পণ্ডিত মহাশয়॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
প্রণত হইয়া বন্দো সবার চরণ॥
মূক কবিত্ব করে যে সবের স্মরণে।
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে অন্ধ দেখে তারাগণে।
এ সব না মানে যেই পণ্ডিতসকল।
তা সবার বিদ্যাপাঠ ভেক-কোলাহল॥

এ সব না মানে যেই করে কৃষ্ণভক্তি।
কৃষ্ণকৃপা নাহি তারে নাহি তার গতি॥
পূর্ব্বে যৈছে জরাসন্ধ-আদি রাজগণ।
বেদ-ধর্ম্ম করি করে বিষ্ণুর পূজন॥
কৃষ্ণ নাহি মানে তাতে দৈত্য করি মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি॥
মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ।
এই লাগি কৃপায় প্রভু করিল সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাসি-বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার।*
তথাপি খণ্ডিবে দোষ পাইবে নিস্তার॥
হেন কৃপাময় চৈতন্য না মানে যেই জন।
সর্ব্বোত্তম হইলে তারে অসুরে গণন॥
অতএব পুনঃ কহোঁ ঊর্দ্ধবাহু হৈয়া।
চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া॥
যদি বা তার্কিক কহে তর্ক সে প্রমাণ।
তর্কশাস্ত্রে সিদ্ধ যেই সেই সেব্যমান॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥
বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥
কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া॥
হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথা তথা।
জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর-প্রেম নিগূঢ় ভাণ্ডার।
বিলাইল যারে তারে না কৈল বিচার॥
অদ্যাপিহ দেখ চৈতন্যনাম যেই লয়।
কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাশ্রু বিহ্বল সে হয়॥
নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়।
আউলায় সর্ব্ব-অঙ্গ অশ্রু-গঙ্গা বয়॥

কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥
এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ-নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ কম্প পুলকাদি গদ্‌গদশ্রুধার॥
অনায়াসে সংসারক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥
চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার।
নাম লৈলে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার॥
আরে মূঢ় লোক শুন চৈতন্যমঙ্গল।
চৈতন্য-মহিমা যাতে জানিবে সকল॥
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস॥
বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল॥
চৈতন্য-নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্তের সীমা॥
ভাগবতে যত ভক্তিসিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছে ইহাঁ জানি করিয়া উদ্ধার॥
চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন।
সেহো মহাবৈষ্ণব হয় ততক্ষণ॥
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবনদাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥

বৃন্দাবনদাস-পদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি যেঁহো তারিলা সংসার॥
নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট-ভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন॥
তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত-বর্ণন।
যাহার শ্রবণে হৈল শুদ্ধ ত্রিভুবন॥
অতএব ভজ লোক চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
খণ্ডিবে সংসারদুঃখ পাবে প্রেমানন্দ॥
বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
তাহাতে চৈতন্যলীলা বর্ণিল সকল॥
সূত্র করি সব লীলা করিল গ্রন্থন।
পাছে বিস্তারিয়া তাহা কৈল বিবরণ॥
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার।
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার॥
বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হইল মন।
সূত্রধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন॥
নিত্যানন্দলীলা-বর্ণনে হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষলীলা রহিল অবশেষ॥
সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ।
বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন॥
বৃন্দাবনে কল্পদ্রুমে সুবর্ণসদন।
মহাযোগপীঠ তাঁহা রত্ন-সিংহাসন॥
তাতে বসি আছেন সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
শ্রীগোবিন্দদেব নাম সাক্ষাৎ মদন॥
রাজসেবা হয় তাঁহা বিচিত্র প্রকার।
দিব্য সামগ্রী দিব্য বস্ত্র দিব্য অলঙ্কার॥
সহস্র সেবক সেবা করে অনুক্ষণ।
সহস্রবদনে সেবা না যায় বর্ণন॥
সেবার অধ্যক্ষ শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।
তাঁর যশ গুণ সর্ব্বজগতে প্রকাশ॥

সুশীল সহিষ্ণু শান্ত বদান্য গম্ভীর।
মধুর বচন মধুর চেষ্টা অতি ধীর॥
সবার সম্মানকর্ত্তা করেন সবার হিত।
কৌটিল্য মাৎসর্য্য হিংসা না জানে তাঁর চিত॥
কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশ।
সেই সব গুণ ইহাঁর শরীরে প্রকাশ॥
পণ্ডিতগোসাঞির শিষ্য অনন্ত আচার্য্য।
কৃষ্ণপ্রেমময় তনু উদার মহা আর্য্য॥
তাঁহার অনন্ত গুণ কে করু প্রকাশ।
তাঁর প্রিয়শিষ্য ঞিহো পণ্ডিত হরিদাস॥
চৈতন্য-নিত্যানন্দে তাঁর পরম বিশ্বাস।
চৈতন্যচরিতে তাঁর পরম উল্লাস॥
বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী না দেখয়ে দোষ।
কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণব-সন্তোষ॥
নিরন্তর তেঁহো শুনেন চৈতন্যমঙ্গল।
তাঁহার প্রসাদে শুনে বৈষ্ণব সকল॥
কথায় উজলে সভা যৈছে পূর্ণচন্দ্র।
নিজ-গুণামৃতে বাড়ায় বৈষ্ণব-আনন্দ॥
তেঁহো বড় কৃপা করি আজ্ঞা কৈল মোরে।
গৌরাঙ্গের শেষলীলা বর্ণিবার তরে॥
কাশীশ্বরগোসাঞির শিষ্য গোবিন্দগোসাঞি।
গোবিন্দের প্রিয়সেবক তাঁর সম নাঞি॥
শ্রীযাদবাচার্য্যগোসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী।
চৈতন্যচরিতে তেঁহো অতি বড় রঙ্গী॥
পণ্ডিতগোসাঞির শিষ্য ভূগর্ভগোসাঞি।
চৈতন্যকথা বিনা মুখে আর কথা নাই॥
তাঁর শিষ্য গোবিন্দ-পূজক চৈতন্যদাস।
মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রেমী কৃষ্ণদাস॥
আচার্য্যগোসাঞির শিষ্য চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ।
নিরবধি তাঁর চিত্তে শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ॥

আর যত বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ।
শেষলীলা শুনিতে সবার হৈল মন॥
মোরে আজ্ঞা দিল সবে করুণা করিয়া।
তাঁ সবার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া॥
বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত অন্তরে।
মদনগোপালে গেলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে॥
দর্শন করিয়া কৈলুঁ চরণবন্দন।
গোসাঞিদাস পূজারী করেন চরণসেবন॥
প্রভুর চরণে যবে আজ্ঞা মাগিল।
প্রভুকণ্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল॥
সর্ব্ববৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি দিল।
গোসাঞিদাস আনি মালা মোর গলে দিল॥
আজ্ঞামালা পাঞা মোর হইল আনন্দ।
তাহাঁই করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ॥
এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন।
আমার লিখন যৈছে শুকের পঠন॥
সেই লিখি মদনগোপাল যে লিখায়।
কাঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়॥
কুলাধিদেবতা মোর মদনমোহন।
যাঁর সেবক রঘুনাথ রূপ সনাতন॥
বৃন্দাবনদাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লঞা লিখি যাহাতে কল্যাণ॥
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস।
তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ॥
মূর্খ নীচ, ক্ষুদ্র মুঞি বিষয়-লালস।
বৈষ্ণবাজ্ঞাবলে করি এতেক সাহস॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-চরণের এই বল।
যাঁর স্মৃত্যে সিদ্ধি হয় বাঞ্ছিত-সকল॥
শ্রীরূপসনাতন-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

# নবম পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় গৌরচন্দ্র।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রভুভক্তগণ।
সর্ব্বাভীষ্ট-পূর্ত্তি-হেতু যাহার স্মরণ॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এ সব প্রসাদে লিখি চৈতন্যলীলাগুণ।
জানি বা না জানি করি আপনা শোধন॥
প্রভু কহে আমি বিশ্বম্ভর নাম ধরি।
নাম সার্থক হয় যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি॥
এত চিন্তি লৈল প্রভু মালাকার-ধর্ম্ম।
নবদ্বীপে আরম্ভিল ফলোদ্যান-কর্ম্ম॥
শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি।
ভক্তিকল্পতরু হইল সিঞ্চি ইচ্ছা-পানি॥
জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর।
ভক্তিকল্পতরুর তেঁহো প্রথম অঙ্কুর॥
শ্রীঈশ্বরপুরীরূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল।
আপনে চৈতন্য মালী স্কন্ধ উপজিল॥
নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে মালী হৈয়া স্কন্ধ হয়।
সকল শাখার সেই স্কন্ধ মূলাশ্রয়॥
পরমানন্দপুরী আর কেশবভারতী।
ব্রহ্মানন্দপুরী আর ব্রহ্মানন্দভারতী॥
বিষ্ণুপুরী কেশবপুরী পুরী কৃষ্ণানন্দ।
নৃসিংহানন্দতীর্থ আর পুরী সুখনান্দ॥
এই নব মূল নিকসিল বৃক্ষমূলে।
এই নব মূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে॥
মধ্যমূল পরমানন্দপুরী মহাধীর।
অষ্ট দিকে অষ্ট মূল বৃক্ষ কৈল স্থির॥

স্কন্ধের উপরি বহু শাখা উপজিল।
উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল॥
বিশ বিশ শাখা করি এক এক মণ্ডল।
মহা মহা শাখা ছাইল ব্রহ্মাণ্ড সকল॥
একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত।
যত উপজিল তাহা কে গণিবে কত॥
মুখ্য মুখ্য শাখাগণের নামগণন।
আগেতে করিব শুন বৃক্ষের বর্ণন॥
শাখার উপরে বৃক্ষ হৈল দুই স্কন্ধ।
এক অদ্বৈত নাম আর নিত্যানন্দ॥
সেই দুই স্কন্ধে বহু শাখা উপজিল।
তার উপশাখাগণে জগৎ ছাইল॥
বড়শাখা উপশাখা তার উপশাখা।
যত উপজিল তার কে করিবে লেখা॥
শিষ্য প্রশিষ্য আর উপশিষ্যগণ।
জগৎ ব্যাপিল তার নাহিক গণন॥
উডুম্বর বৃক্ষ যৈছে ফলে সর্ব্ব-অঙ্গে।
এইমত ভক্তি-বৃক্ষে সর্ব্বত্র ফল লাগে॥
মূলস্কন্ধের শাখা আর উপশাখাগণে।
লাগিল যে প্রেমফল অমৃতকে জিনে॥
পাকিল যে প্রেমফল অমৃতমধুর।
বিলায় চৈতন্য মালী নাহি লয় মূল॥
ত্রিজগতে আছে যত ধনরত্নমণি।
এক ফলের মূল্য করি তাহা নাহি গণি॥
মাগে বা না মাগে কেহ পাত্র বা অপাত্র।
ইহার বিচার নাহি জানে দিব মাত্র॥
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুর্দ্দিশে।
দরিদ্র কুড়ায়ে খায় মালাকার হাসে॥
মালাকার কহে শুন বৃক্ষ-পরিবার।
মূলশাখা উপশাখা যতেক প্রকার॥

অলৌকিক বৃক্ষ করে সর্ব্বেন্দ্রিয়-কর্ম্ম।
স্থাবর হইয়া ধরে জঙ্গমের ধর্ম্ম॥
এ বৃক্ষের অঙ্গ হয় সব অচেতন।
বাঢ়িয়া ব্যাপিল সবে সকল ভুবন॥
একা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
একলে বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব॥
একলে উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায় কেহ না পায় রহে এই ভ্রম॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যাঁরে তাঁরে॥
একলে বা আমি মালী কত ফল খাব।
না দিয়া বা এই ফল কি আর করিব॥
আত্ম-ইচ্ছামতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর।
তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর॥
অতএব সবে ফল দেহ যারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজর-অমরে॥
জগৎ ভরিয়া আমার হবে পুণ্য খ্যাতি।
সুখী হইয়া লোক মোর গাইবেক কীর্ত্তি॥
ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার॥

এই আজ্ঞা কৈল যবে চৈতন্য মালাকার।
পরমআনন্দ পাইল তবে বৃক্ষ-পরিবার॥
যেই যাঁহা তাঁহা দান করে প্রেমফল।
ফলাস্বাদে মত্ত লোক হইল সকল।
মহামাদক প্রেমফল পেট ভরি খায়।
মাতিল সকল লোক হাসে নাচে গায়॥
কেহ গড়াগড়ি যায় কেহ ত হুঙ্কার।
দেখি আনন্দিত হৈঞা হাসে মালাকার॥

এই মালাকার খায় এই প্রেমফল।
নিরবধি মত্ত রহে বিবশ বিহ্বল॥
সর্ব্বলোক মত্ত কৈল আপন-সমান।
প্রেমে মত্ত লোক বিনা নাহি দেখি আন॥
যে যে পূর্ব্বে নিন্দা কৈল বলি মাতোয়াল।
সেহো ফল খায় নাচে বলে ভাল ভাল॥
এই ত কহিল প্রেমফল-বিবরণ।
এবে শুন ফলদাতা যে যে শাখাগণ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## দশম পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এই মালীর এই বৃক্ষের অকথ্য কথন।
এবে শুন মুখ্য শাখার নাম-বিবরণ॥

শ্রীবাস-পণ্ডিত আর শ্রীরাম-পণ্ডিত।
দুই ভাই দুই শাখা জগতে বিদিত॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি তাঁর দুই সহোদর।
চারি ভাইর দাস-দাসী গৃহ-পরিকর॥
দুই শাখার উপশাখায় তাঁ সবার গণন।
যাঁর গৃহে মহাপ্রভুর সদা সঙ্কীর্ত্তন॥
চারি ভাই সবংশে করে চৈতন্যের সেবা।
বিনা গৌরচন্দ্র নাহি জানে দেবী-দেবা॥
শ্রীআচার্য্যরত্ন নাম ধরে এক বড় শাখা।
তাঁর পরিকর তাঁর শিষ্য উপশাখা॥
শ্রীআচার্য্যরত্নের নাম শ্রীচন্দ্রশেখর।
যাঁর ঘরে দেবীভাবে নাচিলা ঈশ্বর॥

পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি বড় শাখা জানি।
যাঁর নাম লৈয়া প্রভু কান্দিলা আপনি॥
বড় শাখা গদাধর-পণ্ডিত গোসাঞি।
তেঁহো লক্ষ্মীরূপা তাঁর সম অন্য নাঞি॥
তাঁর শিষ্য উপশিষ্য সব উপশাখা।
এই মত সব শাখা-উপশাখার লেখা॥
বক্রেশ্বর-পণ্ডিত প্রভুর বড় প্রিয় ভৃত্য।
একভাবে চব্বিশ প্রহর যাঁর নৃত্য॥
আপনে মহাপ্রভু গায় যাঁর নৃত্যকালে।
প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বলে॥
দশসহস্র গন্ধর্ব্ব মোরে দেহ চন্দ্রমুখ।
তারা গায় মুঞি নাচোঁ তবে মোর সুখ॥
প্রভু বলে তুমি মোর পক্ষ এক শাখা।
আকাশে উড়িতাঙ যদি পাঙ আর পাখা॥
পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ।
লোকে খ্যাত যেঁহো সত্যভামার স্বরূপ॥
প্রীতে করিতে চাহে প্রভুকে লালন-পালন।
বৈরাগ্য-লোকভয়ে প্রভু না মানে কথন॥
দুইজনে খটমটি লাগায় কোন্দল।
তাঁর প্রীতের কথা আগে কহিব সকল॥
রাঘব-পণ্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর।
তাঁর এক শাখা মুখ্য মকরধ্বজ কর॥
তাঁর ভগিনী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয়দাসী।
প্রভুর ভোগের সামগ্রী করে বারমাসি॥
সে সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া।
রাঘব লইয়া যায় গুপত করিয়া॥
বারমাস প্রভু তাহা করেন অঙ্গীকার।
রাঘবের ঝালি বলি প্রসিদ্ধি যাহার॥
সে সব বৃত্তান্ত আগে করিব বিস্তার।
যাহার শ্রবণে ভক্তের বহে অশ্রুধার॥

প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত গঙ্গাদাস।
যাঁহার স্মরণে ভববন্ধ হয় নাশ॥
চৈতন্য-পার্ষদ শ্রীআচার্য্য পুরন্দর।
পিতা করি যাঁরে কহে গৌরাঙ্গ ঈশ্বর॥
দামোদর-পণ্ডিত শাখা গাঢ় প্রেমচণ্ড।
প্রভুর উপর যেঁহো করে বাক্যদণ্ড॥
দণ্ডকথা কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
দণ্ডে তুষ্ট তাঁরে প্রভু পাঠাইল নদীয়া॥
তাঁহার অনুজ শাখা শঙ্কর-পণ্ডিত।
প্রভুর পাদোপধান যাঁর নাম বিদিত॥
সদাশিব-পণ্ডিত যাঁর প্রভুপদে আশ।
প্রথমেই নিত্যানন্দের যার ঘরে বাস॥
শ্রীনৃসিংহ-উপাসক প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী।
প্রভু তাঁর নাম কৈল নৃসিংহানন্দকারী॥
নারায়ণ-পণ্ডিত এক বড়ই উদার।
চৈতন্য-চরণ বিনু নাহি জানে আর॥
শ্রীমান্-পণ্ডিত শাখা প্রভুর নিজ-ভৃত্য।
দেউটি ধরেন যবে প্রভু করেন নৃত্য'॥
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান।
যার অন্ন মাগি কাড়ি খাইল ভগবান॥
নন্দন-আচার্য্য শাখা জগতে বিদিত।
লুকাইয়া দুই প্রভুর যার ঘরে স্থিত॥
শ্রীমুকুন্দ দত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী।
যাহার কীর্ত্তনে নাচেন চৈতন্যগোসাঞি॥
বাসুদেব দত্ত প্রভুর ভৃত্য মহাশয়।
সহস্রমুখে যার গুণ কহিল না হয়॥
জগতে যতেক জীব তার পাপ লঞা।
নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীব ছোড়াইয়া॥
হরিদাসঠাকুর শাখার অদ্ভুত চরিত।
তিন লক্ষ নাম তেঁহো লয়েন অপতিত॥

তাঁহার অনন্তগুণ কহি দিঙ্মাত্র।
আচার্য্যগোসাঞি যারে ভুঞ্জায় শ্রাদ্ধপাত্র॥
প্রহ্লাদ-সমান তার গুণের তরঙ্গ।
যবন-তাড়নে যার নহিল ভ্রূভঙ্গ॥
তেঁহো সিদ্ধি পাইলে তাঁর দেহ লৈয়া কোলে।
নাচিলা চৈতন্যপ্রভু মহাকুতূহলে॥
তার লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস।
যেবা অবশিষ্ট আগে করিব প্রকাশ॥
তাঁর উপশাখা যত কুলীনগ্রামী জন।
সত্যরাজ-আদি তাঁর কৃপার ভাজন॥
শ্রীমুরারি গুপ্ত শাখা প্রেমের ভাণ্ডার।
প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্য যার॥
প্রতিগ্রহ না করে না লয় কারো ধন।
আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্ব-ভরণ॥
চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়।
দেহরোগ ভবরোগ দুই তার ক্ষয়॥
শ্রীমান্ সেন প্রভুর ভকত প্রধান।
চৈতন্যচরণ বিনা নাহি জানে আন॥
শ্রীগদাধর দাস শাখা সর্ব্বোপরি।
কাজীগণের মুখে যেই বোলাইল হরি॥
শিবানন্দ সেন প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ।
প্রভু স্থানে যাইতে সবে লয় যার সঙ্গ॥
প্রতি বর্ষে প্রভুর গণ সঙ্গেতে লইয়া।
নীলাচল চলেন পথে পালন করিয়া॥
শিবানন্দের উপশাখা তাঁর পরিকর।
পুত্র-ভৃত্য-আদি চৈতন্যের অনুচর॥
চৈতন্যদাস রামদাস আর কর্ণপুর।
তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্ত শূর॥
শ্রীবল্লভ সেন নাম আর শ্রীকান্ত।
শিবানন্দ সম্বন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত॥

প্রভুর প্রিয় গোবিন্দানন্দ মহাভাগবত।
প্রভুর কীর্ত্তনীয়া আদি শ্রীগোবিন্দ দত্ত॥
শ্রীবিজয় দাস নাম প্রভুর আঁখরিয়া।
প্রভুকে দিয়াছেন পুঁথি অনেক লিখিয়া॥
রত্নবাহু বলি প্রভু থুইল তাঁর নাম।
অকিঞ্চন প্রভুর প্রিয় কৃষ্ণদাস নাম॥
খোলাবেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয়দাস।
যাঁর সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস॥
প্রভু যাঁর নিত্য লয় থোড় মোচা ফল।
যাঁর ফুটা লৌহপাত্রে প্রভু পিলা জল॥
প্রভুর অতি প্রিয়দাস ভগবান্-পণ্ডিত।
যাঁর দেহে কৃষ্ণ পূর্ব্বে হৈল অধিষ্ঠিত॥
জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্য মহাশয়।
যারে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময়॥
সেই দুই ঘরে প্রভু একাদশীদিনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্যে মাগি খাইলা আপনে॥
প্রভুর পড়ুয়া দুই পুরুষোত্তম সঞ্জয়।
ব্যাকরণে মুখ্য শিষ্য দুই মহাশয়॥
বনমালী-পণ্ডিত হয় বিখ্যাত জগতে।
স্বর্ণ মুষল হল যে দেখিল প্রভুর হাতে॥
শ্রীচৈতন্য-অতিপ্রিয় বুদ্ধিমন্ত খান।
আজন্ম আজ্ঞাকারী তেঁহো সেবক-প্রধান॥
গরুড়-পণ্ডিত লয় শ্রীনামমঙ্গল।
নামবলে বিষ যাঁরে না করিল বল॥
গোপীনাথ সিংহ এক চৈতন্যের দাস।
অক্রুর বলি প্রভু তাঁকে করে পরিহাস॥
ভাগবতী দেবানন্দ বক্রেশ্বর-কৃপাতে।
ভাগবতের ভক্তি-অর্থ পাইল প্রভু হৈতে।
খণ্ডবাসী মুকুন্দ দাস শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরি দাস চিরঞ্জীব সুলোচন॥

এই সব মহাশাখা চৈতন্য-কৃপাধাম।
প্রেমফলফুল করে যাঁহা তাঁহা দান॥
কুলীনগ্রামের সত্যরাজ রামানন্দ।
যত্নাথ পুরুষোত্তম শঙ্কর বিদ্যানন্দ॥
বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামিজন।
সবে শ্রীচৈতন্যভৃত্য চৈতন্য-প্রাণধন॥
প্রভু কহে কুলীনগ্রামের যে হয় কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্য জন রহু দূর॥
কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেহো কৃষ্ণ গায়॥
অনুপমবল্লভ শ্রীরূপ সনাতন।
এই তিন শাখা বৃক্ষের পশ্চিমে গণন।
তাঁর মধ্যে রূপ সনাতন বড় শাখা।
অনুপম জীব রাজেন্দ্রাদি উপশাখা॥
মালীর ইচ্ছায় দুই শাখা বহুত বাড়িল।
বাড়িয়া পশ্চিম দিশা সকল ছাইল॥
আসিন্ধুনদীতীর আর হিমালয়।
বৃন্দাবন-মথুরাদি যত দেশ হয়॥
দুই শাখার প্রেমফলে সকল ভাসিল।
প্রেমফলাস্বাদে লোক উন্মত্ত হইল॥
পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার।
তাঁহা প্রচারিল দোঁহে ভক্তি সদাচার॥
শাস্ত্রদৃষ্ট্যে কৈল লুপ্ত-তীর্থের উদ্ধার।
বৃন্দাবনে কৈল শ্রীমূর্ত্তি-সেবার প্রচার॥
মহাপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য রঘুনাথ দাস।
সব ছাড়ি কৈল প্রভুর পদতলে বাস॥
প্রভু তাঁরে সমর্পিল স্বরূপের হাতে।
প্রভুর গুপ্তসেবা কৈল স্বরূপের সাথে॥
ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ-সেবন।
স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে আইলা বৃন্দাবন॥

বৃন্দাবনে দুই ভাইর চরণ দেখিয়া।
গোবর্দ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া॥
এই ত নিশ্চয় করি আইলা বৃন্দাবন।
আসি রূপ-সনাতনের কৈল দরশন॥
তবে দুই ভাই তাঁরে মরিতে না দিল।
নিজ তৃতীয় ভাই করি নিকটে রাখিল॥
মহাপ্রভুর লীলা যত বাহির অন্তর।
দুই ভাই তাঁর মুখে শুনে নিরন্তর॥
অন্নজল ত্যাগ কৈল অন্য কথন।
পল দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ॥
সহস্র দণ্ডবৎ করেন লয়েন লক্ষনাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবেরে নিত্য পরনাম॥
রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র-কথন॥
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত-স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবেরে করে আলিঙ্গন মান॥
সার্দ্ধ-সপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারি দণ্ড নিদ্রা সেহো নহে কোন দিনে॥
তাঁহার সাধনরীতি কহিতে চমৎকার।
সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার॥
ইহাঁ সবার যৈছে হৈল মহাপ্রভুর মিলন।
আগে বিস্তারিয়া তাহা করিব বর্ণন॥
গোপালভট্ট এক শাখা সর্ব্বোত্তম।
রূপ-সনাতন সঙ্গে যাঁর প্রেম-আলাপন॥
শঙ্করারণ্য-আচার্য্য বৃক্ষের এক শাখা।
মুকুন্দ কাশীনাথ রুদ্র উপশাখায় লেখা॥
শ্রীনাথ পণ্ডিত প্রভুর কৃপার ভাজন।
যাঁর কৃষ্ণসেবা দেখি বশ ত্রিভুবন॥
জগন্নাথ-আচার্য্য প্রভুর প্রিয়দাস।
প্রভুর আজ্ঞাতে যেঁহো কৈল গঙ্গাবাস॥

কৃষ্ণদাস বৈদ্য আর পণ্ডিত শেখর।
কবিচন্দ্র আর কীর্ত্তনীয়া ষষ্ঠীবর ॥
শ্রীনাথমিশ্র শুভানন্দ শ্রীরাম ঈশান।
শ্রীনিধি মিশ্র গোপীকান্ত মিশ্র ভগবান্ ॥
সুবুদ্ধিমিশ্র হৃদয়ানন্দ কমল-নয়ন।
মহেশপণ্ডিত শ্রীকর শ্রীমধুসূদন ॥
পুরুষোত্তম শ্রীগালিম জগন্নাথদাস।
শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্য দ্বিজ হরিদাস ॥
রামদাস কবিচন্দ্র শ্রীগোপাল দাস।
ভাগবতাচার্য্য ঠাকুর শ্রীসারঙ্গদাস ॥
জগন্নাথতীর্থ বিপ্র শ্রীজানকীনাথ।
গোপাল-আচার্য্য আর বিপ্র বাণীনাথ ॥
গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই।
যা সবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য নিতাই ॥
রামদাস অভিরাম সখ্যপ্রেমরাশি।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ হাতে লৈয়া কৈল বাঁশী ॥
প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিলা।
তাঁর সঙ্গে তিনজন প্রভু-আজ্ঞায় আইলা ॥
রামদাস মাধব আর বাসুদেব ঘোষ।
প্রভু-সঙ্গে গোবিন্দ রহে পাইয়া সন্তোষ ॥
ভাগবতাচার্য্য চিরঞ্জীব শ্রীরঘুনন্দন।
মাধবাচার্য্য কমলাকান্ত শ্রীযদুনন্দন ॥
মহাকৃপাপাত্র প্রভুর জগাই মাধাই।
পতিতপাবন গুণের সাক্ষী দুই ভাই ॥
গৌড়দেশের ভক্তের কৈল সংক্ষেপে গণন
অনন্ত চৈতন্যভক্ত না যায় কথন ॥
নীলাচলে এই সব ভক্ত প্রভুর সঙ্গে।
দুই স্থানে প্রভুর সেবা কৈল বহু রঙ্গে ॥
কেবল নীলাচলে প্রভুর যে যে ভক্তগণ।
সংক্ষেপে তা সবার কিছু করিয়ে কথন ॥

নীলাচলে প্রভুর সঙ্গে যত ভক্তগণ।
সবার অধ্যক্ষ প্রভুর মর্ম্ম দুই জন ॥
পরমানন্দপুরী আর স্বরূপ দামোদর।
গদাধর জগদানন্দ শঙ্কর বক্রেশ্বর ॥
দামোদর পণ্ডিত ঠাকুর হরিদাস।
রঘুনাথ বৈদ্য আর রঘুনাথ দাস ॥
ইত্যাদিক পূর্ব্বসঙ্গী বড় ভক্তগণ।
নীলাচলে রহি করে প্রভুর সেবন ॥
আর যত ভক্তগণ গৌড়দেশবাসী।
প্রত্যব্দ প্রভুরে দেখে নীলাচলে আসি ॥
নীলাচলে প্রভুর যার প্রথম মিলন।
সেই ভক্তগণ এবে করিয়ে গণন ॥
বড় শাখা এক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
তাঁর স্বস্বপতি শ্রীমদ্‌গোপীনাথচার্য্য ॥
কাশীমিশ্র প্রদ্যুম্নমিশ্র রায় ভবানন্দ।
যাঁহার মিলনে প্রভু পাইল আনন্দ ॥
আলিঙ্গন করি তাঁরে বলিল বচন।
তুমি পাণ্ডু পঞ্চ পাণ্ডব তোমার নন্দন ॥
রামানন্দ রায় আর পট্টনায়ক গোপীনাথ।
কলানিধি সুধানিধি আর বাণীনাথ ॥
এই পঞ্চ পুত্র তোমার মোর প্রিয়পাত্র।
রামানন্দ সহ মোর দেহভেদমাত্র ॥
প্রতাপরুদ্র রাজা আর ওড্র কৃষ্ণানন্দ।
পরমানন্দ মহাপাত্র ওড্র শিবানন্দ ॥
ভগবান্ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দাখ্য ভারতী।
শ্রীশিখি মাহিতী আর মুরারি মাহিতী ॥
মাধবীদেবী শিখি মাহিতীর ভগিনী।
শ্রীরাধার দাসী মধ্যে যাঁর নাম গণি ॥
ঈশ্বরপুরীর শিষ্য ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর।
শ্রীগোবিন্দ নাম তাঁর প্রিয় অনুচর ॥

তাঁর সিদ্ধিকালে দোঁহে তাঁর আজ্ঞা পাঞা।
নীলাচলে প্রভু-স্থানে মিলিলা আসিয়া ॥
গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দোঁহাকারে।
তাঁর আজ্ঞা মানি সেবা দিলেন দোঁহারে॥
অঙ্গসেবা গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর।
জগন্নাথ দেখিতে সঙ্গে আগে চলে কাশীশ্বর॥
অপরশ যায় গোসাঞি মনুষ্য-গহনে।
লোক ঠেলি পথ করে কাশী বলবানে॥
রামাই নন্দাই দোঁহে প্রভুর কিঙ্কর।
গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর॥
বাইশ ঝাড়ী পানি দিনে ভরেন রামাই।
গোবিন্দ-আজ্ঞায় সেবা করেন নন্দাই॥
কৃষ্ণদাস নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ।
যাঁরে সঙ্গে লৈয়া কৈল দক্ষিণ গমন॥
বলভদ্রাচার্য্য প্রেমভক্তি-অধিকারী।
মথুরাগমনে প্রভুর যেঁহো ব্রহ্মচারী॥
বড় হরিদাস আর ছোট হরিদাস।
দুই কীর্ত্তনীয়া রহে মহাপ্রভুর পাশ॥
রামভদ্রাচার্য্য আর ওড্র সিংহেশ্বর।
তপন-আচার্য্য আর রঘু নীলাম্বর॥
সিঙ্গাভট্ট কামাভট্ট দন্তর শিবানন্দ।
গৌড়ে পূর্ব্বভৃত্য প্রভুর প্রিয় কমলানন্দ॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দ অদ্বৈত-আচার্য্যতনয়।
নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ-আশ্রয়॥
নির্লোম গঙ্গাদাস আর বিষ্ণুদাস।
ইহা সবার নীলাচলে প্রভু-সঙ্গে বাস॥
বারাণসীমধ্যে প্রভুর ভক্ত তিন জন।
চন্দ্রশেখর বৈদ্য আর মিশ্র তপন॥
রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য মিশ্রের নন্দন।
প্রভু যবে কাশী আইলা দেখি বৃন্দাবন॥

চন্দ্রশেখর-ঘরে কৈল দুই মাস বাস।
তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা দুই মাস॥
রঘুনাথ বাল্যে কৈল প্রভুর সেবন।
উচ্ছিষ্টমার্জ্জন আর পাদসংবাহন॥
বড় হৈলে নীলাচলে গেলা প্রভুর স্থানে।
অষ্টমাস রহি ভিক্ষা দেন কোন দিনে॥
প্রভুর আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেতে আইলা।
আসিয়া শ্রীরূপগোসাঞির নিকটে রহিলা॥
তাঁর ঠাঞি রূপগোসাঞি শুনেন ভাগবত।
প্রভুর কৃপায় তেঁহো হৈলা প্রেমে মত্ত॥
এইমত সংখ্যাতীত চৈতন্য-ভক্তগণ।
দিঙ্মাত্র লিখি সম্যক্ না যায় কথন॥
একৈক শাখাতে লাগে কোটি কোটি ডাল।
তার শিষ্য উপশিষ্য তার উপডাল॥
সকল ভরিয়া আছে প্রেম-ফল-ফুলে।
ভাসাইলা ত্রিজগৎ কৃষ্ণ-প্রেমজলে॥
একৈক শাখার শক্তি অনন্ত মহিমা।
সহস্রবদনে যার দিতে নারে সীমা॥
সংক্ষেপে কহিল মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ।
সমগ্র গণিতে যাহা নারেন অনন্ত॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## একাদশ পরিচ্ছেদ

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় নিত্যানন্দ ধন্য॥
শ্রীনিত্যানন্দ বৃক্ষের স্কন্ধ গুরুতর।
তাহাতে জন্মিল শাখা-প্রশাখা বিস্তার॥

শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি স্কন্ধ মহাশাখা।
তাঁর উপশাখা যত অসংখ্য তার লেখা॥
ঈশ্বর হইয়া কহায় মহাভাগবত।
বেদধর্ম্মাতীত হৈয়া বেদধর্ম্মে রত॥
অন্তরে ঈশ্বরচেষ্টা বাহিরে নির্দ্দম্ভ।
চৈতন্য-ভক্তিমণ্ডপে তেঁহো মূলস্তম্ভ॥
অদ্যাপি যাঁহার কৃপা-মহিমা হইতে।
চৈতন্য-নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে॥
সেই বীরভদ্রগোসাঞির লইনু শরণ।
যাঁহার প্রসাদে হয় অভীষ্টপূরণ॥
শ্রীরামদাস আর গদাধরদাস।
চৈতন্যগোসাঞির ভক্ত রহে তাঁর পাশ॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা যবে দিল গৌড় যাইতে।
মহাপ্রভু এই দুই দিলা তাঁর সাথে॥
অতএব দুই গণে দোঁহার গণন।
মাধব বাসুদেব ঘোষের এই বিবরণ॥
রামদাস মহাশাখা সখ্যপ্রেমরাশি।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ যে তুলিয়া কৈল বাঁশী॥
গদাধর দাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ।
যাঁর ঘরে দানলীলা কৈল নিত্যানন্দ॥
শ্রীমাধব ঘোষ মুখ্য কীর্ত্তনীয়াগণে।
নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করে যাঁর গানে॥
বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে॥
মুরারি চৈতন্যদাসের অলৌকিক লীলা।
ব্যাঘ্র গালে চড় মারে সর্প সনে খেলা॥
নিত্যানন্দের গণ যত সব ব্রজের সখা।
শৃঙ্গ বেত্র গোপবেশ শিরে শিখিপাখা॥
রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহাশয়।
যাঁহার দর্শনে কৃষ্ণে প্রেমভক্তি হয়॥

সুন্দরানন্দ নিত্যানন্দের শাখা ভৃত্য মর্ম্ম।
যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দ করেন ব্রজনর্ম্ম॥
কমলাকর পিপ্‌লাই অলৌকিক রীত।
অলৌকিক প্রেম তাঁর ভুবনে বিদিত॥
সূর্য্যদাস সরখেল তার ভাই কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দে দৃঢ় বিশ্বাস প্রেমের নিবাস॥
গৌরীদাস পণ্ডিতের প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম দিতে লৈতে ধরে যেঁহো শক্তি॥
নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতি কুল পাঁতি।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দে করি প্রাণপতি॥
নিত্যানন্দের প্রিয় অতি পণ্ডিত পুরন্দর।
প্রেমার্ণবমধ্যে ফিরে যৈছন মন্দর॥
পরমেশ্বরদাস নিত্যানন্দৈকশরণ।
কৃষ্ণভক্তি পায় তাঁরে যে করে স্মরণ॥
জগদীশপণ্ডিত হয় জগৎপাবন।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে যৈছে বর্ষাঘন॥
নিত্যানন্দ-প্রিয়ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
অত্যন্ত বিরক্ত সদা কৃষ্ণপ্রেমময়॥
মহেশপণ্ডিত ব্রজের উদার গোয়াল।
ঢক্কাবাদ্যে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল॥
নবদ্বীপে পুরুষোত্তমপণ্ডিত মহাশয়।
নিত্যানন্দ নামে যাঁর মহোন্মাদ হয়॥
বলরামদাস কৃষ্ণ-প্রেমরসাস্বাদী।
নিত্যানন্দনামে হয় পরম উন্মাদী॥
মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র।
যাহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ॥
রাঢ়দেশে জন্ম কৃষ্ণদাস দ্বিজবর।
নিত্যানন্দ প্রভুর তেঁহো পরম কিঙ্কর॥
কালা কৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণব-প্রধান।
নিত্যানন্দচন্দ্র বিনু নাহি জানে আন॥

শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তমদাস তাঁহার তনয়॥
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্য-লীলা করে কৃষ্ণ সনে॥
তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকানুঠাকুর।
যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণ-প্রেমামৃতপুর॥
মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ॥
আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ ভক্তি-অধিকারী।
পূর্ব্বে নাম ছিল যাঁর রঘুনাথপুরী॥
বিষ্ণুদাস নন্দন গঙ্গাদাস তিন ভাই।
পূর্ব্বে যার ঘরে ছিলা নিত্যানন্দেগাসাঞি।
নিত্যানন্দ-ভৃত্য পরমানন্দ উপাধ্যায়।
শ্রীজীবপণ্ডিত নিত্যানন্দ-গুণ গায়॥
পরমানন্দ গুপ্ত কৃষ্ণভক্ত মহামতি।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি॥
নারায়ণ কৃষ্ণদাস আর মনোহর।
দেবানন্দ চারি ভাই নিতাই-কিঙ্কর॥
বিহারী কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দপ্রভু-প্রাণ।
নিত্যানন্দপদ বিনু নাহি জানে আন॥
নকড়ি মুকুন্দ সূর্য্য মাধব শ্রীধর।
রামানন্দ বসু জগন্নাথ মহীধর॥
শ্রীমন্ত গোকুলদাস হরিহরানন্দ।
শিবাই নন্দাই অবধূত পরমানন্দ॥
বসন্ত নবনী হোড় গোপাল সনাতন।
বিষ্ণাই হাজারা কৃষ্ণানন্দ সুলোচন॥
কংসারি সেন রাম সেন রামচন্দ্র কবিরাজ।
গোবিন্দ শ্রীরঙ্গ মুকুন্দ তিন কবিরাজ॥
পীতাম্বর মাধবাচার্য্য দাস দামোদর।
শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর॥

নর্ত্তক গোপাল রামভদ্র গৌরাঙ্গদাস।
নৃসিংহ চৈতন্যদাস মীনকেতন রামদাস॥
বৃন্দাবনদাস নারায়ণীর নন্দন।
চৈতন্যমঙ্গল যেঁহো করিলা রচন॥
ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলায় ব্যাস বৃন্দাবনদাস॥
সর্ব্বশাখাশ্রেষ্ঠ শ্রীবীরভদ্রগোসাঞি।
তাঁর উপশাখা যত তার অন্ত নাঞি॥
অনন্ত নিত্যানন্দগণ কে করু গণন।
আত্মপবিত্রতা হেতু লিখিল কত জন॥
সেই সব শাখা পূর্ণ পক্ব প্রেমফলে।
যারে দেখে তারে দিয়া ভাসাইলা সকলে॥
অনর্গল প্রেম সবার চেষ্টা অনর্গল।
প্রেম দিতে কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাবল॥
সংক্ষেপে কহিল এই নিত্যানন্দের গণ।
যাঁহার অবধি না পায় সহস্রবদন॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য॥
বৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধ আচার্য্য গোসাঞি।
তাঁর যত শাখা হৈল তার লেখা নাঞি॥
প্রথমে ত একমত আচার্য্যের গণ।
পাছে দুই মত হৈল দৈবের কারণ॥
কেহ ত আচার্য্য-আজ্ঞায় কেহ ত স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে দৈব-পরতন্ত্র॥

আচার্য্যের মত যেই সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে সেই ত অসার॥
অসারের নামে ইহা নাহি প্রয়োজন।
ভেদ জানিবারে করি একত্র গণন॥
ধান্যরাশি মাপি যৈছে পাতনা সহিতে।
পাছে পাতনা উড়াইয়ে সংস্কার করিতে॥
অচ্যুতানন্দ বড় শাখা আচার্য্যনন্দন।
আজন্ম সেবিলা তেঁহো চৈতন্যচরণ॥
চৈতন্যগোসাঞিির গুরু কেশবভারতী।
এই পিতার বাক্য শুনি দুঃখ পাইল অতি॥
জগদ্‌গুরু তুমি কর ঐছে উপদেশ।
তোমার এই উপদেশে নষ্ট হৈল দেশ॥
চৌদ্দভুবনের গুরু চৈতন্যগোসাঞিি।
তাঁর গুরু অন্য এই কোন শাস্ত্রে নাঞিি॥
পঞ্চমবর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার।
শুনিয়া আচার্য্য পাইল সন্তোষ অপার॥
কৃষ্ণমিশ্র নাম আর আচার্য্যতনয়।
চৈতন্যগোসাঞিি বৈসেন যাহার হৃদয়॥
শ্রীগোপাল নামে আর আচার্য্যের সুত।
তাঁহার চরিত্র শুন অত্যন্ত অদ্ভুত॥
গুণ্ডিচা-মন্দিরে মহাপ্রভুর সম্মুখে।
কীর্ত্তনে নর্ত্তন করে বড় প্রেমসুখে॥
নানা ভাবোদ্‌গম দেহে অদ্ভুত নর্ত্তন।
দুই গোসাঞিি হরি বোলে আনন্দিত মন॥
নাচিতে নাচিতে গোপাল হইলা মূর্চ্ছিত।
ভূমিতে পড়িলা দেহে নাহিক সংবিৎ॥
দুঃখী হৈলা আচার্য্য পুত্র কোলে লইয়া।
রক্ষা করেন নৃসিংহের মন্ত্র পড়িয়া॥
নানা মন্ত্র পড়েন আচার্য্য না হয় চেতন।
দুঃখী হইয়া আচার্য্য করেন ক্রন্দন॥

তবে মহাপ্রভু তাঁর হৃদে হস্ত ধরি।
উঠহ গোপাল তুমি বল হরি হরি॥
উঠিলা গোপাল প্রভুর স্পর্শ ধ্বনি শুনি।
আনন্দিত হৈয়া সবে করে হরিধ্বনি॥
আচার্য্যের আর পুত্র শ্রীবলরাম।
আর পুত্ররূপ শাখা জগদীশ নাম॥
কমলাকান্ত বিশ্বাস নাম আচার্য্য-কিঙ্কর।
আচার্য্যের ব্যবহার তাঁহার গোচর॥
নীলাচলে তেঁহো এক পত্রিকা লিখিয়া।
প্রতাপরুদ্রের পাশ দিয়া পাঠাইয়া॥
সেই ত পত্রীর কথা আচার্য্য না জানে।
কোন পাকে সেই পত্রী আইল প্রভুর স্থানে॥
সেই পত্রীতে লিখিয়াছেন এই ত লিখন।
ঈশ্বরত্বে আচার্য্যেরে করিয়াছে স্থাপন॥
কিন্তু তাঁর দৈবে কিছু হইয়াছে ঋণ।
ঋণ শোধিবারে চাহি তঙ্কা শত তিন॥
পত্র পড়ি প্রভুর মনে হৈলা কিছু দুঃখ।
বাহিরে হাসিয়া কিছু কহে চন্দ্রমুখ॥
আচার্য্যেরে স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর।
ইথে দোষ নাঞি আচার্য্য দৈবত ঈশ্বর॥
ঈশ্বরের দৈন্য করি করিয়াছে ভিক্ষা।
অতএব দণ্ড করি করাইব শিক্ষা॥
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা ঞিহা আজি হৈতে।
বাউলিয়া বিশ্বাসেরে না দিবে আসিতে॥
দণ্ড শুনি বিশ্বাস হৈলা পরম দুঃখিত।
শুনিয়া প্রভুর দণ্ড আচার্য্য হরষিত॥
বিশ্বাসেরে কহে তুমি বড় ভাগ্যবান্।
তোমারে করিল দণ্ড প্রভু ভগবান্॥
পূর্ব্বে মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান।
দুঃখ পাঞা মনে আমি কৈল অনুমান॥

মুক্তি শ্রেষ্ঠ করি কৈল বাশিষ্ঠ ব্যাখ্যান।
ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু মোরে কৈল অপমান॥
দণ্ড পাঞা হৈল মোর পরম আনন্দ।
যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবান্ শ্রীমুকুন্দ॥
যে দণ্ড পাইলেন শ্রীশচী ভাগ্যবতী।
সে দণ্ডপ্রসাদ অন্য লোক পাবে কথি॥
এত কহি আচার্য্য তাঁরে করিয়া আশ্বাস।
আনন্দিত হৈয়া আইলা মহাপ্রভুর পাশ॥
প্রভুকে কহেন তোমার না বুঝিয়ে লীলা।
আমা হৈতে প্রসাদপাত্র হইল কমলা॥
আমারে যে প্রভু নাহি হয় সে প্রসাদ।
তোমার চরণে আমি কি কৈনু অপরাধ॥
এত শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা।
বোলাইলা কমলাকান্তে প্রসন্ন হইলা॥
আচার্য্য কহে ইহাকে কেনে দিলে দরশন।
দুই প্রকারেতে মোরে করে বিড়ম্বন॥
শুনিয়া প্রভুর মন প্রসন্ন হইল।
দোঁহার অন্তরকথা দোঁহে সে বুঝিল॥
প্রভু কহে বাউলিয়া ঐছে কাহে কর।
আচার্য্যের লজ্জা ধর্ম্মহানি সে আচর॥
প্রতিগ্রহ না করিয়ে কভু রাজধন।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন॥
কৃষ্ণ-স্মৃতি বিনু হয় নিষ্ফল জীবন।
মন দুষ্ট হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥
লোকলজ্জা হয় ধর্ম্ম-কীর্ত্তি হয় হানি।
এই কর্ম্ম না করিহ কভু ইহা জানি॥
এই শিক্ষা সবাকারে সবে মনে কৈল।
আচার্য্যগোসাঞি মনে আনন্দ পাইল॥
আচার্য্যের অভিপ্রায় প্রভু মাত্র বুঝে।
প্রভুর গম্ভীরবাক্য আচার্য্য সমুঝে॥

এই ত প্রস্তাবে আছে বহুত বিচার।
গ্রন্থবাহুল্যভয়ে নারি লিখিবার ॥
শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য অদ্বৈতের শাখা।
তাঁর শাখা-উপশাখার নাহি হয় লেখা ॥
বাসুদেব দত্ত তেঁহো কৃপার ভাজন।
সর্ব্বভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্যচরণ ॥
ভাগবত-আচার্য্য আর বিষ্ণুদাস-আচার্য্য।
চক্রপাণি-আচার্য্য আর অনন্ত-আচার্য্য ॥
নন্দিনী আর কামদেব চৈতন্যদাস।
দুর্লভ বিশ্বাস আর বনমালী দাস ॥
জগন্নাথ কর আর কর ভবনাথ।
হৃদয়ানন্দ সেন আর দাস ভোলানাথ ॥
যাদবদাস বিজয়দাস দাস জনার্দ্দন।
অনন্তদাস কানুপণ্ডিত দাস নারায়ণ ॥
শ্রীবৎসপণ্ডিত ব্রহ্মচারী হরিদাস।
পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী আর কৃষ্ণদাস ॥
পুরুষোত্তমপণ্ডিত আর রঘুনাথ।
বনমালী কবিচন্দ্র আর বৈদ্যনাথ ॥
লোকনাথপণ্ডিত আর মুরারিপণ্ডিত।
শ্রীহরিচরণ আর মাধবপণ্ডিত ॥
বিজয়পণ্ডিত আর পণ্ডিত শ্রীরাম।
অসংখ্য অদ্বৈতশাখা কত লৈব নাম ॥
মালীদত্ত জল অদ্বৈতস্কন্ধ যোগায়।
সেই জলে জীয়ে পাখা ফুলফল পায় ॥
ইহার মধ্যে জানি পাছে কোন শাখাগণ।
না মানে চৈতন্যমালী দুর্দ্দৈব কারণ ॥
যে জন্মাইল জীয়াইল তাঁরে না মানিল।
কৃতঘ্ন হইল তারে স্কন্ধ ক্রুদ্ধ হৈল ॥
ক্রুদ্ধ হঞা স্কন্ধ তারে জল না সঞ্চারে।
জলাভাবে কৃশ শাখা শুখাইয়া মরে ॥

চৈতন্যরহিত দেহ শুষ্ককাষ্ঠসম।
জীয়ন্তেই মরা সেই দণ্ডে তারে যম॥
কেবল এ গণ প্রতি নহে এই দণ্ড।
চৈতন্য-বিমুখ যেই সেই ত পাষণ্ড॥
কি পণ্ডিত কি তপস্বী কিবা গৃহী যতী।
চৈতন্য-বিমুখ যেই তার এই গতি॥
যে যে লইল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত।
সেই আচার্য্যের গণ মহাভাগবত॥
সেই সেই আচার্য্যের কৃপার ভাজন।
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্যচরণ॥
সেই আচার্য্যের গণে কোটি নমস্কার।
অচ্যুতানন্দপ্রায় চৈতন্য জীবন যাহার॥
এই ত কহিল আচার্য্যগোসাঞির গণ।
তিন' স্কন্ধ শাখার কৈল সংক্ষেপে গণন॥
শাখা-উপশাখা তার নাহিক গণন।
কিছুমাত্র করি কহি দিগ্‌দরশন॥
শ্রীগদাধরপণ্ডিত শাখাতে মহোত্তম।
তাঁর উপশাখা কিছু করিল গণন॥
শাখা-শ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ শ্রীধর ব্রহ্মচারী।
ভাগবত-আচার্য্য হরিদাস ব্রহ্মচারী॥
অনন্ত-আচার্য্য কবি দত্ত মিশ্র নয়ন।
গঙ্গামন্ত্রী মামুঠাকুর কণ্ঠাভরণ॥
ভূগর্ভগোসাঞি আর ভাগবত দাস।
যেই দুই আসি কৈল বৃন্দাবনে বাস॥
বাণীনাথ ব্রহ্মচারী বড় মহাশয়।
বল্লভ চৈতন্যদাস কৃষ্ণপ্রেমময়॥
শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী আর উদ্ধবদাস।
জিতামিশ্র কাষ্ঠকাটা জগন্নাথদাস॥
শ্রীহরি-আচার্য্য সাদিপুরিয়া গোপাল।
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী পুষ্পগোপাল॥

শ্রীহর্ষ রঘুমিশ্র পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ।
বঙ্গবাটী চৈতন্যদাস শ্রীরঘুনাথ॥
চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ শাখাতে উদ্দাম।
মদনগোপাল-পায়ে যাঁহার বিশ্রাম॥
অমোঘ-পণ্ডিত হস্তিগোপাল চৈতন্যবল্লভ।
যদু গাঙ্গুলী আর মঙ্গল-বৈষ্ণব॥
সংক্ষেপে কহিল পণ্ডিতগোসাঞির গণ।
ঐছে আর শাখা-উপশাখার গণন॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় গৌরচন্দ্র।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ॥

এই ত কহিল গ্রন্থারম্ভে মুখবন্ধ।
এবে কহি চৈতন্য-লীলার ক্রম-অনুবন্ধ॥
প্রথমে ত সূত্ররূপে করিয়ে গণন।
পাছে তাহা বিস্তারি করিব বিবরণ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হৈল অন্তর্দ্ধান॥
চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস।
নিরন্তর কৈল প্রেমভক্তির প্রকাশ॥
চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস।
চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস।
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
কভু দক্ষিণ কভু গৌড় কভু বৃন্দাবন॥

অষ্টাদশ বৎসর রহিল নীলাচলে।
কৃষ্ণপ্রেমনামামৃতে ভাসাইল সকলে॥
গার্হস্থ্যে প্রভুর লীলা আদিলীলাখ্যান।
মধ্য-অন্ত্য-লীলা শেষ লীলার দুই নাম॥
আদিলীলা-মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত॥
প্রভুর মধ্য শেষ লীলা স্বরূপদামোদর।
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর॥
এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া।
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া॥
বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যৌবন চারি ভেদ।
অতএব আদিখণ্ডে গণি চারি ভেদ॥
ফাল্গুন-পূর্ণিমা-সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়।
সেইকালে দৈবযোগে চন্দ্রগ্রহণ হয়॥
হরি হরি বোলে লোক হরষিত হঞা।
জন্মিল চৈতন্যপ্রভু নাম জন্মাইয়া॥
জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যুবা কালে।
হরিনাম লওয়াইল প্রভু নানা ছলে॥
বাল্যভাবচ্ছলে প্রভু করেন ক্রন্দন।
কৃষ্ণ হরি নাম শুনি রহয়ে রোদন॥
অতএব হরি হরি বোলে নারীগণ।
দেখিতে আইসে যেবা যত বন্ধুজন॥
গৌরহরি বলি তারে হাসে সর্ব্ব নারী।
অতএব নাম তাঁর হৈল গৌরহরি॥
বাল্য-বয়স যাবৎ হাতে খড়ি দিল।
পৌগণ্ড-বয়স যাবৎ বিবাহ না কৈল॥
বিবাহ করিলে হৈল নবীন যৌবন।
সর্ব্বত্র লওয়াইল প্রভু নাম-সংকীর্ত্তন॥
পৌগণ্ড-বয়সে পড়ে পড়ান শিষ্যগণে।
সর্ব্বত্র করেন কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যানে॥

সূত্র বৃত্তি পঞ্জী টীকা কৃষ্ণেতে তাৎপর্য্য।
শিষ্যের প্রতীত হয় সবার আশ্চর্য্য॥
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণনামে ভাসাইল নবদ্বীপগ্রাম॥
কিশোর-বয়সে আরম্ভিলা সংকীর্ত্তন।
রাত্রি-দিনে প্রেমে নৃত্য সঙ্গে ভক্তগণ॥
নগরে নগরে ভ্রমে কীর্ত্তন করিয়া।
ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া॥
চব্বিশ বৎসর ঐছে নবদ্বীপগ্রামে।
লওয়াইল সর্ব্বলোকে কৃষ্ণ-প্রেমনামে॥
চব্বিশ বৎসর ছিলা করিয়া সন্ন্যাস।
ভক্তগণ লঞা কৈল নীলাচলে বাস॥
তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর।
নৃত্যগীত প্রেমভক্তিদান নিরন্তর॥
সেতুবন্ধ আর গৌড় ব্যাপি বৃন্দাবন।
প্রেমনাম প্রচারিয়া করিলা ভ্রমণ॥
এই মধ্যলীলা-নাম লীলার মুখ্যধাম।
শেষ অষ্টাদশ বর্ষ অন্ত্যলীলা নাম॥
তার মধ্যে ছয় বর্ষ ভক্তগণ-সঙ্গে।
প্রেমভক্তি লওয়াইলা নৃত্যগীতরঙ্গে॥
দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিলা নীলাচলে।
প্রেমাবস্থা শিখাইলা আস্বাদনচ্ছলে॥
রাত্রি-দিবসে কৃষ্ণবিরহ-স্ফূরণ।
উন্মাদের চেষ্টা করে প্রলাপবচন॥
শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
সেইমত উন্মাদ-প্রলাপ করে রাত্রি-দিনে॥
বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদেন রামানন্দ স্বরূপ সহিত॥
কৃষ্ণের যোগবিয়োগ যত প্রেমচেষ্টিত।
আস্বাদিয়া পূর্ণ কৈল আপন বাঞ্ছিত॥

অনন্ত চৈতন্যলীলা ক্ষুদ্র জীব হঞা।
কে বর্ণিতে পারে তাহা বিস্তার করিঞা॥
সূত্র করি গণে যদি আপনি অনন্ত।
সহস্রবদনে তেঁহো নাহি পায় অন্ত॥
দামোদরস্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি।
মুখ্য মুখ্য লীলা সূত্রে লিখিয়াছে বিচারি॥
সেই অনুসারে লিখি লীলা-সূত্রগণ।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন তাহা দাস বৃন্দাবন॥
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস।
মধুর করিয়া লীলা করিলা প্রকাশ॥
গ্রন্থবিস্তারভয়ে তেঁহো ছাড়িল যে যে স্থানে।
সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যানে॥

শ্রীহট্টানবাসী শ্রীউপেন্দ্রমিশ্র নাম।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদ্গুণপ্রধান॥
সপ্ত পুত্র তাঁর হয় সপ্ত-ঋষি বর।
কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্ব্বেশ্বর
জগন্নাথ জনার্দ্দন ত্রৈলোক্যনাথ।
নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ॥
জগন্নাথ মিশ্রবর পদবী পুরন্দর॥
নন্দ-বসুদেবরূপ সদগুণসাগর।
তাঁর পত্নী শচী নাম পতিব্রতা সতী।
যাঁর পিতা নীলাম্বর নাম চক্রবর্ত্তী॥
রাঢ়দেশে জন্মিলা ঠাকুর নিত্যানন্দ।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত গুপ্ত মুরারি মুকুন্দ॥
অসংখ্য নিজভক্তেরে করাঞা অবতার।
শেষে অবতীর্ণ হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার॥
প্রভুর আবির্ভাব-পূর্ব্বে সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ।
অদ্বৈতাচার্য্য-স্থানে করেন গমন॥
গীতা ভাগবত কহে আচার্য্যগোসাঞি।

জ্ঞানকর্ম্ম নিন্দি করে ভক্তির বড়াঞি ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে করে কৃষ্ণভক্তির ব্যাখ্যান।
জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ নাহি মানে আন ॥
তাঁর সঙ্গে আনন্দ করে বৈষ্ণবের গণ।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণকথা নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥
কিন্তু আর সর্ব্বলোকে কৃষ্ণ-বহির্মুখ।
বিষয়-নিমগ্ন দেখি সবে পায় দুখ ॥
লোকের নিস্তার হেতু করেন চিন্তন।
কিমতে এ সব লোকের হইবে তারণ ॥
কৃষ্ণ অবতরি করে ভক্তির বিস্তার।
তবে সে সকল লোকের হয় ত নিস্তার ॥
কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কৃষ্ণপূজা করেন তুলসী গঙ্গাজল দিয়া ॥
কৃষ্ণেরে আহ্বান করে সঘন হুঙ্কার।
হুঙ্কারে আকৃষ্ট হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥
জগন্নাথমিশ্র-পত্নী শচীর উদরে।
অষ্ট কন্যা ক্রমে হৈল জন্মি জন্মি মরে ॥
অপত্য-বিরহে মিশ্রের দুঃখী হৈল মন।
পুত্র লাগি আরাধিলা বিষ্ণুর চরণ ॥
তবে পুত্র উপজিলা বিশ্বরূপ নাম।
মহাগুণবান্ তেঁহো বলদেবধাম ॥
বলদেব-প্রকাশ পরব্যোম-সঙ্কর্ষণ।
তেঁহো বিশ্বের উপাদান-নিমিত্ত-কারণ ॥
তাঁহা বিনা বিশ্বে কিছু বস্তু নাহি আর।
অতএব বিশ্বরূপ নাম যে তাঁহার ॥
অতএব প্রভুর তেঁহো হৈল বড় ভাই।
কৃষ্ণ বলরাম দুই চৈতন্য নিতাই ॥
পুত্র পাঞা দম্পতী হৈলা আনন্দিত মন।
বিশেষে সেবন করে গোবিন্দচরণ ॥
চৌদ্দশত ছয় শকে শেষ মাঘমাসে।

জগন্নাথ-শচীর দেহে কৃষ্ণের প্রকাশে ॥

হৈতে হৈতে হৈল গর্ভ ত্রয়োদশ মাস।
তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে মিশ্রের হৈল ত্রাস॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী কহিলেন গণিয়া।
এই মাসে পুত্র হৈবে শুভক্ষণ পাঞা॥
চৌদ্দশত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ॥
সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়্বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্বসুলক্ষণ॥
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন প্রয়োজন॥
এত জানি রাহু কৈল চন্দ্রের গ্রহণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি নামে ভাসে ত্রিভুবন॥
জগৎ ভরিয়া লোক বলে হরি হরি।
সেইক্ষণে গৌরকৃষ্ণ ভূমি অবতরি॥
প্রসন্ন হইল সর্ব্বজগতের মন।
হরি বলি হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন॥
হরি বলি নারীগণ দেয় হুলাহুলি।
স্বর্গে বাদ্য নৃত্য করে দেব কুতূহলী॥
প্রসন্ন হইল দশদিক্ প্রসন্ন নদীজল।
স্থাবর-জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল॥

নদীয়া উদয়-গিরি পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি
কৃপা করি হইল উদয়।
পাপ-তমঃ হৈল নাশ ত্রিজগতের উল্লাস
জগ ভরি হরিধ্বনি হয়॥
সেইকালে নিজালয়ে উঠিয়া অদ্বৈতরায়ে
নৃত্য করে আনন্দিত মনে।
হরিদাসে লৈয়া সঙ্গে হুঙ্কার-কীর্ত্তন-রঙ্গে
কেনে নাচে কেহ নাহি জানে॥

দেখি উপরাগ-হাসি শীঘ্র গঙ্গা-ঘাটে আসি
আনন্দে করিলা গঙ্গাস্নান।
পাঞা উপরাগ ছলে আপনার মনোবলে
ব্রাহ্মণেরে দিল নানা দান॥
জগৎ আনন্দময় দেখি মনে সবিস্ময়
ঠারে ঠোরে কহে হরিদাস।
তোমার ঐছন রঙ্গ মোর মন পরসন্ন
দেখি কিছু কার্য্য আছে ভাস॥
আচার্যরত্ন শ্রীবাস হৈল মনে সুখোল্লাস
যাই স্নান কৈল গঙ্গাজলে।
আনন্দে বিহ্বল মন করে হরি-সঙ্কীর্ত্তন
নানা দান কৈল মনোবলে॥
এইমত ভক্ততিতি যার যেই দেশ স্থিতি
তাঁহা তাঁহা পাঞা মনোবলে।
নাচে করে সংকীর্ত্তন আনন্দে বিহ্বল মন
দান করে গ্রহণের ছলে॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন নারী নানাদ্রব্য থালি ভরি
আইলা সবে যৌতুক লইয়া।
যেন কাঁচা-সোনা-দ্যুতি দেখি বালকের মূর্ত্তি
আশীর্ব্বাদ করে সুখ পাঞা॥
সাবিত্রী গৌরী সরস্বতী শচী রম্ভা অরুন্ধতী
আর যত দেবনারীগণ।
নানা দ্রব্য পাত্র ভরি ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি
আসি সবে করে দরশন॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ গন্ধর্ব্ব-সিদ্ধ-চারণ
স্তুতি নৃত্য করে বাদ্য গীত।
নর্ত্তক বাদক ভাট নবদ্বীপে যা'র নাট
স'বে আসি নাচে পাঞা প্রীত॥
কেবা আইসে কেবা যায় কেবা নাচে কেবা গায়
সম্ভালিতে নারে কারো বোল।

খণ্ডিলেক দুঃখ-শোক প্রমোদে পূরিত লোক
মিশ্র হৈলা আনন্দে বিভোল ॥
আচার্য্যরত্ন শ্রীবাস জগন্নাথ-মিশ্র-পাশ
আসি তাঁরে করি সাবধান।
করাইল জাতকর্ম্ম যে আছিল বিধি-ধর্ম্ম
তবে মিশ্র করে নানা দান ॥
যৌতুক পাইল যত ঘরে বা আছিল কত
সব ধন বিপ্রে দিল দান।
যত নর্ত্তক গায়ন ভাট অকিঞ্চন জন
ধন দিয়া কৈল সবার মান ॥
শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী নাম তার মালিনী
আচার্য্যরত্নের পত্নী সঙ্গে ॥
সিন্দুর হরিদ্রা তৈল খই কলা নারিকেল
দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-ভার্য্যা জগৎপূজিতা আর্য্যা
নাম তাঁর সীতা ঠাকুরাণী।
আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা গেলা উপহার লৈঞা
দেখিতে বালক-শিরোমণি ॥
সুবর্ণের কড়ি-বৌলি রজতমুদ্রা পাশুলি
সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ।
দু বাহুতে দিব্য শঙ্খ রজতের মল বঙ্ক
স্বর্ণমুদ্রা নানা হারগণ ॥
ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি কটি পট্টসূত্র ডোরী
হস্তপদের যত আভরণ।
চিত্রবর্ণ পট্টশাড়ী ভুনী পোতা পট্টপাড়ি
স্বর্ণ-রৌপ্য-মুদ্রা বহুধন ॥
দূর্ব্বা ধান্য গোরোচন হরিদ্রা কুঙ্কুম চন্দন
মঙ্গলদ্রব্য পাত্রেতে ভরিয়া।
বস্ত্রগুপ্ত দোলা চড়ি সঙ্গে লঞা দাসী চেড়ী
বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া ॥

ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার সঙ্গে লইল বহুভার
শচীগৃহে হৈল উপনীত।
দেখিয়া বালক-ঠান সাক্ষাৎ গোকুল-কান
বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত॥
সর্ব্ব-অঙ্গ সুনির্ম্মাণ সুবর্ণপ্রতিমা-ভান
সর্ব্ব-অঙ্গ সুলক্ষণময়।
বালকের দিব্য দ্যুতি দেখি পাইল বহুপ্রীতি
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয়॥
দূর্ব্বা ধান্য দিল শীর্ষে কৈল বহু আশীষে
চিরজীবী হও দুই ভাই।
ডাকিনী শাকিনী হৈতে শঙ্কা উপজিল চিতে
ডরে নাম থুইল নিমাই॥
পুত্র-মাতা স্নান-দিনে দিল বস্ত্র বিভূষণে
পুত্র-সহ মিশ্রেরে সম্মানি।
শচী-মিশ্রের পূজা লঞা মনেতে হরিষ হঞা
ঘরে আইলা সীতা ঠাকুরাণী॥
ঐছে শচী জগন্নাথ পুত্র পাঞা লক্ষ্মীনাথ
পূর্ণ হৈল সকল বাঞ্ছিত।
ধনধান্যে ভরে ঘর লোকমান্য কলেবর
দিনে দিনে হয় আনন্দিত॥
মিশ্র বৈষ্ণব শান্ত অলম্পট শুদ্ধ দান্ত
ধনভোগে নাহি অভিমান।
পুত্রের প্রভাবে যত ধন আসি মিলে তত
বিষ্ণুপ্রীতে দ্বিজে দেন দান॥
লগ্ন গণি হর্ষমতি নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে।
মহাপুরুষের চিহ্ন লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন
দেখি এই তারিবে সংসারে॥
ঐছে প্রভু শচীঘরে কৃপায় কৈল অবতারে
ইহা যেই করয়ে শ্রবণ।

গৌর প্রভু দয়াময় তারে হয়েন সদয়
সেই পায় তাঁহার চরণ ॥
পাইয়া মানবজন্ম যে না শুনে গৌর-গুণ
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল।
পাইয়া অমৃতধুনী পিয়ে বিষগর্ত্ত-পানি
জন্মিয়া সে কেনে নাহি মৈল ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র
স্বরূপ রূপ রঘুনাথ দাস।
ইঁহা সবার শ্রীচরণ শিরে বন্দি নিজ-ধন
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস ॥

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

তবে কত দিনে প্রভুর জানু-চংক্রমণ।
নানা চমৎকার যাতে করাইল দর্শন ॥
ক্রন্দনের ছলে বোলাইল হরিনাম।
নারী সব হরি বোলে হাসে গৌরধাম ॥
তবে কত দিনে কৈল পাদ-চংক্রমণ।
শিশুগণে মিলি করে বিবিধ খেলন ॥
একদিন শচী দধি সন্দেশ আনিয়া।
বাটা ভরি দিয়া বৈল খাওত আসিয়া ॥
এত বলি গেল গৃহকর্ম্মাদি করিতে।
লুকাইয়া লাগিলা শিশু মৃত্তিকা খাইতে ॥
দেখি শচী ধাঞা আইলা করি হায় হায়।
মাটী কাড়ি লঞা কহে মাটী কেনে খায় ॥
কান্দিয়া কহেন শিশু কি দোষ আমার।
দধি সন্দেশ যত অন্ন মাটীর বিকার ॥

তুমি মাটী খাইতে দিলে কি দোষ আমার।
এহো মাটী সেহো মাটী কি ভেদ ইহার॥
মাটী দেহ মাটী ভক্ষ্য দেখহ বিচারি।
অবিচারে দোষ দেহ কি বলিতে পারি॥
অন্তরে বিস্মিতা শচী বলিল তাঁহারে।
মাটী খাইতে জ্ঞানযোগ কে শিখাইল তোরে॥
মাটীর বিকার অন্ন খাইলে দেহ পুষ্ট হয়॥
মাটী খাইলে রোগ হয় দেহ যায় ক্ষয়॥
মাটীর বিকার ঘটে পানি ভরি আনি।
মাটী-পিণ্ডে ধরি যবে শোষি যায় পানি॥
আত্ম লুকাইতে প্রভু কহিলা তাহারে।
আগে কেনে মাতা ইহা না শিখাইলে মোরে॥
এবে ত জানিনু আর মাটী না খাইব।
ক্ষুধা লাগিলে তোমার স্তন-দুগ্ধ পিব॥
এত বলি জননীর কোলেতে চড়িয়া।
স্তনপান করে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া॥
এইমত নানা ছলে ঐশ্বর্য্য দেখায়।
বাল্যভাব প্রকটিয়া পশ্চাৎ লুকায়॥
অতিথি বিপ্রের অন্ন খাইতে তিনবার।
পাছে গুপ্তে সেই বিপ্রে করিল নিস্তার॥
চোরে লৈয়া গেল প্রভুকে বাহিরে পাইয়া।
তার স্কন্ধে চড়ি আইলা তারে ভুলাইয়া॥

শিশু সব লৈয়া পাড়াপড়শীর ঘরে।
চুরি করি দ্রব্য খায় মারে বালকেরে॥
শিশু সব শচী-স্থানে কৈল নিবেদন।
শুনি শচী পুত্রে কিছু দিল ওলাহন॥
কেনে চুরি কর কেনে মারহ শিশুরে।
কেনে পর-ঘরে যাহ কিবা নাহি ঘরে॥
শুনি প্রভু ক্রুদ্ধ হৈলা ঘর-ভিতর যাঞা।

ঘরে যত ভাণ্ড ছিল পেলিল ভাঙ্গিয়া॥
তবে শচী কোলে করি করাইল সন্তোষ।
লজ্জিত হইলা প্রভু জানি নিজদোষ॥

কভু শিশু-সঙ্গে স্নান করেন গঙ্গাতে।
কন্যাগণ আইলা তাঁহা দেবতা পূজিতে॥
গঙ্গাস্নান করি পূজা করিতে লাগিলা।
কন্যাগণ মধ্যে প্রভু আসিয়া বসিলা॥
কন্যাগণে কহে আম্মা পূজ দিব বর।
গঙ্গা দুর্গা দাসী মোর মহেশ কিঙ্কর॥
আপনি চন্দন পরি পরেন ফুলমালা।
নৈবেদ্য কাড়িয়া খান সন্দেশ চালু কলা॥
ক্রোধে কন্যাগণ বলে শুন হে নিমাই।
গ্রাম-সম্বন্ধে তুমি আমা সবাকার ভাই॥
আমা সবার পক্ষে ইহা করিতে না জুয়ায়।
না লহ দেবতাসজ্জ না কর অন্যায়॥
প্রভু কহে তোমা সবাকে দিল এই বর।
তোমা সবাকার ভর্ত্তা হবে পরমসুন্দর॥
পণ্ডিত বিদগ্ধ যুবা ধনধান্যবান্।
সাত সাত পুত্র হৈবে চিরায়ু মতিমান্॥
বর শুনি কন্যাগণের অন্তরে সন্তোষ।
বাহিরে ভৎর্সনা করে করি মিথ্যা-রোষ॥
কোন কন্যা পলাইল নৈবেদ্য লইয়া।
তাকে ডাকি প্রভু কহে সক্রোধ হইয়া॥
যদি মোরে নৈবেদ্য না দেহ হইয়া কৃপণী।
বুড়া ভর্ত্তা হবে আর চারি চারি সতিনী॥
ইহা শুনি তা সবার মনে হৈল ভয়।
জানি কোন দেবাবিষ্ট ইহাতে বা হয়॥
আনিয়া নৈবেদ্য তাহা সম্মুখে ধরিল।
খাইয়া নৈবেদ্য তারে ইষ্টবর দিল॥

এইমত চাপল্য সব লোকেরে দেখায়।
দুঃখ কারো মনে নহে সবে সুখ পায়॥
একদিন বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মী নাম।
দেবতা পূজিতে আইলা করি গঙ্গাস্নান॥
তারে দেখি প্রভু হৈল সাভিলাষ মন।
লক্ষ্মী প্রীতি পাইল পাই প্রভুর দর্শন॥

প্রভু কহে আমা পূজ আমি মহেশ্বর।
আমাকে পূজিলে পাবে অভীপ্সিত বর॥
লক্ষ্মী তাঁর অঙ্গে দিল সপুষ্প চন্দন।
মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন॥

এইমত লীলা করি দোঁহে গেলা ঘরে।
গম্ভীর চৈতন্যলীলা কে বুঝিতে পারে॥
চৈতন্য-চাপল্য দেখি প্রেমে সর্ব্বজন।
শচী জগন্নাথে দেখি দেন ওলাহন॥
একদিন শচীদেবী পুত্রেরে ভৎর্সিয়া।
ধরিবারে গেলা পুত্রে গেলা পলাইয়া॥
উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তে ত্যক্ত হাণ্ডীর উপর।
বসিয়া আছেন সুখে প্রভু বিশ্বম্ভর॥
শচী আসি কহে কেনে অশুচি ছুঁইলা।
গঙ্গাস্নান কর যাই অপবিত্র হৈলা॥
ইহা শুনি মাতা-প্রতি কহে ব্রহ্মজ্ঞান।
বিস্মিতা হইয়া মাতা করাইল গঙ্গাস্নান॥

একদিন মিশ্র পুত্রের চাঞ্চল্য দেখিয়া।
ধর্ম্মশিক্ষা দিল বহু ভৎর্সনা করিয়া॥
রাত্রে স্বপ্ন দেখে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
মিশ্রেরে কহয়ে কিছু সরোষ বচন॥
মিশ্র তুমি পুত্রের তত্ত্ব কিছুই না জান।
ভৎর্সন তাড়ন কর পুত্র করি মান॥

মিশ্র কহে দেব সিদ্ধ মুনি কেনে নয়।
সে যে বড় হউক মাত্র আমার তনয়॥
পুত্রের লালন শিক্ষা পিতার স্বধর্ম্ম।
আমি না শিখাইলে কৈছে জানিবে ধর্ম্মমর্ম্ম॥
বিপ্র কহে পুত্র যদি দেবশ্রেষ্ঠ হয়।
স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান তবে শিক্ষা ব্যর্থ হয়॥
মিশ্র বলে পুত্র কেনে নহে নারায়ণ।
তথাপি পিতার ধর্ম্ম পুত্রের শিক্ষণ॥
এইমত দোঁহে করে ধর্ম্মের বিচার।
বিশুদ্ধবাৎসল্য মিশ্র নাহি জানে আর॥
এত শুনি দ্বিজ গেলা হৈয়া আনন্দিত।
মিশ্র জাগিয়া হৈলা পরম বিস্মিত॥
বন্ধুবান্ধব-স্থানে স্বপন কহিল।
শুনিয়া সকল লোক বিস্মিত হইল॥
এইমত শিশুলীলা করে গৌরচন্দ্র।
দিনে দিনে পিতামাতার বাড়য়ে আনন্দ॥
কতদিনে মিশ্র পুত্রের হাতে খড়ি দিল।
অল্পদিনে দ্বাদশ-ফলা অক্ষর শিখিল॥
বাল্যলীলা-সূত্রের এই কৈল অনুক্রম।
ইহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥
অতএব এই লীলা সংক্ষেপে সূত্র কৈল।
পুনরুক্তি হয় বিস্তারিয়া না কহিল॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

পৌগণ্ড-লীলার সূত্র করিয়ে গণন।
পৌগণ্ড-বয়সে প্রভুর মুখ্য অধ্যয়ন ॥
গঙ্গাদাস-পণ্ডিত স্থানে পড়ে ব্যাকরণ।
শ্রবণমাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্রবৃত্তিগণ ॥
অল্পকালে হৈল পঞ্জী-টীকাতে প্রবীণ।
চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন ॥
অধ্যয়ন-লীলা প্রভুর দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে কৈল বিস্তারি বর্ণন ॥
একদিন মাতার করি চরণে প্রণাম।
প্রভু কহে মাতা মোরে দেহ এক দান ॥
মাতা কহে তাই দিব যে তুমি চাহিবা।
প্রভু কহে একাদশীতে অন্ন না খাইবা ॥
শচী বলেন না খাইব ভালই কহিলা।
সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা ॥
তবে মিশ্র বিশ্বরূপের দেখিয়া যৌবন।
কন্যা চাহি বিবাহ দিতে করিলেন মন ॥
বিশ্বরূপ শুনি ঘর ছাড়ি পলাইলা।
সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবারে গেলা ॥
শুনি শচী-মিশ্রের দুঃখিত হৈল মন।
তবে প্রভু মাতা-পিতার কৈল আশ্বাসন ॥
ভাল হৈল বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল।
পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল ॥
আমি ত করিব তোমা দোঁহার সেবন।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল মাতাপিতার মন ॥
একদিন নৈবেদ্য-তাম্বূল খাইয়া।
ভূমিতে পড়িল প্রভু অচেতন হৈয়া ॥
আস্তে ব্যস্তে পিতামাতা মুখে দিলা পানি।
সুস্থ হৈঞা প্রভু কহে অদ্ভুত কাহিনী ॥
এথা হৈতে বিশ্বরূপ মোরে লঞা গেলা।
সন্ন্যাস করহ তুমি আমারে কহিলা ॥

আমি কহি আমার অনাথ পিতা-মাতা।
আমিহ বালক সন্ন্যাসের কিবা জানি কথা॥
গৃহস্থ হইয়া করিব পিতা-মাতার সেবন।
ইহাতে তুষ্ট হইবেন লক্ষ্মীনারায়ণ॥
তবে বিশ্বরূপ ইহা পাঠাইল মোরে।
মাতাকে কহিও কোটি কোটি নমস্কারে॥
এইমতে নানা লীলা করে গৌরহরি।
কি কারণে লীলা এই বুঝিতে না পারি॥
কত দিন রহি মিশ্র গেলা পরলোক।
মাতা-পুত্র দোঁহার বাড়িল বড় শোক॥
বন্ধু বান্ধব আসি দোঁহা প্রবোধিল।
পিতৃক্রিয়া বিধিদৃষ্টে ঈশ্বর করিল॥
কতদিনে প্রভু চিত্তে করিলা চিন্তন।
গৃহস্থ হইলাম এবে চাহি গৃহধর্ম্ম॥
গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম্ম না হয় শোভন।
এত চিন্তি বিবাহ করিতে হৈল মন॥
দৈবে একদিন প্রভু পড়িয়া আসিতে।
বল্লভাচার্য্যের কন্যা দেখে গঙ্গাপথে॥
পূর্ব্বসিদ্ধ ভাব দোঁহার উদয় করিল।
দৈবে বনমালী ঘটক শচী স্থানে আইল॥
শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন।
লক্ষ্মীকে বিবাহ কৈল শ্রীশচীনন্দন॥
বিস্তারি বর্ণিলেন ইহা বৃন্দাবনদাস।
এই ত পৌগণ্ড-লীলা সূত্রের প্রকাশ॥
পৌগণ্ড বয়সে লীলা বহুত প্রকার।
বৃন্দাবনদাস তাহা করিয়াছেন বিস্তার॥
অতএব দিঙ্মাত্র ইহা দেখাইল।
চৈতন্যমঙ্গলে সর্ব্বলোক-খ্যাত হৈল॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

# ষোড়শ পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এই ত কৈশোর-লীলার সূত্র অনুবন্ধ।
শিষ্যগণে পড়াইতে করিলা আরম্ভ ॥
শত শত শিষ্য সঙ্গে সদা অধ্যাপন।
ব্যাখ্যা শুনি সর্ব্বলোকের চমকিত মন ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্বপণ্ডিত পায় পরাজয়।
বিনয়ভঙ্গীতে কারো দুঃখ নাহি হয় ॥
বিবিধ ঔদ্ধত্য করে শিষ্যগণ সঙ্গে।
জাহ্নবীতে জলকেলি করে নানা রঙ্গে ॥
কতদিনে কৈল প্রভু বঙ্গেতে গমন।
যাঁহা যায় তাঁহা লওয়ায় নামসঙ্কীর্ত্তন ॥
বিদ্যার প্রভাব দেখি চমৎকার চিতে।
শত শত পড়ুয়া আসি লাগিল পড়িতে ॥
সেই দেশে বিপ্র নাম মিশ্র তপন।
নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্যসাধন ॥
বহুশাস্ত্রে বহুবাক্য চিত্তে ভ্রম হয়।
সাধ্যসাধন-শ্রেষ্ঠ না হয় নিশ্চয় ॥
স্বপ্নে এক বিপ্র কহে শুনহ তপন।
নিমাই পণ্ডিত স্থানে করহ গমন ॥
তেঁহো তোমার সাধ্যসাধন করিবে নিশ্চয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তেঁহো নাহিক সংশয় ॥
স্বপ্ন দেখি মিশ্র আসি প্রভুর চরণে।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত সব কৈল নিবেদনে ॥
প্রভু তুষ্ট হঞা সাধ্যসাধন কহিল।
নামসঙ্কীর্ত্তন কর উপদেশ কৈল ॥
তাঁর ইচ্ছা প্রভু সঙ্গে নবদ্বীপে বসি।
প্রভু আজ্ঞা দিল তুমি যাও বারাণসী ॥

তাঁহা আমার সঙ্গে তোমার হইবে মিলন।
আজ্ঞা পেয়ে মিশ্র কৈল কাশীতে গমন॥
প্রভুর অনন্তলীলা বুঝিতে না পারি।
স্বসঙ্গ ছাড়াঞা কেনে পাঠায় কাশীপুরী॥
এইমত বঙ্গের লোকের কৈল মহাহিত।
নাম দিয়া ভক্তি কৈল পড়াঞা পণ্ডিত॥
এইমত বঙ্গে প্রভু করে নানা লীলা।
এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী বিরহে দুঃখী হৈলা॥
প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।
বিরহ-সর্প-বিষে তাঁর পরলোক হৈল॥
অন্তরে জানিলা প্রভু যাতে অন্তর্যামী।
দেশেতে আইলা প্রভু শচী-দুঃখ জানি॥
ঘরে আইলা প্রভু লঞা বহু ধনজন।
তত্ত্বজ্ঞানে কৈলা শচীর দুঃখ-বিমোচন॥
শিষ্যগণ লৈয়া পুনঃ বিদ্যার বিলাস।
বিদ্যাবলে সবা জিনি ঔদ্ধত্য প্রকাশ॥
তবে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর-পরিণয়।
তবে ত করিল প্রভু দিগ্বিজয়ি-জয়॥

শুনিয়া প্রভুর ব্যাখ্যা দিগ্বিজয়ী বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাক্য প্রতিভা স্তম্ভিত॥

তবে শিষ্যগণ সবে হাসিতে লাগিল।
তা সবা নিষেধি প্রভু কবিরে কহিল॥
তুমি বড় পণ্ডিত মহাকবি-শিরোমণি।
যার মুখে বাহিরায় ঐছে কাব্যবাণী॥
তোমার কবিত্ব যৈছে গঙ্গাজলধার।
তোমার সমান কবি কোথা নাহি আর॥
ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস।
তা সবার কবিত্বে আছে দোষের আভাস॥

দোষ-গুণ বিচার এই অল্প করি মানি।
কবিত্বকরণে শক্তি তাহা সে বাখানি॥
শৈশব-চাঞ্চল্য কিছু না লবে আমার।
শিষ্যের সমান মুঞি না হই তোমার॥
আজি বাসা যাহ কালি মিলিব আবার।
শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার॥

ভাগ্যবন্ত দিগ্বিজয়ী সফল জীবন।
বিদ্যাবলে পাইল মহাপ্রভুর চরণ॥
এ-সব লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস।
যে কিছু বিশেষ ইহা করিল প্রকাশ॥
চৈতন্যগোসাঞির লীলা অমৃতের ধার।
সর্ব্বেন্দ্রিয় তৃপ্ত হয় শ্রবণে যাহার॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
কৈশোরলীলার সূত্র করিল গণন।
যৌবনলীলার সূত্র করি অনুক্রম॥
যৌবন-প্রবেশে অঙ্গে অঙ্গ-বিভূষণ।
দিব্য-বস্ত্র দিব্য-বেশ মাল্য-চন্দন॥
বিদ্যৌদ্ধত্যে কাহাকেহো না করে গণন
সকল পণ্ডিত জিনি করে অধ্যাপন॥
বায়ুব্যাধিছলে করে প্রেম-পরকাশ।
ভক্তগণ লৈঞা কৈল বিবিধ বিলাস॥
তবে ত করিলা প্রভু গয়াতে গমন।

ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তথাই মিলন ॥
দীক্ষা-অনন্তরে কৈল প্রেম-পরকাশ।
দেশে আগমন পুনঃ প্রেমের বিলাস ॥
শচীকে প্রেমদান তবে অদ্বৈত-মিলন।
অদ্বৈত পাইল বিশ্বরূপ-দরশন ॥
প্রভুর অভিষেক তবে করিলা শ্রীবাস।
খাটে বসি প্রভু কৈল ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ॥
তবে নিত্যানন্দস্বরূপের আগমন।
প্রভুকে মিলিয়া পাইল ষড়্‌ভুজ দর্শন ॥

তবে শচী দেখিল রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই।
তবে নিস্তারিল প্রভু জগাই মাধাই॥
তবে সপ্ত প্রহর প্রভু ছিলা ভাবাবেশে।
যথা তথা ভক্তগণ দেখিল বিশেষে॥
বরাহ-আবেশ হৈলা মুরারি-ভবনে।
তার স্কন্ধে চড়ি প্রভু নাচিলা অঙ্গনে॥
তবে শুক্লাম্বরের কৈল তণ্ডুল ভক্ষণ।
হরের্নাম শ্লোকের কৈল অর্থ বিবরণ॥

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ-নিস্তার॥
দার্ঢ্য লাগি হরের্নাম উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনরেবকার॥
কেবল শব্দ পুনরপি নিশ্চয়কারণ।
জ্ঞানযোগ তপ আদি কর্ম্ম নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
নাই নাই নাই তিন তিন এবকার॥

তৃণ হৈতে নীচ হৈয়া সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান॥
তরু সম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
তাড়ন-ভর্ৎসনে কারে কিছু না বলিবে॥
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বোলয়।
শুখাইয়া মৈলে তবু পানী না মাগয়॥
এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিবে।
অযাচিতবৃত্তি কিংবা শাক ফল খাইবে॥
সদা নাম লবে যথালাভেতে সন্তোষ।
এই ত আচার করি ভক্তিধর্ম্ম-পোষ॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

ঊর্দ্ধবাহু করি কহি শুন সর্ব্বলোক।
নামসূত্রে গাঁথি পর কণ্ঠে এই শ্লোক॥
প্রভুর আজ্ঞায় কর এই শ্লোক-আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর।
রাত্রে সংকীর্ত্তন কৈল এক সংবৎসর॥
কবাট দিয়া কীর্ত্তন করে পরম আবেশে।
পাষণ্ডী হাসিতে আইসে না পায় প্রবেশে॥
কীর্ত্তন শুনি বাহিরে তারা জ্বলি পুড়ি মরে।
শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে॥
একদিন বিপ্র নাম গোপাল চাপাল।
পাষণ্ডী প্রধান সেই দুর্ম্মুখ বাচাল॥
ভবানীপূজার সব সামগ্রী লইয়া।
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপিয়া॥
কলার পাত উপরে থুইল ওড্র ফুল।
হরিদ্রা সিন্দুর রক্তচন্দন তণ্ডুল॥

মদ্যভাণ্ড পাশে ধরি নিজঘরে গেলা।
প্রাতঃকালে শ্রীবাস আসি তাহা দেখিলা॥
বড় বড় লোক সব আনিল ডাকিয়া।
সবারে কহে শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া॥
নিত্য রাত্র্যে করি আমি ভবানী-পূজন।
আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণ সজ্জন॥
দেখি সব শিষ্টলোক করে হাহাকার।
ঐছে কর্ম্ম এথা কৈল কোন্ দুরাচার॥
হাড়িকে ডাকিয়া সব দূর করাইল।
জল গোময় দিয়া সেই স্থান লেপাইল॥
তিন দিন বই সেই গোপাল চাপাল।
সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ বহে রক্তধার॥
সর্ব্বাঙ্গে বেড়িল কীটে কাটে নিরন্তর।
অসহ্য বেদনা দুঃখে জ্বলয়ে অন্তর॥
গঙ্গাঘাটে বৃক্ষতলে রহে ত বসিয়া।
একদিন বলে কিছু প্রভুকে দেখিয়া॥
গ্রাম-সম্বন্ধেতে আমি তোমার মাতুল।
কুষ্ঠব্যাধিতে মুঞি হইয়াছি ব্যাকুল॥
লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার।
মুঞি বড় দুঃখী মোরে করহ উদ্ধার॥
এত শুনি মহপ্রভু হৈলা ক্রোধমন।
ক্রোধাবেশে কহে তারে তর্জ্জনবচন॥
আরে পাপি ভক্তদ্বেষী তোরে না উদ্ধারিমু।
কোটিজন্ম এইমত কীড়ায় খাওয়াইমু॥
শ্রীবাসেরে করাইলি তুই ভবানী-পূজন।
কোটিজন্ম হইবে তোর রৌরবে পতন॥
পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার।
পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার॥
এত বলি গেলা প্রভু করিতে গঙ্গাস্নান।
সেই পাপী দুঃখ ভোগে না যায় পরাণ॥

সন্ন্যাস করি প্রভু যদি নীলাচলে গেলা।
তথা হৈতে যবে কুলিয়া গ্রামেতে আইলা॥
তবে সেই পাপী প্রভুর লইল শরণ।
হিতোপদেশ কৈল প্রভু হঞা সকরুণ॥
শ্রীবাস পণ্ডিতের স্থানে হঞাছে অপরাধ।
তাহা যাহ তেঁহো যদি করেন প্রসাদ॥
তবে তোর হৈবে এই পাপ-বিমোচন।
যদি পুনঃ ঐছে নাহি কর আচরণ॥
তবে বিপ্র লইল আসি শ্রীবাস-শরণ।
তাঁর কৃপায় পাপ তার হৈল বিমোচন॥
আর এক বিপ্র আইলা কীর্ত্তন দেখিতে।
দ্বারে কপাট না পাইল ভিতরে যাইতে॥
ফিরি গেলা ঘর বিপ্র মনে দুঃখ পাঞা।
আর দিন প্রভুকে কহে গঙ্গায় পাইঞা॥
শাপিব তোমারে মুঞি পাঞা মনোদুঃখ।
পৈতা ছিণ্ডিয়া শাপে প্রচণ্ড দুর্ম্মুখ॥
সংসারসুখ তোমার হউক্ বিনাশ।
শাপ শুনি প্রভুর চিত্তে হইল উল্লাস॥
প্রভুর শাপবার্ত্তা শুনি হয়ে শ্রদ্ধাবান্।
ব্রহ্মশাপ হৈতে তার হয় পরিত্রাণ॥
মুকুন্দ দত্তের কৈল দণ্ড পরসাদ।
খণ্ডিল তাহার চিত্তের সব অবসাদ॥
আচার্য্য-গোসাঞিরে প্রভু করে গুরুভক্তি।
তাহাতে আচার্য্য বড় হয় দুঃখমতি॥
ভঙ্গী করি জ্ঞানমার্গ করিল ব্যাখ্যান।
ক্রোধাবেশে প্রভু তারে কৈল অবজ্ঞান॥
তবে আচার্য্যের মনে আনন্দ হইল।
লজ্জিত হইয়া প্রভু প্রসাদ করিল॥
মুরারি গুপ্তের মুখে শুনি রাম-গুণগ্রাম।
ললাটে লিখিল তার রামদাস নাম॥

শ্রীধরের লৌহপাত্রে করিল জলপান।
সমস্ত ভক্তেরে দিল ইষ্টবর দান॥
হরিদাস ঠাকুরের করিল প্রসাদ।
আচার্য্য-স্থানে মাতার খণ্ডাইল অপরাধ॥
ভক্তগণে প্রভু নামমহিমা কহিল।
শুনি এক পড়ুয়া তাহা অর্থবাদ কৈল॥
নামের অর্থবাদ শুনি প্রভুর হইল দুঃখ।
সবা নিষেধিল ইহার না দেখিহ মুখ॥
সগণে সকলে যাঞা কৈল গঙ্গাস্নান।
ভক্তির মহিমা তাঁহা করিল ব্যাখ্যান॥
জ্ঞানধর্ম্মে যোগধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক প্রেমভক্তিরস॥
মুরারিকে কহে তুমি কৃষ্ণ বশ কৈলা।
শুনিয়া মুরারি শ্লোক পড়িতে লাগিল॥

একদিন প্রভু শ্রীবাসেরে আজ্ঞা দিল।
বৃহৎ সহস্রনাম পড় শুনিতে মন হৈল॥
পড়িতে আইল স্তবে নৃসিংহের নাম।
শুনিয়া আবিষ্ট হৈলা প্রভু গৌরধাম॥
নৃসিংহ-আবেশে প্রভু হাতে গদা লৈয়া।
পাষণ্ডী মারিতে যায় নগরে ধাইয়া॥
নৃসিংহ-আবেশে দেখি মহাতেজোময়।
পথ ছাড়ি ভাগে লোক পাঞা মহাভয়॥
লোকভয় দেখি প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল।
শ্রীবাসের গৃহে যাঞা গদা ফেলাইল॥
শ্রীবাসেরে কহে প্রভু করিয়া বিষাদ।
লোক ভয় পাইল মোর হৈল অপরাধ॥
শ্রীবাস বলেন যে তোমার নাম লয়।
তার কোটি অপরাধ সব ক্ষয় হয়॥
অপরাধ নাহি কৈলে জীবের নিস্তার।

যে তোমা দেখিল তার ছুটিল সংসার ॥
এত বলি শ্রীবাস তাঁর করিলা সেবন।
তুষ্ট হঞা প্রভু আইলা আপন ভবন ॥
আর দিন শিবভক্ত শিবগুণ গায়।
প্রভুর অঙ্গনে নাচে ডমরু বাজায় ॥
মহেশ-আবেশ হৈলা শচীর নন্দন।
তার কান্ধে চড়ি নৃত্য কৈল বহুক্ষণ ॥
আর দিন এক ভিক্ষুক আইলা মাগিতে।
প্রভুর নৃত্য দেখি নৃত্য লাগিল করিতে ॥
প্রভুর সঙ্গে নৃত্য করে পরম উল্লাসে।
প্রভু তারে প্রেম দিল প্রেমরসে ভাসে ॥

এইমত নৃত্য হইল চু চারি প্রহর।
সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নান করি সবে গেলা ঘর ॥
নগরিয়া লোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিল।
ঘরে ঘরে মহাকীর্ত্তন করিতে লাগিল ॥
"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥"
মৃদঙ্গ করতাল সঙ্কীর্ত্তন উচ্চধ্বনি।
হরি হরি ধ্বনি বিনে আর নাহি শুনি ॥
শুনিঞা যে ক্রুদ্ধ হৈল সকল যবন।
কাজি-পাশে আসি সবে কৈল নিবেদন ॥
ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজি এক ঘরে আইল।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল ॥
এতকাল কেহ নাহি কৈলে হিন্দুয়ানী।
এবে উদ্যম চালাও কোন বল জানি ॥
কেহ কীর্ত্তন না করিহ সকল নগরে।
আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে ॥
আর যদি কীর্ত্তন করিতে লাগ পাইমু।
সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু ॥

এত বলি কাজি গেলে নগরিয়া লোক।
প্রভু-স্থানে নিবেদিল পাঞা বড় শোক ॥
প্রভু আজ্ঞা দিল যাহ করহ কীর্ত্তন।
আমি সংহারিব আজি সকল যবন ॥
ঘরে যাঞা লোক সব করে সঙ্কীর্ত্তন।
কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ নহে চমকিত মন ॥
তা সভার অন্তরে ভয় প্রভু মনে জাতি।
কহিতে লাগিলা লোকে শীঘ্র ডাকি আনি ॥
নগরে নগরে আজি করিব কীর্ত্তন।
সন্ধ্যাকালে কর সবে নগরমণ্ডন ॥
সন্ধ্যাতে দেউটী সব জ্বাল ঘরে ঘরে।
দেখোঁ কোন কাজী আসি মোরে মানা করে ॥
এত কহি সন্ধ্যাকালে চলে গৌররায়।
কীর্ত্তনের কৈল প্রভু তিন সম্প্রদায় ॥
আগে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে হরিদাস।
মধ্যে নাচে আচার্য্য গোসাঞি পরম-উল্লাস ॥
পাছে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র।
তাঁর সঙ্গে নাচি বুলে প্রভু নিত্যানন্দ ॥
বৃন্দাবনদাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন প্রভু-কৃপাবলে ॥
এইমত কীর্ত্তন করি নগরে ভ্রমিলা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সভে কাজী দ্বারে গেলা ॥
তর্জ্জনগর্জ্জন করে লোক করে কোলাহল।
গৌরচন্দ্র বলে লোক প্রশ্রয়-পাগল ॥
কীর্ত্তনের ধ্বনিতে কাজী লুকাইল ঘরে।
তর্জ্জনগর্জ্জন শুনি না হয় বাহিরে ॥
উদ্ধত লোক ভাঙ্গে কাজীর ঘর পুষ্পবন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন ॥
তবে মহাপ্রভু তার দ্বারেতে বসিলা।
ভব্যলোক পাঠাইয়া কাজীরে বোলাইলা ॥

দূর হৈতে আইলা কাজী মাথা নোঙাইয়া।
কাজীরে বসাইয়া প্রভু সম্মান করিয়া॥
প্রভু বোলে আমি তোমার আইলাম অভ্যাগত।
আমা দেখি লুকাইলা এ ধর্ম্ম কেমত॥
কাজী কহে তুমি আইস ক্রুদ্ধ হইয়া।
তোমা শান্ত করাইতে রহিনু লুকাইয়া॥
এবে তুমি শান্ত হৈলে আসি মিলিলাম।
ভাগ্য মোর তোমা হেন অতিথি পাইলাম॥
গ্রামসম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় মোর চাচা।
দেহসম্বন্ধ হৈতে হয় গ্রামসম্বন্ধ সাঁচা॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়॥
এইমতে দোঁহার কথা হয় ঠারেঠোরে।
ভিতরের অর্থ কেহ বুঝিতে না পারে॥
প্রভু কহে প্রশ্ন লাগি আইলাম তোমার স্থানে।
কাজী কহে আজ্ঞা কর যে তোমার মনে॥
প্রভু কহে গোদুগ্ধ খাও গাভী তোমার মাতা।
বৃষ অন্ন উপজায় তাতে তেঁহো পিতা॥
পিতা মাতা মারি খাও এবা কোন ধর্ম্ম।
কোন বলে কর তুমি এমন বিকর্ম্ম॥
কাজী কহে তোমার যৈছে বেদ পুরাণ।
তৈছে আমার শাস্ত্র কেতাব কোরাণ॥
সেই শাস্ত্রে কহে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মার্গভেদ।
নিবৃত্তিমার্গে জীবমাত্র বধের নিষেধ॥
প্রবৃত্তিমার্গে গোবধ করিতে বিধি হয়।
শাস্ত্র আজ্ঞায় বধ কৈলে নাহি পাপভয়॥
তোমার বেদেতে আছে গোবধের বাণী।
অতএব গোবধ করে বড়বড় মুনি॥

প্রভু কহে বেদে কহে গোবধ নিষেধে।
অতএব হিন্দুমাত্র না করে গোবধে॥
জীয়াইতে পারে যদি তবে মারে প্রাণী।
বেদ পুরাণে ঐছে আছে আজ্ঞাবাণী॥
অতএব জরদ্গব মারে মুনিগণ।
বেদমন্ত্রে শীঘ্র করে তাহার জীবন॥
জরদ্গব হত যুবা হয় আরবার।
তাতে তার বধ নহে হয় উপকার॥
কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে।
অতএব গোবধ কেহো না করে এখনে॥
তোমরা জীয়াইতে নার বধমাত্র সার।
নরক হইতে তোমার নাহিক নিস্তার॥

তোমা সভার শাস্ত্রকর্ত্তা সেহো ভ্রান্ত হৈল।
না জানি শাস্ত্রের মর্ম্ম ঐছে আজ্ঞা দিল॥
শুনি স্তব্ধ হৈলা কাজী নাহি স্ফুরে বাণী।
বিচারিয়া কহে কাজী পরাভব মানি॥
তুমি যে কহিলে পণ্ডিত সেই সত্য হয়।
আধুনিক আমার শাস্ত্র বিচারসহ নয়॥
কল্পিত আমার শাস্ত্র আমি সব জানি।
জাতি অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি॥
সহজে যবন শাস্ত্র অদৃঢ়বিচার।
হাসি তারে মহাপ্রভু পুছেন আরবার॥
আর এক প্রশ্ন করি শুন তুমি মামা।
যথার্থ কহিবে ছলে না বঞ্চিবে আমা॥
তোমার নগরে হয় সদা সঙ্কীর্ত্তন।
বাদ্যগীতকোলাহল সঙ্গীত নর্ত্তন॥
তুমি কাজী হিন্দুধর্ম্ম-বিরোধে অধিকারী।
এবে যে না কর মানা বুঝিতে না পারি॥
কাজী বোলে সভে তোমায় বোলে গৌরহরি।

সেই নামে আমি তোমার সম্বোধন করি ॥
শুন গৌরহরি এই প্রশ্নের কারণ।
নিভৃত হও যদি তবে করি নিবেদন ॥
প্রভু বোলে এ লোক আমার অন্তরঙ্গ হয়।
স্ফুট করি কহ তুমি নাহি কিছু ভয় ॥
কাজী কহে যবে আমি হিন্দুর ঘর গিয়া।
কীর্ত্তন করিলুঁ মানা মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া ॥
সেই রাত্র্যে এক সিংহ মহাভয়ঙ্কর।
নরদেহ সিংহমুখ গর্জ্জয়ে বিস্তর ॥
শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চড়ি।
অট্টঅট্ট হাসে করে দন্ত-কড়মড়ি ॥
মোর বুকে নখ দিয়া ঘোরস্বরে বোলে।
ফাড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে ॥
মোর কীর্ত্তন মানা করিস করিমু তোর ক্ষয়।
আঁখি মুদি কাঁপি আমি পাতা বড় ভয় ॥
ভীত দেখি সিংহ বোলে হইয়া সদয়।
তোরে শিক্ষা দিতে কৈল তোর পরাজয় ॥
সেদিন বহুত নাহি কৈলি উৎপাত।
তেঞি ক্ষমা করিয়া না কৈলুঁ প্রাণঘাত ॥
ঐছে যদি পুন কর তবে না সহিমু।
সবংশে তোমারে মারি যবন নাশিমু ॥
এত কহি সিংহ গেল মোর হৈল ভয়।
এই দেখ নখচিহ্ন আমার হৃদয় ॥
এত বলি কাজী নিজ বুক দেখাইল।
শুনি দেখি সর্ব্বলোক আশ্চর্য্য মানিল ॥
কাজী কহে ইহা আমি কারে না কহিল।
সেই দিন আমার এক পেয়াদা আইল ॥
আসি কহে গেলুঁ মুঞি কীর্ত্তন নিষেধিতে।
অগ্নি-উল্কা মোর মুখে লাগে আচম্বিতে ॥
পুড়িলা সকল দাড়ি মুখে হৈল ব্রণ।

যেই পেয়াদা যায় তার এই বিবরণ ॥
তাহা দেখি বলি আমি মহাভয় পাঞা।
কীর্ত্তন না বৰ্জ্জিহ ঘরে রহ ত বসিয়া ॥
তবে ত নগরে হৈবে স্বচ্ছন্দে কীৰ্ত্তন।
শুনি সব ম্লেচ্ছ আসি কৈল নিবেদন ॥
নগরে হিন্দুর ধৰ্ম্ম বাঢ়িল অপার।
হরি হরি ধ্বনি বিনা নাহি শুনি আর ॥
আর ম্লেচ্ছ কহে হিন্দু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি।
হাসে কান্দে নাচে গায় গড়ি যায় ধূলি ॥
হরি হরি করি হিন্দু করে কোলাহল।
পাৎশা শুনিলে তোমায় করিবেক ফল ॥
তবে সেই যবনেরে আমি ত পুছিল।
হিন্দু হরি বোলে তার স্বভাব জানিল ॥
তুমি ত যবন হৈয়া কেন অনুক্ষণ।
হিন্দুর দেবতার নাম লও কি কারণ ॥
ম্লেচ্ছ কহে হিন্দুরে আমি করি পরিহাস।
কেহো কেহো কৃষ্ণদাস কেহো রামদাস ॥
কেহো হরিদাস সদা বোলে হরি হরি।
জানি কার ঘরে ধন করিবেক চুরি ॥
সেই হইতে জিহ্বা মোর বোলে হরি হরি।
ইচ্ছা নাঞি তবু বোলে কি উপায় করি ॥

এত শুনি তা সভারে ঘরে পাঠাইল।
হেনকালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ সাত আইল ॥
আসি কহে হিন্দুর ধৰ্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাই।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই ॥
মঙ্গলচণ্ডী বিষহরী করি জাগরণ।
তাতে বাদ্য নৃত্য গীত যোগ্য আচরণ ॥
পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত ॥

উচ্চ করি গায় গীত দেয় করতালি।
মৃদঙ্গ করতাল শব্দে কর্ণে লাগে তালি॥
না জানি কি খাঞা মত্ত হৈয়া নাচে গায়।
হাসে কান্দে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যায়॥
নগরিয়াকে পাগল কৈল সদা সঙ্কীর্ত্তন।
রাত্র্যে নিদ্রা নাহি যাই করি জাগরণ॥
নিমাই নাম ছাড়ি এবে বোলায় গৌরহরি।
হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ড সঞ্চারি॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বারবার।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥
হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বরনাম মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি॥
গ্রামের ঠাকুর তুমি সভে তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জ্জন॥
তবে আমি প্রীতিবাক্যে কহিল সভারে।
সভে ঘর যাহ আমি নিষেধিব তারে॥

এত শুনি মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু কাজীরে ছুঁইয়া॥
তোমার মুখে কৃষ্ণনাম এ বড় বিচিত্র।
পাপক্ষয় গেল হৈলা পরম পবিত্র॥
হরি কৃষ্ণ নারায়ণ লৈলে তিন নাম।
বড় ভাগ্যবান তুমি বড় পুণ্যবান॥
এত শুনি কাজীর দুই চক্ষে পড়ে পানী।
প্রভুর চরণ ছুঁই কহে প্রিয়বাণী॥
তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি।
এই কৃপা কর যে তোমাতে রহু ভক্তি॥
প্রভু কহে এক দান মাগিয়ে তোমার।
সঙ্কীর্ত্তন বাদ যৈছে না হয় নদীয়ায়॥
কাজী কহে মোর বংশে যত উপজিবে।

তাহাকে তালাক দিব কীর্ত্তন না বাধিবে॥
শুনি প্রভু হরি বলি উঠিলা আপনি।
উঠিলা বৈষ্ণব সব করি হরিধ্বনি॥
কীর্ত্তন করিতে প্রভু করিলা গমন।
সঙ্গে চলি আইসে কাজী উল্লসিতমন॥
কাজীরে বিদায় দিল শচীর নন্দন।
নাচিতে নাচিতে গেলা আপন ভবন॥
এইমতে কাজীরে প্রভু করিলা প্রসাদ।
ইহা যেই শুনে তার খণ্ডে অপরাধ॥

শ্রীবাসের বস্ত্র সিঁয়ে দরজী যবন।
প্রভু তারে নিজরূপ করাইলা দর্শন॥
দেখিনু দেখিনু বলি হইল পাগল।
প্রেমে নৃত্য করে হৈল বৈষ্ণব আগল॥

একদিন গোপীভাবে গৃহেতে বসিয়া।
গোপী গোপী নাম লয় বিষণ্ণ হইয়া॥
এক পঢ়ুয়া আইল প্রভুকে দেখিতে।
গোপী গোপী নাম শুনি লাগিল কহিতে॥
কৃষ্ণনাম কেনে না লও কৃষ্ণনাম ধন্য।
গোপী গোপী বলিলে বা কিবা হবে পুণ্য॥
শুনি প্রভু ক্রোধে কৈল কৃষ্ণে দোষোদগার।
ঠেঙ্গা লৈয়া উঠিলা প্রভু পঢ়ুয়া মারিবার॥
ভয়ে পলায় পঢ়ুয়া পাছে প্রভু ধায়।
আস্তেব্যস্তে ভক্তগণ প্রভুরে রহায়॥
প্রভুরে শান্ত করি আনিল নিজঘরে।
পঢ়ুয়া পলাঞা গেল পঢ়ুয়া-সভারে॥
পঢ়ুয়া সহস্র যাহাঁ পঢ়ে একঠাঁই।
প্রভুর বৃত্তান্ত দ্বিজ কহে তাহাঁ যাই॥
শুনি ক্রুদ্ধ হৈল সব পঢ়ুয়ার গণ।

সভে মেলি তবে করে প্রভুর নিন্দন॥
সব দেশ ভ্রষ্ট কৈল একলা নিমাই।
ব্রাহ্মণ মারিতে চাহে ধর্ম্মভয় নাই॥
পুন যদি ঐছে করে মারিব তাহারে।
কোন বা মানুষ হয় কি করিতে পারে॥
প্রভুর নিন্দায় সভার বুদ্ধি হৈল নাশ।
সুপঠিত বিদ্যা কারো না হয় প্রকাশ॥
তথাপি দাম্ভিক পঢ়ুয়া নম্র নাহি হয়।
যাহাঁ তাহাঁ প্রভুর নিন্দা হাসি সে করয়॥
সর্ব্বজ্ঞ গোসাঞি জানি তা সভার দুর্গতি।
ঘরে বসি চিন্তে তা সভার অব্যাহতি॥
যত অধ্যাপক আর তাঁর শিষ্যগণ।
ধর্ম্মী কর্ম্মী তপোনিষ্ঠ নিন্দুক দুর্জ্জন॥
এই সব মোর নিন্দা অপরাধ হৈতে।
আমি না লওয়াইলে ভক্তি না পারে লইতে॥
নিস্তারিতে আইলাঙ আমি হইল বিপরীত।
এ সব দুর্জ্জনের কৈছে হইবেক হিত॥
আমাকে প্রণতি করে হয় পাপক্ষয়।
তবে সে ইহারে ভক্তি লওয়াইলে লয়॥
মোরে নিন্দা করে যে না করে নমস্কার।
এ সব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার॥
অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব।
সন্ন্যাসীর বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব॥
প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধক্ষয়।
নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয়॥
এ সব পাষণ্ডীর তবে হইবে নিস্তার।
আর কোন উপায় নাঞি এই যুক্তি সার॥
এই দৃঢ় যুক্তি করি প্রভু আছে ঘরে।
কেশব ভারতী আইলা নদীয়া নগরে॥
প্রভু তারে নমস্করি কৈল নিমন্ত্রণ।

ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে কৈল নিবেদন ॥
তুমি ত ঈশ্বর বটে সাক্ষাৎ নারায়ণ।
কৃপা করি কর মোর সংসারমোচন ॥
ভারতী কহেন তুমি ঈশ্বর অন্তর্যামী।
যেই করাহ সেই করিব স্বতন্ত্র নহি আমি ॥
এত বলি ভারতী গোসাঞি কাটোয়াতে গেলা।
মহাপ্রভু তাঁহা যাই সন্ন্যাস করিলা ॥
সঙ্গে নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখর আচার্য্য।
মুকুন্দদত্ত এই তিন কৈল সর্ব্বকার্য্য ॥
এই আদিলীলার কৈল সূত্রবর্ণন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন ॥

লিখিত গ্রন্থের যদি করি অনুবাদ।
তবে সে গ্রন্থের অর্থ পাইয়ে আস্বাদ ॥
ভাগবত গ্রন্থে দেখি ব্যাসের আচার।
কথা কহি অনুবাদ করে বারবার ॥
তাতে আদিলীলার করি পরিচ্ছেদবর্ণন।
প্রথম পরিচ্ছেদে কৈল মঙ্গলাচরণ ॥
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে চৈতন্য-তত্ত্বনিরূপণ।
স্বয়ং ভগবান যেই ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
তেঁহো ত চৈতন্যকৃষ্ণ শচীর নন্দন।
তৃতীয় পরিচ্ছেদে জন্মের সামান্য কারণ ॥
তহিমধ্যে প্রেমের বিশেষ কারণ।
যুগধর্ম্ম-কৃষ্ণনাম প্রেম প্রচারণ ॥
চতুর্থে কহিল জন্মের মূল প্রয়োজন।
স্বমাধুর্য্য প্রেমানন্দরস আস্বাদন ॥
পঞ্চমে শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্বনিরূপণ।
নিত্যানন্দ হৈলা রাম রোহিণীনন্দন ॥
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অদ্বৈত-তত্ত্বের বিচার।
অদ্বৈত আচার্য্য মহাবিষ্ণু অবতার ॥

সপ্তম পরিচ্ছেদে পঞ্চতত্ত্বের আখ্যান।
পঞ্চতত্ত্ব মিলি যৈছে কৈল প্রেমদান॥
অষ্টমে চৈতন্যলীলাবর্ণন কারণ।
এক কৃষ্ণনামের মহা-মহিমা-কথন॥
নবমেতে ভক্তিকল্পবৃক্ষের বর্ণন।
শ্রীচৈতন্য-মালী কৈল বৃক্ষ আরোপণ॥
দশমেতে মূলস্কন্ধের শাখাদি-গণন।
সর্বশাখাগণের যৈছে ফলবিতরণ॥
একাদশে নিত্যানন্দ-শাখা বিবরণ।
দ্বাদশে অদ্বৈত-স্কন্ধশাখার বর্ণন॥
ত্রয়োদশে মহাপ্রভুর জন্মবিবরণ।
কৃষ্ণনাম সহ যৈছে প্রভুর জনম॥
চতুর্দ্দশে বাল্যলীলার কিছু বিবরণ।
পঞ্চদশে পৌগণ্ডলীলা-সংক্ষেপ-কথন॥
ষোড়শ-পরিচ্ছেদে কৈশোরলীলার উদ্দেশ।
সপ্তদশে যৌবনলীলার কহিল বিশেষ॥
এই সপ্তদশপ্রকার আদিলীলার প্রবন্ধ।
দ্বাদশ প্রবন্ধ তাতে গ্রন্থ-মুখবন্ধ॥
পঞ্চ প্রবন্ধে পঞ্চ রসের চরিত।
সংক্ষেপে কহিল অতি না কৈল বিস্তৃত॥

যতযত ভক্তগণ বৈসে বৃন্দাবনে।
নম্র হৈয়া শিরে ধরোঁ সভার চরণে॥
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথদাস আর শ্রীজীবচরণ॥
শিরে ধরি বন্দোঁ নিত্য করোঁ তার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

# মধ্যলীলা

## প্রথম পরিচ্ছেদ

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় শচীসুত জয় দীনবন্ধু॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র।
জয় শ্রীবাসাদি জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
পূর্ব্বে কহিল আদিলীলার সূত্রগণ।
যাহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥
অতএব তার আমি সূত্রমাত্র কৈল।
যে কিছু বিশেষ সূত্রমধ্যেই কহিল॥
এবে কহি শেষলীলার মুখ্য সূত্রগণ।
প্রভুর অশেষ লীলা না যায় বর্ণন॥
তার মধ্যে যেই ভাব দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তারি করিল বর্ণন॥
সেই ভাবের ইহাঁ সূত্রমাত্র লিখিব।
ইহাঁ যে বিশেষ কিছু তাহা বিস্তারিব॥
চৈতন্যলীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন।
তাঁহার আজ্ঞায় করোঁ তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ॥
ভক্তি করি শিরে ধরি তাঁহার চরণ।
শেষলীলার সূত্রগণ করিয়ে বর্ণন॥
চব্বিশবৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান।
তাঁহা যে করিল লীলা আদিলীলা নাম॥
চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাস করিয়া চব্বিশ বৎসর অবস্থান।
তাঁহা যে যে লীলা তার শেষলীলা নাম॥
শেষলীলার মধ্য অন্ত্য দুই নাম হয়।
লীলাভেদে বৈষ্ণবগণ নামভেদ কয়॥

তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
নীলাচল গৌড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন॥
তাঁহা তাঁহা যেই লীলা মধ্যলীলা নাম।
তার পাছে লীলা অন্ত্যলীলা অভিধান॥
আদিলীলা মধ্যলীলা অন্ত্যলীলা আর।
এবে মধ্যলীলার কিছু করিয়ে বিস্তার॥
অষ্টাদশ বর্ষ কৈল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি জীবে শিখাইল ভক্তি॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ-সঙ্গে।
প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তাইল নৃত্য-গীত-রঙ্গে॥
নিত্যানন্দ গোসাঞিরে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তেঁহো গৌড়দেশ ভাসাইল প্রেমরসে॥
সহজেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণপ্রেমোদ্দাম।
প্রভু-আজ্ঞায় কৈল যাঁহা তাঁহা প্রেমদান॥
তাঁহার চরণে মোর কোটি নমস্কার।
চৈতন্যের ভক্তি যেঁহো লওয়াইল সংসার॥
চৈতন্যগোসাঞি যাঁরে বলে বড় ভাই।
তেঁহো কহে মোর প্রভু চৈতন্যগোসাঞি॥
যথাপি আপনে হয়েন প্রভু বলরাম।
তথাপি চৈতন্যের করে দাস-অভিমান॥
চৈতন্য সেব চৈতন্য গাও লও চৈতন্যনাম।
চৈতন্যে যে ভক্তি করে সেই মোর প্রাণ॥
এইমত লোকে চৈতন্যভক্তি লওয়াইল।
দীন-হীন-নিন্দকাদি সবারে নিস্তারিল॥
তবে ব্রজে পাঠাইল রূপ-সনাতন।
প্রভু-আজ্ঞায় দুই ভাই আইলা বৃন্দাবন॥
ভক্তি প্রচারিয়া সর্ব্বতীর্থ প্রকাশিল।
মদনগোপাল-গোবিন্দের সেবা প্রচারিল॥
নানা-শাস্ত্র আনি কৈল ভক্তিগ্রন্থসার।
মূঢ়াধমজনেরে তেঁহো করিলা নিস্তার॥

প্রভু-আজ্ঞায় কৈল সর্ব্বশাস্ত্রের বিচার।
ব্রজের নিগূঢ় ভক্তি করিলা প্রচার॥

প্রথম বৎসরে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ।
প্রভুরে দেখিতে কৈল নীলাদ্রি গমন॥
রথযাত্রা দেখি তাঁহা রহি চারিমাস।
প্রভু-সঙ্গে নৃত্য-গীত পরম উল্লাস॥
বিদায়-সময়ে প্রভু কহিলা সবারে।
প্রত্যব্দ আসিবে সবে গুণ্ডিচা দেখিবারে॥
প্রভু-আজ্ঞায় ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যান প্রভুরে মিলিয়া॥
চতুর্ব্বিংশ বর্ষ ঐছে করে গতাগতি।
অন্যোন্যে দোঁহার দোঁহা বিনা নাহি স্থিতি॥
শেষে আর যেই রহে দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ-লীলা প্রভুর অন্তর॥
নিরন্তর রাত্রি-দিন বিরহ-উন্মাদে।
হাসে কান্দে নাচে গায় পরম বিষাদে॥

এইমত মহাপ্রভু দেখি জগন্নাথে।
সুভদ্রা সহিত দেখে বংশী নাহি হাতে॥
ত্রিভঙ্গসুন্দর ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা পাব এই বাঞ্ছা বাঢ়ে অনুক্ষণ॥
শ্রীরাধিকার উন্মাদ যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
উদ্‌ঘূর্ণা প্রলাপ তৈছে প্রভুর রাত্রি-দিনে॥
দ্বাদশ বৎসর শেষ ঐছে গোঙাইল।
এইমত শেষলীলার বিধান করিল॥
সন্ন্যাস করি চব্বিশ বৎসর কৈল যে যে কর্ম্ম।
অনন্ত অপার তার কে জানিবে মর্ম্ম॥
উদ্দেশ করিতে করি দিগ্‌দরশন।
মুখ্য মুখ্য লীলার করি সূত্র গণন॥

প্রথম সূত্রে প্রভুর সন্ন্যাস করণ।
তবে ত চলিলা প্রভু শ্রীবৃন্দাবন॥
প্রেমেতে বিহ্বল বাহ্য নাহিক স্মরণ।
রাঢ়দেশে তিনদিন করিলা ভ্রমণ॥
নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভু ভুলাইয়া।
গঙ্গাতীরে লঞা গেল যমুনা বলিয়া॥
শান্তিপুরে আচার্য্যের গৃহে আগমন।
প্রথম ভিক্ষা কৈল তাহা রাত্র্যে সঙ্কীর্ত্তন॥
মাতা-ভক্তগণে তাঁহা করিল মিলন।
সর্ব্বসমাধান করি কৈল নীলাদ্রি গমন॥
পথে নানা লীলা করে দেবদরশন।
মাধব পুরীর কথা গোপাল-স্থাপন॥
ক্ষীরচুরি-কথা সাক্ষিগোপাল বিবরণ।
নিত্যানন্দ কৈল প্রভুর দণ্ডভঞ্জন॥
ক্রুদ্ধ হঞা একা গেলা জগন্নাথ দেখিতে।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হঞা পড়িল ভূমিতে॥

পথে সার্ব্বভৌম সহ সবার মিলন।
সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের বাটীতে গমন॥
প্রভুরে মিলিলা সর্ব্ববৈষ্ণব আসিয়া।
জলক্রীড়া কৈল প্রভু সবারে লইয়া॥
সবা লঞা কৈল গুণ্ডিচা-সংমার্জ্জন।
রথযাত্রা-দরশনে প্রভুর নর্ত্তন॥
উপবনে কৈল প্রভু বিবিধ বিলাস॥
প্রভুর অভিষেক কৈল বিপ্র কৃষ্ণদাস।
গুণ্ডিচাতে নৃত্য-অন্তে কৈল জলকেলি॥
হোরা-পঞ্চমীতে দেখে লক্ষ্মীদেবীর কেলী॥
কৃষ্ণজন্ম-যাত্রাতে প্রভু গোপবেশ হৈলা।
দধিভার বহি তবে লগুড় ফিরাইলা॥
গৌড়ের ভক্তগণে তবে করিল বিদায়।

সঙ্গের ভক্ত লঞা করে কীর্ত্তন সদায়॥
বৃন্দাবন যাইতে কৈল গৌড়েরে গমন।
প্রতাপরুদ্র কৈল পথে বিবিধ সেবন॥
পুরীগোসাঞি সঙ্গে বস্ত্র-প্রদান-প্রসঙ্গ।
রামানন্দ রায় আইলা ভদ্রক পর্য্যন্ত॥
আসি বিদ্যাবাচস্পতি-গৃহেতে রহিলা।
প্রভুরে দেখিতে লোক-সঙ্ঘট্ট হইলা॥
পঞ্চদিন দেখে লোক নাহিক বিশ্রাম।
লোকভয়ে রাত্র্যে প্রভু আইলা কুলিয়া গ্রাম॥
কুলিয়া গ্রামেতে প্রভুর শুনি আগমন।
কোটি কোটি লোক আসি কৈল দরশন॥
কুলিয়া গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ।
গোপাল বিপ্রের ক্ষমাইল শ্রীবাসাপরাধ॥
পাষণ্ডী নিন্দুক আসি পড়িলা চরণে।
অপরাধ ক্ষমি তারে দিল কৃষ্ণপ্রেমে॥
বৃন্দাবন যাবেন প্রভু শুনি নৃসিংহানন্দ।
পথ সাজাইল মনে করিয়া আনন্দ॥
কুলিয়া-নগর হইতে পথ রত্নে বান্ধাইল।
নিবৃন্ত পুষ্পের শয্যা উপরে পাতিল॥
পথে দুই দিকে পুষ্প বকুলের শ্রেণী।
মধ্যে মধ্যে দুই পাশে দিব্য পুষ্করিণী॥
রত্নবান্ধা ঘাট তাহে প্রফুল্ল কমল।
নানা-পক্ষি-কোলাহল সুধা সম জল॥
শীতল সমীর বহে নানা গন্ধ লঞা।
কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত লৈল বান্ধিয়া॥
আগে মন নাহি চলে না পারে বান্ধিতে।
পথ বান্ধা না যায় নৃসিংহ হইলা বিস্মিতে॥
নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্ব্বজন।
এবার না যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন॥
কানাইর নাটশালা হৈতে আসিব ফিরিয়া।

জানিবে পশ্চাৎ কহিছু নিশ্চয় করিয়া ॥
গোসাঞি কুলিয়া হৈতে চলিলা বৃন্দাবন।
সঙ্গে সহস্রেক লোক যত ভক্তগণ ॥
যাঁহা যাঁহা যায় তাঁহা কোটিসংখ্য লোক।
দেখিতে আইসে দেখি খণ্ডে দুঃখ শোক ॥
যাঁহা যাঁহা প্রভুর চরণ পড়য়ে চলিতে।
সেই মৃত্তিকা লয় লোক গর্ত্ত হয় পথে ॥
ঐছে চলি আইলা প্রভু রামকেলি গ্রাম।
গৌড়ের নিকটে গ্রাম অতি অনুপাম ॥
তাঁহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন।
কোটি কোটি লোক আইল দেখিতে চরণ ॥
গৌড়েশ্বর যবনরাজ প্রভাব শুনিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মিত হইয়া ॥
বিনা দানে এত লোক যার পাছে ধায়।
সেই ত গোসাঞি ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥
কাজী যবন কেহো ঞিহার না কর হিংসন।
আপন ইচ্ছায় বুলুন যাঁহা উঁহার মন ॥
কেশব ছত্রীরে রাজা বার্ত্তা পুছিল।
প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল ॥
ভিখারী সন্ন্যাসী করে তীর্থপর্য্যটন।
তারে দেখিবারে আইসে দুই চারিজন ॥
যবনে তোমার ঠাই করয়ে লাগানি।
তার হিংসায় লাভ নাহি হয় মাত্র হানি ॥
রাজারে প্রবোধি ছত্রী ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া।
চলিবার তরে প্রভুরে পাঠাইল কহিয়া ॥
দবীরখাশেরে রাজা পুছিল নিভৃতে।
গোসাঞির মহিমা তেঁহো লাগিলা কহিতে ॥
যে তোমারে রাজ্য দিল তোমার গোসাঞা।
তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জন্মিলা আসিয়া ॥
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে বাক্য সিদ্ধ হয়।

ইহার আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বত্রেতে জয়॥
মোরে কেনে পুছ তুমি পুছ আপন মন।
তুমি নরাধিপ হও বিষ্ণু-অংশ সম॥
তোমার চিত্তে চৈতন্যের কৈছে হয় জ্ঞান।
তোমার চিত্তে যেই লয় সেই ত প্রমাণ॥
রাজা কহে শুন মোর মনে যেই লয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইহোঁ নাহিক সংশয়॥
এত কহি রাজা গেল নিজ অভ্যন্তরে।
তবে দবীরখাশ আইলা আপনার ঘরে॥
ঘরে আসি দুই ভাই যুকতি করিয়া।
প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইয়া॥
অর্দ্ধরাত্র্যে দুই ভাই আইলা প্রভুর স্থানে।
প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ হরিদাস সনে॥
তারা দুইজন জানাইলা প্রভুর গোচরে।
রূপ সাকরমল্লিক আইলা তোমা দেখিবারে॥
দুই গুচ্ছ তৃণ দোঁহে দশনে ধরিঞা।
গলে বস্ত্র বান্ধি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥
দৈন্য করি রোদন করে আনন্দে বিহ্বল।
প্রভু কহে উঠ উঠ হইল মঙ্গল॥
উঠি দুই ভাই তবে দন্তে তৃণ ধরি।
দৈন্য করি স্তুতি করে করযোড় করি॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
পতিতপাবন জয় জয় মহাশয়॥
নীচজাতি নীচসঙ্গী করি নীচ কাজ।
তোমারে অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ॥

শুনি মহাপ্রভু কহেন শুন দবীরখাশ।
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস॥
আজি হৈতে দোঁহার নাম রূপ সনাতন।
দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন॥

দৈন্যপত্রী লিখি মোরে পাঠাইলে বারবার।
সেই পত্রীতে জানিঞাছি তোমার ব্যবহার॥
তোমার হৃদয় আমি জানি পত্রী-দ্বারে।
শিখাইতে শ্লোক লিখি পাঠাইল তোমারে॥

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥

গৌড়-নিকট আসিতে মোর নাহি প্রয়োজন।
তোমা দোঁহা দেখিতে মোর ইহা আগমন॥
এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে।
সবে বোলে কেন আইলা রামকেলি গ্রামে॥
ভাল হৈল দুই ভাই আইলা মোর স্থানে।
ঘর যাহ ভয় কিছু না করিহ মনে॥
জন্মে জন্মে তুমি দুই কিঙ্কর আমার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার॥
এত বলি দোঁহার শিরে দিল দুই হাতে।
দুই ভাই ধরি প্রভুর পদ নিল মাথে॥
দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু কহিল ভক্তগণে।
সবে কৃপা করি উদ্ধারহ দুইজনে॥
দুই জনে কৃপা দেখি প্রভুর ভক্তগণ।
হরি হরি বোলে সবে আনন্দিত মন॥
নিত্যানন্দ হরিদাস শ্রীবাস গদাধর।
মুকুন্দ জগদানন্দ মুরারি বক্রেশ্বর॥
সবার চরণে ধরি পড়ে দুই ভাই।
সবে কহে ধন্য তুমি পাইলে গোসাঞি॥
সবাপাশ আজ্ঞা লঞা চলন সময়।
প্রভু-পদে কহে কিছু করিয়া বিনয়॥
ইহাঁ হৈতে চল প্রভু ইহাঁ নাহি কাজ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ॥

তথাপি যবনজাতি না করি প্রতীতি।
তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট ভাল নহে রীতি॥
যার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষকোটি।
বৃন্দাবনযাত্রার এই নহে পরিপাটী॥
যদ্যপি বস্তুতঃ প্রভুর কিছু নাহি ভয়।
তথাপি লৌকিক লীলা লোকচেষ্টাময়॥
এত বলি চরণ বন্দি গেলা দুইজন।
প্রভুর সেই গ্রাম হৈতে চলিতে হৈল মন॥
প্রাতে চলি আইলা প্রভু কানাইর নাট্যশালা।
দেখিল সকল তাঁহা কৃষ্ণচরিত্র-লীলা॥
সেই রাত্র্যে প্রভু তাঁহা চিন্তে মনে মন।
সঙ্গে সংঘট্ট ভাল নহে কৈল সনাতন॥
মথুরা যাইব আমি এত লোক সঙ্গে।
কিছু সুখ না পাইব হৈবে রসভঙ্গে॥
একাকী যাইব কিংবা সঙ্গে একজন।
তবে সে শোভয়ে বৃন্দাবনেরে গমন॥
এত চিন্তি প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করি।
নীলাচলে যাব বলি চলিলা গৌরহরি॥
এইমত প্রভু চলি আইলা শান্তিপুরে।
দিন পাঁচ সাত রহিলা আচার্য্যের ঘরে॥
শচীদেবী আসি তাঁরে কৈল নমস্কার।
সাতদিন তাঁর ঠাঞি ভিক্ষা-ব্যবহার॥
তাঁর ঠাঞি আজ্ঞা লঞা করিলা গমন।
বিনয় করিয়া বিদায় দিল ভক্তগণে॥
জন দুই সঙ্গে আমি যাব নীলাচলে।
আমারে মিলিবা আসি রথযাত্রাকালে॥
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত দামোদর।
দুইজন সঙ্গে প্রভু আইলা নীলাচল॥
দিন কত তাঁহা রহি চলিলা বৃন্দাবন।
লুকাইয়া চলিলা রাত্র্যে না জানে কোন জন॥

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য রহে মাত্র সঙ্গে।
ঝারিখণ্ড পথে কাশী আইলা মহারঙ্গে ॥
দিন চারি কাশীতে রহি গেলা বৃন্দাবন।
মথুরা দেখিয়ে দেখে দ্বাদশ কানন ॥
লীলাস্থল দেখি প্রেমে হইলা অস্থির।
বলভদ্র কৈল তাঁরে মথুরা বাহির ॥
গঙ্গাতীর পথ লঞা প্রয়াগে আইলা।
শ্রীরূপ আসি প্রভুকে তাঁহাই মিলিলা ॥
দণ্ডবৎ করি রূপ ভূমিতে পড়িলা।
পরম আনন্দে প্রভু আলিঙ্গন দিলা ॥
শ্রীরূপকে শিক্ষা করি পাঠাইলা বৃন্দাবন।
আপনে করিলা বারাণসী আগমন ॥
কাশীতে প্রভুকে আসি মিলিলা সনাতন।
দুইমাস রহি তাঁরে করাইল শিক্ষণ ॥
মথুরা পাঠাইল তাঁরে দিয়া ভক্তিবল।
সন্ন্যাসীরে কৃপা করি গেলা নীলাচল ॥
ছয় বর্ষ ঐছে প্রভু করিলা বিলাস।
কভু ইতি উতি গতি কভু ক্ষেত্রে বাস ॥
আনন্দে ভক্ত-সঙ্গে সদা কীর্ত্তন বিলাস।
জগন্নাথ-দরশনে প্রেমের বিলাস ॥
মধ্যলীলার করিল এই সূত্রগণন।
অন্ত্যলীলার সূত্র এবে শুন ভক্তগণ ॥
বৃন্দাবন হৈতে যদি নীলাচল আইলা।
আঠার বর্ষ তাঁহা বাস কাঁহা নাহি গেলা ॥
প্রতি বর্ষ আইসেন গৌড়ের ভক্তগণ।
চারিমাস রহে প্রভুর সঙ্গে সম্মিলন ॥
নিরন্তর নৃত্য-গীত কীর্ত্তন-বিলাস।
আচণ্ডালে প্রেমভক্তি করিলা প্রকাশ ॥
পণ্ডিত গোসাঞি কৈল নীলাচলে বাস।
বক্রেশ্বর দামোদর শঙ্কর হরিদাস ॥

জগদানন্দ ভবানন্দ গোবিন্দ কাশীশ্বর।
পরমানন্দ পুরী আর স্বরূপ দামোদর॥
ক্ষেত্রবাসী রামানন্দ রায় প্রভৃতি।
প্রভুসঙ্গে এই সব কৈল নিত্যস্থিতি॥
শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ মুকুন্দ শ্রীবাস।
বিদ্যানিধি বাসুদেব মুরারি যত দাস॥
প্রতিবর্ষ আইসে সঙ্গে রহে চারিমাস।
তাহা সবা লঞা প্রভুর বিবিধ বিলাস॥
হরিদাসের সিদ্ধি-প্রাপ্তি অদ্ভুত সে সব।
আপনি মহাপ্রভু যার কৈল মহোৎসব॥
তবে রূপগোসাঞির পুনরাগমন।
তার হৃদয়ে কৈল প্রভু শক্তি-সঞ্চারণ॥
তবে ছোট হরিদাসে প্রভু কৈল দণ্ড।
দামোদর পণ্ডিত কৈল প্রভুকে বাক্যদণ্ড॥
তবে সনাতনগোসাঞির পুনরাগমন।
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু তারে কৈল পরীক্ষণ॥
তুষ্ট হঞা প্রভু তারে পাঠাইল বৃন্দাবন।
অদ্বৈতের হাতে প্রভুর অদ্ভুত ভোজন॥
নিত্যানন্দ-সঙ্গে যুক্তি করিয়া নিভৃতে।
তাহারে পাঠাইল গৌড়ে প্রেম প্রচারিতে॥
তবে ত বল্লভভট্ট প্রভুরে মিলিলা।
কৃষ্ণ-নামের অর্থ প্রভু তাহারে কহিলা॥
প্রদ্যুম্ন মিশ্রেরে প্রভু রামানন্দ-স্থানে।
কৃষ্ণকথা শুনাইল কহি তার গুণে॥
গোপীনাথ পট্টনায়ক রামানন্দ-ভ্রাতা।
রাজা মারিতেছিল প্রভু হৈল ত্রাতা॥
রামচন্দ্র পুরী ভয়ে ভিক্ষা ঘাটাইলা।
বৈষ্ণবের দুখ দেখি অর্দ্ধেক রাখিলা॥
ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে হয় চৌদ্দ ভুবন।
চতুর্দ্দশ ভুবনে বৈসে যত জীবগণ॥

মনুষ্যের বেশ ধরি যাত্রিকের ছলে।
মহাপ্রভু দর্শন করে আসি নীলাচলে॥
একদিন শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
মহাপ্রভুর গুণ গাঞা করেন কীর্ত্তন॥
শুনি ভক্তগণে প্রভু কহে ক্রোধমনে।
কৃষ্ণনাম-গুণ ছাড়ি কি কর কীর্ত্তনে॥
ঔদ্ধত্য করিতে আনি হৈল সবার মন।
স্বতন্ত্র হইয়া সবে নাশাইলে ভুবন॥
দশদিকে কোটি কোটি লোক হেনকালে।
জয় কৃষ্ণচৈতন্য বলি করে কোলাহলে॥
জয় জয় মহাপ্রভু ব্রজেন্দ্রকুমার।
জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার॥
বহুদূর হৈতে আইলাম হঞা বড় আর্ত্ত।
দরশন দিয়া প্রভু করহ কৃতার্থ॥
শুনিয়া লোকের দৈন্য দ্রবিলা হৃদয়।
বাহিরে আসি দরশন দিলা দয়াময়॥
বাহু তুলি বলে প্রভু বোল হরি হরি।
উঠিল শ্রীহরিধ্বনি চতুর্দ্দিক্ ভরি॥
প্রভু দেখি প্রেমে লোকের আনন্দিত মন।
প্রভুকে ঈশ্বর জানি করয়ে স্তবন॥
স্তব শুনি প্রভুকে কহয়ে শ্রীনিবাস॥
ঘরে গুপ্ত হও কেন বাহিরে প্রকাশ॥
কে শিখাইল এ লোকে কহে হেন বাত।
ইহা সবার মুখ ঢাক দিয়া নিজ হাত॥
সূর্য্য যৈছে উদয় করি চাহে লুকাইতে।
বুঝিতে না পারি তৈছে তোমার চরিতে॥
প্রভু কহেন শ্রীবাস ছাড় বিড়ম্বনা।
সবে মিলি কর মোর কতেক লাঞ্ছনা॥
এত বলি লোকে করি শুভদৃষ্টিদান।
অভ্যন্তরে গেলা লোকের পূর্ণ হৈল কাম॥

রঘুনাথদাস নিত্যানন্দ-পাশে গেলা।
চিড়া-দধি মহোৎসব তাঁহাই করিলা॥
তাঁর আজ্ঞা লঞা গেলা প্রভুর চরণে।
প্রভু তারে সমার্পিল স্বরূপের স্থানে॥
ব্রহ্মানন্দ ভারতীর ঘুচাইল চর্ম্মাম্বর।
এই মত লীলা কৈল ছয় বৎসর॥
এই ত কহিল মধ্যলীলার সূত্রগণ।
অন্ত্যলীলার সূত্রের করি বিস্তার বর্ণন॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তি হয় নিরন্তর॥
শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
এই মত দশা প্রভুর হয় রাত্রিদিনে॥
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ॥
রোমকূপে রক্তোদ্গম দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ ফুলে॥
গম্ভীরা-ভিতরে রাত্র্যে নাহি নিদ্রা-লব।
ভিত্ত্যে মুখ শির ঘষে ক্ষত হয় সব॥
তিন দ্বারে কবাট প্রভু যায়েন বাহিরে।
কভু সিংহদ্বারে পড়ে কভু সিন্ধুনীরে॥
চটক-পর্ব্বত দেখি গোবর্দ্ধনভ্রমে।
ধাইয়া চলে আর্ত্তনাদে করিয়া ক্রন্দনে॥

উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবনজ্ঞান।
তাঁহা যাই নাচে গায় ক্ষণে মূর্চ্ছা যান॥
কাঁহা নাহি শুনি যেই ভাবের বিকার।
সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার॥
হস্ত-পদ-সন্ধি যত বিতস্তি-প্রমাণে।
সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয় চর্ম্ম রহে স্থানে॥
হস্ত-পদ-শির সব শরীর-ভিতরে।
প্রবিষ্ট হয় কূর্ম্মরূপ দেখিয়ে প্রভুরে॥
এইমত অদ্ভুতভাব শরীরে প্রকাশ।
মনেতে শূন্যতা বাক্যে হা হা হুতাশ॥
কাহা করোঁ কাঁহা যাওঁ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন॥
কাহারে কহিব কেবা জানে মোর দুখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনু ফাটে মোর বুক॥
এইমত বিলাপ করি বিহ্বল-অন্তর।
রায়ের নাটক-শ্লোক পড়ে নিরন্তর॥

উপজিল প্রেমাঙ্কুর ভাঙ্গিল যে দুঃখ-পূর
কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান।
বাহিরে নাগররাজ ভিতরে শঠের কাজ
পরনারী-বধে সাবধান॥
সখি হে না বুঝিয়ে বিধির বিধান।
সুখ লাগি কৈল প্রীত হৈল দুঃখ বিপরীত
এবে যায় না রহে পরাণ॥ধ্রু॥
কুটিল প্রেমা অগেয়ান নাহি জানে স্থানাস্থান
ভাল-মন্দ নারে বিচারিতে।
ক্রূর শঠের গুণডোরে হাতে গলে বান্ধি মোরে
রাখিয়াছে নারি উকাসিতে॥
যে মদন তনুহীন পরদ্রোহে পরবীণ
পাঁচবাণ সন্ধে অনুক্ষণ।

অবলার শরীরে বিন্ধি করে জরজরে
দুঃখ দেয় না লয় জীবন ॥
অন্যের যে দুঃখ মনে অন্যে তাহা নাহি জানে
সত্য এই শাস্ত্রের বিচারে।
অন্যজন কাঁহা লিখি নাহি জানে প্রাণসখী
যাতে কহে ধৈর্য্য করিবারে ॥
কৃষ্ণ কৃপাপারাবার কভু করিবেন অঙ্গীকার
সখি তোর এ ব্যর্থ বচন।
জীবের জীবন চঞ্চল যেন পদ্মপত্রে জল
ততদিন জীয়ে কোন জন ॥
শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবের জীবন অন্ত
এই বাক্য কহ না বিচারি।
নারীর যৌবন-ধন যাতে কৃষ্ণ করে মন
সে যৌবন দিন দুই চারি ॥
অগ্নি যৈছে নিজধাম দেখাইয়া অভিরাম
পতঙ্গীরে আকর্ষিয়া মারে।
কৃষ্ণ ঐছে নিজগুণ দেখাইয়া হরে মন
পাছে দুঃখ-সমুদ্রেতে ডারে ॥
এতেক বিলাপ করি বিষাদে শ্রীগৌরহরি
উঘাড়িঞা দুঃখের কবাট।
ভাবের তরঙ্গ-বলে নানারূপে মন চলে
আর এক শ্লোক কৈল পাঠ ॥
বংশীগানামৃতধাম লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান
যে না দেখে সে চাঁদবদন।
সে নয়নে কিবা কাজ পড়ুক তার মাথে বাজ
সে নয়ন রহে কি কারণ ॥
সখি হে শুন মোর হতবিধি-বল।
মোর বপু চিত্ত মন সকল ইন্দ্রিয়গণ
কৃষ্ণ বিনু সকলি বিফল ॥
কৃষ্ণের মধুরবাণী অমৃতের তরঙ্গিণী

তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি-ছিদ্র সম জানিহ সেই শ্রবণ
তার জন্ম হৈল অকারণে॥
মৃগমদ-নীলোৎপল মিলনে যে পরিমল
যেই হরে তার গর্ব্ব-মান।
হেন কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ যার নাহি সে সম্বন্ধ
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান॥
কৃষ্ণের অধরামৃত কৃষ্ণগুণ সুচরিত
সুধাসার-স্বাদু-বিনিন্দন।
তার স্বাদু যে না জানে জন্মিঞা না মৈল কেনে
সে রসনা ভেক-জিহ্বাসম॥
কৃষ্ণ-কর-পদতল কোটিচন্দ্র-সুশীতল
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার যাউ সেই ছারখার
সেই বপু লৌহসম জানি॥
করি এত বিলপন প্রভু শচীনন্দন
উঘাড়িঞা হৃদয়ের শোক।
দৈন্য-নির্ব্বেদ-বিষাদে হৃদয়ের অবসাদে
পুনরপি পঢ়ে এক শ্লোক॥
যে-কালে বা স্বপনে দেখিনু বংশীবদনে
সেই কালে আইলা দুই বৈরী।
আনন্দ আর মদন হরি নিল মোর মন
দেখিতে না পাইনু নেত্র ভরি॥
পুনঃ যদি কোন ক্ষণ করায় কৃষ্ণ-দরশন
তবে সেই ঘটী ক্ষণ পল।
দিয়া মাল্য চন্দন নানা রত্ন-আভরণ
অলঙ্কৃত করিব সকল॥
ক্ষণে বাহ্য হৈল মন আগে দেখে দুইজন
তারে পুছে আমি না চৈতন্য।
স্বপ্নপ্রায় কি দেখিনু কিবা আমি প্রলাপিনু

তোমরা কিছু শুনিয়াছ দৈন্য ॥
শুন মোর প্রাণের বান্ধব।
নাহি কৃষ্ণপ্রেম-ধন দরিদ্র মোর জীবন
দেহেন্দ্রিয় বৃথা মোর সব ॥
পুনঃ কহে হায় হায় শুন স্বরূপ রামরায়
এই মোর হৃদয়নিশ্চয়।
শুনি করহ বিচার হয় নয় কহ সার
এত কহি শ্লোক উচ্চারয় ॥
অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম যেন জাম্বূনদ হেম
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ না হয় তার বিয়োগ
বিয়োগ হইলে কেহ না জীয়য় ॥
এত কহি শচীসুত শ্লোক পড়ে অদ্ভুত
শুনে দোঁহে একমন হইঞা।
আপন হৃদয়-কাজ কহিতে বাসিয়ে লাজ
তবু কহি লাজবীজ খাইঞা ॥
দূরে শুদ্ধপ্রেম-গন্ধ কপটপ্রেমের বন্ধ
সেহো মোর কৃষ্ণ নাহি পায়।
তবে যে করি ক্রন্দন স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন
করি ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥
যাতে বংশীধ্বনিসুখ না দেখি সে চাঁদমুখ
যদ্যপি সে নাহি আলম্বন।
নিজদেহে করি প্রীতি কেবল কামের রীতি
প্রাণকীটের করিয়ে পোষণ ॥
কৃষ্ণপ্রেম সুনির্ম্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু।
নির্ম্মল সে অনুরাগে না লুকায় অন্য দাগে
শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু ॥
শুদ্ধপ্রেম-সুখসিন্ধু পাই তার এক বিন্দু
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।

কহিবার যোগ্য নহে তথাপি বাউলে কহে
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায়॥
এইমত দিনে দিনে স্বরূপ-রামানন্দ সনে
নিজভাব করেন বিদিত।
বাহ্যে বিষজ্বালা হয় ভিতরে অমৃতময়
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত॥
এই প্রেম-আস্বাদন তপ্ত-ইক্ষু-চর্ব্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন॥
যেকালে দেখে জগন্নাথ শ্রীরাম-সুভদ্রা সাথ
তবে জানি আইলাঙ কুরুক্ষেত্র।
সফল হইল জীবন দেখিনু পদ্মলোচন
জুড়াইল তনু-মন-নেত্র॥
গরুড়ের সন্নিধানে রহি করে দরশনে
সে আনন্দের কি কহিব বলে।
গরুড়স্তম্ভের তলে আছে এক নিম্ন খালে
সে খাল ভরিল অশ্রুজলে॥
তাঁহা হৈতে ঘরে আসি মাটীর উপরে বসি
নখে করি পৃথিবী-লিখন।
হা হা কাঁহা বৃন্দাবন কাঁহা গোপেন্দ্রনন্দন
কাঁহা সেই বংশীবদন॥
কাঁহা সে ত্রিভঙ্গ ঠাম কাঁহা সেই বেণুগান
কাঁহা সেই যমুনাপুলিন।
কাঁহা নৃত্য-গীত-হাস কাঁহা রাসবিলাস
কাঁহা প্রভু মদনমোহন॥
উঠিল নানা ভাবাবেগ মনে হৈল উদ্বেগ
ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইতে।
প্রবল বিরহানলে ধৈর্য্য হৈল টলমলে
নানা শ্লোক লাগিলা পড়িতে॥

তোমার দর্শন বিনে অধন্য এই রাত্রি-দিনে
এই কাল না যায় কাটন।
তুমি অনাথের বন্ধু অপার করুণা-সিন্ধু
কৃপা করি দেহ দরশন॥
উঠিল ভাব-চাপল মন হইল চঞ্চল
ভাবের গতি বুঝন না যায়।
অদর্শনে পোড়ে মন কেমনে পাব দরশন
কৃষ্ণ-ঠাঞি পুছেন উপায়॥
তোমার মাধুরী বল তাতে মোর চাপল
এই দুই তুমি আমি জানি।
কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ কাঁহা গেলে তোমা পাঙ
তাহা মোরে কহ ত আপনি॥
নানা ভাবের প্রাবল্য বিষাদ দৈন্য চাপল্য
ভাবে ভাবে হৈল মহারণ।
ঔৎসুক্য চাপল্য দৈন্য রোষামর্ষ আদি সৈন্য
প্রেমোন্মাদ সবার কারণ॥
মত্তগজ ভাবগণ প্রভুর দেহ ইক্ষুবন
গজযুদ্ধে বনের দলন।
প্রভুর হৈল দিব্যোন্মাদ তনুমনের অবসাদ
ভাবাবেশে করে সম্বোধন॥
উন্মাদের লক্ষণ করায় কৃষ্ণ-স্ফুরণ
ভাবাবেশে উঠে প্রণয়মান।
সোল্লুণ্ঠ বচন-রীতি মান গর্ব্ব ব্যাজস্তুতি
কভু নিন্দা কভু ত সম্মান॥
তুমি দেব ক্রীড়ারত ভুবনের নারী যত
তাহে কর অভীষ্ট ক্রীড়ন।
তুমি আমার দয়িত মোতে বৈসে তোমার চিত
মোর ভাগ্যে কৈলে আগমন॥
ভুবনের নারীগণ সবা কর আকর্ষণ
তাহে কর সব সমাধান।

তুমি কৃষ্ণ চিত্তহর ঐছে কোন্ পামর
তোমারে বা কে বা করে মান॥
তোমার চপলমতি না হয় একত্র স্থিতি
তাতে তোমার নাহি কিছু দোষ।
তুমি ত করুণাসিন্ধু আমার প্রাণের বন্ধু
তোমায় মোর নাহি কোন রোষ॥
তুমি নাথ ব্রজপ্রাণ ব্রজের কর পরিত্রাণ
বহু কার্য্যে নাহি অবকাশ।
তুমি আমার রমণ সুখ দিতে আগমন
এ তোমার বৈদগ্ধ্য-বিলাস॥
মোর বাক্য নিন্দা মানি কৃষ্ণ ছাড়ি গেল জানি
শুন মোর এ স্তুতিবচন।
নয়নের অভিরাম তুমি মোর ধন-প্রাণ
হা হা পুনঃ দেহ দরশন॥
স্তম্ভ কম্প প্রস্বেদ বৈবর্ণ্যাশ্রু স্বরভেদ
দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত।
হাসে কান্দে নাচে গায় উঠি ইতি উতি ধায়
ক্ষণে ভূমে পড়িঞা মূর্চ্ছিত॥
মূর্চ্ছায় হৈল সাক্ষাৎকার উঠি করে হুহুঙ্কার
কহে এই আইলা মহাশয়।
কৃষ্ণের মাধুরী-গুণে নানা ভ্রম হয় মনে
শ্লোক পড়ি করয়ে নিশ্চয়॥
কিবা এই সাক্ষাৎ কাম কিবা দ্যুতি মূর্ত্তিমান্
কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমন্ত।
কিবা মনোনেত্রোৎসব কিবা প্রাণবল্লভ
সত্য কৃষ্ণ আইল নেত্রানন্দ॥
গুরু নানা ভাবগণ শিষ্য প্রভুর তনুমন
নানা রীতে সতত নাচায়।
নির্বেদ বিষাদ দৈন্য চাপল্য হর্ষ ধৈর্য্য মন্যু
এই নৃত্যে প্রভুর কাল যায়॥

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥
পুরীর বাৎসল্য মুখ্য রামানন্দের শুদ্ধ সখ্য
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধ দাস্য-রস।
গদাধর জগদানন্দ স্বরূপের মুখ্য রসানন্দ
এই চারি ভাবে প্রভু বশ॥
লীলাশুক মর্ত্ত্যজন তার হয় ভাবোদ্গম
ঈশ্বরে সে কি ইহা বিস্ময়।
তাহে মুখ্যরসাশ্রয় হইয়াছেন মহাশয়
তাতে হয় সর্ব্বভাবোদয়॥
পূর্ব্বে ব্রজবিলাসে যেই তিন অভিলাষে
যত্নেহ আস্বাদ না হইল।
শ্রীরাধার ভাবসার আপনে করি অঙ্গীকার
সেই তিন বস্তু আস্বাদিল॥
আপনে করি আস্বাদনে শিখাইল ভক্তগণে
প্রেম-চিন্তামণির প্রভু ধনী।
নাহি জানে স্থানাস্থান যারে তারে কৈল দান
মহাপ্রভু দাতাশিরোমণি॥
এই গুপ্ত ভাবসিন্ধু ব্রহ্মা না পায় যার বিন্দু
হেন ধন বিলাইল সংসারে।
ঐছে দয়ালু অবতার ঐছে দাতা নাহি আর
গুণ কেহ নারে বর্ণিবারে॥
কহিবার কথা নহে কহিলে কেহ না বুঝয়ে
হেন চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ।
সেই সে বুঝিতে পারে চৈতন্যের কৃপা যারে
হয় তার দাসানুদাস-সঙ্গ॥
চৈতন্য-লীলা-রত্নসার স্বরূপের ভাণ্ডার
তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।

তাহা কিছু যে শুনিল তাহা ইহা বিবরিল
ভক্তগণে দিল এই ভেটে ॥
যদি কেহ হেন কহে গ্রন্থ হৈল শ্লোকময়ে
ইতর জন নারিবে বুঝিতে।
প্রভুর যে আচরণ সেই করি বর্ণন
সর্ব্বচিত্ত নারি আরাধিতে ॥
নাহি কাঁহাসো বিরোধ নাহি কাঁহা অনুরোধ
সহজবস্তু করি বিবেচন।
যদি হয় রাগ দ্বেষ তাঁহা হয় আবেশ
সহজবস্তু না যায় লিখন ॥
যেবা নাহি বুঝে কেহ শুনিতে শুনিতে সেহ
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি জানিবে রসের রীতি
শুনিলেই হৈবে বড় হিত ॥
ভাগবত শ্লোকময় টীকা তার সংস্কৃত হয়
তবু কৈছে বুঝে ত্রিভুবন।
ইহা শ্লোক দুই চারি তার ব্যাখ্যা-ভাষা করি
কেন না বুঝিবে সর্ব্বজন।
শেষলীলার সূত্রগণ কৈল কিছু বিবরণ
ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়।
থাকে যদি আয়ুঃশেষ বিস্তারিব লীলাশেষ
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয় ॥
আমি বৃদ্ধ জরাতুর লিখিতে কাঁপয়ে কর
মনে কিছু স্মরণ না হয়।
না দেখিয়ে নয়নে না শুনিয়ে শ্রবণে
তবু লিখি এ বড় বিস্ময় ॥
এই অন্ত্যলীলা সার সূত্রমধ্যে বিস্তার
করি কিছু করিল বর্ণন।
ইহা মধ্যে মরি যবে বর্ণিতে পারি তবে
এই লীলা ভক্তগণ-ধন ॥

সংক্ষেপে এই সূত্র কৈল যেই ইহা না লিখিল
আগে তাহা করিব বিচার।
যদি তত দিন জীয়ে মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে
ইচ্ছা ভরি করিব বিস্তার॥
ছোট বড় ভক্তগণ বন্দোঁ সবার শ্রীচরণ
সবে মোরে করহ সন্তোষ।
স্বরূপ গোসাঞির মত রূপ-রঘুনাথ জানে যত
তাহা লিখি নাহি মোর দোষ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ
শিরে ধরি সবার চরণ।
স্বরূপ রূপ সনাতন রঘুনাথের শ্রীচরণ
ধূলি করি মস্তক-ভূষণ॥
পাঞা যাঁর আজ্ঞাধন ব্রজের বৈষ্ণবগণ
বন্দোঁ তাঁর মুখ্য হরিদাস।
চৈতন্যবিলাস-সিন্ধু- কল্লোলের এক বিন্দু
তার কণা কহে কৃষ্ণদাস॥

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয় অদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন
রাঢ়দেশে তিনদিন করিলা ভ্রমণ॥

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠাম্
উপাসিতাং পূর্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥

এই শ্লোক পড়ি প্রভু ভাবের আবেশে।
ভ্রমিতে পবিত্র কৈল সব রাঢ়দেশে॥
প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুকবচন।
মুকুন্দসেবায় রতি কৈল নির্দ্ধারণ॥
পরাত্মনিষ্ঠা এই সার বেশ-ধারণ।
মুকুন্দসেবায় হয় সংসারতারণ॥
সেই বেশ কৈল এবে বৃন্দাবন গিয়া।
কৃষ্ণনিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া॥
এত বলি চলে প্রভু প্রেমোন্মাদের চিন।
দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞান নাহি কিবা রাত্রি দিন॥
নিত্যানন্দ আচার্য্যরত্ন মুকুন্দ তিনজন।
প্রভু পাছে পাছে তিনে করেন গমন॥
যেই যেই প্রভু দেখে সেই সেই লোক।
প্রেমাবেশে হরি বলে খণ্ডে দুঃখ-শোক॥
গোপবালক সব প্রভুকে দেখিয়া।
হরি হরি বলি উঠে উচ্চ করিয়া॥
শুনি তা সবার নিকট গেলা গৌরহরি।
বোল বোল বোলে সবার শিরে হস্ত ধরি॥
তা সবারে স্তুতি করে তোমরা ভাগ্যবান্।
কৃতার্থ করিলে মোরে শুনাঞা হরিনাম॥
গুপ্তে তা সবারে আনি ঠাকুর নিত্যানন্দ।
শিখাইল সবাকারে করিয়া প্রবন্ধ॥
বৃন্দাবন-পথ প্রভু পুছেন তোমারে।
গঙ্গাতীর পথ তবে দেখাইহ তাঁরে॥
তবে প্রভু পুছিলেন শুন শিশুগণ।
কহ দেখি কোন্ পথে যাব বৃন্দাবন॥
শিশুসব গঙ্গাতীর-পথ দেখাইলা।
সেই পথে আবেশে প্রভু গমন করিলা॥
আচার্য্যরত্নেরে কহে নিত্যানন্দগোসাঞি।
শীঘ্র যাহ তুমি অদ্বৈত আচার্য্যের ঠাঞি॥

প্রভু লৈয়া যাব আমি তাঁহার মন্দিরে।
সাবধানে রহে যেন নৌকা লঞা তীরে॥
তবে নবদ্বীপে তুমি করহ গমন।
শচী সহ লঞা আইস সব ভক্তগণ॥
তাঁরে পাঠাইয়া নিত্যানন্দ মহাশয়।
মহাপ্রভুর আগে আসি দিলা পরিচয়॥
প্রভু কহে শ্রীপাদ তোমার কোথাকে গমন।
শ্রীপাদ কহে তোমাসনে যাব বৃন্দাবন॥
প্রভু কহে কত দূরে আছে বৃন্দাবন।
তেঁহো কহেন কর এই যমুনা দর্শন॥
এত বলি তাঁরে নিল গঙ্গা-সন্নিধানে।
আবেশে প্রভুর হৈল গঙ্গায় যমুনা জ্ঞানে॥
অহো ভাগ্য যমুনার পাইল দরশন।
এত বলি যমুনারে করেন স্তবন॥
এত বলি নমস্করি কৈল গঙ্গাস্নান।
এক কৌপীন নাহি দ্বিতীয় পরিধান॥
হেনকালে আচার্য্যগোসাঞি নৌকাতে চড়িয়া।
আইলা নূতন কৌপীন বহির্ব্বাস লইয়া॥
আগে আসি রহিলা আচার্য্য নমস্কার করি।
আচার্য্য দেখি বলে গোসাঞি মনে সংশয় করি॥
তুমি ত অদ্বৈতগোসাঞি হেথা কেনে আইলা।
আমি বৃন্দাবনে তুমি কেমনে জানিলা॥
আচার্য্য কহে তুমি যাহা তাঁহা বৃন্দাবন।
মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আগমন॥
প্রভু কহে নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা।
গঙ্গাতীরে আসি মোরে যমুনা কহিলা॥
আচার্য্য কহে মিথ্যা নহে শ্রীপাদবচন।
যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন॥
গঙ্গায় যমুনা বহে হইয়া একধার।
পশ্চিমে যমুনা বহে পূর্ব্বে গঙ্গাধার॥

পশ্চিমধারে যমুনা বহে তাহা কৈলে স্নান।
আর্দ্র কৌপীন ছাড় কর শুষ্ক পরিধান॥
প্রেমাবেশে তিনদিন আছ উপবাস।
আজ মোর ঘরে ভিক্ষা চল মোর বাস॥
একমুষ্টি অন্ন মুঞি করিয়াছি পাক।
শুখা রুখা ব্যঞ্জন এক সূপ আর শাক॥
এত বলি নৌকায় চড়াইয়া নিল নিজ ঘর।
পাদপ্রক্ষালন কৈল আনন্দ অন্তর॥
প্রথমেই পাক করিয়াছেন আচার্য্যানী।
বিষ্ণুসমর্পণ কৈল আচার্য্য আপনি॥
তিন ঠাঁই ভোগ বাড়াইল সম করি।
কৃষ্ণের ভোগ বাড়াইল ধাতুপাত্রে ধরি॥
বত্রিশা আঁঠিয়া কলার আঙ্গটিয়া পাতে।
দুই ঠাঁই ভোগ বাড়াইল ভালমতে॥
মধ্যে পীত ঘৃতসিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ।
চারিদিকে ব্যঞ্জনডোঙ্গা আর মুদ্গসূপ॥
সার্দ্রক বাস্তুক-শাক বিবিধ প্রকার।
পটোল কুষ্মাণ্ড বড়ি মানচাকি আর॥
চই মরীচ সুক্ত দিয়ে সব ফল-মূলে।
অমৃতনিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে॥
কোমল নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্ত্তাকী।
পটোল ফুলবড়ি ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী॥
নারিকেল-শস্য ছানা শর্করা মধুর।
মোচাঘণ্ট দুগ্ধকুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর॥
মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়।
সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয়॥
মুদ্গবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলী নারিকেল যত পিঠা ইষ্ট॥
বত্রিশা আঁঠিয়া কলার ডোঙ্গা বড় বড়।
চলে হালে নাহি ডোঙ্গা অতি বড় দড়॥

পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জন পূরিয়া।
তিন ভোগের আশে পাশে ধরিল রাখিয়া॥
সঘৃত পায়স নব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
তিন পাত্রে ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ দিলা ধরি॥
দুগ্ধচিড়া কলা আর দুগ্ধলকলকি।
যতেক করিল তাহা কহিতে না শকি॥
দুই পাশে ধরিল সব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
চাঁপাকলা দধি সন্দেশ কহিতে না পারি॥
অন্ন-ব্যঞ্জন উপরে দিল তুলসী-মঞ্জরী।
তিন জলপাত্রে সুবাসিত জল ভরি॥
তিন শুভ্র পীঠ তার উপরে বসন।
এইরূপে সাক্ষাৎ কৃষ্ণে করাইলা ভোজন॥
আরতির কালে দুই প্রভু বোলাইল।
প্রভু সঙ্গে সবে আসি আরতি দেখিল॥
আরতি করিয়া কৃষ্ণে করাইল শয়ন।
আচার্য্যগোসাঞি আসি প্রভুকে কৈল নিবেদন॥
গৃহের ভিতরে প্রভু করুন গমন।
দুই ভাই আইলা তবে করিতে ভোজন॥
মুকুন্দ হরিদাস দুই প্রভু বোলাইলা।
যোড়হাতে দুইজন কহিতে লাগিল॥
মুকুন্দ কহে মোর কিছু কৃত্য নাহি সরে।
পাছে মুঞি প্রসাদে পামু তুমি যাহ ঘরে॥
হরিদাস কহে মুঞি পাপিষ্ঠ অধম।
বাহিরে এক মুষ্টি পাছে করিব ভোজন॥
দুই প্রভু লঞা আচার্য্য গেলা ভিতর ঘর।
প্রসাদ দেখিয়া প্রভুর আনন্দ অন্তর॥
ঐছে অন্ন যে কৃষ্ণেরে করায় ভোজন।
জন্মে জন্মে শিরে ধরোঁ তাঁহার চরণ॥
প্রভু জানে তিন ভোগ কৃষ্ণের নৈবেদ্য।
আচার্য্যের মনের কথা নহে প্রভুর বেদ্য॥

প্রভু কহে বৈস তিনে করিয়ে ভোজন।
আচার্য্য কহে আমি করিব পরিবেশন॥
কোন স্থানে বসিব আর আন দুই পাত।
অল্প করি আনি তাহে দেহ ব্যঞ্জন ভাত॥
আচার্য্য কহে বৈস দোঁহে পিঁড়ির উপরে।
এত বলি হাতে ধরি বসাইল দোঁহারে॥
প্রভু কহে সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ।
ইহা খাইলে কৈছে হয় ইন্দ্রিয়বারণ॥
আচার্য্য কহেন ছাড় তুমি আপন চাতুরী।
আমি সব জানি তোমার সন্ন্যাসের ভারিভুরি॥
ভোজন করহ ছাড় বচন-চাতুরী
প্রভু কহে এত অন্ন খাইতে না পারি॥
আচার্য্য বলে অপকটে করহ আহার।
যদি খাইতে না পার রহিবেক আর॥
প্রভু কহে অত অন্ন নারিব খাইতে।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিতে॥
আচার্য্য কহে নীলাচলে খাও চৌয়ান্নবার।
এক এক বারে অন্ন শত শত ভার॥
তিনজনের ভক্ষ্য-পিণ্ড তোমার একগ্রাস।
তার লেখায় এই অন্ন নহে পঞ্চগ্রাস॥
মোর ভাগ্যে মোর ঘরে তোমার আগমন।
ছাড়হ চাতুরী প্রভু করহ ভোজন॥
এত বলি জল দিল দুই গোসাঞির হাতে।
হাসিয়া লাগিলা দোঁহে ভোজন করিতে॥
নিত্যানন্দ কহে কৈল পঞ্চ উপবাস।
আজি পারণা করিতে মনে ছিল বড় আশ॥
আজি উপবাস হৈল আচার্য্য-নিমন্ত্রণে।
অর্দ্ধপেট না ভরিবে এই গ্রাসেক অন্নে॥
আচার্য কহে হও তুমি তৈর্থিক সন্ন্যাসী।
কভু ফল-মূল খাও কভু উপবাসী॥

দরিদ্রব্রাহ্মণ-ঘরে যে পাইলে মুষ্ট্যেক অন্ন।
ইহাতে সন্তোষ হও ছাড় লোভমন॥
নিত্যানন্দ কহে যবে কৈলে নিমন্ত্রণ।
তত দিতে চাহ যত করিয়ে ভোজন॥
শুনি নিত্যানন্দ-কথা ঠাকুর অদ্বৈত।
কহিলেন তারে কিছু পাইয়া পিরীত॥
ভ্রষ্ট অবধূত তুমি উদর ভরিতে।
সন্ন্যাস করিয়াছ বুঝি ব্রাহ্মণ দণ্ডিতে॥
তুমি খাইতে পার দশ সের চাউলের অন্ন।
আমি তাঁহা কাঁহা পাব দরিদ্র ব্রাহ্মণ॥
যে পাঞাছ মুষ্ট্যেক অন্ন তাহা খাঞা উঠ।
পাগলাই না করিহ না ছড়াহ ঝুট॥
এইমত হাস্য-রসে করেন ভোজন।
অর্দ্ধ অর্দ্ধ খাঞা প্রভু ছাড়েন ব্যঞ্জন॥
সেই ব্যঞ্জনে আচার্য্য পুনঃ করেন পূরণ।
এইমত পুনঃ পুনঃ পরিবেশে ব্যঞ্জন॥
ডোঙ্গা ব্যঞ্জনে ভরি করেন প্রভুকে প্রার্থন।
প্রভু কহেন আর কত করিব ভোজন॥
আচার্য্য কহে যে দিয়াছি তাহা না ছাড়িবা।
এখন যে দিয়ে তার অর্দ্ধেক খাইবা॥
নানা যত্ন-দৈন্যে প্রভুরে করাইলা ভোজন।
আচার্য্যের ইচ্ছা প্রভু করিল পূরণ॥
নিত্যানন্দ কহে মোর পেট না ভরিল।
লঞা যাহ তোর অন্ন কিছু না খাইল॥
এত বলি একগ্রাস ভাত হাতে লঞা।
উঝালি ফেলিল ভূমে যেন ক্রুদ্ধ হঞা॥
ভাত দুই চারি লাগিল আচার্য্যের অঙ্গে।
ভাত অঙ্গে লঞা আচার্য্য নাচে বড় রঙ্গে॥
অবধূতের ঝুটা লাগিল মোর অঙ্গে।
পরম পবিত্র মোরে কৈল এই ঢঙ্গে॥

তোরে নিমন্ত্রণ করি পাইনু তার ফল।
তোর জাতি কুল নাহি সহজে পাগল ॥
আপন সমান মোরে' করিবার তরে।
ঝুটা দিলে বিপ্র বলি ভয় না করিলে ॥
নিত্যানন্দ কহে সব কৃষ্ণের প্রসাদ।
ইহাকে ঝুটা কহিলে তুমি কৈলে অপরাধ ॥
শতেক সন্ন্যাসী যদি করাহ ভোজন।
তবে এই অপরাধ হইবে খণ্ডন ॥
আচার্য্য কহে কভু না করিব সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণ।
সন্ন্যাসী নাশিল মোর সব শ্রুতিধর্ম ॥
এত বলি দুইজনে করাইল আচমন।
উত্তম শয্যাতে লঞা করাইল শয়ন' ॥
লবঙ্গ এলাচী আর উত্তম রসবাস।
তুলসীমঞ্জরী সহ দিল মুখবাস ॥
সুগন্ধি চন্দনে লিপ্ত কৈল কলেবরে।
সুগন্ধি পুষ্পের মালা দিল হৃদয় উপরে ॥
আচার্য্য করিতে চাহে পাদসংবাহন।
সঙ্কোচিত হঞা প্রভু কহেন বচন ॥
বহুত নাচাইলে আমায় ছাড় নাচায়ন।
মুকুন্দ হরিদাস লঞা করহ ভোজন ॥
তবে ত আচার্য্য সঙ্গে লঞা দুইজনে।
করিল ইচ্ছায় ভোজন যে আছিল মনে ॥
শান্তিপুরের লোক শুনি প্রভুর আগমন।
দেখিতে আইলা সব প্রভুর চরণ ॥
হরি হরি বলে লোক আনন্দিত হঞা।
চমৎকার হৈল প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখিঞা ॥
গৌরদেহ-কান্তি সূর্য্য জিনিয়া উজ্জ্বল।
অরুণ-বস্ত্র-কান্তি তাহে করে ঝলমল ॥
আইসে যায় লোক হর্ষে নাহি সমাধান।
লোকের সংঘট্টে দিন হৈল অবসান ॥

সন্ধ্যাতে আচার্য্য আরম্ভিল সঙ্কীর্ত্তন।
আচার্য্য নাচেন প্রভু করেন দর্শন॥
নিত্যানন্দগোসাঞি বুলে আচার্য্য ধরিঞা।
হরিদাস পাছে নাচে হরষিত হঞা॥

কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥

এই পদ গাই হর্ষে করেন নর্ত্তন।
স্বেদ কম্প অশ্রু পুলক হুঙ্কার গর্জ্জন॥
ফিরি ফিরি কভু প্রভুর ধরেন চরণ।
চরণে ধরিয়া প্রভুরে বলেন বচন॥
অনেক দিন মোরে বেড়াইলে ভাণ্ডিয়া।
ঘরে পাইয়াছি এবে রাখিব বান্ধিয়া॥
এত বলি আচার্য্য আনন্দে করেন নর্ত্তন।
প্রহরেক রাত্রি আচার্য্য কৈল সঙ্কীর্ত্তন॥
প্রেমের উৎকণ্ঠা প্রভুর নাহি কৃষ্ণসঙ্গ।
বিরহে বাড়িল প্রেম-জ্বালার তরঙ্গ॥
ব্যাকুল হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
গোসাঞি দেখিয়া আচার্য্য নৃত্য সংবরিলা॥
প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভালমতে।
ভাবের সদৃশ পদ লাগিলা গাইতে॥
আচার্য্য উঠাইলা প্রভুকে করিতে নর্ত্তন।
পদ শুনি প্রভুর অঙ্গ না যায় ধরণ॥
অশ্রু কম্প পুলক স্বেদ গদগদ বচন।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণেকে রোদন॥

হা হা প্রাণ-প্রিয়সখি কি না হৈল মোর।
কানু-প্রেমবিষে মোর তনু মন জরে॥
রাত্রি-দিনে পোড়ে মন সোয়াথ না পাও।
যাঁহা গেলে কানু পাও তাঁহা উড়ি যাও॥

এই পদ গায় মুকুন্দ সুমধুর স্বরে।
শুনিয়া প্রভুর চিত্ত হইল কাতরে॥
নির্ব্বেদ বিষাদামর্ষ চাপল্য গর্ব্ব দৈন্য।
প্রভুর শরীরে যুদ্ধ করে ভাবসৈন্য॥
জর্জ্জর হইয়া প্রভু ভাবের প্রহারে।
ভূমিতে পড়িলা শ্বাস নাহিক শরীরে॥
দেখিয়া চিন্তিত হৈল সব ভক্তগণ।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া গর্জ্জন॥
বোল বোল বলি নাচে আনন্দে বিহ্বল।
বুঝন না যায় ভাব-তরঙ্গ প্রবল॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে বুলে প্রভুকে ধরিঞা।
আচার্য্য হরিদাস বুলে পাছেতে নাচিঞা॥
এইমত প্রহরেক নাচে প্রভু রঙ্গে।
কভু হর্ষ কভু বিষাদ ভাবের তরঙ্গে॥
পঞ্চদিন উপবাসে করিয়া ভোজন।
উদ্দণ্ড নৃত্য প্রভুর হৈল পরিশ্রম॥
তবু ত না জানে প্রেমে ভাবাবিষ্ট হঞা।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে রাখিলা ধরিঞা॥
আচার্য্যগোসাঞি তবে রাখিল কীর্ত্তন।
নানা সেবা করি প্রভুকে করাইল শয়ন॥
এইমতে দশ দিন ভোজন কীর্ত্তন।
একরূপে করি কৈল প্রভুর সেবন॥
প্রভাতে আচার্য্যরত্ন দোলায় চড়াইঞা।
ভক্তগণ সঙ্গে আইলা শচীমাতা লঞা॥
নদীয়া নগরে লোকের স্ত্রী বালক বৃদ্ধ।
সব লোক আইলা হৈল সংঘট সমৃদ্ধ॥
প্রভু করে প্রাতঃকৃত্য নামসংকীর্ত্তন।
শচী লঞা আইলা আচার্য্য অদ্বৈতভবন॥
শচী আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হঞা।
কান্দিতে লাগিলা শচী কোলেতে করিঞা॥

দোঁহার দর্শনে দোঁহে হইলা বিহ্বল।
কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল॥
অঙ্গ মোছে মুখ চুম্বে করে নিরীক্ষণ।
দেখিতে না পায় অশ্রু ভরিল নয়ন॥
কান্দিয়া কহেন শচী বাছা রে নিমাই।
বিশ্বরূপ সম না করিহ নিঠুরাই॥
সন্ন্যাসী হইয়া পুনঃ না দিল দর্শন।
তুমি তৈছে কৈলে মোর হইবে মরণ॥
প্রভু ত কান্দিয়া বলে শুন মোর আই।
তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই॥
তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হৈতে।
কোটি জন্মে তোমার ঋণ না পারি শোধিতে॥
জানি বা না জানি কৈল যদ্যপি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমাকে কভু নহিব উদাস॥
তুমি যাঁহা কহ মুঞি তাঁহাই রহিমু।
তুমি যেই আজ্ঞা দেহ সেই ত করিমু॥
এত বলি পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার।
তুষ্ট হঞা আই কোলে করে বারবার॥
তবে আই লঞা আচার্য্য গেলা অভ্যন্তর।
ভক্তগণ মিলিতে প্রভু হইলা সত্বর॥
একে একে মিলিলা প্রভু সব ভক্তগণ।
সবার মুখ দেখি করে দৃঢ় আলিঙ্গন॥
কেশ না দেখিয়া ভক্ত যদ্যপি পায় দুখ।
সৌন্দর্য্য দেখিতে তবু পায় মহাসুখ॥
শ্রীবাস রামাই বিদ্যানিধি গদাধর।
গঙ্গাদাস বক্রেশ্বর মুরারি শুক্লাম্বর॥
বুদ্ধিমন্তখান নন্দন শ্রীধর বিজয়।
বাসুদেব দামোদর মুকুন্দ সঞ্জয়॥
কত নাম লব যত নবদ্বীপবাসী।
সবারে মিলিলা প্রভু কৃপাদৃষ্ট্যে হাসি॥

আনন্দে নাচয়ে সবে বলি হরি হরি।
আচার্য্য-মন্দির হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী॥
যত লোক আইল মহাপ্রভুকে দেখিতে।
নানা গ্রামে হৈতে আর নবদ্বীপ হৈতে॥
সবাকারে বাসা দিল ভক্ষ্য অন্ন পান।
বহুদিন আচার্য্য সবার কৈল সমাধান॥
আচার্য্যগোসাঞির ভাণ্ডার অক্ষয় অব্যয়।
যত দ্রব্য করে ব্যয় পুনঃ তৈছে হয়॥
সেই দিন হৈতে শচী করেন রন্ধন।
ভক্তগণ লঞা প্রভু করেন ভোজন॥
দিনে আচার্য্যের প্রীতি প্রভুর দর্শন।
রাত্র্যে লোক দেখে প্রভুর নর্ত্তন-কীর্ত্তন॥
কীর্ত্তন করিতে প্রভুর হয় ভাবোদয়।
স্তম্ভ কম্প পুলকাশ্রু গদগদ প্রলয়॥
ঘন ঘন পড়ে প্রভু আছাড় খাইঞা।
দেখি শচীমাতা কহে রোদন করিঞা॥
চূর্ণ হৈল হেন বাসোঁ নিমাই কলেবর।
হা হা করি বিষ্ণু-পাশে মাগে এই বর॥
বাল্যকালে হৈতে তোমার যে কৈনু সেবন।
তার এই ফল মোরে দেহ নারায়ণ॥
যে কালে নিমাই পড়ে ধরণী উপরে।
ব্যথা যেন নাহি লাগে নিমাই-শরীরে॥
এইমত শচীদেবী বাৎসল্যে বিহ্বল।
হর্ষ ভয় দৈন্য ভাবে হইলা বিকল॥
শ্রীনিবাস আদি যত বিপ্র ভক্তগণ।
প্রভুকে ভিক্ষা দিতে হৈল সবাকার মন॥
শুনি শচী সবাকারে করেন মিনতি।
মুঞি নিমাইর দর্শন আর পাব কতি॥
তোমা সবা সনে হবে অন্যত্র মিলন।
মুঞি অভাগিনীর এইমাত্র দরশন॥

যাবৎ আচার্য্য-গৃহে নিমাইর অবস্থান।
মুঞি ভিক্ষা দিব সবারে এই মাগোঁ দান॥
শুনি ভক্তগণ কহে করি নমস্কার।
মাতার যে ইচ্ছা সেই সম্মত সবার॥
মাতার বৈরাগ্য দেখি প্রভুর ব্যগ্র মন।
ভক্তগণে একত্র করি বলিল বচন॥
তোমা সবার আজ্ঞা বিনে চলিলাঙ বৃন্দাবন।
যাইতে নারিল বিঘ্ন কৈল নিবর্ত্তন॥
যদ্যপি সহসা মুঞি করিয়াছি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমা সবা হৈতে নহিব উদাস॥
তোমা সবা না ছাড়িব যাবৎ আমি জীব।
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে সন্ন্যাস করিঞা।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইঞা॥
কেহ যেন এই বোলে না করে নিন্দন।
সেই যুক্তি কহ যাতে রহে দুই ধর্ম্ম॥
শুনিয়া প্রভুর এই মধুর বচন।
শচী-পাশে আচার্য্যাদি করিলা গমন॥
প্রভুর নিবেদন তাঁরে সকল কহিলা।
শুনি শচী জগন্মাতা কহিতে লাগিলা॥
তেঁহো যদি ইহাঁ রহে তবে মোর সুখ।
তার নিন্দা হয় যদি সেহো মোর দুখ॥
তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়।
নীলাচলে রহে যদি দুই কার্য্য হয়॥
নীলাচলে নবদ্বীপে যৈছে দুই ঘর।
লোক গতাগতি বার্ত্তা পাব নিরন্তর॥
তুমি সব করিতে পার গমনাগমন।
গঙ্গাস্নানে কভু হৈবে তাঁর আগমন॥
আপনার দুঃখ সুখ তাহা নাহি গণি।
তাঁর যেই সুখ সেই নিজ করি মানি॥

শুনি ভক্তগণ তাঁর করেন স্তবন।
বেদ-আজ্ঞা যৈছে মাতা তোমার বচন॥
ভক্তগণ প্রভু আগে আসিয়া কহিল।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ হইল॥
নবদ্বীপবাসী আদি যত লোকগণ।
সবারে সম্মান করি বলিল বচন॥
তুমি সব লোক মোর পরম বান্ধব।
এক ভিক্ষা মাগি মোরে দেহ তুমি সব॥
ঘর যাঞা কর সদা কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-নাম কৃষ্ণ-কথা কৃষ্ণ-আরাধন॥
আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন।
মধ্যে মধ্যে আসি তোমা দিব দরশন॥
এত বলি সবাকারে ঈষৎ হাসিঞা।
বিদায় করিল প্রভু সম্মান করিঞা॥
সবা বিদায় করি প্রভু চলিতে কৈল মন।
হরিদাস কান্দি কহে করুণ বচন॥
নীলাচল চলিলে তুমি মোর কোন গতি।
নীলাচল যাইতে মোর নাহিক শকতি॥
মুঞি অধম তোমার না পাইব দরশন।
কেমনে ধরিমু এই পাপিষ্ঠ জীবন॥
প্রভু কহে কর তুমি দৈন্য সংবরণ।
তোমার দৈন্যে আমার ব্যাকুল হয় মন॥
তোমা লাগি জগন্নাথে করিব নিবেদন।
তোমা লৈয়া যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম॥
তবে ত আচার্য্য কহে বিনীত হইয়া।
দিন দুই চারি রহ কৃপা ত করিয়া॥
আচার্য্য-বচন প্রভু না করে লঙ্ঘন।
রহিলা অদ্বৈত-গৃহে না কৈলা গমন॥
আনন্দিত হঞা আচার্য্য শচী ভক্ত সব।
প্রতিদিন করে আচার্য্য মহামহোৎসব॥

দিনে কৃষ্ণকথা-রস ভক্তগণ-সঙ্গে।
রাত্র্যে মহামহোৎসব সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে॥
আনন্দিত হৈয়া শচী করেন রন্ধন।
সুখে ভোজন করে প্রভু লঞা ভক্তগণ॥
আচার্য্যের শ্রদ্ধা ভক্তি গৃহ সম্পদ্ ধনে।
সকল সফল হৈল প্রভু-আরাধনে॥
শচীর আনন্দ বাড়ে দেখি পুত্রমুখ।
ভোজন করাঞা কৈলা পূর্ণ নিজ সুখ॥
এইমত অদ্বৈত-গৃহে ভক্তগণ মেলে।
বঞ্চিল কতক দিন নানা কুতূহলে॥
আর দিন প্রভু কহে সব ভক্তগণে।
নিজ নিজ গৃহে সবে করহ গমনে॥
ঘরে গিয়া কর সবে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
পুনরপি আমা সঙ্গে হইবে মিলন॥
কভু বা করিবে তোমরা নীলাদ্রি গমন।
কভু বা আসিব আমি করিতে গঙ্গাস্নান॥
নিত্যানন্দগোসাঞি পণ্ডিত জগদানন্দ।
দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ॥
এই চারিজনে আচার্য্য দিল প্রভু সনে।
জননী প্রবোধ করি বন্দিল চরণে॥
তাঁরে প্রদক্ষিণ করি করিল গমন।
এথা আচার্যের ঘরে উঠিল ক্রন্দন॥
নিরপেক্ষ হইয়া প্রভু শীঘ্র যে চলিলা।
কান্দিতে কান্দিতে আচার্য্য পাছেতে চলিলা॥
কতদূর যাই প্রভু করি যোড়হাত।
আচার্য্যে প্রবোধি কহে কিছু মিষ্ট বাত॥
জননী-প্রবোধ কর ভক্ত-সমাধান।
তুমি ব্যগ্র হৈলে কারো না রহিবে প্রাণ॥
এত বলি প্রভু তাঁরে করি আলিঙ্গন।
নিবৃত্ত করিঞা কৈল স্বচ্ছন্দে গমন॥

গঙ্গাতীরে তীরে প্রভু চারি জন সাথে।
নীলাদ্রি চলিলা প্রভু ছত্রভোগ-পথে॥
চৈতন্যমঙ্গলে প্রভুর নীলাদ্রি গমন।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥
অদ্বৈতগৃহ-বিলাস প্রভুর শুনে যেই জন।
অচিরাতে মিলে তার চৈতন্যচরণ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

এই মত মহাপ্রভু চলিলা নীলাচলে।
চারিভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণকীর্ত্তন কুতূহলে॥
ভিক্ষা মাগি একদিন এক গ্রামে গিয়া।
আপনে বহুত অন্ন আনিল মাগিয়া॥
পথে বড় বড় দানী বিঘ্ন নাহি করে।
তা সবারে কৃপা করি আইলা রেমুনারে॥
রেমুনাতে গোপীনাথ পরম মোহন।
ভক্তি করি কৈল প্রভু তাঁর দরশন॥
তাঁর পাদপদ্মে নিকট প্রণাম করিতে।
তাঁর পুষ্পচূড়া পড়িল প্রভুর মাথাতে॥
চূড়া পাঞা প্রভু মনে আনন্দিত হঞা।
বহু নৃত্য-গীত কৈলা ভক্তগণ লঞা॥
প্রভুর প্রভাব দেখি প্রেম রূপ গুণ।
বিস্মিত হইয়া গোপীনাথের দাসগণ॥
নানারূপে প্রীতে কৈল প্রভুর সেবন।
সেই রাত্রি তাঁহা প্রভু করিল বঞ্চন॥

মহাপ্রসাদ ক্ষীরলোভে রহিলা প্রভু তথা।
পূর্ব্বে ঈশ্বরপুরী তাঁরে কহিয়াছেন কথা॥
ক্ষীরচোরা গোপীনাথ প্রসিদ্ধ তাঁর নাম।
ভক্তগণে কহে প্রভু সেই ত আখ্যান॥
পূর্ব্বে মাধবপুরীর লাগি ক্ষীর কৈল চুরি।
অতএব নাম হৈল ক্ষীরচোরা হরি॥
পূর্ব্বে মাধবপুরী আইলা বৃন্দাবন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা গিরি গোবর্দ্ধন॥
প্রেমে মত্ত নাহি তাঁর দিবা-রাত্রি জ্ঞান।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে নাহি স্থানাস্থান॥
শৈল-পরিক্রমা করি গোবিন্দকুণ্ডে আসি।
স্নান করি বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বসি॥
গোপাল বালক এক দুগ্ধভাণ্ড লঞা।
আসি আগে ধরি কিছু বলিলা হাসিঞা॥
পুরী এই দুগ্ধ লইঞা কর তুমি পান।
মাগি কেন নাহি খাও কিবা কর ধ্যান।
বালকের সৌন্দর্য্যে পুরীর হইল সন্তোষ।
তাহার মধুর বাক্যে গেল ভোক-শোষ॥
পুরী কহে কে তুমি কাঁহা তোমার বাস।
কেমনে জানিলে আমি করি উপবাস॥
বালক কহে গোপ আমি এই গ্রামে বসি।
আমার গ্রামেতে কেহ না রহে উপবাসী॥
কেহ মাগি খায় অন্ন কেহ দুগ্ধাহার।
অযাচক জনে আমি দিয়ে ত আহার॥
জল লৈতে স্ত্রীগণ তোমারে দেখি গেলা।
স্ত্রী সব দুগ্ধ দিয়া আমারে পাঠাইলা॥
গো-দোহন করিতে চাহি শীঘ্র আমি যাব।
আরবার আসি এই ভাণ্ডটি লইব॥
এত বলি বালক গেলা না দেখিয়া আর।
মাধবপুরীর চিত্তে হৈল চমৎকার॥

দুগ্ধ পান করি ভাণ্ড ধুইয়া রাখিল।
বাট দেখে সেই বালক পুনঃ না আইল॥
বসি নাম লয় পুরী নিদ্রা নাহি হয়।
শেষ রাত্র্যে তন্দ্রা হৈল বাহ্যবৃত্তি লয়॥
স্বপ্নে দেখে সেই বালক সম্মুখে আসিয়া।
এক কুঞ্জে লঞা গেলা হাতেতে ধরিয়া॥
কুঞ্জ দেখাইয়া কহে কুঞ্জে আমি রই।
শীত-বৃষ্টি-দাবাগ্নিতে দুঃখ বড় পাই॥
গ্রামের লোক আনি আমা কাঢ় কুঞ্জ হৈতে।
পর্ব্বত উপরে লঞা রাখ ভালমতে।
এক মঠ করি তাহা করহ স্থাপন।
বহু শীতল জলে আমা করাহ স্নপন॥
বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ।
কবে আসি মাধব আমা করিবে সেবন॥
তোমার প্রেমবশে করি সেবা-অঙ্গীকার।
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার॥
শ্রীগোপাল নাম মোর গোবর্দ্ধনধারী।
বজ্রের স্থাপিত আমি ইঁহা অধিকারী॥
শৈল উপর হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাইঞা।
ম্লেচ্ছ-ভয়ে সেবক আমার গেল পলাইঞা॥
সেই হৈতে রহি আমি এই কুঞ্জস্থানে।
ভাল হৈল আইলা আমা কাঢ় সাবধানে॥
এত বলি সে বালক অন্তর্দ্ধান কৈল।
জাগিয়া মাধবপুরী বিচার করিল॥
কৃষ্ণকে দেখিনু মুঞি নারিনু চিনিতে।
এত বলি প্রেমাবেশে পড়িলা ভূমিতে॥
ক্ষণেক রোদন করি মন কৈল ধীর।
আজ্ঞাপালন লাগি হইলা সুস্থির॥
প্রাতঃস্নান করি পুরী গ্রাম মধ্যে গেলা।
সব লোকে একত্র করি কহিতে লাগিলা॥

গ্রামের ঈশ্বর তোমার গোবর্দ্ধনধারী।
কুঞ্জে আছেন তাঁরে চল বাহির যে করি ॥
অত্যন্ত নিবিড় কুঞ্জ নারি প্রবেশিতে।
কুঠার কোদালি লহ দ্বার যে করিতে ॥
শুনি তাঁর সঙ্গে লোক চলিল হরিষে।
কুঞ্জ কাটি দ্বার করি করিল প্রবেশে ॥
ঠাকুর দেখিল মাটি-তৃণে আচ্ছাদিত।
দেখি সব লোক হইল আনন্দে বিস্মিত ॥
আবরণ দূর করি করিল চিহ্নিতে।
মহাভারি ঠাকুর কেহ নারে উঠাইতে ॥
মহা মহা বলিষ্ঠ লোক একত্র হইঞা।
পর্ব্বত উপর গেলা ঠাকুর লইঞা ॥
পাথরের সিংহাসনে ঠাকুরে বসাইল।
বড় এক পাথর পৃষ্ঠে অবলম্ব দিল ॥
গ্রামের ব্রাহ্মণ সব নব ঘট লঞা।
গোবিন্দ-কুণ্ডের জল আনিল ছানিআ ॥
নব শত ঘট জল কৈল উপনীত।
নানা বাদ্য ভেরী বাজে স্ত্রীগণে গায় গীত ॥
কেহ গায় কেহ নাচে মহোৎসব হৈল।
অনেক সামগ্রী যত্ন করি আনাইল ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত আইল যত গ্রাম হৈতে।
ভোগ-সামগ্রী আইলা সন্দেশাদি কতে ॥
তুলস্যাদি পুষ্প বস্ত্র আইল অনেক।
আপনে মাধবপুরী করে অভিষেক ॥
অমঙ্গল দূর করি করাইল স্নান।
বহু তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ ॥
পঞ্চগব্য পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া।
মহাস্নান করাইল শত ঘট দিয়া ॥
পুনঃ তৈল দিয়া কৈল শ্রীচরণ চিক্কণ।
শঙ্খ-গন্ধোদকে কৈল স্নান সমাপন ॥

শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন করি বস্ত্র পরাইল।
চন্দন তুলসী পুষ্পমালা অঙ্গে দিল॥
ধূপ দীপ আর নানা ভোগ লাগাইল।
দধি দুগ্ধ সন্দেশাদি যত কিছু ছিল॥
সুবাসিত জল নব্য পাত্রে সমর্পিল।
আচমন দিয়া পুনঃ তাম্বূল অর্পিল॥
আরতি করিয়া কৈল অনেক স্তবন।
দণ্ডবৎ করি কৈল আত্ম-সমর্পণ॥
গ্রামের যত তণ্ডুল দালি গোধূমাদি চূর্ণ।
সকল আনিয়া দিল পর্ব্বত হৈল পূর্ণ॥
কুম্ভকারের ঘরে ছিল যত মৃদ্ভাজন।
সব আইল প্রাতঃ হৈতে চড়িল রন্ধন॥
দশ বিপ্র অন্ন রান্ধি করে এক স্তূপ।
জন চারি পাঁচ রান্ধে নানাবিধ সূপ॥
বন্য শাক-ফল-মূলে বিবিধ ব্যঞ্জন।
কেহ বড়া বড়ি কড়ি করে বিপ্রগণ॥
জন পাঁচ সাত রুটি করে রাশি রাশি।
অন্ন-ব্যঞ্জন দ্রব্য সব রহে ঘৃতে ভাসি॥
নব-বস্ত্র পাতি তাতে পলাশের পাত।
রান্ধি রান্ধি তার উপর রাশি কৈল ভাত॥
তার পাশে রুটিরাশি উপপর্ব্বত কৈল।
সূপ-ব্যঞ্জন-ভাণ্ড সব চৌদিকে ধরিল॥
তার পাশে দধি দুগ্ধ মাঠা শিখরিণী।
পায়স মাথনি সর পাশে ধরে আনি॥
হেনমতে অন্নকূট করিল সাজন।
পুরীগোসাঞি গোপালেরে কৈল সমর্পণ॥
অনেক ঘট ভরি দিল সুশীতল জল।
বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইলা সকল॥
যদ্যপি গোপাল সব অন্ন ব্যঞ্জন খাইল।
তাঁর হস্ত-স্পর্শে অন্ন পুনঃ তৈছে হৈল॥

ইহা অনুভব কৈল মাধবগোসাঞি।
তাঁর ঠাঞি গোপালের লুকা কিছু নাঞি॥
একদিনের উদ্‌যোগে ঐছে মহোৎসব হৈল।
গোপাল-প্রভাবে হৈল অন্যে না জানিল॥
আচমন দিঞা দিল বিড়ার সঞ্চয়।
আরতি করিল লোকে করে জয় জয়॥
শয্যা করাইল নূতন খাট আনাইয়া।
নব-বস্ত্র আনি তার উপরে পাতিয়া॥
তৃণ টাটী দিঞা চারিদিক্ আবরিল।
উপরেই এক টাটী দিঞা আচ্ছাদিল॥
পুরীগোসাঞি আজ্ঞা দিল যতেক ব্রাহ্মণে।
আবালবৃদ্ধ গ্রামের লোক করাহ ভোজনে॥
সব লোক বসি ক্রমে ভোজন করিল।
ব্রাহ্মণব্রাহ্মণীগণে আগে খাওয়াইল॥
অন্য গ্রামের লোক যেই দেখিতে আইল।
গোপাল দেখিয়া সবে প্রসাদ খাইল॥
পুরীর প্রভাব দেখি লোকে চমৎকার।
পূর্ব্ব-অন্নকূট যেন হৈল সাক্ষাৎকার॥
সকল ব্রাহ্মণে পুরী বৈষ্ণব করিল।
সেই সেই সেবামধ্যে সবা নিয়োজিল॥
পুনঃ দিনশেষে প্রভুর করাইল উত্থান।
কিছু ভোগ লাগাইয়া করাইল জলপান॥
গোপাল প্রকট হৈল দেশে শব্দ হৈল।
আশপাশ গ্রামের লোক দেখিতে আইল॥
একেক দিন এক এক গ্রামে লইল মাগিয়া।
অন্নকূট করে সবে হরষিত হইয়া॥
রাত্রিকালে ঠাকুরের করাইয়া শয়ন।
পুরীগোসাঞি কৈল কিছু গব্যভোজন॥
প্রাতঃকালে পুনঃ তৈছে করিল সেবন।
অন্ন লঞা এক গ্রামের আইল লোকগণ॥

অন্ন ঘৃত দধি দুগ্ধ গ্রামে যত ছিল।
গোপালের আগে লোক আনিয়া ধরিল॥
পূর্ব্বদিন-প্রায় বিপ্র করিল রন্ধন।
তৈছে অন্নকূট গোপাল করিল ভোজন॥
ব্রজবাসিলোকের কৃষ্ণে সহজে পিরীতি।
গোপাল সহজে প্রীত ব্রজবাসীর প্রতি॥
মহাপ্রসাদান্ন যত খাইল সব লোক।
গোপাল-দর্শনে খণ্ডে সবার দুঃখ-শোক॥
আশ-পাশ ব্রজভূমের যত লোক সব।
এক-একদিন আসি করে মহোৎসব॥
গোপাল-প্রকট শুনি নানাদেশ হৈতে।
নানা দ্রব্য লঞা লোক লাগিলা আসিতে॥
মথুরার লোক সব বড় বড় ধনী।
ভক্তি করি নানা দ্রব্য ভেট ধরে আনি॥
স্বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র গন্ধ নানা উপহার।
অসংখ্য আইসে নিত্য বাড়িল ভাণ্ডার॥
এক মহাধনী ক্ষত্রিয় করাইল মন্দির।
কেহ পাক-ভাণ্ডার কৈল কেহ ত প্রাচীর॥
এক এক ব্রজবাসী এক এক গাভী দিল।
সহস্র সহস্র গাভী গোপালের হৈল॥
গৌড় হৈতে আইল দুই বৈরাগী ব্রাহ্মণ।
পুরী গোসাঞি রাখিল তারে করিয়া যতন॥
সেই দুই শিষ্য করি সেবা সমর্পিল।
রাজসেবা হৈল পুরীর আনন্দ বাড়িল॥
এইমত বৎসর দুই করেন সেবন।
একদিন পুরীগোসাঞি দেখিল স্বপন॥
গোপাল কহে পুরী আমার তাপ নাহি যায়।
মলয়জ-চন্দন লেপ তবে সে জুড়ায়॥
মলয়জ আন গিয়া নীলাচল হৈতে।
অন্য হৈতে নহে তুমি চলহ ত্বরিতে॥

স্বপ্ন দেখি পুরীগোসাঞি হৈলা প্রেমাবেশ।
প্রভু-আজ্ঞা পালিবারে চলিলা পূর্ব্বদেশ॥
সেবায় নিযুক্ত লোক করিল স্থাপন।
আজ্ঞা মাগি গৌড়দেশ করিল গমন॥
শান্তিপুর আইলা শ্রীল অদ্বৈতের ঘরে।
পুরীর প্রেম দেখি আচার্য্য আনন্দ অন্তরে॥
তাঁর ঠাঁই মন্ত্র লৈল যতন করিয়া।
চলিলা দক্ষিণে পুরী তাঁরে দীক্ষা দিঞা॥
রেমুনাতে কৈল গোপীনাথ দরশন।
তাঁর রূপ দেখি প্রেমাবেশ হৈল মন॥
নৃত্য-গীত করি জগমোহনে বসিলা।
কাঁহা কাঁহা ভোগ লাগে ব্রাহ্মণে পুছিলা॥
সেবার সৌষ্ঠব দেখি আনন্দিত মনে।
উত্তম ভোগ লাগে এথা বুঝি অনুমানে॥
যৈছে ইহা ভোগ লাগে সকলে পুছিব।
তৈছে ভিয়ানে ভোগ গোপালে লাগাইব॥
এই লাগি পুছিলেন ব্রাহ্মণের স্থানে।
ব্রাহ্মণ কহিল সব ভোগবিবরণে॥
সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর অমৃতকেলী নাম।
দ্বাদশ মৃৎপাত্র ভরি অমৃত সমান॥
গোপীনাথের ক্ষীর প্রসিদ্ধ নাম যার।
পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাঁহা নাহি আর॥
হেনকালে সেই ভোগ ঠাকুরে লাগিল।
শুনি পুরীগোসাঞি কিছু মনে বিচারিল॥
অযাচিত ক্ষীর-প্রসাদ যদি অল্প পাই।
স্বাদ জানি তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই॥
এই ইচ্ছায় লজ্জা পাঞা বিষ্ণুস্মরণ কৈল।
হেনকালে ভোগ সারি আরতি বাজিল॥
আরতি দেখিয়া পুরী করি নমস্কার।
বাহির হৈলা কারে কিছু না বলিলা আর॥

অযাচিতবৃত্তি পুরী বিরক্ত উদাস।
অযাচিত পাইলে খান নহে উপবাস॥
প্রেমামৃতে তৃপ্ত ক্ষুধাতৃষ্ণা নাহি বাধে।
ক্ষীর ইচ্ছা হৈল তাতে মানে অপরাধে॥
গ্রামের শূন্ত হাটে বসি করেন কীর্ত্তন।
এথা পূজারী করাইল ঠাকুরে শয়ন॥
নিজকৃত্য করি পূজারী করিল শয়ন।
স্বপনে ঠাকুর আসি বলেন বচন॥
উঠহ পূজারী দ্বার করহ মোচন।
ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসী কারণ॥
ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা এক ক্ষীর হয়।
তোমরা না জান তাহা আমার মায়ায়॥
মাধবপুরী সন্ন্যাসী হাটেতে বসিঞা।
তাহাকে ত এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লঞা॥
স্বপ্ন দেখি উঠি পূজারী করিল বিচার।
স্নান করি কপাট খুলি মুক্ত কৈল দ্বার॥
ধড়ার আঁচলতলে পাইল সে ক্ষীর।
স্থান লেপি ক্ষীর লৈয়া হইল বাহির॥
দ্বার দিয়া গ্রামে গেলা সেই ক্ষীর লৈয়া।
হাটে হাটে বোলে মাধবপুরীরে চাহিয়া॥
ক্ষীর লও এই যার নাম মাধবপুরী।
তোমা লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি॥
ক্ষীর লঞা সুখে তুমি করহ ভক্ষণে।
তোমা সম ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে॥
এত শুনি পুরীগোসাঞি পরিচয় দিল।
ক্ষীর দিয়া পূজারী তাঁরে দণ্ডবৎ কৈল॥
ক্ষীরের বৃত্তান্ত তাঁরে কহিল পূজারী।
শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈল শ্রীমাধবপুরী॥
প্রেম দেখি সেবক কহে হইয়া বিস্মিত।
কৃষ্ণ যে ইহার বশ হয় যথোচিত॥

এত বলি নমস্করি গেল সে ব্রাহ্মণ।
আবেশে করিলা পুরী সে ক্ষীর ভক্ষণ॥
পাত্র প্রক্ষালন করি খণ্ড খণ্ড কৈল।
বহির্ব্বাসে বান্ধি সেই ঠিকরি রাখিল॥
প্রতিদিন একখানি করেন ভক্ষণ।
খাইলে প্রেমাবেশ হয় অদ্ভুত কথন॥
ঠাকুর মোরে ক্ষীর দিলা সর্ব্বলোক শুনি।
দিনে লোক-ভিড় হৈবে মোর প্রাতিষ্ঠা জানি॥
এত ভাবি রাত্রিশেষে চলিলা শ্রীপুরী।
সেই স্থানে গোপীনাথে দণ্ডবৎ করি॥
চলি চলি আইলা ক্রমে শ্রীনীলাচল।
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা বিহ্বল॥
প্রেমাবেশে উঠে পড়ে হাসে নাচে গায়।
জগন্নাথ-দরশনে মহাসুখ পায়॥
মাধবপুরী শ্রীপাদ আইলা—লোকে হৈল খ্যাতি।
লোক আসি তাঁরে করে বহু ভক্তি-স্তুতি॥
প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা-নির্ম্মিত॥
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেলা পলাইয়া।
কৃষ্ণপ্রেমে প্রতিষ্ঠা সঙ্গে চলে গোড়াইয়া॥
যদ্যপি উদ্বেগ হৈল পলাইতে মন।
ঠাকুরের চন্দনসাধন হইল বন্ধন॥
জগন্নাথের সেবক যত যতেক মহান্ত।
সবাকে কহিল পুরী গোপাল-বৃত্তান্ত॥
গোপাল চন্দন মাগে শুনি ভক্তগণ।
আনন্দে চন্দন লাগি করিলা যতন॥
রাজপাত্র সনে যার যার পরিচয়।
তারে মাগি কর্পূর চন্দন করিলা সঞ্চয়॥
এক বিপ্র এক সেবক চন্দন বহিতে।
পুরীগোসাঞির সঙ্গে দিল সম্বল সহিতে॥

ঘাটী দানী ছাড়াইতে রাজপাত্র দ্বারে।
রাজলেখা করি দিল পুরীগোসাঞির করে॥
চলিলা মাধবপুরী চন্দন লইয়া।
কত দিনে রেমুনায় উত্তরিল আসিয়া॥
গোপীনাথের চরণে কৈল বহু নমস্কার।
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত করিলা অপার॥
পুরী দেখি সেবক সব সম্মান করিল।
ক্ষীর মহাপ্রসাদ দিয়া ভিক্ষা করাইল॥
সেই রাত্রি দেবালয়ে করাইল শয়ন।
শেষরাত্রি হৈল পুরী দেখিল স্বপন॥
গোপাল আসিয়া কহে শুন হে মাধব।
কর্পূর চন্দন আমি পাইলাম সব॥
কর্পূর সহিত যদি এ সব চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন॥
গোপীনাথের আর আমার এক অঙ্গ হয়।
ইহাকে চন্দন দিলে আমার তাপক্ষয়॥
দ্বিধা না ভাবিহ না করিহ কিছু মনে।
বিশ্বাস করি চন্দন দেহ আমার বচনে॥
এত বলি গোপাল গেলা গোসাঞি জাগিলা।
গোপীনাথের সেবকগণে ডাকিয়া আনিল॥
প্রভুর আজ্ঞা হৈল এই কর্পূর চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন॥
ইহাকে চন্দন দিলে গোপাল হইবে শীতল।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তাঁর আজ্ঞা সে প্রবল॥
গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ পরিবে চন্দন।
শুনি আনন্দিত হৈল সেবকের মন॥
পুরী কহে এই দুই ঘষিবে চন্দন।
আর জনা দুই দেহ দিব যে বেতন॥
এইমত প্রত্যহ দেয় চন্দন ঘষিয়া।
পরায় সেবক সব আনন্দ করিয়া॥

প্রত্যহ চন্দন পরায় যাবৎ হৈল অন্ত।
তথায় রহিল পুরী তাবৎ পর্য্যন্ত॥
গ্রীষ্মকাল-অন্তে পুনঃ নীলাচলে গেলা।
নীলাচলে চাতুর্ম্মাস্য আনন্দে রহিলা॥
শ্রীমুখে মাধবপুরীর অমৃতচরিত।
ভক্তগণে শুনাঞা প্রভু করে আনন্দিত॥
প্রভু কহে নিত্যানন্দ করহ বিচার।
পুরী সম ভাগ্যবান্ জগতে নাহি আর॥
দুগ্ধদানচ্ছলে কৃষ্ণ যারে দেখা দিল।
তিনবার স্বপ্নে আসি যারে কৃপা কৈল॥
যার প্রেমে বশ হঞা প্রকট হইলা।
সেবা-অঙ্গীকার করি জগৎ তারিলা॥
যার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈলা।
কর্পূর চন্দন যার অঙ্গে চড়াইলা॥
ম্লেচ্ছদেশে কর্পূর চন্দন আনিতে জঞ্জাল।
পুরী দুঃখ পাবে ইহা জানিয়া গোপাল॥
মহা দয়াময় প্রভু ভকত-বৎসল।
চন্দন পরি ভক্তশ্রম করিল সফল॥
পুরীর প্রেম-পরাকাষ্ঠা করহ বিচার।
অলৌকিক প্রেম চিত্তে লাগে চমৎকার॥
পরম বিরক্ত মৌনী সর্ব্বত্র উদাসীন।
গ্রাম্যবার্ত্তা ভয়ে দ্বিতীয়জনসঙ্গহীন॥
হেন জন গোপালের আজ্ঞামৃত পাইয়া।
সহস্র ক্রোশ আসি বুলে চন্দন মাগিয়া॥
ভোখে রহে তবু অন্ন মাগিয়া না খায়।
হেন জন চন্দন-ভার বহি লঞা যায়॥
অনেক চন্দন তোলা বিশেষ কর্পূর।
গোপালে পরাইব এই আনন্দ প্রচুর॥
উৎকলের দানী রোখে চন্দন দেখিয়া।
তাহা এড়াইলা রাজপত্র দেখাইয়া॥

ম্লেচ্ছদেশ দূরপথ জগাতি অপার।
কেমনে চন্দন নিব নাহি এ বিচার॥
সঙ্গে এক বট নাহি ঘাটী-দান দিতে।
তথাপি উৎসাহ মনে চন্দন লইতে॥
প্রগাঢ় প্রেমের এই স্বভাব আচার।
নিজ দুঃখ বিঘ্নাদিক না করে বিচার॥
এই তার গাঢ়প্রেম লোকে দেখাইতে।
গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে॥
বহু পরিশ্রমে চন্দন রেমুণা আনিল।
আনন্দ বাঢ়য়ে মনে দুঃখ না গণিল॥
পরীক্ষা করিতে গোপাল কৈল আজ্ঞাদান।
পরীক্ষা করিয়া শেষে হৈল দয়াবান॥
এই ভক্ত ভক্তপ্রিয় কৃষ্ণ-ব্যবহার।
বুঝিতেঁহো আমা সবার নাহি অধিকার॥
এত কহি পড়ে প্রভু তাঁর কৃত শ্লোক।
সেই শ্লোকচন্দ্রে জগৎ করিয়াছে আলোক॥
ঘষিতে ঘষিতে যৈছে মলয়জ সার।
গন্ধ বাড়ে তৈছে এই শ্লোকের বিচার॥
রত্নগণমধ্যে যৈছে হয় কৌস্তুভমণি।
রসকাব্যমধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি॥
এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা ঠাকুরাণী।
তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্র-বাণী॥
কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন।
ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠ জন॥
শেষকালে এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে।
সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল পুরীর শ্লোক সহিতে॥

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্।

এই শ্লোক পড়িতে প্রভু মূর্চ্ছিত হইলা।
প্রেমেতে বিবশ হঞা ভূমিতে পড়িলা॥
আস্তে-ব্যস্তে কোলে করি নিল নিত্যানন্দ।
ক্রন্দন করিয়া তবে উঠে গৌরচন্দ্র॥
প্রেমোন্মাদ হৈল উঠি ইতি-উতি ধায়।
হুঙ্কার করয়ে প্রভু হাসে নাচে গায়॥
অয়ি দীন অয়ি দীন বোলে বার বার।
কণ্ঠে না নিঃসরে বাণী নেত্রে অশ্রুধার॥
কম্প স্বেদ পুলকাশ্রু স্তম্ভ বৈবর্ণ্য।
নির্ব্বেদ বিষাদ জাড্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য॥
এই শ্লোকে উঘাড়িল প্রেমের কবাট।
গোপীনাথ-সেবক দেখে প্রভুর প্রেমনাট॥
লোকের সংঘট্ট দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।
ঠাকুরের ভোগ সারি আরতি বাজিল॥
ঠাকুর শয়ন করাই পূজারী হইলা বাহির।
প্রভু-আগে আনি দিল প্রসাদ বারো ক্ষীর॥
ক্ষীর দেখি মহাপ্রভুর আনন্দ বাড়িল।
ভক্তগণে খাওয়াইতে পঞ্চ ক্ষীর লৈল॥
সাত ক্ষীর পূজারীকে বাহুড়িয়া দিল।
পঞ্চ ক্ষীর পঞ্চ জনে বাঁটিয়া খাইল॥
গোপীনাথরূপে যদি করিয়াছেন ভোজন।
ভক্তি দেখাইতে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ॥
নাম-সঙ্কীর্ত্তনে সেই রাত্রি গোঙাইয়া।
প্রভাতে চলিলা মঙ্গল-আরতি দেখিয়া॥
শ্রীগোপাল গোপীনাথ পুরীগোসাঞির গুণ।
ভক্তসঙ্গে শ্রীমুখে প্রভু করে আস্বাদন॥
এই ত আখ্যানে কহি দোঁহার মহিমা।
প্রভুর ভক্তবাৎসল্য আর ভক্তের প্রেমসীমা॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হঞা ইহা শুনে যেইজন।
শ্রীকৃষ্ণচরণে সেই পায় প্রেমধন॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয়. নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
চলিতে চলিতে আইলা যাজপুর গ্রাম।
বরাহঠাকুর দেখি করিল প্রণাম॥
নৃত্য-গীত কৈল প্রেমে অনেক স্তবন।
সেই রাত্রি তাঁহা রহি করিলা গমন॥
কটক আইলা সাক্ষিগোপাল দেখিতে।
গোপাল-সৌন্দর্য্য দেখি হৈলা আনন্দিতে॥
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত করি কতক্ষণ।
আবিষ্ট হইয়া কৈল গোপালে স্তবন॥
সেই রাত্রি তাঁহা রহে ভক্তগণ সঙ্গে।
গোপালের পূর্ব্বকথা শুনে বহু রঙ্গে॥
নিত্যানন্দগোসাঞি যবে তীর্থ ভ্রমিলা।
সাক্ষিগোপাল দেখিবারে কটক আইলা॥
সাক্ষিগোপালের কথা শুনিল লোকমুখে।
সেই সব কথা কহেন প্রভু মহাসুখে॥

এইমত নানারঙ্গে সে রাত্রি
প্রভাতে চলিলা মঙ্গল-আরতি দেখিয়া॥
ভুবনেশ্বর-পথে যৈছে করিল গমন।
বিস্তারি কহিল তাহা দাস বৃন্দাবন॥
কমলপুরে আসি ভার্গীনদী-স্নান কৈল।
নিত্যানন্দ-হাতে প্রভু দণ্ড যে ধরিল॥
কপোতেশ্বর দেখিতে গেলা ভক্তগণ-সঙ্গে।
এথা নিত্যানন্দ প্রভু কৈল দণ্ডভঙ্গে॥

তিন খণ্ড করি দণ্ড দিল ভাসাইয়া।
ভক্তসনে আইলা প্রভু মহেশ দেখিয়া॥
জগন্নাথের দেউল দেখি আবিষ্ট হইলা।
দণ্ডবৎ করি প্রেমে নাচিতে লাগিলা॥
ভক্তগণ আবিষ্ট হৈল সবে নাচে গায়।
প্রেমাবেশে প্রভুসঙ্গে রাজমার্গে যায়॥
হাসে নাচে কান্দে প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন।
তিনক্রোশ পথ হইল সহস্র যোজন॥
চলিতে চলিতে প্রভু আইলা আঠারনালা।
তাঁহা দেখি প্রভু কিছু বাহ্য প্রকাশিলা॥
নিত্যানন্দে প্রভু কহে দেহ মোর দণ্ড।
নিত্যানন্দ কহে দণ্ড হৈল খণ্ড খণ্ড॥
প্রেমাবেশে পড়িলে তুমি তোমারে ধরিনু।
তোমা সহ সেই দণ্ড উপরে পড়িনু।
দুইজনার ভরে দণ্ড খণ্ড খণ্ড হৈল।
সেই খণ্ড কাঁহা পড়িল কেহ না জানিল॥
মোর অপরাধে তোমার দণ্ড হৈল খণ্ড।
যেই যুক্তি হয় তবে কর মোরে দণ্ড॥
শুনি প্রভু মনে কিছু দুঃখ প্রকাশিলা।
ঈষৎ ক্রোধ করি কিছু সবারে কহিলা॥
নীলাচলে আসি আমা সবা হিত কৈলা।
সবে দণ্ডধন ছিল তাহা না রাখিলা।
তুমি সব আগে যাহ ঈশ্বর দেখিতে।
কিবা আমি আগে যাই না যাব সহিতে॥
মুকুন্দ দত্ত কহে প্রভু তুমি চল আগে।
আমি সব পাছে যাব না যাব তোমা লাগে
এত শুনি প্রভু আগে চলিলা শীঘ্রগতি।
বুঝিতে না পারে কেঁহ দুই প্রভুর মতি॥
ইহোঁ কেনে দণ্ড ভাঙ্গে তেঁহ কেনে ভাঙ্গায়।
ভাঙ্গাইয়া কেনে ক্রুদ্ধ ইহেঁতে দোষায়॥

দণ্ডভঙ্গ-লীলা এই পরম গভীর।
সেই বুঝে দোঁহার পদে যায় ভক্তি ধীর॥
ব্রহ্মণ্যদেব গোপালের মহিমা এই ধন্য।
নিত্যানন্দ বক্তা শ্রোতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শুন সর্ব্বভক্তগণ।
অচিরাতে পাবে কৃষ্ণচৈতন্যচরণ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
অবশেষে চলিলা প্রভু জগন্নাথমন্দিরে।
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা অস্থিরে॥
জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিল ধাইয়া।
মন্দিরে পড়িলা প্রেমে আবিষ্ট হইয়া॥
দৈবে সার্ব্বভৌম তাহা করেন দর্শন।
পড়িছা মারিতে তেঁহো কৈল নিবারণ॥
প্রভুর সৌন্দর্য্য আর প্রেমের বিকার।
দেখি সার্ব্বভৌম হৈলা বিস্মিত অপার॥
বহুক্ষণ চেতন নহে ভোগের কাল হৈল।
সার্ব্বভৌম মনে তবে উপায় চিন্তিল॥
শিষ্য পড়িছা দ্বারে প্রভু নিল বহাইয়া।
ঘরে আনি পবিত্র স্থানে থুইল শোয়াইয়া॥
শ্বাস-প্রশ্বাস নাহি উদর-স্পন্দন।
দেখিয়া চিন্তিত হৈল ভট্টাচার্য্যের মন॥
সূক্ষ্ম তুলা আনি নাসা-অগ্রেতে ধরিল।
ঈষৎ চলয়ে তুলা দেখি ধৈর্য্য হৈল॥

বসি ভট্টাচার্য্য মনে করেন বিচার।
এই কৃষ্ণ-মহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার॥
সুদীপ্ত সাত্ত্বিক এই নাম যে প্রলয়।
নিত্যসিদ্ধ ভক্তে সে সুদীপ্তভাব হয়॥
অধিরূঢ় মহাভাব তার এ বিকার।
মনুষ্যের দেহে দেখি বড় চমৎকার॥
এত চিন্তি ভট্টাচার্য্য আছেন বসিয়া।
নিত্যানন্দাদি সিংহদ্বারে মিলিলা আসিয়া॥
তাহা শুনি লোক কহে অন্যোন্যে বাত।
এক সন্ন্যাসী আসি দেখি জগন্নাথ॥
মূর্চ্ছিত হইলা চেতন না হয় শরীরে।
সার্ব্বভৌম তৈছে তাঁরে লঞা গেল ঘরে॥
শুনি সবে জানিল এই মহাপ্রভুর কার্য্য।
হেনকালে আইলা তথা গোপীনাথাচার্য্য॥
নদীয়া-নিবাসী বিশারদের জামাতা।
মহাপ্রভুর ভক্ত তেঁহো প্রভু-তত্ত্বজ্ঞাতা॥
মুকুন্দের সহিত পূর্ব্বে আছে পরিচয়।
মুকুন্দে দেখিয়া তাঁর হইল বিস্ময়॥
মুকুন্দ তাঁহারে দেখি কৈলা নমস্কার।
তেঁহো আলিঙ্গিয়া পুছে প্রভুর সমাচার॥
মুকুন্দ কহে প্রভুর ইহাঁ হৈল আগমনে।
আমি সব আসিয়াছি মহাপ্রভুর সনে॥
নিত্যানন্দগোসাঞিরে আচার্য্য কৈল নমস্কার।
সবে মিলি পুছে প্রভুর বার্ত্তা আরবার॥
মুকুন্দ কহে মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া।
নীলাচল আইলা সঙ্গে আমা সবা লৈয়া॥
আমা সবা ছাড়ি আগে গেলা দরশনে।
আমি সব পাছে আইলাম তাঁর অন্বেষণে॥
অন্যান্য লোকের মুখে যে কথা শুনিল।
সার্ব্বভৌম-ঘরে প্রভু অনুমান কৈল॥

ঈশ্বরদর্শনে প্রভু প্রেমে অচেতন।
সার্ব্বভৌম লইয়া গেল আপন-ভবন॥
তোমার মিলনে মোর যবে হৈল মন।
দৈবে সেইক্ষণে পাইল তোমার দর্শন॥
চল সবে যাই সার্ব্বভৌমের ভবন।
প্রভু দেখি পাছে করিব ঈশ্বরদর্শন॥
এত শুনি গোপীনাথ সবাকে লইয়া।
সার্ব্বভৌম-গৃহে গেলা হরষিত হৈয়া॥
সার্ব্বভৌম-স্থানে যাইয়া প্রভুরে দেখিল।
প্রভু দেখি আচার্য্যের দুঃখহর্ষ হৈল॥
সার্ব্বভৌমে জানাইয়া সবা নিল অভ্যন্তরে।
নিত্যানন্দগোসাঞিরে তেঁহো কৈল নমস্কারে॥
সবা সহিত যথাযোগ্য করিল মিলন।
প্রভু দেখি সবার হৈল দুঃখহর্ষ মন॥
সার্ব্বভৌম পাঠাইল সবাকে দর্শন করিতে।
চন্দনেশ্বর নিজপুত্র দিল সবার সাথে॥
জগন্নাথ দেখি সবার হইল আনন্দ।
ভাবেতে অবশ হৈল প্রভু নিত্যানন্দ॥
সবে মিলি ধরি তাঁরে সুস্থির করিল।
ঈশ্বরসেবক মালা-প্রসাদ আনি দিল॥
প্রসাদ পাইয়া সবে আনন্দিত মনে।
পুনরপি শীঘ্র আইলা মহাপ্রভুর স্থানে॥
উচ্চ করি করে সবে নামসংকীর্ত্তন।
তৃতীয় প্রহরে প্রভুর হইল চেতন॥
হুঙ্কার করিয়া উঠে হরি হরি বলি।
আনন্দে সার্ব্বভৌম লৈল প্রভুর পদধূলি॥
সার্ব্বভৌম কহে শীঘ্র করহ মধ্যাহ্ন।
মুঞি দিব আজি ভিক্ষা মহাপ্রসাদান্ন॥
সমুদ্র-স্নান করি মহাপ্রভু শীঘ্র আইলা।
চরণ পাখালি প্রভু আসনে বসিলা॥

বহুত প্রসাদ সার্ব্বভৌম আনাইলা।
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজন করিলা॥
সুবর্ণ-থালির অন্ন উত্তম ব্যঞ্জন।
ভক্তগণ-সঙ্গে প্রভু করেন ভোজন॥
সার্ব্বভৌম পরিবেশন করেন আপনে।
প্রভু কহে মোরে দেহ লাফরা ব্যঞ্জনে॥
পিঠা পানা দেহ তুমি ইঁহা সবাকারে।
তবে ভট্টাচার্য্য কহে যুড়ি দুই করে॥
জগন্নাথ যৈছে করিয়াছেন ভোজন।
আজি সব মহাপ্রসাদ কর আস্বাদন॥
এত বলি পিঠা পানা সব খাওয়াইল।
ভিক্ষা করাইয়া আচমন করাইল॥
আজ্ঞা মাগি গেলা গোপীনাথাচার্য্য লঞা।
প্রভুর নিকট আইলা ভোজন করিঞা॥
নমো নারায়ণ বলি নমস্কার কৈল।
কৃষ্ণে মতিরস্তু বলি গোসাঞি কহিল॥
শুনি সার্ব্বভৌম মনে বিচার করিল।
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ইহোঁ বচনে জানিল॥
গোপীনাথ-আচার্য্যকে কহে সার্ব্বভৌম।
গোসাঞির জানিতে চাহি কাঁহা পূর্ব্বাশ্রম॥
গোপীনাথ-আচার্য্য কহে নবদ্বীপে ঘর।
জগন্নাথ নাম পিতা মিশ্র-পুরন্দর॥
বিশ্বম্ভর নাম ইঁহার তাঁর ইহোঁ পুত্র।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর হয়েন দৌহিত্র॥
সার্ব্বভৌম কহে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী।
বিশারদের সমাধ্যায়ী এই তাঁর খ্যাতি॥
মিশ্র-পুরন্দর তাঁর মান্য হেন জানি।
পিতার সম্বন্ধে দোঁহাকে পূজ্য যেন মানি॥
পিতার সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম তুষ্ট হৈলা।
প্রীত হইয়া গোসাঞিরে কহিতে লাগিলা॥

সহজেই পূজ্য তুমি আরে ত সন্ন্যাস।
অতএব জানহ তুমি আমি নিজদাস॥
শুনি মহাপ্রভু কৈল শ্রীবিষ্ণু স্মরণ।
ভট্টাচার্য্যে কহে কিছু বিনয়বচন॥
তুমি জগদ্‌গুরু সর্ব্বলোক-হিতকর্ত্তা।
বেদান্ত পড়াও সন্ন্যাসীর উপকর্ত্তা॥
আমি বালক সন্ন্যাসী ভালমন্দ নাহি জানি।
তোমার আশ্রয় লৈল গুরু করি মানি॥
তোমার সঙ্গ লাগি মোর এথা আগমন।
সর্ব্বপ্রকারে করিবে তুমি আমার পালন॥
আজি আমার হৈয়াছে বড়ই বিপত্তি।
তাহা হৈতে কৈলে তুমি মোরে অব্যাহতি॥
ভট্টাচার্য্য কহে একলে না যাইহ দর্শনে।
আমা সঙ্গে যাইহ কিবা আমার লোকসনে॥
প্রভু কহে মন্দির-ভিতরে না যাইব।
গরুড়ের পাছে রহি দর্শন করিব॥
গোপীনাথ আচার্য্যেরে কহে সার্ব্বভৌম।
তুমি গোসাঞিরে লইয়া করাইহ দর্শন॥
আমার মাতৃস্বসা-গৃহ নির্জ্জন স্থান।
তাঁহা বাসা দেহ কর সর্ব্বসমাধান॥
গোপীনাথ প্রভু লইয়া তাঁহা বাসা দিল।
জল জলপাত্রাদিক সমাধান কৈল॥
আর দিন গোপীনাথ প্রভু-স্থানে গিয়া।
শয্যোত্থান-দরশন করাইল লৈয়া॥
মুকুন্দ দত্ত লইয়া আইল সার্ব্বভৌম-স্থানে।
সার্ব্বভৌম তাঁরে কিছু বলিল বচনে॥
প্রকৃতি-বিনীত সন্ন্যাসী দেখিতে সুন্দর।
আমার বহু প্রীতি হয় ইহার উপর॥
কোন সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস করিয়াছেন গ্রহণ।
কিবা নাম ইঁহার শুনিতে হয় মন॥

গোপীনাথ কহে ইঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
গুরু ইঁহার কেশবভারতী মহাধন্য॥
সার্ব্বভৌম কহে এই নাম সর্ব্বোত্তম।
ভারতী-সম্প্রদায় ইহোঁ হয়েন মধ্যম॥
গোপীনাথ কহে ইঁহার নাহি বাহ্যাপেক্ষা।
অতএব বড় সম্প্রদায় করিল উপেক্ষা॥
ভট্টাচার্য্য কহে ইঁহার প্রৌঢ় যৌবন।
কেমনে সন্ন্যাসধর্ম্ম হইবে রক্ষণ॥
নিরন্তর ইঁহারে আমি বেদান্ত শুনাইব।
বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইব॥
কহেন যদি পুনরপি যোগপট্ট দিয়া।
সংস্কার করিয়ে উত্তম সম্প্রদায় আনিয়া॥
শুনি গোপীনাথ মুকুন্দ দোঁহে দুঃখী হৈলা।
গোপীনাথ-আচার্য্য কিছু কহিতে লাগিলা॥
ভট্টাচার্য্য তুমি ইঁহার না জান মহিমা।
ভগবত্তা-লক্ষণের ইঁহাতেই সীমা॥
তাহাতে বিখ্যাত ইহোঁ পরম-ঈশ্বর।
অজ্ঞস্থানে কিছু নহে বিজ্ঞের গোচর॥
শিষ্যগণ কহে ঈশ্বর কহ কোন প্রমাণে।
আচার্য্য কহে বিজ্ঞমত ঈশ্বর-লক্ষণে॥
শিষ্য কহে ঈশ্বরত্ব সাধি অনুমানে।
আচার্য্য কহে অনুমানে নহে ঈশ্বরজ্ঞানে॥
অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানে।
কৃপা বিনে ঈশ্বরতত্ত্ব কেহ নাহি জানে॥
ঈশ্বরের কৃপা-লেশ হয়ত যাহারে।
সেই ত ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥
যদ্যপি জগদ্‌গুরু তুমি শাস্ত্রজ্ঞানবান।
পৃথিবীতে নাহি পণ্ডিত তোমার সমান॥
ঈশ্বরের কৃপালেশ নাহিক তোমাতে।
অতএব ঈশ্বরতত্ত্ব না পার জানিতে॥

তোমার নাহিক দোষ শাস্ত্রে এই কহে।
পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব কভু জ্ঞান নহে॥
সার্ব্বভৌম কহে আচার্য্য কহ সাবধানে।
তোমাতে তাঁহার কৃপা ইথে কি প্রমাণে॥
আচার্য্য কহে বস্তুবিষয়ে হয় বস্তুজ্ঞান।
বস্তুতত্ত্বজ্ঞান হয় কৃপাতে প্রমাণ॥
ইঁহার শরীরে সব ঈশ্বর-লক্ষণ।
মহাপ্রেমাবেশ তুমি পাঞাছ দর্শন॥
তবু ত ঈশ্বরজ্ঞান না হয় তোমার।
ঈশ্বরমায়ায় করে এই ব্যবহার॥
দেখিলে না দেখে তাঁরে বহির্ম্মুখ জন।
শুনি হাসি সার্ব্বভৌম কহিল বচন॥
ইষ্টগোষ্ঠী বিচার করি না করিহ রোষ।
শাস্ত্রদৃষ্ট্যে কহি আমি না লইহ দোষ॥
মহাভাগবত হয় চৈতন্যগোসাঞি।
এই কলিকালে বিষ্ণুর অবতার নাঞি॥
অতএব ত্রিযুগ করি কহি বিষ্ণুনাম।
কলিযুগে অবতার নাহি শাস্ত্রজ্ঞান॥
শুনিয়া আচার্য্য কহে দুঃখী হৈয়া মনে।
শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া তুমি কর অভিমানে॥
ভাগবত ভারত দুই শাস্ত্রের প্রধান।
সেই দুই গ্রন্থবাক্যে নাহি অবধান॥
সেই দুই কহে কলিতে সাক্ষাৎ অবতার।
তুমি কহ কলিতে নাহি বিষ্ণুর প্রচার॥
কলিকালে লীলাবতার না করে ভগবান।
অতএব ত্রিযুগ করি কহি তাঁর নাম॥
প্রতি যুগে করে কৃষ্ণ যুগ-অবতার।
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার নাহিক বিচার॥

তবে ভট্টাচার্য্য কহে যাহ গোসাঞির স্থানে।

আমার নামে গণ সহ কর নিমন্ত্রণে ॥
প্রসাদ আনিয়া তাঁরে করাহ আগে ভিক্ষা।
পশ্চাৎ আমারে আসি করাইহ শিক্ষা ॥
আচার্য্য ভগিনীপতি শ্যালক ভট্টাচার্য্য।
নিন্দা স্তুতি হাস্তে শিক্ষা করান আচার্য্য ॥
আচার্য্যের সিদ্ধান্তে মুকুন্দের হৈল সন্তোষ।
ভট্টাচার্য্যের বাক্যে মনে হৈল দুঃখ রোষ ॥
গোসাঞিঁর স্থানে আচার্য্য কৈল আগমন।
ভট্টাচার্য্যের নামে তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥
মুকুন্দ সহিত কহে ভট্টাচার্য্যের কথা।
ভট্টাচার্য্যে নিন্দা করে মনে পাঞা ব্যথা ॥
শুনি মহাপ্রভু কহে ঐছে মৎ কহ।
আমা প্রতি ভট্টাচার্য্যের আছে অনুগ্রহ ॥
আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম চাহেন রাখিতে।
বাৎসল্যে করুণা করেন কি দোষ ইহাতে ॥
আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য সনে।
আনন্দে করিলা জগন্নাথ-দরশনে ॥
ভট্টাচার্য্য-সঙ্গে তাঁর মন্দিরে আইলা।
প্রভুরে আসন দিয়া আপনি বসিলা ॥
বেদান্ত পড়াইতে তবে আরম্ভ করিলা।
স্নেহ-ভক্তি করি কিছু প্রভুরে কহিলা ॥
বেদান্তশ্রবণ এই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ ॥
প্রভু কহে মোরে তুমি কর অনুগ্রহ।
সেই ত কর্ত্তব্য আমার তুমি যেই কহ ॥
সাতদিন পর্য্যন্ত করেন বেদান্ত শ্রবণে।
ভাল-মন্দ নাহি কহে বসি মাত্র শুনে ॥
অষ্টম দিবসে তাঁরে কহে সার্ব্বভৌম।
সাতদিন . কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ ॥
ভাল-মন্দ নাহি কহ রহ মৌন ধরি।

বুঝ কি না বুঝ ইহা বুঝিতে না পারি॥
প্রভু কহে মূর্খ আমি নাহি অধ্যয়ন।
তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লাগি শ্রবণমাত্র করি।
তুমি যে করহ অর্থ বুঝিতে না পারি॥
ভট্টাচার্য্য কহে না বুঝে হেন জ্ঞান যার।
বুঝিবার তরে সেই পুছে আরবার॥
তুমি শুনি শুনি রহ মৌন মাত্র ধরি।
হৃদয়ে কি আছে তোমার বুঝিতে না পারি॥
প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয় ত বিকল॥
সূত্রের যে অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
তুমি ভাষ্য কহ সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
সূত্রের মুখ্যার্থ তুমি না কর ব্যাখ্যান।
কল্পনা-অর্থেতে তাহা কর আচ্ছাদন॥
উপনিষদ্ শব্দের অর্থ যেই যেই হয়।
সেই মুখ্য অর্থ ব্যাসসূত্রে সব কয়॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।
অভিধা-বৃত্তি ছাড়ি শব্দের করহ লক্ষণা॥
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যেই অর্থ কহে সেই সে প্রমাণ॥
জীবের অস্থি বিষ্ঠা দুই শঙ্খ গোময়।
শ্রুতিবাক্যে সেই দুই মহাপবিত্র হয়॥
স্বতঃপ্রমাণ বেদ সত্য যেই কহে।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রামাণ্য-হানি হয়ে॥
ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্যমেঘে করে আচ্ছাদন॥
বেদপুরাণে করে ব্রহ্মনিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু ঈশ্বর-লক্ষণ॥
ষড়ৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।

তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান॥

সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বর-স্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥
অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি তটস্থা জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা মায়া তিনে করে প্রেমভক্তি॥
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তি বিলাস।
হেন শক্তি নাহি মান পরম সাহস॥
মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর সনে করহ অভেদ॥
গীতাশাস্ত্র জীবরূপ শক্তি করি মানে।
হেন জীবে অভেদ কর ঈশ্বরের সনে॥
ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই ত পাষণ্ডী।
অদৃশ্য অস্পৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী॥
বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ে ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয়া নাস্তিকবাদ বৌদ্ধতে অধিক॥
জীবনিস্তারের হেতু সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥
পরিণামবাদ ব্যাসসূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বর জগৎরূপে পরিণত॥
মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার।
জগৎরূপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার॥
ব্যাস ভ্রান্ত বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
বিবর্ত্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া॥
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয়।
জগৎ সে মিথ্যা নহে নশ্বরমাত্র কয়॥

প্রণব সে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্তি।
প্রণব হইতে সর্ব্ববেদ জগৎ উৎপত্তি॥
তত্ত্বমসি জীব হেতু প্রাদেশিক বাক্য।
প্রণব না মানি তারে কহে মহাবাক্য॥
এইমত কল্পনা ভাষ্যে শত দোষ দিল।
ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ অনেক করিল॥
বিতণ্ডা-ছল-নিগ্রহাদি অনেক উঠাইল।
সব খণ্ডি প্রভু নিজ মত সে স্থাপিল॥
ভগবান সম্বন্ধ ভক্তি অভিধেয় হয়।
প্রেম প্রয়োজন বেদে তিন বস্তু কয়॥
আর যে যে কহে কিছু সকলি কল্পনা।
স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্যে করেন লক্ষণা॥
আচার্য্যের দোষ নাহি ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিকশাস্ত্র কৈল॥

শুনি ভট্টাচার্য্য হৈল পরম বিস্মিত।
মুখে না নিঃস্বরে বাণী হইলা স্তম্ভিত॥
প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য না কর বিস্ময়।
ভগবানে ভক্তি পরমপুরুষার্থ হয়॥
আত্মারাম পর্য্যন্ত করে ঈশ্বর-ভজন।
ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ॥

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রর্ন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

শুনি ভট্টাচার্য্য কহে শুন মহাশয়।
এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে বাঞ্ছা হয়॥
প্রভু কহে তুমি কি অর্থ কর তাহা আগে শুনি।
পাছে আমি করিব অর্থ যেবা কিছু জানি॥
শুনি ভট্টাচার্য্য শ্লোক করিল ব্যাখ্যান।
তর্কশাস্ত্রমত উঠাইল বিবিধ বিধান॥

নববিধ অর্থ তর্কশাস্ত্রমত কৈল।
শুনি মহাপ্রভু কহে ঈষৎ হাসিয়া॥
ভট্টাচার্য্য জানি তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি।
শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে কারো নাহি ঐছে শক্তি।
কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্যপ্রতিভায়।
ইহা বই শ্লোকের আছে আর অভিপ্রায়॥
ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনায় প্রভু ব্যাখ্যা কৈল।
তার নব অর্থমধ্যে এক না ছুঁইল॥
আত্মারামাদি শ্লোকে একাদশ পদ হয়।
পৃথক্ পৃথক্ কৈল পদের অর্থ নিশ্চয়॥
তত্তৎপদ প্রাধান্যে আত্মারাম মিলাইয়া।
অষ্টাদশ অর্থ কৈল অভিপ্রায় লইয়া॥
ভগবান তাঁর শক্তি তাঁর গুণগণ।
অচিন্ত্যপ্রভাব তিনের না যায় কথন॥
অন্য যত সাধ্যসাধন করি আচ্ছাদন।
এই তিনে হরে সিদ্ধসাধকের মন॥
সনকাদি শুকদেব তাহাতে প্রমাণ।
এইমত নানা অর্থ করিল ব্যাখ্যান॥
শুনি ভট্টাচার্য্যের মনে হৈল চমৎকার।
প্রভুকে কৃষ্ণ জানি করে আপনা ধিক্কার॥
ইহোঁ ত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ইহা না জানিয়া।
মহা অপরাধ কৈনু গর্ব্বিত হইয়া॥
আত্মনিন্দা করি লৈল প্রভুর শরণ।
কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হইল মন॥
দেখাইল আগে তাঁরে চতুর্ভুজ রূপ।
পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ॥
দেখি সার্ব্বভৌম পড়ে দণ্ডবৎ করি।
পুনঃ উঠি স্তুতি করে দুই কর জুড়ি॥
প্রভুর কৃপায় তাঁরে স্ফুরিল সব তত্ত্ব।
নাম প্রেমদান আদি বর্ণেন মহত্ত্ব॥

শত শ্লোক কৈল এক দণ্ড না যাইতে।
বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে কহিতে॥
শুনি প্রভু সুখে তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে হৈলা অচেতন॥
অশ্রু স্তম্ভ কম্প স্বেদ পুলক থরহরি।
নাচে গায় কান্দে পড়ে প্রভুর পদ ধরি।
দেখি গোপীনাথাচার্য্য হরষিত মন॥
ভট্টাচার্য্যের নৃত্য দেখি হাসে প্রভুর গণ॥
গোপীনাথাচার্য্য কহে মহাপ্রভুর প্রতি।
সেই ভট্টাচার্য্যের প্রভু কৈলে এই গতি॥
প্রভু কহে তুমি ভক্ত তোমার সঙ্গ হৈতে।
জগন্নাথ ইহারে কৃপা কৈল ভালমতে॥
তবে ভট্টাচার্য্যে প্রভু সুস্থির করিল।
স্থির হৈয়া ভটাচার্য্য বহু স্তুতি কৈল॥
জগৎ তারিলে প্রভু সেহ অল্প কার্য্য।
আমা উদ্ধারিলে তুমি এ শক্তি আশ্চর্য্য॥
তর্কশাস্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহ-পিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড॥
স্তুতি শুনি মহাপ্রভু নিজ বাসা আইলা।
ভট্টাচার্য্য আচার্য্যদ্বারে ভিক্ষা করাইলা॥
আরদিন প্রভু গেলা জগন্নাথ দরশনে।
দর্শন করিলা জগন্নাথ শয্যোত্থানে॥
পূজারী আনিয়া মালা প্রসাদান্ন দিলা।
প্রসাদান্ন মালা পাঞা প্রভু হর্ষ হৈলা॥
সেই প্রসাদান্ন মালা অঞ্চলে বান্ধিয়া।
ভট্টাচার্য্যের ঘরে আইলা ত্বরাযুক্ত হৈয়া॥
অরুণোদয় কালে হৈল প্রভুর আগমন।
সেইকালে ভট্টাচার্য্যের হৈল জাগরণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্ফুট কহি ভট্টাচার্য্য জাগিল।
কৃষ্ণনাম শুনি প্রভুর আনন্দ বাড়িল॥

বাহিরে প্রভুর তেঁহো পাইল দরশন।
আস্তে-ব্যস্তে আসি কৈল চরণ বন্দন॥
বসিতে আসন দিয়া দোঁহে ত বসিলা।
মহাপ্রসাদান্ন খুলি প্রভু হাতে দিলা॥
প্রসাদান্ন পাঞা ভট্ট আনন্দ হৈল মন।
কৃতার্থ হইয়া প্রসাদ করিল ভক্ষণ॥
স্নান সন্ধ্যা দন্তধাবন যদ্যপি না কৈল।
চৈতন্য-প্রসাদে মনের সব জাড্য গেল॥

দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন।
প্রেমাবিষ্ট হৈয়া কৈলা তারে আলিঙ্গন॥
দুইজন ধরি দোঁহে করেন নর্ত্তন।
দোঁহার স্পর্শেতে দোঁহার প্রফুল্ল হৈল মন॥
স্বেদ কম্প অশ্রু দোঁহে আনন্দে ভাসিলা।
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা॥
আজি মুঞি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন।
আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠে আরোহণ॥
আজি মোর পূর্ণ হৈল সব অভিলাষ।
সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস॥

এত কহি মহাপ্রভু আইলা নিজস্থানে।
সেই হৈতে ভট্টাচার্য্যের খণ্ডিল অভিমানে॥
চৈতন্যচরণ বিনে নাহি জানে আন।
ভক্তি বিনু নাহি করে শাস্ত্রের ব্যাখ্যান॥
গোপীনাথাচার্য্য তাঁর বৈষ্ণবতা দেখিয়া।
হরি হরি বলি নাচে করতালি দিয়া॥
আরদিন ভট্টাচার্য্য চলিলা দর্শনে।
জগন্নাথ না দেখি আইলা প্রভুস্থানে।
দণ্ডবৎ করি কৈল বহুবিধ স্তুতি।
দৈন্য করি কহে নিজ পূর্ব্বের দুর্ম্মতি॥

ভক্তিসাধন শ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন।
প্রভু উপদেশ কৈল নামসঙ্কীর্ত্তন॥

গোপীনাথাচার্য্য বলে পূর্ব্বে যে কহিল।
শুন ভট্টাচার্য্য তোমার সেই ত হইল॥
ভট্টাচার্য্য কহে তাঁরে করি নমস্কারে।
তোমার সম্বন্ধে প্রভু কৃপা কৈল মোরে॥
তুমি মহাভাগবত আমি তর্ক-অন্ধে।
প্রভু কৃপা কৈল মোরে তোমার সম্বন্ধে॥
বিনয় শুনি তুষ্ট প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
কহিল যাঞা কর জগন্নাথ-দরশন॥
জগদানন্দ দামোদর দুই সঙ্গে লইয়া।
ঘরে আইলা ভট্টাচার্য্য জগন্নাথ দেখিয়া॥
উত্তম উত্তম প্রসাদ বহুত আনিলা।
নিজ বিপ্র-হাতে দুইজনা সঙ্গে দিলা॥
নিজ দুই শ্লোক লিখি এক তালপাতে।
প্রভুকে দিহ বলি দিল জগদানন্দ-হাতে॥
প্রভুস্থানে আইলা দোঁহে প্রসাদপত্রী লঞা।
মুকুন্দদত্ত পত্রী নিল তার ঠাঞি পাঞা॥
দুই শ্লোক বাহির ভিতে লিখিয়া রাখিল।
তবে জগদানন্দ পত্রী প্রভুরে লঞা দিল॥
প্রভু শ্লোক পড়ি পত্র চিরিয়া ফেলিল।
ভিতে দেখি ভক্ত সব শ্লোক কণ্ঠে কৈল॥

ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা দেখি সর্ব্বজন।
প্রভুকে জানিল সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
কাশীমিশ্র আদি করি নীলাচলবাসী।
শরণ লইলা সবে প্রভুপদে আসি॥
সে সকল কথা আগে করিব বর্ণন।
সার্ব্বভৌম করে যৈছে প্রভুর সেবন॥

যৈছে পরিপাটি করে ভিক্ষা-নির্বাহণ।
বিস্তারিয়া আগে তাহা করিব বর্ণন॥
এই মহাপ্রভু-লীলা সার্ব্বভৌম-মিলন।
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ॥
জ্ঞানকর্ম্মপাশ হৈতে হয় বিমোচন।
অচিরাৎ পায় সেই চৈতন্যচরণ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এইমত সার্ব্বভৌমে নিস্তার করিল।
দক্ষিণগমনে প্রভুর ইচ্ছা উপজিল॥
মাঘ-শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস।
ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস॥
ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা যে দেখিল।
প্রেমাবেশে তাঁহা বহু নৃত্য-গীত কৈল॥
চৈত্র রহি কৈল সার্ব্বভৌম বিমোচন।
বৈশাখ-প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন॥
নিজগণ আনি কহে বিনয় করিয়া।
আলিঙ্গন করে সবা শ্রীহস্তে ধরিয়া॥
তোমা সবা জানি আমি প্রাণাধিক করি।
প্রাণ ছাড়া যায় তোমা সবা ছাড়িতে না পারি॥
তুমি সব বন্ধু মোর বন্ধুকৃত্য কৈলে।
ইহাঁ আনি মোরে জগন্নাথ দেখাইলে॥
এবে সবা-স্থানে মুঞি মাগি এই দানে।
সবে মিলি আজ্ঞা দেহ যাইব দক্ষিণে॥

বিশ্বরূপ-উদ্দেশে আমি অবশ্য যাইব।
একাকী যাইব কাঁহো সঙ্গে না লইব॥
সেতুবন্ধ হৈতে আমি না আসি যাবৎ।
নীলাচলে তুমি সব রহিবে তাবৎ॥
বিশ্বরূপের সিদ্ধি-প্রাপ্তি জানেন সকল।
দক্ষিণদেশ উদ্ধারিতে করেন এই ছল॥
শুনিয়া সবার মনে হৈল মহাদুখ।
বজ্র যেন মাথায় পড়ে শুকাইল মুখ॥
নিত্যানন্দ প্রভু কহে ঐছে কাহে হয়।
একাকী যাইবে তুমি কে ইহা সহয়॥
এক দুই সঙ্গে চলুক না পড় হঠরঙ্গে।
যারে কহ সেই দুই চলুক তোমার সঙ্গে॥
দক্ষিণের তীর্থপথ সব আমি জানি।
আমি সঙ্গে চলি প্রভু আজ্ঞা দেহ তুমি॥
প্রভু কহে আমি নর্ত্তক তুমি সূত্রধার।
যৈছে তুমি নাচাহ তৈছে নর্ত্তন আমার॥
সন্ন্যাস করি আমি চলিলাম বৃন্দাবন।
তুমি আমা লৈয়া আইলে অদ্বৈত-ভবন॥
নীলাচল আসিতে তুমি ভাঙ্গিলে মোর দণ্ড।
তোমা সবার গাঢ়স্নেহে আমার কার্য্যভঙ্গ॥
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে।
যেই কহে সেই ভয়ে চাহিয়ে করিতে॥
কভু যদি ইহাঁর বাক্য করিয়ে অন্যথা।
ক্রোধে তিনদিন আমায় নাহি কহে কথা॥
মুকুন্দ হয়েন দুঃখী দেখি সন্ন্যাসধর্ম্ম।
তিনবার শীতে স্নান ভূমিতে শয়ন॥
অন্তরে দুঃখী মুকুন্দ নাহি কহে মুখে।
ইহাঁর দুঃখ দেখি আমার দ্বিগুণ হয় দুঃখে॥
আমি ত সন্ন্যাসী দামোদর ব্রহ্মচারী।
সদা রহে আমার উপর শিক্ষাদণ্ড ধরি॥

ইহাঁর অগ্রেতে আমি না জানি ব্যবহার।
ইহাঁরে না ভায় স্বতন্ত্র চরিত্র আমার॥
লোকাপেক্ষা নাহি ইহাঁর কৃষ্ণকৃপা হইতে।
আমি লোকাপেক্ষা কভু না পারি ছাড়িতে॥
অতএব তুমি সব রহ নীলাচলে।
দিন কত আমি তীর্থ ভ্রমিব একলে॥
ইহাঁ সবার বশ প্রভু হয় যে যে গুণে।
দোষারোপছলে করে গুণ আস্বাদনে॥
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য অকথ্যকথন।
আপন বৈরাগ্য-দুঃখ করেন সহন॥
সেই দুঃখ দেখি যেই ভক্ত দুঃখ পায়।
সেই দুঃখ তাঁর শক্ত্যে সহন না যায়॥
গুণে দোষাদ্গারচ্ছলে সবা নিষেধিয়া।
একাকী ভ্রমিবেন তীর্থ বৈরাগ্য করিয়া॥
তবে চারি জন বহু মিনতি করিল।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু কভু না মানিল॥
তবে নিত্যানন্দ কহে যে আজ্ঞা তোমার।
সুখ দুঃখ হউক সেই কর্ত্তব্য আমার॥
কিন্তু এক নিবেদন করোঁ আরবার।
বিচার করিয়া তাহা কর অঙ্গীকার॥
কৌপীন বহির্ব্বাস আর জলপাত্র।
আর কিছু নাহি সঙ্গে যাবে এই মাত্র॥
তোমার দুই হস্ত বদ্ধ নামগণনে।
জলপাত্র বহির্ব্বাস বহিবে কেমনে॥
প্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেতন।
জলপাত্র বস্ত্রের কেবা করিবে রক্ষণ॥
কৃষ্ণদাস নামে এই সরল ব্রাহ্মণ।
ইহা সঙ্গে করি লহ ধর নিবেদন॥
জলপাত্র বস্ত্র বহি তোমার সঙ্গে যাবে।
যে তোমার ইচ্ছা কর কিছু না বলিবে॥

তবে তাঁর বাক্যে প্রভু কৈল অঙ্গীকারে।
তাহা সবা লঞা গেলা সার্ব্বভৌমঘরে॥
নমস্করি সার্ব্বভৌম আসন নিবেদিল।
সবাকারে মিলিয়া আসনে বসাইল॥
নানা কৃষ্ণবার্ত্তা প্রভু কহিল তাহারে।
তোমার ঠাঞি আইলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে॥
সন্ন্যাস করি বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে।
অবশ্য করিব আমি তার অন্বেষণে॥
আজ্ঞা দেহ অবশ্য আমি দক্ষিণে চলিব।
তোমার আজ্ঞাতে সুখে লেউটি আসিব॥
শুনি সার্ব্বভৌম হৈলা অত্যন্ত কাতর।
চরণে ধরিয়া কহে বিষাদ-উত্তর॥
বহুজন্ম-পুণ্যফলে পাইনু তোমার সঙ্গ।
হেন সঙ্গ বিধি মোর করিলেক ভঙ্গ॥
শিরে বজ্র পড়ে যদি পুত্র মরি যায়।
তাহা সহি তোমার বিচ্ছেদ সহনে না যায়॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি করিবে গমন।
দিনকত রহ দেখি তোমার চরণ॥
তাহার বিনয়ে প্রভুর শিথিল হৈল মন।
রহিলা দিবস কত না কৈল গমন॥
ভট্টাচার্য্য আগ্রহ করি করে নিমন্ত্রণ।
গৃহে পাক করি প্রভুকে করায় ভোজন॥
তাহার ব্রাহ্মণী তার নাম ষাঠির মাতা।
রান্ধি ভিক্ষা দেন তেঁহো আশ্চর্য্য তাঁর কথা॥
আগে ত কহিব তাহা করিয়া বিস্তার।
এবে কহি প্রভুর দক্ষিণযাত্রা-সমাচার॥
দিন চারি রহি প্রভু ভট্টাচার্য্য-স্থানে।
চলিবার লাগি আজ্ঞা মাগিল আর দিনে॥
প্রভুর আগ্রহে ভট্টাচার্য্য সম্মত হইলা।
প্রভু তেঁহো জগন্নাথ-মন্দিরে আইলা॥

দর্শন করি ঠাকুর-পাশে আজ্ঞা মাগিল
পূজারী প্রভুরে মালা-প্রসাদ আনি দিল ॥
আজ্ঞামালা পাঞা হর্ষে নমস্কার করি।
আনন্দে দক্ষিণদেশে চলিলা গৌরহরি ॥
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে আর যত নিজ গণ।
জগন্নাথ প্রদক্ষিণ করি করিলা গমন ॥
সমুদ্রতীরে তীরে আলালনাথ পথে।
সার্ব্বভৌম কহিলা আচার্য্য গোপীনাথে ॥
চারি কৌপীন বহির্ব্বাস রাখিয়াছি ঘরে।
তাহা প্রসাদান্ন লঞা আইস বিপ্রদ্বারে ॥
তবে সার্ব্বভৌম কহে প্রভুর চরণে।
অবশ্য করিবে মোর এই নিবেদনে ॥
রায় রামানন্দ আছে গোদাবরীতীরে।
অধিকারী হয়েন তেঁহো বিদ্যানগরে ॥
শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানে তারে উপেক্ষা না করিবা।
আমার বচনে তারে অবশ্য মিলিবা ॥
তোমার সঙ্গে যোগ্য তেঁহো একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম ॥
পাণ্ডিত্য ভক্তিরস দুয়ের তেঁহো সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাহার মহিমা ॥
অলৌকিক বাক্য চেষ্টা তার না বুঝিয়া।
পরিহাস করিয়াছি বৈষ্ণব বলিয়া ॥
তোমার প্রসাদে এবে জানিল তার তত্ত্ব।
সম্ভাষিলে জানিবে তার যেমন মহত্ত্ব ॥
অঙ্গীকার করি প্রভু তাঁহার বচন।
তাঁরে বিদায় দিতে তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ॥
ঘরে কৃষ্ণ ভজি মোরে করিহ আশীর্ব্বাদে।
নীলাচলে আসি যেন তোমার প্রসাদে ॥
এত বলি মহাপ্রভু করিলা গমন।
মূর্চ্ছিত হইয়া তাঁহা পড়িলা সার্ব্বভৌম ॥

তাঁরে উপেক্ষিয়া কৈল শীঘ্র গমন।
কে বুঝিতে পারে মহাপ্রভুর চিত্ত-মন॥
মহানুভবের চিত্তের স্বভাব এই হয়।
পুষ্পসম কোমল আর কঠিন বজ্রময়॥

নিত্যানন্দ প্রভু ভট্টাচার্য্যে উঠাইল।
তাঁর লোকসঙ্গে তাঁরে ঘরে পাঠাইল॥
ভক্তগণ শীঘ্র আসি লৈল প্রভুর সাথ।
বস্ত্র-প্রসাদ লঞা তবে আইলা গোপীনাথ।
সবা সঙ্গে তবে প্রভু আলালনাথ আইলা॥
নমস্কার করি তাঁরে বহু স্তুতি কৈলা॥
প্রেমাবেশে নৃত্যগীত কৈল কতক্ষণ।
দেখিতে আইলা তাঁহা বৈসে যত জন॥
চতুর্দ্দিকের লোক সব বলে হরি হরি।
প্রেমাবেশে মধ্যে নৃত্য করে গৌরহরি॥
কাঞ্চন-সদৃশ দেহ অরুণ বসন।
পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ তাহাতে ভূষণ।
দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার॥
যত লোক আইসে কেহ নাহি যায় ঘর।
কেহ নাচে কেহ গায় শ্রীকৃষ্ণগোপাল॥
প্রেমে ভাসিল লোক বৃদ্ধ যুবা বাল।
দেখি নিত্যানন্দ প্রভু কহে ভক্তগণে॥
এইরূপ নৃত্য এবে হৈবে গ্রামে গ্রামে।
অতিকাল হৈল লোক ছাড়িয়া না যায়॥
তবে নিত্যানন্দগোসাঞি সৃজিল উপায়।
মধ্যাহ্ন করিতে গেলা প্রভুকে লইয়া।
তাহা দেখি লোক আইসে চৌদিকে ধাইয়া॥
মধ্যাহ্ন করিয়া আইলা দেবতা-মন্দিরে।
নিজগণ প্রবেশি কবাট দিল দ্বারে॥
তবে দুই প্রভুকে গোপীনাথ ভিক্ষা করাইল।

প্রভুর শেষ প্রসাদান্ন সবে বাঁটি খাইল ॥
শুনি শুনি লোক সব আসি বহির্দ্বারে।
হরি হরি বলি লোক কোলাহল করে ॥
তবে মহাপ্রভু দ্বার করাইল মোচন।
আনন্দে আসিয়া লোক কৈল দরশন ॥
এইমত সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লোক আসে যায়।
বৈষ্ণব হইল লোক সবে নাচে গায় ॥
এইরূপে সেই ঠাঞি ভক্তগণ-সঙ্গে।
সেইরাত্রি গোঙাইলা কৃষ্ণকথারঙ্গে ॥
প্রাতঃকালে স্নান করি করিলা গমন।
ভক্তগণে বিদায় দিলা করি আলিঙ্গন ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া সবে ভূমিতে পড়িলা।
তাহা সবা পানে প্রভু ফিরি না চাহিলা ॥
বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রভু চলিলা দুঃখী হঞা।
পাছে কৃষ্ণদাস যায় পাত্র-বস্ত্র লঞা ॥
ভক্তগণ উপবাসী তথাঞি রহিলা।
আর দিনে দুঃখী হঞা নীলাচলে আইলা ॥
মত্ত-সিংহপ্রায় প্রভু করিলা গমন।
প্রেমাবেশে যায় করি নাম-সংকীর্ত্তন ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্ ॥
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্ ॥

এই শ্লোক পড়ি পথে চলে গৌরহরি।
লোক দেখি পথে কহে বোল হরি হরি ॥

সেই লোক প্রেমে মত্ত বলে হরি কৃষ্ণ।
প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় দর্শনে সতৃষ্ণ॥
কতদূরে রহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া।
বিদায় করেন তারে শক্তি সঞ্চারিয়া॥
সেই জন নিজগ্রামে করিয়া গমন।
কৃষ্ণ বোলে হাসে কান্দে নাচে অনুক্ষণ॥
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণনাম।
এইমত বৈষ্ণব কৈল সব নিজগ্রাম॥
গ্রামান্তর হৈতে আইসে দৈবে যত জন।
তাহার দর্শন-কৃপায় হয় তার সম॥
সেই যাই নিজগ্রামে বৈষ্ণব করয়।
অন্যগ্রামী আসি তারে দেখি বৈষ্ণব হয়॥
সেই যাই আর গ্রামে করে উপদেশ।
এইমত বৈষ্ণব হৈল সব দক্ষিণদেশ॥
এইমত পথে যাইতে শত শত জন।
বৈষ্ণব করেন তারে করি আলিঙ্গন॥
যেই গ্রামে রহি ভিক্ষা করেন যার ঘরে।
সেই গ্রামের লোক আইসে প্রভু দেখিবারে॥
প্রভুর কৃপায় হয় মহাভাগবত।
সে সব আচার্য্য হঞা তারিলা জগৎ॥
এইমত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে।
সর্ব্বদেশ বৈষ্ণব হৈলা প্রভুর সম্বন্ধে॥
নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈল প্রকাশে।
সে শক্তি প্রকাশি নিস্তারিল দক্ষিণদেশে॥
প্রভুরে যে ভজে তারে তাঁর কৃপা হয়।
সেই সে এ-সব লীলা সত্য করি লয়॥
অলৌকিক লীলাতে যার না জন্মে বিশ্বাস।
ইহলোক পরলোক তার হয় নাশ॥
প্রথমে কহিব প্রভুর যেরূপ গমন।
এইরূপ জানিহ যাবৎ দক্ষিণ ভ্রমণ॥

এইমত যাইতে যাইতে গেলা কূর্ম্মস্থানে।
কূর্ম্ম দেখি তাঁরে কৈল স্তবন প্রণামে॥
প্রেমাবেশে হাসি কান্দি নৃত্য-গীত কৈলা।
দেখি সর্ব্বলোকের চিত্তে চমৎকার হৈলা॥
আশ্চর্য্য শুনি সব লোক আইল দেখিবারে।
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈল চমৎকারে॥
দর্শনে বৈষ্ণব হৈলা বোলে কৃষ্ণ হরি।
প্রেমাবেশে নাচে লোক ঊর্দ্ধবাহু করি॥
কৃষ্ণনাম লোকমুখে শুনি অবিরাম।
সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্য সব গ্রাম॥
এইমত পরম্পরায় দেশ বৈষ্ণব হৈল।
কৃষ্ণনামামৃত-বন্যায় দেশ ভাসাইল॥
কতক্ষণে প্রভু যদি বাহ্য প্রকাশিলা।
কূর্ম্মের সেবক বহু সম্মান করিলা॥
যেই গ্রামে যায় তাঁহা এই ব্যবহার।
এক ঠাঁই কহিব না কহিব আরবার॥
কূর্ম্মনামে সেই গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বড় শ্রদ্ধাভক্ত্যে প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ॥
ঘরে আনি প্রভুর কৈল পাদ-প্রক্ষালন।
সেই জল বংশসহ করিল ভক্ষণ॥
অনেক প্রকার স্নেহে ভিক্ষা করাইল।
গোসাঞির প্রসাদান্ন সবংশে খাইল॥
যেই পাদপদ্ম তোমার ব্রহ্মা ধ্যান করে।
সেই পাদপদ্ম সাক্ষাৎ আইল মোর ঘরে॥
আমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন।
আজি মোর শ্লাঘ্য হৈল জন্ম-কুল-ধন॥
কৃপা কর মহাপ্রভু যাই তোমার সঙ্গে।
সহিতে না পারি দুঃখ বিষয়তরঙ্গে॥
প্রভু কহে ঐছে বাত কভু না কহিবা।
গৃহে রহি কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা॥

যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হৈয়া তার এই দেশ॥
কভু না বাধিবে তোমায় বিষয়তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥
এইমত যার ঘরে প্রভু করে ভিক্ষা।
সেই ঐছে কহে তারে করান এই শিক্ষা॥
পথে যাইতে দেবালয়ে রহে যেই গ্রামে।
যার ঘরে ভিক্ষা করে দুই চারি স্থানে॥
কূর্ম্মে যৈছে রীতি ঐছে কৈল সর্ব্ব ঠাঞি।
নীলাচল পুনঃ যাবৎ না আসিলা গোসাঞি॥
অতএব ইহাঁ কহিল করিয়া বিস্তার।
এইমত জানিবে প্রভুর সর্ব্বত্র ব্যবহার॥
এইমত সেই রাত্রি তাঁহাই রহিলা।
স্নান করি প্রভু প্রাতঃকালে ত চলিলা॥
প্রভু অনুব্রজি কূর্ম্ম বহুদূর গেলা।
প্রভু তারে যত্ন করি ঘরে পাঠাইলা॥
বাসুদেব নামে এক দ্বিজ মহাশয়।
সর্ব্বাঙ্গে গলিতকুষ্ঠ সেহো কীড়াময়॥
অঙ্গ হৈতে সেই কীড়া খসিয়া পড়য়।
উঠাইয়া সেই কীট রাখে সেই ঠাঁয়॥
রাত্রিতে শুনিল তেঁহো গোসাঞির আগমন।
দেখিতে আইলা প্রাতে কূর্ম্মের ভবন॥
প্রভুর গমন কূর্ম্ম-মুখেতে শুনিয়া।
ভূমিতে পড়িলা দুঃখে মূর্চ্ছিত হইয়া॥
অনেক প্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলা॥
সেইক্ষণে আসি প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিলা॥
প্রভুর স্পর্শে দুঃখসঙ্গে কুষ্ঠ দূরে গেল।
আনন্দ-সহিতে অঙ্গ সুন্দর হইল॥
প্রভুর কৃপা দেখি তার বিস্ময় হইল মন।
শ্লোক পড়ি পায়ে ধরি করয়ে স্তবন॥

বহু স্তুতি করি কহে শুন দয়াময়।
জীবে এই গুণ নাহি তোমাতেই হয়॥
মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর।
হেন মোরে স্পর্শ তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
কিন্তু আছিলাঙ ভাল অধম হইয়া।
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া॥
প্রভু কহে কভু তোমার না হবে অভিমান।
নিরন্তর লহ তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম॥
কৃষ্ণ উপদেশি কর জীবের নিস্তার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার॥
এতেক কহিয়া প্রভু কৈল অন্তর্দ্ধানে।
দুই বিপ্র গলাগলি কান্দে প্রভুর গুণে॥
বাসুদেব-উদ্ধার এই কহিল আখ্যান।
বাসুদেবামৃতপ্রদ হইল প্রভুর নাম॥
এই ত কহিল প্রভুর প্রথম-গমন।
কূর্ম্ম-দরশন বাসুদেব-বিমোচন॥
শ্রদ্ধা করি করে যেই এ লীলা শ্রবণ।
অবিলম্বে মিলে তারে চৈতন্যচরণ॥
চৈতন্য-লীলার আদি অন্ত নাহি জানি।
সেই লিখি যেই মহান্তের মুখে শুনি॥
ইথে অপরাধ মোর না লইহ ভক্তগণ।
তোমা সবার চরণ মোর একান্ত শরণ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

পূর্ব্ব-রীতে প্রভু আগে করিল গমনে।
জিয়ড় নৃসিংহক্ষেত্রে গেলা কত দিনে॥
নৃসিংহ দেখিয়া কৈল দণ্ডবৎ নতি।
প্রেমাবেশে কৈল বহু নৃত্য গীত স্তুতি॥
শ্রীনৃসিংহ জয় নৃসিংহ জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মামুখপদ্মভৃঙ্গ॥
পূর্ব্ববৎ কোন বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ।
সেই রাত্রি তাঁহা রহি করিলা গমন॥
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু চলিলা প্রেমাবেশে।
দিক্ বিদিক্ জ্ঞান নাহি রাত্রি-দিবসে॥
পূর্ব্ববৎ বৈষ্ণব করি সর্ব্ব লোকগণে।
গোদাবরী-তীরে চলি আইলা কতদিনে॥
গোদাবরী দেখি হৈল যমুনা-স্মরণ।
তীরে বন দেখি স্মৃতি হৈল বৃন্দাবন॥
সেই বনে কতক্ষণ করি নৃত্য গান।
গোদাবরী পার হৈয়া কৈল তাঁহা স্নান॥
ঘাট ছাড়ি কতদূরে জল সন্নিধানে।
বসিয়া করেন প্রভু নামসংকীর্ত্তনে॥
হেনকালে দোলায় চড়ি রামানন্দ রায়।
স্নান করিবারে আইলা বাজনা বাজায়॥
তাঁর সঙ্গে আইলা বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বিধিমত কৈল তেঁহো স্নানাদি-তর্পণ॥
প্রভু তারে দেখি জানিল এই রামরায়।
তাহারে মিলিতে প্রভুর মন উঠি ধায়॥
তথাপি ধৈর্য্য ধরি প্রভু রহিলা বসিয়া।
রামানন্দ আইলা অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী দেখিয়া॥
সূর্য্য-শত-সম-কান্তি অরুণবসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ কমললোচন॥
দেখিয়া তাঁহার মনে হৈল চমৎকার।
আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার॥

উঠি প্রভু কহে উঠ কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ।
তারে আলিঙ্গিতে প্রভুর হৃদয় সতৃষ্ণ॥
তথাপি পুছিল তুমি রায় রামানন্দ।
তেঁহো কহে সেই মুঞি দাস শূদ্র মন্দ॥
তবে প্রভু কৈল তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে প্রভু ভৃত্য দোঁহে অচেতন॥
স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় করিলা।
দোঁহা আলিঙ্গিয়া দোঁহে ভূমিতে পড়িলা॥
স্তম্ভ স্বেদ অশ্রু কম্প পুলক বৈবর্ণ্য।
দোঁহার মুখে শুনি গদগদ কৃষ্ণবর্ণ॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের হৈল চমৎকার।
বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার॥
এই ত সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্মসম।
শূদ্র আলিঙ্গিয়া কেনে করেন ক্রন্দন॥
এই মহারাজ মহাপণ্ডিত গম্ভীর।
সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত হইল অস্থির॥
এইমত বিপ্রগণ ভাবে মনে মন।
বিজাতীয় লোক দেখি কৈল সম্বরণ॥
সুস্থ হৈয়া দোঁহে সেই স্থানেতে বসিলা।
তবে হাসি মহাপ্রভু কহিতে লাগিলা॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিল তোমার গুণ।
মিলিতে তোমারে মোরে করিল যতন॥
তোমা মিলিবারে মোর এথা আগমন।
ভাল হৈল অনায়াসে পাইল দরশন॥
রায় কহে সার্ব্বভৌম করে ভৃত্য জ্ঞান।
পরোক্ষে-হ মোর হিতে হয় সাবধান॥
তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার চরণদর্শন।
আজি সে সফল মোর মনুষ্য-জনম॥
সার্ব্বভৌমে তোমার কৃপা তার এই চিহ্ন।
অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হঞা তাঁর প্রেমাধীন॥

কাঁহা তুমি ঈশ্বর সাক্ষাৎ নারায়ণ।
কাঁহা মুঞি রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম॥
মোর স্পর্শে না করিল ঘৃণা বেদভয়।
তোমার কৃপায় তোমায় করায় সদয়॥
তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্য কর্ম্ম।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে জানে তোমার মর্ম্ম॥
আমা নিস্তারিতে তোমার ইহাঁ আগমন।
পরম দয়ালু তুমি পতিতপাবন॥
মহান্তস্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজকার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর॥

আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহস্রেক জন।
তোমার দর্শনে সবার দ্রবীভূত মন॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম শুনি সবার বদনে।
সবার অঙ্গ পুলকিত অশ্রু নয়নে॥
আকৃত্যে প্রকৃত্যে তোমার ঈশ্বর-লক্ষণ।
জীবে না সম্ভবে এই অপ্রাকৃত গুণ॥
প্রভু কহে তুমি মহাভাগবতোত্তম।
তোমার দর্শনে সবার দ্রব হৈল মন॥
অন্যের কি কথা আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী।
আমি-হ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসি॥
এই জানি কঠিন মোর হৃদয় শোধিতে।
সার্ব্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে॥
এইমত স্তুতি দোঁহে করে দোঁহার গুণে।
দোঁহে দোঁহা দরশনে আনন্দিত মনে॥
হেনকালে বৈদিক এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
দণ্ডবৎ করি কৈল প্রভুরে নিমন্ত্রণ॥
নিমন্ত্রণ মানিল তারে বৈষ্ণব জানিয়া।
রামানন্দে কহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া॥
তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিতে হর্ষ মন।

পুনরপি পাই যেন তোমার দর্শন॥
রায় কহে আইলা যদি পামরে শোধিতে।
দর্শনমাত্র শুদ্ধ নহে মোর দুষ্টচিত্তে॥
দিন পাঁচ সাত রহি করহ মার্জ্জন।
তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুষ্টমন॥
যদ্যপি বিচ্ছেদ দোঁহার সহনে না যায়।
তবু দণ্ডবৎ করি চলিলা রামরায়॥
প্রভু যাঞা সেই বিপ্রবরে ভিক্ষা কৈল।
দুই জনার উৎকণ্ঠায় আসি সন্ধ্যা হৈল॥
প্রভু স্নানকৃত্য করি আছেন বসিয়া।
এক ভৃত্য সঙ্গে রায় মিলিল আসিয়া॥
দণ্ডবৎ কৈল রায় প্রভু কৈল আলিঙ্গনে।
দুইজন কথা কন বসি সেই স্থানে॥
প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সর্ব্বসাধ্যসার॥

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্ম্মত্যাগ এই সাধ্যসার॥

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার॥

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানশূন্য ভক্তি সাধ্যসার॥

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার॥

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥

কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয়॥
কিন্তু যার যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তারতম॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য়॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেত বৈসে॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
দুই তিন ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমহৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকাল আছে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥
এই প্রেম-অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী হয় কহে ভাগবতে॥

যদ্যপি কৃষ্ণসৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের ধুর্য্য।
ব্রজদেবীর সঙ্গে তার বাড়য়ে মাধুর্য্য॥

প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥
রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥
ইহার মধ্যে রাধা-প্রেম সাধ্যশিরোমণি।
যাঁহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥

প্রভু কহে আগে কহ শুনি পাইয়ে সুখে।
অপূর্ব্ব অমৃত-নদী বহে তোমার মুখে॥
চুরি করি রাধাকে নিল গোপীগণের ডরে।
অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে॥
রাধা লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ।
তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ॥
রায় কহে তবে শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে নাহি রাধা-প্রেমের উপমা॥
গোপীগণের রাসনৃত্য-মণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিয়া॥

শতকোটি গোপী-সঙ্গে রাসবিলাস।
তার মধ্যে একমূর্ত্তি রহে রাধা-পাশ॥
সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা॥

ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি।
তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলা শ্রীহরি॥
সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা।
রাসলীলা বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা॥

তাহা বিনু রাসলীলা নাহি ভায় চিতে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে॥
ইতস্ততঃ ভ্রমি কাঁহা রাধা না পাইয়া।
বিষাদ করয়ে কাম-বাণে খিন্ন হৈয়া॥
শতকোটি গোপীতে নহে কাম-নির্ব্বাপণ।
ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥
প্রভু কহে যে লাগি আইলাঙ তোমা স্থানে।
সেই সব রসবস্তুতত্ত্ব হৈল জ্ঞানে॥
এবে জানিল সেব্য-সাধ্যের নির্ণয়।
আগে কিছু আমার শুনিতে চিত্ত হয়॥
কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধিকা-স্বরূপ।
রস কোন তত্ত্ব প্রেম কোন তত্ত্বরূপ॥
কৃপা করি এই তত্ত্ব কহত আমারে।
তোমা বিনে ইহা কেহ নিরূপিতে নারে॥
রায় কহে ইহা আমি কিছুই না জানি।
যে তুমি কহাও সেই কহি আমি বাণী॥
তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুকের পাঠ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট॥
হৃদয়ে প্রেরণা কর জিহ্বায় কহাও বাণী।
কি কহিয়ে ভালমন্দ কিছুই না জানি॥
প্রভু কহে মায়াবাদী আমি ত সন্ন্যাসী।
ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি॥
সার্ব্বভৌম সঙ্গে মোর মন নির্ম্মল হৈল।
কৃষ্ণভক্তি-তত্ত্বকথা তাঁহারে পুছিল॥
তেঁহো কহে আমি নাহি জানি কৃষ্ণকথা।
সবে রামানন্দ জানে তেঁহো নাহি এথা॥
তোমার স্থানে আইলাঙ তোমার মহিমা শুনিয়া।
তুমি মোরে স্তুতি কর সন্ন্যাসী জানিয়া॥
কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন।
রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব কহি পূর্ণ কর মন॥
যদ্যপি রায় প্রেমী মহাভাগবতে।
তাঁর মন কৃষ্ণমায়া নারে আচ্ছাদিতে॥
তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল।
জানিতেঁহো রায়ের মন হৈল টলমল॥
রায় কহে আমি নট তুমি সূত্রধার।
যেমত নাচাহ তৈছে চাহি নাচিবার॥
মোর জিহ্বা বীণা-যন্ত্র তুমি বীণাধারী।
তোমার মনে যেই তাহা উঠয়ে উচ্চারি॥
ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতারী সর্ব্ব-কারণ প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার॥
সচ্চিদানন্দতনু ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
সর্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরসপূর্ণ॥

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন॥
পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্ত-আকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥

নানা ভক্তের নানামত রসামৃত হয়।
সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয়॥

শৃঙ্গাররসরাজময় মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর॥

আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন॥

সংক্ষেপে কহিল এই কৃষ্ণের স্বরূপ।
এবে সংক্ষেপে কহি শুন রাধাতত্ত্ব রূপ ॥
কৃষ্ণের অনন্তশক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি নাম ॥
অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সবার উপরে ॥

সচ্চিৎ-আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিনরূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥

হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময়-রস প্রেমের আখ্যান ॥
প্রেমের পরমসার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী ॥

সেই মহাভাব হয় চিন্তামণিসার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য যার ॥
মহাভাব-চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহরূপ ॥
রাধা প্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন।
তাতে অতিসুগন্ধি দেহ উজ্জ্বলবরণ ॥
কারুণ্যামৃতধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃতধারায় স্নান মধ্যম ॥
লাবণ্যামৃতধারায় তদুপরি স্নান।
নিজলজ্জা-শ্যাম-পট্টশাটী পরিধান ॥
কৃষ্ণ-অনুরাগে রক্ত দ্বিতীয় বসন।
প্রণয়-মান-কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন ॥

সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম সখী-প্রণয় চন্দন।
স্মিত-কান্তি কর্পূর তিনে অঙ্গ-বিলেপন॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস মৃগমদভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর॥
প্রচ্ছন্ন মান বাম্য ধম্মিল্ল বিন্যাস।
ধীরাধীরাত্মক গুণ অঙ্গে পট্টবাস॥
রাগ-তাম্বূলরাগে অধর উজ্জ্বল।
প্রেম-কৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জল॥
সুদীপ্ত সাত্ত্বিকভাব হর্ষাদি সঞ্চারী।
এই সব ভাবভূষণ প্রতি অঙ্গে ভরি॥
কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি ভূষিত।
গুণশ্রেণী-পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত॥
সৌভাগ্যতিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল।
প্রেমবৈচিত্ত্য রত্ন হৃদয়ে তরল॥
মধ্যবয়ঃস্থিতা সখী-স্কন্ধে কর-ন্যাস।
কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি সখী আশ-পাশ॥
নিজাঙ্গসৌরভালয়ে গর্ব্ব পর্য্যঙ্ক।
তাতে বসিয়াছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ॥
কৃষ্ণ নাম গুণ যশ অবতংস কাণে।
কৃষ্ণ নাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে॥
কৃষ্ণকে করায় প্রেমরস-মধুপান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম-রত্নের আকর।
অনুপম গুণগণ পূর্ণ কলেবর॥

যাঁহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঁই কলা-বিলাস শিখে ব্রজরামা॥
যাঁর সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী।
যাঁর পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥
যাঁর সদ্গুণগণের কৃষ্ণ না পান পার।

তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার॥
প্রভু কহে জানিল কৃষ্ণরাধা-প্রেমতত্ত্ব।
শুনিতে চাহিয়ে দোঁহার বিলাস-মহত্ত্ব॥
রায় কহে কৃষ্ণ হয় ধীরললিত।
নিরন্তর কামক্রীড়া যাঁহার চরিত॥

রাত্রিদিনে কুঞ্জক্রীড়া করে রাধাসঙ্গে।
কৈশোরবয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে॥

প্রভু কহে এই হয় আগে কহ আর।
রায় কহে ইহা বই বুদ্ধির গতি নাহি আর॥
যেবা প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয়॥
এত কহি আপন কৃত গীত এক গাইল।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল॥

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেষল জনি॥
এ সখি সে সব প্রেমকহানী।
কানু-ঠামে কহবি বিছুরল জানি॥
না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন।
দুঁহুকেরী মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ॥
অব সেই বিরাগ তুঁহু ভেলি দোতী।
সুপুরুখ-প্রেমক ঐছন রীতি॥
বর্দ্ধন-রুদ্র-নরাধিপ-মান।
রামানন্দরায় কবি ভাণ॥

প্রভু কহে সাধ্যবস্তু অবধি এই হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়॥
সাধ্যবস্তু সাধন বিনু কেহ নাহি পায়।
কৃপা করি কহ ইহা পাবার উপায়॥
রায় কহে যে কহাও সেই কহি বাণী।
কি কহিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥
ত্রিভুবনমধ্যে ঐছে হয় কোন্ ধীর।
যে তোমার মায়ানাটে হইবেক স্থির॥
মোর মুখে বক্তা তুমি তুমি হও শ্রোতা।
অত্যন্ত রহস্য শুন সাধনের কথা॥
রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য-বাৎসল্য-ভাবের না হয় গোচর॥
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী বিনু এই লীলা-পুষ্টি নাহি হয়।
সখীলীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥
সখী বিনু এই লীলায় নাহি অন্যের গতি।
সখীভাবে তাহা যেই করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবাসাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥

সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া-সাম্যে তারে কহি কাম নাম॥

নিজেন্দ্রিয়-সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণসুখে তাৎপর্য্য গোপীভাববর্য্য॥

সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদধর্ম্ম ত্যজি সেই কৃষ্ণেরে ভজয়॥
রাগানুগা-মার্গে তারে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে।
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণে পায় ব্রজে॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষদ্-শ্রুতিগণ।
রাগমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রি-দিনে চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥
সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাহাই সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥
গোপী অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে।
ভজিলে-হ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিয়া ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

এত শুনি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
দুইজনে গলাগলি করেন ক্রন্দন॥
এইমত প্রেমাবেশে রাত্রি গোঙাইলা।
প্রাতঃকালে নিজ নিজ কার্য্যে দোঁহে গেলা॥
বিদায়সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া।
রামানন্দ কহে কিছু মিনতি করিয়া॥
মোরে কৃপা করিতে প্রভুর ইহ আগমন।
দিন দশ রহি শোধ মোর দুষ্ট মন॥
তোমা বিনা অন্য নাহি জীব উদ্ধারিতে।
তোমা বিনা অন্য নাহি কৃষ্ণপ্রেম দিতে॥
প্রভু কহে আইলাঙ শুনি তোমার গুণ।
কৃষ্ণ-কথা শুনি শুদ্ধ করাইতে মন॥
যৈছে শুনিল তৈছে দেখি তোমার মহিমা।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-রস জ্ঞানের তুমি সীমা॥
দশ দিনের কা কথা যাবৎ আমি জীব।

তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব॥
নীলাচলে তুমি আমি রহিব একসঙ্গে।
তোমার সঙ্গে বঞ্চিব কাল কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥
এত বলি দোঁহে নিজ নিজ কার্য্যে গেলা।
সন্ধ্যাকালে রায় পুনঃ আসিয়া মিলিলা॥
অন্যোন্যে মিলিয়া দোঁহে নিভৃতে বসিয়া।
প্রশ্নোত্তরে গোষ্ঠী করে আনন্দিত হইয়া॥
প্রভু কহে রামানন্দ করয়ে উত্তর।
এইমত সেই রাত্রি কথা পরস্পর॥
প্রভু কহে কোন বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার।
রায় কহে কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর।।
কীর্ত্তিগণমধ্যে জীবের কোন বড় কীর্ত্তি।
কৃষ্ণ-প্রেম-ভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি॥
সম্পত্তিমধ্যে জীবের কোন সম্পত্তি গণি।
রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী॥
দুঃখমধ্যে কোন দুঃখ হয় গুরুতর।
কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনু দুঃখ নাহি আর॥
মুক্তমধ্যে কোন জীব মুক্ত করি মানি।
কৃষ্ণপ্রেম সাধে যেই মুক্ত শিরোমণি॥
গানমধ্যে কোন গান জীবের নিজধর্ম্ম।
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যে গীতের মর্ম্ম॥
শ্রেয়োমধ্যে কোন শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার।
কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর॥
কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ।
কৃষ্ণনাম-গুণ-লীলা প্রধান স্মরণ॥
ধ্যেয়মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন ধ্যান।
রাধাকৃষ্ণ-পদাম্বুজ-ধ্যান প্রধান॥
সর্ব্ব ত্যজি জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস।
বৃন্দাবন-ভূমি যাঁহা নিত্যলীলা রাস॥
শ্রবণমধ্যে জীবের কোন শ্রেষ্ঠ শ্রবণ।

রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকেলি কর্ণ-রসায়ন ॥
উপাস্যের মধ্যে কোন উপাস্য প্রধান।
শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণনাম ॥
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছে যেই কাঁহা দোঁহার গতি।
স্থাবরদেহে দেবদেহে যৈছে অবস্থিতি ॥
অরসজ্ঞ কাক চূষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে ॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃতপান করে ভাগ্যবান্ ॥
এইমত দুইজন কৃষ্ণকথাবেশে।
নৃত্য-গীত রোদনে হইল রাত্রিশেষে ॥
দোঁহে নিজ নিজ কার্য্যে চলিলা বিহানে।
সন্ধ্যাকালে রায় আসি মিলিলা আপনে ॥
ইষ্টগোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহি কতক্ষণ।
প্রভুপদে ধরি রায় করে নিবেদন ॥
কৃষ্ণতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব সার।
রসতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব বিবিধ প্রকার ॥
এত তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈল প্রকাশন।
ব্রহ্মারে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ ॥
অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়।
বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয় ॥

এক আশ্চর্য্য মোর আছয়ে হৃদয়ে।
কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে ॥
পহিলে দেখিল তোমা সন্ন্যাসী-স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম গোপরূপ ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।
তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা ॥

এই মত তোমা দেখি হয় চমৎকার।

অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার॥
প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়।
প্রেমের স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়॥
মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তার শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ॥
স্থাবর-জঙ্গম দেখে না তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তার ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি॥

তোমাব ঠাঞি আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম্ম
লুকাইলে প্রেমবলে জান সর্ব্ব মর্ম্ম॥
গুপ্তে রাখিহ কাঁহা না করিহ প্রকাশ।
আমার বাতুল চেষ্টা লোকে উপহাস॥
আমি এক বাতুল তুমি দ্বিতীয় বাতুল।
অতএব তোমায় আমায় হই সমতুল॥
এইরূপ দশ রাত্রি রামানন্দ-সঙ্গে।
সুখে গোঙাইল প্রভু কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥
নিগূঢ় ব্রজের রস লীলার বিচার।
অনেক কহিল তার না পাইল পার॥
তাঁমা কাঁসা রূপা সোণা রত্ন-চিন্তামণি।
কেহ যেন পোতা কাঁহা পায় একথানি॥
ক্রমে উঠাইতে সেই উত্তম বস্তু পায়।
ঐছে প্রশ্নোত্তর কৈল প্রভু রামরায়॥
আর দিন রায়-পাশে বিদায় মাগিলা।
বিদায়েব কালে তারে এই আজ্ঞা দিলা॥
বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাইও নীলাচলে।
আমি তীর্থ করি তাঁহা আসিব অল্পকালে॥
দুইজনে নীলাচলে রহিব এক সঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥
এত বলি রামানন্দে করি আলিঙ্গন।
তারে ঘরে পাঠাইয়া করিল শয়ন॥

প্রাতঃকালে উঠি প্রভু দেখি হনুমান্।
তারে নমস্করি প্রভু করিলা প্রয়াণ॥
বিদ্যানগরে নানামত লোক বৈসে যত।
প্রভু-দর্শনে বৈষ্ণব হৈল ছাড়ি নিজমত॥
রামানন্দ হৈল প্রভুর বিরহে বিহ্বল।
প্রভুর ধ্যানে রহে বিষয় ছাড়িয়া সকল॥
সংক্ষেপে কহিল রামানন্দের মিলন।
বিস্তারি বর্ণিতে নারে সহস্র-বদন॥
সহজে চৈতন্য-চরিত্র ঘন-দুগ্ধপুর।
রামানন্দ-চরিত্র তাহে খণ্ড প্রচুর॥
রাধাকৃষ্ণলীলা তাতে কর্পূর মিলন।
ভাগ্যবান্ যেই সেই করে আস্বাদন॥
যে ইহা একবার পিয়ে কর্ণদ্বারে।
তার কর্ণ লোভ ইহা ছাড়িতে না পারে॥
রসতত্ত্ব-জ্ঞান হয় ইহার শ্রবণে।
প্রেমভক্তি হয় রাধাকৃষ্ণের চরণে॥
চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব জানি ইহা হইতে।
বিশ্বাস করি শুন তর্ক না করিহ চিতে॥
অলৌকিক লীলা এই পরম নিগূঢ়।
বিশ্বাসে পাইয়ে তর্কে হয় বহুদূর॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতচরণ।
যাহার সর্ব্বস্ব তারে মিলে এই ধন॥
রামানন্দ রায়ে মোর কোটি নমস্কার।
যাঁর মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার॥
দামোদরস্বরূপের কড়চা অনুসারে।
রামানন্দ-মিলনলীলা করিল প্রচারে।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## নবম পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
দক্ষিণগমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ।
সহস্র সহস্র তীর্থ কৈল দরশন॥
সেই সব তীর্থ স্পর্শি মহাতীর্থ কৈল।
সেই ছলে সেই দেশের লোক নিস্তারিল॥
সেই সব তীর্থের ক্রম কহিতে না পারি।
দক্ষিণ-বামে তীর্থ-গমন হয় ফেরাফিরি॥
অতএব নামমাত্র করিয়ে গণন।
কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম॥
পূর্ব্ববৎ পথে যাইতে না পায় দরশন।
যে গ্রামে যায় সেই গ্রামের যত জন॥
সবেই বৈষ্ণব হয় কহে কৃষ্ণ হরি।
অন্যগ্রাম নিস্তারয়ে সেই বৈষ্ণব করি॥
দক্ষিণদেশের লোক অনেক প্রকার।
কেহ জ্ঞানী কেহ কর্ম্মী পাষণ্ডী অপার॥
সেই সব লোক প্রভুর দর্শন-প্রভাবে।
নিজ নিজ মত ছাড়ি হইল বৈষ্ণবে॥
বৈষ্ণবের মধ্যে রাম-উপাসক সব।
কেহ তত্ত্ববাদী কেহ হয় শ্রীবৈষ্ণব॥
সেই সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে।
কৃষ্ণ-উপাসক হৈল লয় কৃষ্ণনামে॥

রাম রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষ মাম্॥

এই শ্লোক পথে পড়ি করিলপ্রয়াণ।
গৌতমী-গঙ্গায় যাই কৈল গঙ্গাস্নান॥

মল্লিকার্জ্জুনতীর্থে যাই মহেশ দেখিল।
তাঁহা সব লোকে কৃষ্ণনাম লওয়াইল॥
দাসরাম-মহাদেব করিল দর্শন।
অহোবল-নৃসিংহেরে করিলা গমন॥
নৃসিংহ দেখিয়া তাঁরে কৈল নতি-স্তুতি
সিদ্ধিবট গেলা যাঁহা মূর্ত্তি সীতাপতি॥
রঘুনাথ দেখি কৈল প্রণতি-স্তবন।
তাঁহা এক বিপ্র প্রভুরে কৈল নিমন্ত্রণ॥
সেই বিপ্র রামনাম নিরন্তর লয়।
রাম রাম বিনা অন্য বাণী না কহয়॥
সেই দিন তাঁর ঘরে রহিল ভিক্ষা করি।
তাঁরে কৃপা করি আগে চলিলা গৌরহরি॥
স্কন্দক্ষেত্র-তীর্থে কৈল স্কন্দ-দরশন।
ত্রিমঠ আইলা তাঁহা দেখি ত্রিবিক্রম॥
পুনঃ সিদ্ধবট আইলা সেই বিপ্রঘরে।
সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম লয় নিরন্তরে॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু তারে প্রশ্ন কৈল।
কহ বিপ্র এই তোমার কোন দশা হৈল॥
পূর্ব্বে তুমি নিরন্তর কহিতে রামনাম।
এবে কেন নিরন্তর কহ কৃষ্ণনাম॥
বিপ্র কহে এই তোমার দর্শন-প্রভাব।
তোমা দেখি গেল মোর আজন্ম-স্বভাব॥
বাল্যাবধি রামনাম গ্রহণ আমার।
তোমা দেখি কৃষ্ণনাম আইল একবার॥
সেই হৈতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাতে বসিল।
কৃষ্ণনাম স্ফুরে রামনাম দূরে গেল॥
বাল্যকাল হৈতে মোর স্বভাব এক হয়।
নামের মহিমা-শাস্ত্র করিয়ে সঞ্চয়॥

পরংব্রহ্ম রামনাম সমান হইল।

পুনঃ আর শাস্ত্রে কিছু বিশেষ পাইল॥

ইষ্টদেব রাম তাঁর নামে সুখ পাই।
সুখ পাইয়া সেই নাম রাত্রি দিন গাই॥
তোমার দর্শনে যবে কৃষ্ণনাম আইল।
তাহার মহিমা এই মনেতে লাগিল॥
সেই কৃষ্ণ তুমি সাক্ষাৎ ইহা নির্দ্ধারিল।
এত কহি বিপ্র প্রভুর চরণে পড়িল॥
তারে কৃপা করি প্রভু চলিলা আর দিনে।
বৃদ্ধকাশী আসি কৈল শিব-দরশনে॥
তাঁহা হৈতে চলি গেলা আর একগ্রাম।
ব্রাহ্মণ-সমাজে তাঁহা করিলা বিশ্রাম॥
প্রভুর প্রভাবে লোক আইল দর্শনে।
লক্ষার্ব্বুদ লোক আইসে নাহিক গণনে॥
গোসাঞির সৌন্দর্য্য দেখি তাতে প্রেমাবেশ।
সবে কৃষ্ণ কহে বৈষ্ণব হৈল সব দেশ॥
তার্কিক মীমাংসক মায়াবাদিগণ।
সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি পুরাণ আগম॥
নিজ নিজ শাস্ত্রোদ্‌গ্রাহে সবাই প্রচণ্ড।
সর্ব্বমত দুষি প্রভু করে খণ্ড খণ্ড॥
সর্ব্বত্র স্থাপয়ে প্রভু বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে।
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে॥
হারি হারি প্রভুমতে করেন প্রবেশ।
এইমত বৈষ্ণব প্রভু কৈল দক্ষিণদেশ॥
পাষণ্ডীর গণ আইল পাণ্ডিত্য শুনিয়া।
গর্ব্ব করি আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লইয়া॥
বৌদ্ধাচার্য্য মহাপণ্ডিত নিজ নবমতে।
প্রভু আগে উদ্‌গ্রাহ করি লাগিলা কহিতে॥
যদ্যপি অসম্ভাব্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি চলিলা প্রভু গর্ব্ব খণ্ডাইতে॥

তর্কপ্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র নবমতে।
তর্কেই খণ্ডিল প্রভু না পারে স্থাপিতে॥
বৌদ্ধাচার্য্য নব নব প্রশ্ন উঠাইল।
দৃঢ়যুক্তি তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল॥
দার্শনিক পণ্ডিত সবাই পাইল পরাজয়।
লোকে হাস্য করে বৌদ্ধের লজ্জা হয়॥
প্রভুরে বৈষ্ণব জানি বৌদ্ধ ঘরে গেলা।
সর্ব্ব বৌদ্ধে মিলি তবে কুমন্ত্রণা কৈলা॥
অপবিত্র অন্ন এক থালিতে করিয়া।
প্রভু আগে আনিল বিষ্ণুপ্রসাদ বলিয়া॥
হেনকালে মহাকায় এক পক্ষী আইল।
ঠোঁটে করি অন্ন সহ থাল লইয়া গেল॥
বৌদ্ধগণের উপর অন্ন পড়ে অমেধ্য হইয়া।
বৌদ্ধাচার্য্য-মাথায় থালি পড়িল বাজিয়া॥
তেরছ পড়িল থালি মাথা কাটা গেল।
মূর্চ্ছিত হইয়া আচার্য্য ভূমিতে পড়িল॥
হাহাকার করি কান্দে সব শিষ্যগণ।
সবে আসি প্রভু-পদে লইল শরণ॥
তুমিহ ঈশ্বর সাক্ষাৎ ক্ষম অপরাধ।
জীয়াহ আমার গুরু করহ প্রসাদ॥
প্রভু কহে সবে কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি।
গুরু-কর্ণে কহ কৃষ্ণনাম উচ্চ করি॥
তোমা সবার গুরু তবে পাইবে চেতন।
সর্ব্ববৌদ্ধ মিলি করে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন॥
গুরুকর্ণে কহে কহ কৃষ্ণ রাম হরি।
চেতন পাইল আচার্য্য উঠে হরি বলি॥
কৃষ্ণ বলি আচার্য্য প্রভুকে করয়ে বিনয়।
দেখিয়া সকল লোক পাইল বিস্ময়॥
এইমত কৌতুক করি শচীর নন্দন।
অন্তর্দ্ধান কৈল কেহ না পায় দর্শন॥

মহাপ্রভু চলি আইলা ত্রিপদী ত্রিমল্লে।
চতুর্ভুজ বিষ্ণু দেখি বেঙ্কটারে চলে॥
ত্রিপদী আসিয়া কৈল শ্রীরামদর্শন।
রঘুনাথ আগে কৈল প্রণাম-স্তবন॥
স্বপ্রভাবে লোক সবায় করিঞা বিস্ময়।
পানা-নরসিংহে আইলা প্রভু দয়াময়॥
নৃসিংহে প্রণতি-স্তুতি প্রেমাবেশে কৈল।
প্রভুর প্রভাবে লোক চমৎকার হৈল॥
শিবকাঞ্চী আসি কৈল শিবদরশন।
প্রভাবে বৈষ্ণব কৈল সব শৈবগণ॥
বিষ্ণুকাঞ্চী আসি দেখি লক্ষ্মীনারায়ণ।
প্রণাম করিয়া কৈল বহুত স্তবন॥
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত বহুত করিল।
দিন দুই রহি লোকে কৃষ্ণভক্ত কৈল॥
ত্রিমল্ল দেখি গেলা ত্রিকাল-হস্তী স্থান।
মহাদেব দেখি তাঁরে করিলা প্রণাম॥
পক্ষিতীর্থ যাই কৈল শিব-দরশন।
বৃদ্ধকোলতীর্থে তবে করিলা গমন॥
শ্বেতবরাহ দেখি তারে নমস্কার করি।
পীতাম্বর-শিব স্থানে গেলা গৌরহরি॥
শিয়ালী ভৈরবী দেবী করি দরশন।
কাবেরীর তীরে আইলা শচীর নন্দন।
গোসমাজ শিব দেখি আইলা বেদাবন।
মহাদেব দেখি তাঁরে করিলা বন্দন॥
অমৃতলিঙ্গ শিব আসি দর্শন করিল।
সব শিবালয়ে শৈব বৈষ্ণব করিল॥
দেবস্থানে আসি কৈল বিষ্ণু দরশন।
শ্রীবৈষ্ণবগণ-সনে গোষ্ঠী অনুক্ষণ॥
কুম্ভকর্ণ-কপালে দেখি সরোবর।
শিবক্ষেত্রে শিব দেখে গৌরাঙ্গসুন্দর॥

পাপনাশনে বিষ্ণু করি দরশন।
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে তবে কৈল আগমন॥
কাবেরীতে স্নান করি দেখি রঙ্গনাথ।
স্তুতি প্রণতি করি মানিল কৃতার্থ॥
প্রেমাবেশে কৈল বহু গান নর্ত্তন।
দেখি চমৎকার হৈল সর্ব্বলোক-মন॥
শ্রীবৈষ্ণব এক বেঙ্কটভট্ট নাম।
প্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান॥
নিজঘরে লঞা কৈল পাদপ্রক্ষালন।
সেই জল সবংশেতে করিল ভক্ষণ॥
ভিক্ষা করাইয়া কিছু কৈল নিবেদন।
চাতুর্ম্মাস্য আসি প্রভু হৈল উপসন্ন॥
চাতুর্ম্মাস্য কৃপা করি রহ মোর ঘরে।
কৃষ্ণকথা কহি কৃপায় নিস্তার আমারে॥
তার ঘরে রহিলা প্রভু কৃষ্ণকথা-রসে।
ভট্ট সঙ্গে গোঙাইলা সুখে চারি মাসে॥
কাবেরীতে স্নান করি শ্রীরঙ্গদর্শন।
প্রতিদিন প্রেমাবেশে করেন নর্ত্তন।
সৌন্দর্য্য প্রেমাবেশাদি দেখি সর্ব্বলোক।
দেখিবারে আইসে সবার খণ্ডে দুঃখশোক॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে নানাদেশ হৈতে।
সবে কৃষ্ণনাম কহে প্রভুরে দেখিতে॥
কৃষ্ণনাম বিনা কেহ নাহি বলে আর।
সবে কৃষ্ণভক্ত হৈল লোক চমৎকার॥
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বৈসে যতেক ব্রাহ্মণ।
এক এক দিন সবে কৈল নিমন্ত্রণ॥
এক এক দিনে চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল।
কতেক ব্রাহ্মণ ভিক্ষার দিন না পাইল॥
সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
দেবালয়ে বসি করে গীতা-আবর্ত্তন॥

অষ্টাদশাধ্যায় পড়ে আনন্দ-আবেশে।
অশুদ্ধ পড়েন লোকে করে উপহাসে॥
কেহ হাসে কেহ নিন্দে তাহা নাহি মানে।
আবিষ্ট হইয়া গীতা পড়ে আনন্দিতমনে॥
পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ যাবৎ পঠন।
দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন॥
মহাপ্রভু পুছিলা তারে শুন মহাশয়।
কোন অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয়॥
বিপ্র কহে মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু-আজ্ঞা মানি॥
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হৈয়া রজ্জুধর।
বসিয়াছে যেন তাহে শ্যামল সুন্দর॥
অর্জ্জুনেরে কহিতেছেন হিত-উপদেশ।
তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ-আবেশ॥
যাবৎ পড়োঁ তাবৎ পাঙ তাঁর দরশন।
এই লাগি গীতাপাঠে না ছাড়ে মোর মন॥
প্রভু কহে গীতাপাঠে তোমার অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ-সার॥
এত বলি সেই বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন।
প্রভুর পাদ ধরি বিপ্র করেন স্তবন॥
তোমা দেখি তাহা হইতে দ্বিগুণ সুখ হয়।
সেই কৃষ্ণ তুমি হেন মোর মনে লয়॥
কৃষ্ণস্ফুর্ত্ত্যে তার মন হইয়াছে নির্ম্মল।
অতএব প্রভুর তত্ত্ব জানিল সকল॥
তবে মহাপ্রভু তারে করাইল শিক্ষণ।
এই বাত কাঁহা না করিবে প্রকাশন॥
সেই বিপ্র মহাপ্রভুর মহাভক্ত হৈল।
চারি মাস প্রভুর সঙ্গ কভু না ছাড়িল॥
এইমত ভট্ট সেবে লক্ষ্মীনারায়ণ।
তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা দেখি প্রভুর তুষ্ট মন॥

নিরন্তর তাঁর সঙ্গে হৈল সখ্যভাব।
হাস্য পরিহাস দোঁহে সখ্যের স্বভাব॥

চাতুর্মাস্য পূর্ণ হৈল ভট্টের আজ্ঞা লঞা।
দক্ষিণ চলিলা প্রভু শ্রীরঙ্গ দেখিঞা॥
সঙ্গেতে চলিলা ভট্ট না যায় ভবনে।
তাঁরে বিদায় দিল প্রভু অনেক যতনে॥
প্রভুর বিচ্ছেদে ভট্ট হৈলা অচেতন।
এই রঙ্গে লীলা করে শ্রীশচীনন্দন॥
ঋষভ-পর্ব্বতে চলি আইলা গৌরহরি।
নারায়ণ দেখি তাঁহা নতি স্তুতি করি॥
পরমানন্দপুরী তাঁহা রহে চতুর্মাস।
শুনি পুরীগোসাঞি গেলা মহাপ্রভু-পাশ॥
পুরীগোসাঞির প্রভু কৈল চরণ-বন্দন।
প্রেমে পুরীগোসাঞি তাঁরে কৈল আলিঙ্গন॥
তিন দিন প্রেমে দোঁহে কৃষ্ণকথা-রঙ্গে।
সেই বিপ্রঘরে দোঁহে রহে এক সঙ্গে॥
পুরীগোসাঞি কহে আমি যাব পুরুষোত্তমে।
পুরুষোত্তম দেখি গৌড়ে যাব গঙ্গাস্নানে॥
প্রভু কহে তুমি পুনঃ আইস নীলাচলে।
আমি সেতুবন্ধ হৈতে আসিব অল্পকালে॥
তোমার নিকটে রহি হেন বাঞ্ছা হয়।
নীলাচলে আসিবে মোরে হইয়া সদয়॥
এত বলি তাঁর ঠাঞি এই আজ্ঞা লঞা।
দক্ষিণ চলিলা প্রভু হরষিত হঞা॥
পরমানন্দপুরী তবে চলিলা নীলাচলে।
মহাপ্রভু চলি চলি আইলা শ্রীশৈলে॥
শিবদুর্গা রহে তাঁহা ব্রাহ্মণের বেশে।
মহাপ্রভু দেখি দোঁহার হইল উল্লাসে॥
তিন দিন ভিক্ষা দিল করি নিমন্ত্রণ।

নিভৃতে বসি গুপ্তকথা কহে দুইজন॥
তাঁর সনে মহাপ্রভু করি ইষ্টগোষ্ঠী।
তাঁর আজ্ঞা লঞা আইলা পুরী কামকোষ্ঠী॥
দক্ষিণ মথুরা আইলা কামকোষ্ঠী হইতে।
তথা দেখা হৈল এক ব্রাহ্মণ সহিতে॥
সেই বিপ্র মহাপ্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।
রামভক্ত সেই বিপ্র বিরক্ত মহাজন॥
কৃতমালায় স্নান করি আইলা তার ঘরে।
ভিক্ষা কি দিবেক বিপ্র পাক নাহি করে॥
মহাপ্রভু কহে তারে শুন মহাশয়।
মধ্যাহ্ন হইল কেনে পাক নাহি হয়॥
বিপ্র কহে প্রভু মোর অরণ্যে বসতি।
পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সম্প্রতি॥
বন্য মূল ফল শাক আনিবে লক্ষ্মণ।
তবে সীতা করিবেন পাক-আয়োজন॥
তার উপাসনা জানি প্রভু তুষ্ট হৈলা।
আস্তে-ব্যস্তে সেই বিপ্র রন্ধন করিলা॥
প্রভু ভিক্ষা কৈল দিব-তৃতীয় প্রহরে।
অনির্ব্বিণ্ন সেই বিপ্র উপবাস করে॥
প্রভু কহে বিপ্র কাহে কর উপবাস।
কেনে এত দুঃখে তুমি করহ হুতাশ॥
বিপ্র কহে জীবনে মোর নাহি প্রয়োজন।
অগ্নি জলে প্রবেশিয়া ত্যজিব জীবন॥
জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা-ঠাকুরাণী।
রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে ইহা কর্ণে শুনি॥
এ শরীর ধরিবারে কভু না জুয়ায়।
এই দুঃখে জলে দেহ প্রাণ নাহি যায়॥
প্রভু কহে এ ভাবনা না করিহ আর।
পণ্ডিত হইয়া কেনে না কর বিচার॥
ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা চিদানন্দমূর্ত্তি।

প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি ॥
স্পর্শিবার কার্য্য থাকুক না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ ॥
রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্দ্ধান হৈল।
রাবণের আগে মায়া-সীতা পাঠাইল ॥
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
বেদপুরাণেতে এই কহে নিরন্তর ॥

বিশ্বাস করহ তুমি আমার বচনে।
পুনরপি কুভাবনা না করিহ মনে ॥
প্রভুর বচনে বিপ্রের হৈল বিশ্বাস।
ভোজন করিল হৈল জীবনের আশ ॥
তারে আশ্বাসিয়া প্রভু করিলা গমন।
কৃতমালায় স্নান করি আইলা দুর্ব্বেসন ॥
দুর্ব্বেসনে রঘুনাথে করি দরশন।
মহেন্দ্রশৈলে পরশুরামে করিলা বন্দন ॥
সেতুবন্ধে আসি কৈল ধনুতীর্থে স্নান।
রামেশ্বর দেখি তাঁহা করিলা বিশ্রাম ॥
বিপ্রসভায় শুনে তাঁহা কূর্ম্মপুরাণ।
তার মধ্যে আইল পতিব্রতা উপাখ্যান ॥
মায়াসীতা নিল রাবণ শুনিল ব্যাখ্যানে।
শুনি মহাপ্রভু হৈল আনন্দিত মনে ॥
পতিব্রতা-শিরোমণি জনক-নন্দিনী।
জগতের মাতা সীতা শ্রীরাম-গৃহিণী ॥
রাবণ দেখি সীতা লৈল অগ্নির শরণ।
রাবণ হৈতে অগ্নি কৈলা সীতা আবরণ ॥
সীতা লঞা রাখিলেন পার্ব্বতীর স্থানে।
মায়াসীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে ॥
রঘুনাথ আসি যবে রাবণে মারিল ॥
অগ্নিপরীক্ষা দিতে যবে সীতারে আনিল ॥

তবে মায়া-সীতা অগ্নি করি অন্তর্দ্ধান।
সত্য-সীতা আনি দিল রাম-বিদ্যমান॥
শুনিয়া প্রভুর হৈল আনন্দিত মন।
রামদাস বিপ্রের কথা হইল স্মরণ॥
এ সব সিদ্ধান্ত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল।
ব্রাহ্মণের স্থানে মাগি সেই পত্র লৈল॥
নূতন পত্র লিখিয়া পুস্তকে রাখাইল।
প্রতীতি লাগি পুরাতন পত্র মাগি লৈল॥
পত্র লঞা পুনঃ দক্ষিণ-মথুরা আইলা।
রামদাস বিপ্রে সেই পত্র আনি দিলা॥
পত্র পাঞা বিপ্রের হৈল আনন্দিত মন।
প্রভুর চরণ ধরি করয়ে ক্রন্দন॥
বিপ্র কহে তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনন্দন।
সন্ন্যাসীর বেশে মোরে দিলে দরশন॥
মহাদুঃখ হৈতে মোরে করিলে নিস্তার।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা কর অঙ্গীকার॥
মনোদুঃখে ভাল ভিক্ষা না দিল সেই দিনে।
মোর ভাগ্যে পুনরপি পাইল দরশনে॥
এত বলি সুখে বিপ্র শীঘ্র পাক কৈল।
উত্তম প্রকারে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল॥
সেই রাত্রি তাঁহা রহি তারে কৃপা করি।
পাণ্ড্য দেশে তাম্রপর্ণী আইলা গৌরহরি॥
তথা আসি স্নান করি তাম্রপর্ণী-তীরে।
নয়ত্রিপদী দেখি বুলে কুতুহলে॥
চিয়ড়তালা-তীর্থে শ্রীরামলক্ষ্মণ।
তিলকাঞ্চী আসি কৈল শিবদরশন॥
গজেন্দ্রমোক্ষণ তীর্থে দেখি বিষ্ণুমূর্ত্তি।
পানাগড়ি তীর্থে আসি দেখি সীতাপতি॥
চামতাপুরে আসি দেখে শ্রীরামলক্ষ্মণ।
শ্রীবৈকুণ্ঠে বিষ্ণু আসি কৈল দরশন॥

মলয়পর্ব্বতে কৈল অগস্ত্যবন্দন।
কন্যাকুমারী তাঁহা কৈল দরশন ॥
আমলকীতলাতে রাম দেখি গৌরহরি॥
মল্লারদেশেতে আইলা যাঁহা ভট্টমারি।
তমাল কার্ত্তিক দেখি আইলা বাতাপানী।
রঘুনাথ দেখি তাহা বঞ্চিলা রজনী॥
গোসাঞির সঙ্গে রহে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ।
ভট্টমারি সহ তার হৈল দরশন ॥
স্ত্রী ধন দেখাইয়া তাঁরে লোভ জন্মাইল।
আর্য্য সরল বিপ্রের বুদ্ধিনাশ হইল॥
প্রাতে উঠি আইলা বিপ্র ভট্টমারি-ঘরে।
তাহার উদ্দেশে প্রভু আইলা সত্বরে॥
আসিয়া কহেন সব ভট্টমারিগণে।
আমার ব্রাহ্মণ তুমি রাখ কি কারণে॥
তুমিহ সন্ন্যাসী দেখ আমিহ সন্ন্যাসী।
আমারে দুঃখ দেহ তুমি ন্যায় নাহি বাসি॥
শুনি সব ভট্টমারি উঠে অস্ত্র লইঞা।
মারিবারে আইসে সব চারিদিকে ধাইঞা॥
তার সঙ্গে অস্ত্র তার পড়ে হাত হৈতে।
খণ্ড খণ্ড হৈল ভট্টমারি পলায় চারিভিতে॥
ভট্টমারি-ঘরে মহা উঠিল ক্রন্দন।
কেশে ধরি বিপ্র লঞা করিলা গমন॥
সেইদিনে চলি আইলা পয়স্বিনী-তীরে।
স্নান করি গেলা আদিকেশব-মন্দিরে॥
কেশব দেখিয়া প্রেমে আবিষ্ট হইলা।
নতি-স্তুতি নৃত্য-গীত বহুত করিলা॥
প্রেম দেখি লোকের হইল মহাচমৎকার।
সর্ব্বলোক কৈল প্রভুর পরম সৎকার॥
মহাভক্তগণ সহ তাহা গোষ্ঠী হৈল।
ব্রহ্মসংহিতাধ্যায় পুঁথি তাহাই পাইল॥

পুথি পাঞা প্রভুর হৈল আনন্দ অপার।
কম্প অশ্রু স্বেদ স্তম্ভ পুলক বিকার॥
সিদ্ধান্তশাস্ত্র নাহি ব্রহ্মসংহিতার সম।
গোবিন্দ-মহিমা-জ্ঞানের পরমকারণ॥
অল্প অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।
সকল বৈষ্ণবশাস্ত্রমধ্যে অতি সার॥
বহু যত্নে সেই পুথি নিল লেখাইয়া।
অনন্ত পদ্মনাভ দেখে হরষিত হঞা॥
দিন দুই পদ্মনাভের করি দরশন।
আনন্দে দেখিতে আইলা শ্রীজনার্দ্দন॥
দিন দুই তাঁহা করি কীর্ত্তন-নর্ত্তন।
পয়োষ্ণী আসিয়া দেখে শঙ্কর নারায়ণ॥
সিংহারিমঠ আইলা শঙ্করাচার্য্য-স্থানে।
মৎস্যতীর্থ দেখি কৈল তুঙ্গভদ্রায় স্নানে।
মাধ্বাচার্য্য-স্থানে আইলা যাঁহা তত্ত্ববাদী।
উড়ুপকৃষ্ণ দেখিয়া হৈলা প্রেমোন্মাদী॥
নর্ত্তক গোপাল কৃষ্ণ পরমমোহনে।
মাধ্বাচার্য্যে স্বপ্ন দিয়া আইলা তাঁর স্থানে॥
গোপীচন্দন ভিতর আছিল ডিঙ্গাতে।
মাধ্বাচার্য্য-ঠাঞি কৃষ্ণ আইল কোনমতে॥
মাধ্বাচার্য্য আনি তাঁরে করিলা স্থাপন।
অদ্যাপি তাঁর সেবা করে তত্ত্ববাদিগণ॥
কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখি প্রভু মহাসুখ পাইল।
প্রেমাবেশে প্রভু বহু নৃত্য-গীত কৈল॥
তত্ত্ববাদিগণ প্রভুকে মায়াবাদি-জ্ঞানে।
প্রথমদর্শনে প্রভুর না কৈল সম্ভাষণে॥
পাছে প্রেমাবেশ দেখি হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণব-জ্ঞানেতে বহু করিল সৎকার॥
বৈষ্ণবতা সবার অন্তরে গর্ব্ব জানি।
ঈষৎ হাসিয়া কিছু কহে গৌরমণি॥

সবার অন্তরে গর্ব্ব জানি গৌরচন্দ্র।
তা সবা সহিত গোষ্ঠী করিল আরম্ভ॥
তত্ত্ববাদী আচার্য্য শাস্ত্রে পরম প্রবীণ।
তাঁরে প্রশ্ন কৈলা প্রভু হঞা যেন দীন॥
সাধ্যসাধন আমি না জানি ভালমতে।
সাধ্যসাধন শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে॥
আচার্য্য কহে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ।
এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠসাধন॥
পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন।
সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্রনিরূপণ॥
প্রভু কহে শাস্ত্রে কহে শ্রবণ কীর্ত্তন।
কৃষ্ণপ্রেম সেবা ফলের পরমসাধন॥

শ্রবণ কীর্ত্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা।
সেই পরমপুরুষার্থ পুরুষার্থ সীমা॥

কর্ম্মত্যাগ কর্ম্মনিন্দা সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে কৃষ্ণ-প্রেম-ভক্তি কভু নহে॥

পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গু করি মুক্তি দেখে নরকের সম॥

কর্ম্ম মুক্তি দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
সেই দুই স্থাপ তুমি সাধ্যসাধন॥
সন্ন্যাসী দেখিয়া মোরে করহ বঞ্চন।
না কহিলা তেঁই সাধ্যসাধন লক্ষণ॥
শুনি তত্ত্বাচার্য্য হৈলা অন্তরে লজ্জিত।
প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখি হইলা বিস্মিত॥
আচার্য্য কহে যেই কহ সেই সত্য হয়।
সর্ব্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয়॥

তথাপি মাধ্বাচার্য্য যে করিয়াছে নির্ব্বন্ধ।
সেই আচরিয়ে সবে সম্প্রদায়-সম্বন্ধ॥
প্রভু কহে কর্ম্মী জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায় দেখি সেই দুই চিহ্ন॥
সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে।
সত্যবিগ্রহ করি ঈশ্বরে করহ নিশ্চয়ে॥
এইমত তার ঘরে গর্ব্ব চূর্ণ করি।
ফল্গুতীর্থে তবে চলি আইলা গৌরহরি॥
ত্রিতকূপ বিশালয় করি দরশন।
পঞ্চাপ্সরা-তীর্থে আইলা শচীর নন্দন॥
গোকর্ণ শিব দেখি আইলা দ্বৈপায়নী।
সূর্পারক তীর্থে আইলা সন্ন্যাসিশিরোমণি॥
কোলাপুরে লক্ষ্মী দেখি ক্ষীর-ভগবতী।
লাঙ্গগণেশ দেখি চোরা ভগবতী॥
তথা হৈতে পাণ্ডুপুর আইলা গৌরচন্দ্র।
বিঠ্ঠল ঠাকুর দেখি পাইলা আনন্দ॥
প্রেমাবেশে কৈল বহু নর্ত্তন-কীর্ত্তন।
প্রভুর প্রেম দেখি সবার চমৎকার মন॥
তাঁহা এক বিপ্র তাঁহে নিমন্ত্রণ কৈল।
ভিক্ষা করি তাঁহা এক শুভবার্ত্তা পাইল॥
মাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী নাম।
সেই গ্রামে বিপ্রগৃহে করেন বিশ্রাম॥
শুনিয়া চলিলা প্রভু তাঁরে দেখিবারে।
বিপ্রগৃহে বসিয়াছেন দেখিল তাঁহারে॥
প্রেমাবেশে করে তাঁরে দণ্ডপরণাম।
পুলকাশ্রু কম্প সব অঙ্গে পড়ে ঘাম॥
দেখিয়া বিস্মিত হৈল শ্রীরঙ্গপুরীর মন।
উঠ উঠ শ্রীপাদ বলি বলিল বচন॥
শ্রীপাদ ধরহ আমায় গোসাঞির সম্বন্ধ।
তাহা বিনু কাঁহা নাহি এই প্রেমার গন্ধ॥

এত বলি প্রভুকে উঠাই কৈল আলিঙ্গন।
গলাগলি করি দোঁহে করেন ক্রন্দন॥
ক্ষণেক আবেশ ছাড়ি দোঁহার ধৈর্য্য হৈল।
ঈশ্বরপুরীর সম্বন্ধ প্রভু জানাইল॥
দুইজনে কৃষ্ণকথা কহে রাত্রি-দিনে।
এইমত গোঞাইল পাঁচ সাত দিনে॥
কৌতুকে পুরী তাঁরে পুছিলা জন্মস্থান।
গোসাঞি কৌতুকে নিল নবদ্বীপের নাম॥
শ্রীমাধবপুরীর সঙ্গে শ্রীরঙ্গপুরী।
পূর্ব্বে আসিয়াছিলা নদীয়া নগরী॥
জগন্নাথমিশ্র ঘরে ভিক্ষা যে করিল।
অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট তাঁহা যে খাইল॥
জগন্নাথের ব্রাহ্মণী মহাপতিব্রতা।
বাৎসল্যে হয় তেঁহো যেন জগন্মাতা॥
রন্ধনে নিপুণা নাহি তা সম ত্রিভুবনে।
পুত্রসম স্নেহে করায় সন্ন্যাসী ভোজনে॥
তাঁর এক পুত্র যোগ্য করিলা সন্ন্যাস।
শঙ্করারণ্য নাম তাঁর অল্প বয়স॥
এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল।
প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গপুরী এতেক কহিল॥
প্রভু কহে পূর্ব্বাশ্রমে তেঁহো মোর ভ্রাতা।
জগন্নাথমিশ্র মোর পূর্ব্বাশ্রমে পিতা॥
এইমত দুই জনে ইষ্টগোষ্ঠী করি।
দ্বারকা দেখিতে চলিলা শ্রীরঙ্গপুরী॥
দিন চারি প্রভুকে তাঁহা রাখিল ব্রাহ্মণ।
ভীমরথী-স্নান করি বিঠ্ঠল দর্শন॥
তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেণ্ণা-তীরে।
নানা তীর্থ দেখি তাঁহা দেবতামন্দিরে॥
ব্রাহ্মণসমাজ সব বৈষ্ণবচরিত।
বৈষ্ণব সকল পড়ে কৃষ্ণকর্ণামৃত॥

কর্ণামৃত সম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হৈতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমজ্ঞানে॥
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কৃষ্ণলীলার অবধি।
সে জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি।
ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত দুই পুথি পাইয়া।
মহারত্ন প্রায় পাই আইলা সঙ্গে লইয়া॥
তাপী স্নান করি আইলা মাহিষ্মতীপুরে।
নানাতীর্থ দেখে তাহা নর্ম্মদার তীরে॥
ধনুতীর্থ দেখি কৈলা নির্ব্বিন্ধ্যাতে স্নানে।
ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আইলা দণ্ডক-অরণ্যে॥
সপ্ততালবৃক্ষ তাঁহা কানন-ভিতর।
অতি বৃদ্ধ অতি স্থূল অতি উচ্চতর॥
সপ্ততাল দেখি প্রভু আলিঙ্গন কৈল।
সশরীরে সপ্ততাল বৈকুণ্ঠে চলিল॥
শূন্যস্থান দেখি লোকের হৈল চমৎকার।
লোকে কহে এ সন্ন্যাসী রাম-অবতার॥
সশরীরে গেল তাল শ্রীবৈকুণ্ঠধাম।
ঐছে শক্তি কার হয় বিনা এক রাম॥
প্রভু আসি কৈলা পম্পা-সরোবরে স্নান।
পঞ্চবটী আসি তাঁহা করিল বিশ্রাম॥
নাসিক ত্র্যম্বক দেখি গেলা ব্রহ্মগিরি।
কুশাবর্ত্তে আইলা যাঁহা জন্মিলা গোদাবরী॥
সপ্তগোদাবরী তীর্থ দেখি বহুতর।
পুনরপি আইলা প্রভু বিদ্যানগর॥
রামানন্দ রায় শুনি প্রভুর আগমন।
আনন্দে আসিয়া কৈল প্রভুরে মিলন॥
দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে চরণে ধরিয়া।
আলিঙ্গন কৈল প্রভু তাঁরে উঠাইয়া॥
দুইজন প্রেমাবেশে করয়ে ক্রন্দন।
প্রেমাবেশে শিথিল হৈল দুইজনার মন॥

কতক্ষণে দুইজন সুস্থির হইয়া।
নানা ইষ্টগোষ্ঠী করে একত্র বসিয়া॥
তীর্থযাত্রা কথা তবে সকল কহিলা।
কর্ণামৃত ব্রহ্মসংহিতা দুই পুথি দিলা॥
প্রভু কহে তুমি যেই সিদ্ধান্ত কহিলে।
এই দুই পুথি সেই সব সাক্ষী দিলে॥
রায়ের আনন্দ হৈল পুস্তক পাইয়া।
প্রভু সহ আস্বাদিল রাখিল লিখিয়া॥
গোসাঞি আইলা গ্রামে হৈল কোলাহল।
গোসাঞি দেখিতে লোক আইলা সকল॥
লোক দেখি রামানন্দ গেলা নিজঘরে।
মধ্যাহ্নে উঠিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে॥
রাত্রিকালে রায় পুনঃ কৈল আগমন।
দুইজন কৃষ্ণকথায় করে জাগরণ॥
দুইজনে কৃষ্ণকথা হয় রাত্রি দিনে।
পরম আনন্দে গেল পাঁচ সাত দিনে॥
রামানন্দ কহে গোসাঞি তোমার আজ্ঞা পাইয়া।
রাজাকে লিখিনু আমি মিনতি করিয়া॥
রাজা মোরে আজ্ঞা দিলা নীলাচল যাইতে।
চলিবার সজ্জা আমি লাগিয়াছি করিতে॥
প্রভু কহে এথা মোর এ জন্যে আগমন।
তোমা লঞা নীলাচলে করিব গমন॥
রায় কহে প্রভু আগে চল নীলাচল।
মোর সঙ্গে হাতী ঘোড়া সৈন্যকোলাহল॥
দিন দশে ইহা সব করি সমাধান।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব প্রয়াণ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে আসিতে আজ্ঞা দিয়া।
নীলাচলে চলিল প্রভু আনন্দিত হইয়া॥
যেই পথে পূর্ব্বে প্রভু করিলা আগমন।
সেই পথে চলিলা প্রভু দেখি বৈষ্ণবগণ॥

যাঁহা যায় উঠে লোক হরিধ্বনি করি।
দেখিয়া আনন্দ বড় পাইলা গৌরহরি॥
আলালনাথ আসি কৃষ্ণদাস পাঠাইল।
নিত্যানন্দ আসি নিজগণে বোলাইল॥
প্রভুর আগমন শুনি নিত্যানন্দ রায়।
উঠিয়া চলিল প্রেমে কেহ নাহি পায়॥
জগদানন্দ দামোদর পণ্ডিত মুকুন্দ।
নাচিয়া চলিলা দেহে না ধরে আনন্দ॥
গোপীনাথাচার্য্য চলে আনন্দিত হইয়া।
প্রভুরে মিলিলা সবে পথে লাগ পাইয়া॥
প্রভু প্রেমাবেশে সবে কৈলা আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে সবে করে আনন্দে ক্রন্দন॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আনন্দে চলিলা।
সমুদ্রের তীরে আসি প্রভুরে মিলিলা॥
সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর পড়িলা চরণে।
প্রভু তাঁরে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গনে॥
প্রেমাবেশে সার্ব্বভৌম করেন ক্রন্দনে।
সবা সঙ্গে আইলা প্রভু ঈশ্বর দর্শনে॥
জগন্নাথ দেখি প্রভুর প্রেমাবেশ হৈল।
কম্প স্বেদ পুলকাশ্রু শরীর ভাসিল॥
বহু নৃত্য কৈল প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া।
পাণ্ডাপাল সব আইলা প্রসাদ-মালা লৈয়া॥
মালা-প্রসাদ পাইয়া তবে প্রভু স্থির হৈলা।
জগন্নাথের সেবক সব আনন্দে মিলিলা॥
কাশীমিশ্র আসি পড়িল প্রভুর চরণে।
মান্য করি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গনে॥
জগন্নাথের পড়িছা আসি প্রভুরে মিলিলা।
প্রভুকে লইয়া সার্ব্বভৌম ঘরে গেলা॥
মোর ঘরে ভিক্ষা বলি নিমন্ত্রণ কৈলা।
দিব্য দিব্য মহাপ্রসাদ অনেক আনাইলা॥

মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু নিজগণ লইয়া।
সার্ব্বভৌম ঘরে ভিক্ষা করিলা আসিয়া॥
ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে করাইল শয়ন।
আপনে সার্ব্বভৌম করে পাদ-সংবাহন॥
প্রভু তাঁরে পাঠাইলা ভোজন করিতে।
সেই রাত্রি তাঁর ঘরে রহিলা তাঁর প্রীতে॥
সার্ব্বভৌম সঙ্গে আর লইয়া নিজগণ।
তীর্থযাত্রা কথা কহি কৈলা জাগরণ॥
প্রভু কহে এত তীর্থ কৈল পর্য্যটন।
তোমা সব বৈষ্ণব না দেখিল একজন॥
এক রামানন্দ রায় বহু সুখ দিল।
ভট্ট বলে এই লাগি মিলিতে কহিল॥
তীর্থযাত্রা-কথা এই হৈল সমাপন।
সংক্ষেপে কহিল বিস্তার না যায় বর্ণন॥
অনন্ত চৈতন্য-কথা কহিতে না জানি।
লোভ লজ্জা খাইয়া তার করি টানাটানি॥
প্রভুর তীর্থযাত্রা-কথা শুনে যেই জন।
চৈতন্যচরণে পায় গাঢ় প্রেমধন॥
চৈতন্যচরিত শুন শ্রদ্ধা ভক্তি করি।
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মুখে বল হরি হরি॥
এই কলিকালে আর নাহি অন্য ধর্ম্ম।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবশাস্ত্র এই কহে মর্ম্ম॥
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অগাধ গম্ভীর।
প্রবেশ করিতে নারি স্পর্শি রহি তীর॥
চৈতন্যচরিত শ্রদ্ধায় শুনে যেই জন।
যতেক বিচারে তত পায় মহাধন॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## দশম পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
পূর্ব্বে যবে মহাপ্রভু চলিলা দক্ষিণে।
প্রতাপরুদ্র রাজা তবে বোলাইল সার্ব্বভৌমে॥
বসিতে আসন দিলা করি নমস্কারে।
মহাপ্রভুর বার্ত্তা তবে পুছিল তাঁহারে॥
শুনিনু তোমার ঘরে এক মহাশয়।
গৌড় হৈতে আইলা তেঁহো মহাকৃপাময়॥
তোমারে বহু কৃপা কৈলা কহে সর্ব্বজন।
কৃপা করি করাহ মোরে তাঁহার দর্শন॥
ভট্ট কহে যে শুনিলে সেই সত্য হয়।
তাঁহার দর্শন তোমার ঘটন না হয়॥
বিরক্ত সন্ন্যাসী তেঁহো রহয়ে নির্জ্জনে।
স্বপ্নে-হ না করে তেঁহো রাজ-দরশনে॥
তথাপি প্রকারে তোমায় করাইতাম দর্শন।
সম্প্রতি করিল তেঁহো দক্ষিণে গমন॥
রাজা কহে জগন্নাথ ছাড়ি কেন গেলা।
ভট্ট কহে মহান্তের এই এক লীলা॥
তীর্থ পবিত্র করিতে করেন তীর্থভ্রমণ।
সেই ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক জন॥

বৈষ্ণবের এই হয় স্বভাব নিশ্চল।
তেঁহো জীব নহে হয় স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
রাজা কহে তাঁরে তুমি যাইতে কেন দিলে।
পায়ে পড়ি যত্ন করি কেন না রাখিলে॥
ভট্টাচার্য্য কহে তেঁহো ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
সাক্ষাৎ কৃষ্ণ তেঁহো নহে পরতন্ত্র॥

তথাপি রাখিতে তাঁরে বহু যত্ন কৈল।
ঈশ্বরের স্বতন্ত্র ইচ্ছা রাখিতে নারিল॥
রাজা কহে ভট্ট তুমি বিজ্ঞশিরোমণি।
তুমি তাঁরে কৃষ্ণ কহ তাতে সত্য মানি॥
পুনরপি ইহাঁ তাঁর হবে আগমন।
একবার দেখি করি সফল নয়ন॥
ভট্টাচার্য্য কহে তেঁহো আসিবে অল্পকালে।
রহিতে তাঁরে এক স্থান চাহিয়ে বিরলে॥
ঠাকুরের নিকটে হয় পরম নির্জ্জনে।
ঐছে নির্ণয় করি দেহ একস্থানে॥
রাজা কহে ঐছে কাশীমিশ্রের ভবন।
ঠাকুরের নিকট হয় পরম নির্জ্জন॥
এত কহি রাজা রহে উৎকণ্ঠিত হৈয়া।
ভট্টাচার্য্য কাশীমিশ্রে কহিল সব গিয়া॥
কাশীমিশ্র কহে আমি বড় ভাগ্যবান্।
মোর ঘরে প্রভুপাদের হৈবে অবস্থান॥
এইমত পুরুষোত্তমবাসী যত জন।
প্রভুরে মিলিতে সবার উৎকণ্ঠিত মন॥
সব লোকের উৎকণ্ঠা অত্যন্ত বাড়িলা।
মহাপ্রভু দক্ষিণ হৈতে ত্বরায় আইলা॥
শুনি আনন্দিত হৈল সবাকার মন।
সবে মিলি সার্ব্বভৌমে কৈল নিবেদন॥
প্রভু সহ আমা সবার করাহ মিলন।
তোমার প্রসাদে পাই চৈতন্যচরণ॥
ভট্টাচার্য্য কহে কালি কাশীমিশ্র-ঘরে।
প্রভু যাইবেন তাঁহা মিলাইব সবারে॥
আরদিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য-সঙ্গে।
জগন্নাথ দরশন কৈল মহারঙ্গে॥
মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁহা মিলিলা সেবকগণ।
মহাপ্রভু সবাকারে কৈল আলিঙ্গন॥

দর্শন করি মহাপ্রভু বসিলা বাহিরে।
ভট্টাচার্য্য নিল তাঁরে কাশীমিশ্র-ঘরে॥
কাশীমিশ্র পড়িলা আসি প্রভুর চরণে।
গৃহ-সহিত আত্মা তাঁরে কৈল নিবেদনে॥
প্রভু চতুর্ভুজ মূর্ত্তি তাঁরে দেখাইল।
আত্মসাৎ করি তাঁরে আলিঙ্গন কৈল॥
তবে মহাপ্রভু তাঁহা বসিলা আসনে।
চৌদিকে বসিলা নিত্যানন্দাদি ভক্তগণে॥
সুখী হৈলা প্রভু দেখি বাসার সংস্থান।
যেই বাসা হয় প্রভুর সর্ব্ব সমাধান॥
সার্ব্বভৌম কহে প্রভু তোমার যোগ্য বাসা।
তুমি অঙ্গীকার কর এই মিশ্রের আশা॥
প্রভু কহে এই দেহ তোমা সবাকার।
যে তুমি কহ সেই সম্মত আমার॥
তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর দক্ষিণপার্শ্বে বসি।
মিলাইতে লাগিলা সব পুরুষোত্তমবাসী॥
এই সব লোক প্রভু বৈসে নীলাচলে।
উৎকণ্ঠিত হৈয়া আছে তোমা মিলিবারে॥
তৃষিত চাতক যৈছে মেঘে হাহাকার।
তৈছে এই সব সবাকার অঙ্গীকার॥
জগন্নাথ-সেবক এই নাম জনার্দ্দন।
অনবসরে করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গসেবন॥
কৃষ্ণদাস নাম এই স্বর্ণবেত্রধারী।
শিখিমাহিতী এই লিখন-অধিকারী॥
প্রদ্যুম্নমিশ্র ইহোঁ বৈষ্ণব প্রধান।
জগন্নাথ মহাসোয়ার ইহোঁ দাস নাম॥
মুরারিমাহিতী শিখিমাহিতীর ভাই।
তোমার চরণ বিনু অন্য গতি নাই।
চন্দনেশ্বর সিংহেশ্বর মুরারি ব্রাহ্মণ।
বিষ্ণুদাস ইহোঁ ধ্যায় তোমার চরণ॥

প্রহরাজ মহাপাত্র ইহোঁ মহামতি।
পরমানন্দ মহাপাত্র ইঁহার সংহতি॥
এই সব বৈষ্ণব এই ক্ষেত্রের ভূষণ।
একান্তভাবে ভজে সবে তোমার চরণ।
তবে সবে পায়ে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া।
সবা আলিঙ্গিলা প্রভু প্রসাদ করিয়া॥
হেনকালে আইলা তাঁহা ভবানন্দ রায়।
চারি পুত্র সঙ্গে পড়ে মহাপ্রভুর পায়॥
সার্ব্বভৌম কহে এই রায় ভবানন্দ।
ইঁহার প্রথম পুত্র রায় রামানন্দ॥
তবে মহাপ্রভু তারে কৈলা আলিঙ্গন।
স্তুতি করি কহে রামানন্দ-বিবরণ॥
রামানন্দ হেন রত্ন যাহার তনয়।
তাহার মহিমা লোকে কহনে না হয়॥
সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি তোমার পত্নী কুন্তী।
পঞ্চপাণ্ডব তোমার পঞ্চপুত্র মহামতি॥
রায় কহে আমি শূদ্র বিষয়ী অধম।
মোরে স্পর্শ তুমি এই ঈশ্বর-লক্ষণ॥
নিজ গৃহ বিত্ত ভৃত্য পঞ্চপুত্র সনে।
আত্ম সমর্পিলুঁ আমি তোমার চরণে॥
এই বাণীনাথ রহিবে তোমার চরণে।
যবে যেই আজ্ঞা সেই করিবে সেবনে॥
আত্মীয় জ্ঞান করি সঙ্কোচ না করিবে।
যেই যবে ইচ্ছা তোমার সেই আজ্ঞা দিবে॥
প্রভু কহে কি সঙ্কোচ নহ তুমি পর।
জন্মে জন্মে তুমি আমার সবংশে কিঙ্কর॥
দিন পাঁচ সাত ভিতরে আসিব রামানন্দ।
তাঁর সঙ্গে পূর্ণ হৈবে আমার আনন্দ॥
এত বলি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
তাঁর পুত্র সব শিরে ধরিল চরণ॥

তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঘরে পাঠাইল।
বাণীনাথ পট্টনায়ক নিকটে রাখিল॥
ভট্টাচার্য্য সব লোকে বিদায় করিল।
তবে প্রভু কালিয়া কৃষ্ণদাসে বোলাইলা॥
প্রভু কহে ভটাচার্য্য শুন ইহার চরিত।
দক্ষিণ গেলেন ইহো আমার সহিত॥
ভট্টমারি হৈতে গেলা আমারে ছাড়িয়া।
ভট্টমারি হৈতে ইহায় আনিল উদ্ধারিয়া॥
এবে আমি আনি ইহা করিল বিদায়।
যাহা তাঁহা যাহ আমা সনে নাহি আর দায়॥
এত শুনি কৃষ্ণদাস কান্দিতে লাগিলা।
মধ্যাহ্ন করিতে মহাপ্রভু উঠি গেলা॥
নিত্যানন্দ জগদানন্দ মুকুন্দ দামোদর।
চারিজনে যুক্তি তবে করিল অন্তর॥
গৌড়দেশে পাঠাইতে চাহি একজন।
আইকে কহিব যাই প্রভুর আগমন॥
অদ্বৈত-শ্রীবাস-আদি যত ভক্তগণ।
সবেই আসিব শুনি প্রভুর আগমন॥
এই কৃষ্ণদাসে দিব গৌড়ে পাঠাইয়া।
এত কহি তারে রাখিল আশ্বাস করিয়া॥
আর দিন প্রভু-ঠাই কৈল নিবেদন।
আজ্ঞা দেহ গৌড়দেশে পাঠাই একজন॥
তোমার দক্ষিণগমন শুনি শচী আই।
অদ্বৈত আদি বৈষ্ণব আছেন দুঃখ পাই॥
একজন যাই কহে শুভ সমাচার।
প্রভু কহে কর সেই যে ইচ্ছা তোমার॥
তবে সেই কৃষ্ণদাসে গৌড়ে পাঠাইল।
বৈষ্ণব সবারে দিতে মহাপ্রসাদ দিল॥
তবে গৌড়দেশে আইলা কালিয়াকৃষ্ণদাস।
নবদ্বীপ গেলা তেঁহো শচী আই পাশ॥

মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁরে কৈল নমস্কার।
দক্ষিণ হৈতে আইলা প্রভু কহে সমাচার॥
শুনি আনন্দিত হৈল শচীমাতার মন।
শ্রীনিবাস-আদি আর যত ভক্তগণ॥
শুনিয়া সবার হৈল পরম উল্লাস।
অদ্বৈত আচার্য্যগৃহে গেলা কৃষ্ণদাস॥
আচার্য্যে প্রসাদ দিয়া কৈল নমস্কার।
সম্যক্ কহিল মহাপ্রভুর সমাচার॥
শুনিয়া আচার্য্যগোসাঞি পরমানন্দ হৈলা।
প্রেমাবেশে হুঙ্কার বহু নৃত্য-গীত কৈলা॥
হরিদাস ঠাকুরের হৈল পরম আনন্দ।
বাসুদেব দত্ত গুপ্ত মুরারি শিবানন্দ॥
আচার্য্যবর আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
আচার্য্যনিধি আর পণ্ডিত গদাধর॥
শ্রীরামপণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর।
শ্রীমান্‌পণ্ডিত আর বিজয় শ্রীধর॥
রাঘবপণ্ডিত আর আচার্য্য নন্দন।
কতেক কহিব আর যত প্রভুর গণ॥
শুনিয়া সবাই হৈল পরম উল্লাস।
সবে মিলি আইলা শ্রীঅদ্বৈতের পাশ॥
আচার্য্যের কৈল সবে চরণ-বন্দন।
আচার্য্যগোসাঞি কৈল সবা আলিঙ্গন॥
দুই তিন দিন আচার্য্য মহোৎসব কৈল।
নীলাচল যাইতে তবে যুক্তি দৃঢ় হৈল॥
সবে মিলি নবদ্বীপে একত্র হইয়া।
নীলাদ্রি চলিল শচীমাতার আজ্ঞা লইয়া॥
প্রভুর সমাচার পাই কুলীনগ্রামবাসী।
সত্যরাজ রামানন্দ মিলিলা তাঁহা আসি॥
মুকুন্দ নরহরি রঘুনন্দন খণ্ড হৈতে।
আচার্য্যের ঠাঁই আইলা নীলাচল যাইতে॥

সেই কালে দক্ষিণ হৈতে পরমানন্দপুরী।
গঙ্গাতীরে তীরে আইলা নদীয়া নগরী॥
আইর মন্দিরে সুখে করিল বিশ্রাম।
আই তাঁরে ভিক্ষা দিল করিয়া সম্মান॥
প্রভু-আগমন তেঁহো তাহাই শুনিল।
শীঘ্র নীলাচল যাইতে তাঁর ইচ্ছা হৈল॥
প্রভুর এক ভক্ত দ্বিজ কমলাকান্ত নাম।
তাঁরে লইয়া নীলাচলে করিল পয়ান॥
সত্বরে আসিয়া তেঁহো মিলিলা প্রভুরে।
প্রভুর আনন্দ হৈল পাইয়া তাঁহারে॥
প্রেমাবেশে কৈল তাঁর চরণ-বন্দন।
তেঁহো প্রেমাবেশে কৈল প্রভুরে আলিঙ্গন॥
প্রভু কহে তোমা সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা হয়।
মোরে কৃপা করি কর নীলাদ্রি-আশ্রয়॥
পুরী কহে তোমা সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা করি।
গৌড় হৈতে চলি আইলাম নীলাচলপুরী॥
দক্ষিণ হইতে তোমার শুনি আগমন।
শচীর আনন্দ আর যত ভক্তগণ॥
সবেই আসিতেছেন তোমারে দেখিতে।
তা সবারে বিলম্ব দেখি আইলাম ত্বরিতে॥
কাশীমিশ্রের আবাস নিভৃতে এক ঘর।
প্রভু তাঁরে দিল এক সেবার কিঙ্কর॥
আর দিনে আইলা স্বরূপ-দামোদর।
প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্ম রসের সাগর॥
পুরুষোত্তম আচার্য্য তাঁর নাম পূর্ব্বাশ্রমে।
নবদ্বীপে ছিলা তেঁহো প্রভুর চরণে॥
প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্মত্ত হইয়া।
সন্ন্যাসগ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া॥
চৈতন্যানন্দ গুরু তাঁর আজ্ঞা দিল তারে।
বেদান্ত পড়িয়া পড়াও সমস্ত লোকেরে॥

পরম বিরক্ত তেঁহো পরম পণ্ডিত।
কায়মনে আশ্রিয়াছে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত॥
নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব এইত কারণ।
উন্মাদে করিলা তেঁহো সন্ন্যাস গ্রহণ॥
সন্ন্যাস করিল শিখা-সূত্র-ত্যাগরূপ।
যোগপট্ট না লইল নাম হইল স্বরূপ॥
গুরু-ঠাঞি আজ্ঞা মাগি আইল নীলাচলে।
রাত্রিদিনে কৃষ্ণপ্রেম-আনন্দ-বিহ্বলে॥
পাণ্ডিত্যের অবধি কথা নাহি কারো সনে।
নির্জ্জনে রহেন সব লোক নাহি জানে॥
কৃষ্ণরসতত্ত্ববেত্তা দেহ প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ॥
গ্রন্থ শ্লোক গীত কেহ প্রভু-আগে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে পাছে প্রভু শুনে॥
ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ যেই আর রসাভাস।
শুনিতে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস॥
অতএব স্বরূপ আগে করে পরীক্ষণ।
শুদ্ধ হয় যদি করায় প্রভুকে শ্রবণ॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ॥
সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব সম শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
দামোদর সম আর নাহি মহামতি॥
অদ্বৈত-নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম।
শ্রীবাসাদি ভক্তগণের হয় প্রাণসম॥
সেই দামোদর আসি দণ্ডবৎ হৈলা।
চরণে পড়িয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥

উঠাইয়া মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুইজনে প্রেমাবেশে হৈলা অচেতন॥
কতক্ষণে দুইজনে স্থির যবে হৈলা।

তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে লাগিলা॥
তুমি যে আসিবে আজি স্বপ্নেতে দেখিল।
ভাল হৈল অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল॥
স্বরূপ কহে প্রভু মোর ক্ষম অপরাধ।
তোমা ছাড়ি অন্যত্র গেলুঁ করিলুঁ প্রমাদ॥
তোমার চরণে মোর নাহি প্রেমলেশ।
তোমা ছাড়ি পাপী মুঞি গেলুঁ অন্যদেশ॥
মুঞি তোমা ছাড়িলুঁ তুমি মোরে না ছাড়িলা।
কৃপারজ্জু গলে বান্ধি চরণে আনিলা॥
তবে স্বরূপ কৈল নিত্যানন্দের বন্দন।
নিত্যানন্দ প্রভু কৈল প্রেম-আলিঙ্গন॥
জগদানন্দ মুকুন্দ শঙ্কর সার্ব্বভৌম।
সবা-সনে যথাযোগ্য করিলা মিলন॥
পরমানন্দপুরীর কৈল চরণবন্দন।
পুরীগোসাঞি তারে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন॥
মহাপ্রভু দিলা তারে নিভৃতে বাসাঘর।
জলাদি পরিচর্য্যা লাগি এক কিঙ্কর॥
আর দিন সার্ব্বভৌমাদি ভক্তগণ-সঙ্গে।
বসি আছেন মহাপ্রভু কৃষ্ণ-কথা রঙ্গে॥
হেনকালে গোবিন্দের হৈল আগমন।
দণ্ডবৎ করি কহে বিনয় বচন॥
ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য গোবিন্দ মোর নাম।
পুরীগোসাঞির আজ্ঞায় আইলুঁ তব স্থান॥
সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে গোসাঞি আজ্ঞা কৈল মোরে।
কৃষ্ণচৈতন্য নিকট রহি সেবহ তাঁহারে॥
কাশীশ্বর আসিবেন তীর্থ দেখিয়া।
প্রভু আজ্ঞায় তোমার পদে আইলুঁ ধাইয়া॥
গোসাঞি কহে পুরীশ্বর বাৎসল্য করি মোরে।
কৃপা করি মোর ঠাঞি পাঠাইলা তোমারে॥
এত শুনি সার্ব্বভৌম প্রভুরে পুছিলা।

পুরীগোসাঞি শূদ্র-সেবক কাঁহাতে রাখিলা॥
প্রভু কহে ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদপরতন্ত্র॥
ঈশ্বরের কৃপা জাতি-কুলাদি না মানে।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিলা ভোজনে॥
স্নেহলেশাপেক্ষা মাত্র ঈশ্বর-কৃপায়।
স্নেহবশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার॥
মর্য্যাদা হৈতে কোটি সুখ স্নেহ-আচরণে।
পরম আনন্দ হয় যাহার শ্রবণে॥
এত বলি গোবিন্দেরে কৈল আলিঙ্গন।
গোবিন্দ করিল প্রভুর চরণ-বন্দন॥
প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য করহ বিচার।
গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য সে আমার॥
ইহাকে আপন সেবা করাইতে না জুয়ায়।
গুরু আজ্ঞা দিয়াছেন কি করি উপায়॥
ভট্টাচার্য্য কহে গুরু-আজ্ঞা বলবান্।
গুরু-আজ্ঞা না লঙ্ঘিবে শাস্ত্রপরমাণ॥

তবে মহাপ্রভু তারে কৈল অঙ্গীকার।
আপন শ্রীঅঙ্গ-সেবায় দিল অধিকার॥
প্রভুর প্রিয়ভৃত্য করি সবে করে মান।
সকল বৈষ্ণবের গোবিন্দ করে সমাধান॥
ছোট বড় কীর্ত্তনীয়া দুই হরিদাস।
রামাই নন্দাই রহে গোবিন্দের পাশ॥
গোবিন্দের সঙ্গে করে প্রভুর সেবন।
গোবিন্দের ভাগ্যসীমা না যায় বর্ণন॥

আর দিন মুকুন্দ দত্ত কহে প্রভুর স্থানে।
ব্রহ্মানন্দ ভারতী আইলা তোমার দর্শনে॥
আজ্ঞা দেহ যদি তাঁরে আনিয়ে এথাই।

প্রভু কহে গুরু তেঁহো যাব তার ঠাঞি॥
এত বলি মহাপ্রভু সব ভক্ত-সঙ্গে।
চলি আইলা ব্রহ্মানন্দ ভারতীর আগে॥
ব্রহ্মানন্দ পরিয়াছে মৃগচর্ম্মাম্বর।
তাহা দেখি প্রভুর দুঃখ হইল অন্তর॥
দেখিয়া ত ছদ্ম কৈল যেন দেখি নাই।
মুকুন্দেরে পুছে কোথায় ভারতী গোসাঞি॥
মুকুন্দ কহে এই আগে দেখ বিদ্যমান।
প্রভু কহে তেঁহো নহে তুমি অগেয়ান॥
অন্যেরে অন্য কহ নাহি তোমার জ্ঞান।
ভারতীগোসাঞি কেনে পরিবেন চাম॥
শুনি ব্রহ্মানন্দ করে হৃদয়ে বিচারে।
মোর চর্ম্মাম্বর এই না ভায় ইহারে॥
ভাল কহে চর্ম্মাম্বর দম্ভ লাগি পরি।
চর্ম্মাম্বর পরিধানে সংসার না তরি॥
আজি হৈতে না পরিব এই চর্ম্মাম্বর।
প্রভু বহির্ব্বাস আনাইলা জানিয়া অন্তর॥
চর্ম্ম ছাড়ি ব্রহ্মানন্দ পরিল বসন।
প্রভু আসি কৈল তাঁর চরণ-বন্দন॥
ভারতী কহে তোমার আচার লোক শিক্ষাইতে।
পুনঃ না করিবে নতি ভয় পাঙ চিতে॥
সাম্প্রতিক দুই ব্রহ্ম ইহা চলাচল।
জগন্নাথ অচল ব্রহ্ম তুমি ত সচল॥
তুমি গৌরবর্ণ তেঁহো শ্যামলবরণ।
দুই ব্রহ্মে কৈল সব জগৎ তারণ॥
প্রভু কহেন সত্য তোমার আগমনে।
দুই ব্রহ্ম প্রকটিলা শ্রীপুরুষোত্তমে॥
ব্রহ্মানন্দ নাম তোমার গৌরব্রহ্ম চল।
শ্যামব্রহ্ম জগন্নাথ বসিয়াছে অচল॥
ভারতী কহে সার্ব্বভৌম মধ্যস্থ হইয়া।

ইহার সহ আমার ন্যায় বুঝ মন দিয়া ॥
ব্যাপ্যব্যাপকভাবে জীব ব্রহ্ম জানি।
জীব ব্যাপ্য ব্রহ্ম ব্যাপক শাস্ত্রেতে বাখানি ॥
চর্ম্ম ঘুচাইয়া কৈল আমার শোধন।
দোঁহার ব্যাপ্য-ব্যাপকত্বে এই ত কারণ ॥

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাভক্তিপরায়ণ ॥

এই সব নামের ইহোঁ হয় নিজাস্পদ।
চন্দনাক্ত প্রসাদ-ডোর দ্বিভুজে অঙ্গদ ॥
ভট্টাচার্য্য কহে ভারতী দেখি তোমার জয়।
প্রভু কহে যেই কহ সেই সত্য হয় ॥
গুরুশিষ্য-ন্যায়ে সত্য শিষ্যপরাজয়।
ভারতী কহে এ নহে অন্য হেতু হয় ॥
ভক্ত-ঠাঁই তুমি হার এ তোমার স্বভাব।
আর এক শুন তুমি আপন প্রভাব ॥
আজন্ম করিনু আমি নিরাকার ধ্যান।
তোমা দেখি কৃষ্ণ হইলা মোর বিদ্যমান ॥
কৃষ্ণনাম মুখে স্ফুরে মনে নেত্রে কৃষ্ণ।
তোমাকে তদ্রূপ দেখি হৃদয় সতৃষ্ণ ॥

প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়।
যাহা নেত্র পড়ে তাঁহা শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরয় ॥
ভট্টাচার্য্য কহে দোঁহার সুসত্য বচন।
আগে যদি কৃষ্ণ দেন সাক্ষাৎ দর্শন ॥
প্রেম বিনা কভু নহে তাঁর সাক্ষাৎকার।
ইহার কৃপাতে হয় দর্শন ইহার ॥
প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু কি কহ সার্ব্বভৌম।
অতিস্তুতি হয় এই নিন্দার লক্ষণ ॥

এত বলি ভারতী লঞা নিজবাসা আইলা।
ভারতীগোসাঞি প্রভুর নিকটে রহিলা॥
রামভদ্রাচার্য্য আর ভগবান্ আচার্য্য।
প্রভু পাশে রহিলা দোঁহে ছাড়ি অন্য কার্য্য॥
কাশীশ্বর গোসাঞি আইলা আর দিনে।
সম্মান করিয়া প্রভু রাখিল নিজস্থানে॥
প্রভুরে করান লঞা ঈশ্বর-দর্শন।
আগে লোকভিড় সব করে নিবারণ॥
যত নদ-নদী যৈছে সমুদ্রে মিলয়।
ঐছে মহাপ্রভুর ভক্ত যাঁহা যাঁহা হয়॥
সবে আসি মিলিলা প্রভুর শ্রীচরণে।
প্রভু কৃপা করি সবারে রাখিলা নিজস্থানে॥
এই ত কহিল প্রভুর বৈষ্ণব-মিলন।
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্যচরণ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
আর দিন সার্ব্বভৌম কহে প্রভু-স্থানে।
অভয়দান দেহ তবে করি নিবেদনে॥
প্রভু কহে কহ তুমি কিছু নাহি ভয়।
যোগ্য হৈলে করিব অযোগ্য হৈলে নয়॥
সার্ব্বভৌম কহে এই প্রতাপরুদ্র রায়।
উৎকণ্ঠিত হঞা তোমা মিলিবারে চায়॥
কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে নারায়ণ।
সার্ব্বভৌম কহ কেন অযোগ্যবচন॥
সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজদরশন।

স্ত্রী-দরশন-সম হয় বিষের ভক্ষণ ॥

সার্ব্বভৌম কহে সত্য তোমার বচন।
জগন্নাথ-সেবক রাজা কিন্তু ভক্তোত্তম ॥
প্রভু কহে তথাপি রাজা কালসর্পাকার।
কাষ্ঠনারী-স্পর্শে যৈছে উপজে বিকার ॥

ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে।
পুনঃ যদি কহ আমা এথা না দেখিবে ॥
ভয় পাঞা সার্ব্বভৌম নিজঘরে গেল।
হেনকালে প্রতাপরুদ্র পুরুষোত্তমে আইল ॥
রামানন্দ রায় আইলা গজপতি-সঙ্গে।
প্রথমেই প্রভুরে আসি মিলিলেন রঙ্গে ॥
রায় প্রণতি কৈল প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুইজনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন ॥
রায়-সনে প্রভুর দেখি স্নেহব্যবহার।
সব ভক্তগণমনে হৈল চমৎকার ॥
রায় কহে তোমার আজ্ঞা রাজাকে কহিল।
তোমার ইচ্ছায় রাজা বিষয় ছাড়াইল ॥
আমি কহিল আমা হৈতে না হয় বিষয়।
চৈতন্যচরণে রহোঁ যদি আজ্ঞা হয় ॥
তোমার নাম শুনি রাজা আনন্দিত হৈল।
আসন হৈতে উঠি মোরে আলিঙ্গন কৈল ॥
তোমার নাম শুনি হৈল মহাপ্রেমাবেশ।
মোর হাতে ধরি কহে পীরিতি বিশেষ ॥
তোমার যে বর্ত্তন তুমি খাহ সে বর্ত্তন।
নিশ্চিন্ত হইয়া ভজ প্রভুর চরণ ॥
আমি ছার যোগ্য নহি তাঁর দরশনে।
তাঁরে যেই সেবে তার সফল জীবনে ॥
পরমকৃপালু তেঁহো ব্রজেন্দ্রনন্দন।

কোন জন্মে মোরে অবশ্য দিবেন দর্শন॥
যে তাঁহার প্রেম-আর্ত্তি দেখিল তোমাতে।
তার এক লেশ প্রীতি নাহিক আমাতে॥
প্রভু কহেন তুমি কৃষ্ণভকত প্রধান।
তোমারে যে প্রীতি করে সেই ভাগ্যবান্॥
তোমাকে এতেক প্রীতি হইল রাজার।
এই গুণে কৃষ্ণ তাঁকে করিবেন অঙ্গীকার॥

পুরী ভারতী গোসাঞি স্বরূপ নিত্যানন্দ।
চারি গোসাঞির কৈল রায় চরণাভিবন্দ॥
জগদানন্দ মুকুন্দাদি যত ভক্তগণ।
যথাযোগ্য সব ভক্তে করিলা মিলন॥
প্রভু কহে রায় দেখিলে কমললোচন।
রায় কহে এবে যাই পাইব দরশন॥
প্রভু কহে রায় তুমি কি কর্ম্ম করিলা।
ঈশ্বর না দেখি আগে এথা কেনে আইলা॥
রায় কহে চরণ রথ হৃদয় সারথী।
যাঁহা লঞা যায় তাঁহা যায় জীব-রথী॥
আমি কি করিব মন ইহা লঞা আইল।
জগন্নাথ-দরশনে বিচার না কৈল॥
প্রভু কহে যাহ শীঘ্র কর দরশন।
ঐছে ঘর যাই কর কুটুম্ব-মিলন॥
প্রভু-আজ্ঞা পাঞা রায় চলিলা দর্শনে।
রায়ের প্রেমভক্তি-রীতি বুঝে কোন্ জনে॥
ক্ষেত্রে আসি রাজা সার্ব্বভৌমে বোলাইল।
সার্ব্বভৌমে নমস্করি তাহারে পুছিল॥
মোর লাগি প্রভু-পদে কৈলে নিবেদন।
সার্ব্বভৌম কহে কৈল অনেক যতন॥
তথাপি না করে তেঁহো রাজদরশন।
ক্ষেত্র ছাড়ে পুনঃ যদি করি নিবেদন॥

শুনিয়া রাজার মনে দুঃখ উপজিল।
বিষাদ করিয়া কিছু কহিতে লাগিল॥
পাপী নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার।
শুনি জগাই মাধাই তেঁহো করিলা উদ্ধার॥
প্রতাপরুদ্র ছাড়ি করিবেন জগৎ উদ্ধার।
এই প্রতিজ্ঞা করি জানি করিয়াছেন অবতার॥

তাঁর প্রতিজ্ঞা না করিব রাজদরশন।
মোর প্রতিজ্ঞা তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন॥
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন।
কিবা রাজ্য কিবা দেহ সব অকারণ॥
এত শুনি ভট্টাচার্য্য হইল চিন্তিত।
রাজার অনুরাগ দেখি হইল বিস্মিত॥
ভট্টাচার্য্য কহে দেব না কর বিষাদ।
তোমার উপর হৈবে প্রভুর অবশ্য প্রসাদ॥
তেঁহো প্রেমাধীন তোমার প্রেম গাঢ়তর।
অবশ্য করিবেন কৃপা তোমার উপর॥
তথাপি কহিয়ে আমি এক উপায়।
এই উপায় কর প্রভু দেখিবে যাহায়॥
রথযাত্রা দিনে প্রভু সব ভক্ত লঞা।
রথ-আগে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হঞা॥
প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে করেন প্রবেশ।
সেইকালে তুমি একা ছাড়ি রাজবেশ॥
কৃষ্ণ-রাসপঞ্চাধ্যায়ী করিতে পঠন।
একলে গিয়া মহাপ্রভুর ধরিবে চরণ॥
বাহ্যজ্ঞান নাহি সেকালে কৃষ্ণনাম শুনি।
আলিঙ্গন করিবে তোমায় বৈষ্ণব জানি॥
রামানন্দ রায় আজি তোমার প্রেমগুণ।
প্রভু আগে কহিলেন প্রভুর ফিরি গেল মন॥
শুনি গজপতি-মনে সুখ উপজিল।

প্রভুরে মিলিতে এই যুক্তি দঢ় কৈল ॥
স্নানযাত্রা কবে হৈবে পুছিল ভট্টেরে ।
ভট্ট কহে তিনদিন আছয়ে যাত্রারে ॥
স্নানযাত্রা দেখি প্রভুর হইল বড় সুখ ।
ঈশ্বরের অনবসরে পাইল মহাদুঃখ ॥
গোপীভাবে প্রভু বিরহে ব্যাকুল হইয়া ।
আলালনাথে গেলা প্রভু সবারে ছাড়িয়া ॥
পাছে প্রভুর নিকট আইল ভক্তগণ ।
গৌড় হৈতে ভক্ত আইল কৈল নিবেদন ॥
সার্ব্বভৌম নীলাচলে আইলা প্রভু লঞা ।
প্রভু আইলা রাজার ঠাঞি কহিল আসিয়া ॥
হেনকালে আইলা তাঁহা গোপীনাথাচার্য্য ।
রাজাকে আশীর্ব্বাদ করি কহে শুন ভট্টাচার্য্য ॥
গৌড় হৈতে বৈষ্ণব আসিয়াছে দুই শত ।
মহাপ্রভুর ভক্ত সব মহাভাগবত ॥
নরেন্দ্রে আসিয়া সবে হৈল বিদ্যমান ।
তা সবার চাহি বাসা প্রসাদ সমাধান ॥
রাজা কহে পড়িছাকে আমি আজ্ঞা করিব ।
বাসা-আদি যে চাহিয়ে পড়িছা সব দিব ॥
মহাপ্রভুর গণ যত আইলা গৌড় হৈতে ।
ভট্টাচার্য্য একে একে দেখাহ আমাতে ॥
ভট্ট কহে অট্টালিকা কর আরোহণ ।
গোপীনাথ চিনে সবাকে করাবে দর্শন ॥
আমি কাঁহো না চিনি চিনিতে মন হয় ।
গোপীনাথাচার্য্য সবার করাইবে পরিচয় ॥
এত কহি তিনজন অট্টালিকা চড়িলা ।
হেনকালে বৈষ্ণবগণ নিকটে আইলা ॥
দামোদর-স্বরূপ গোবিন্দ দুইজন ।
মালা-প্রসাদ লঞা যায় যাঁহা বৈষ্ণবগণ ॥
প্রথমেই মহাপ্রভু পাঠাইলা দোঁহারে ।

রাজা কহে এই কোন চিনাহ আমারে॥
ভট্টাচার্য্য কহে এই স্বরূপ-দামোদর।
মহাপ্রভুর ইহ হয় দ্বিতীয় কলেবর॥
দ্বিতীয় গোবিন্দ ভৃত্য ইহা দোঁহা দিয়া।
মালা পাঠাঞাছেন প্রভু গৌরব করিয়া॥
আদৌ মালা অদ্বৈতেরে স্বরূপ পরাইল।
পাছে গোবিন্দ দ্বিতীয় মালা তাঁরে দিল॥
তবে গোবিন্দ দণ্ডবৎ কৈল আচার্য্যেরে।
তাঁরে না চিনে আচার্য্য পুছিলা দামোদরে॥
দামোদর কহেন ইহার গোবিন্দ নাম।
ঈশ্বরপুরীর সেবক অতি গুণবান॥
প্রভু-সেবা করিতে ইহারে পুরী আজ্ঞা দিল।
অতএব প্রভু ইহাকে নিকটে রাখিল॥
রাজা কহে যাঁরে মালা দিল দুইজন।
কহ আচার্য্য তেজে বড় এহ মহান্ত কোন্ জন॥
আচার্য্য কহে ইহার নাম অদ্বৈত-আচার্য্য।
মহাপ্রভুর মান্যপাত্র সর্ব্বশিরোধার্য্য॥
শ্রীবাসপণ্ডিত ইহোঁ পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
বিদ্যানিধি আচার্য্য ইহোঁ পণ্ডিত গদাধর॥
আচার্য্যরত্ন ইহোঁ আচার্য্য পুরন্দর।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত ইহোঁ পণ্ডিত শঙ্কর॥
এই মুরারি গুপ্ত এই পণ্ডিত নারায়ণ।
হরিদাস ঠাকুর এই ভুবন-পাবন॥
এই হরিভট্ট এই শ্রীনৃসিংহানন্দ।
এই বাসুদেব দত্ত এই শিবানন্দ॥
গোবিন্দ মাধব আর বাসুদেব ঘোষ।
তিন ভাই কীর্ত্তনে করে প্রভুর সন্তোষ॥
রাঘব পণ্ডিত এই আচার্য্য নন্দন।
শ্রীমান্ পণ্ডিত এই শ্রীকান্ত নারায়ণ॥
শুক্লাম্বর দেখ এই শ্রীধর বিজয়।

বল্লভ সেন এই পুরুষোত্তম সঞ্জয়॥
কুলীনগ্রামবাসী এই সত্যরাজ খান।
রামানন্দ আদি এই দেখ বিদ্যমান॥
মুকুন্দদাস নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন॥
কতেক কহিব এই দেখ যত জন।
শ্রীচৈতন্যগণ সব চৈতন্য-জীবন॥
রাজা কহে দেখি আমার হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণবে ঐছে তেজ নাহি দেখি আর॥
কোটি-সূর্য্য-সম সবার উজ্জ্বল বরণ।
কভু নাহি শুনি এই মধুর কীর্ত্তন॥
ঐছে প্রেম ঐছে নৃত্য ঐছে হরিধ্বনি।
কাঁহা নাহি দেখি ঐছে কাঁহা নাহি শুনি॥
ভট্টাচার্য্য কহে তোমার সুসত্য বচন।
অবতরি চৈতন্য কৈল ধর্ম্মপ্রচারণ॥
কলিকালের ধর্ম্ম কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন॥
সেই ত সুমেধা আর কলিহত জন।

রাজা কহে শাস্ত্রপ্রমাণ চৈতন্য হয় কৃষ্ণ।
তবে কেন পণ্ডিত সব তাহাতে বিতৃষ্ণ॥
ভট্ট কহে তাঁর কৃপা-লেশ হয় যারে।
সেই সে তাঁহারে কৃষ্ণ করি লৈতে পারে॥
তাঁর কৃপা নাহি যারে পণ্ডিত নহে কেনে।
দেখিলে শুনিলে তাঁরে ঈশ্বর না মানে॥
রাজা কহে সবে জগন্নাথ না দেখিয়া।
চৈতন্যের বাসায় আগে চলিলা ধাইয়া॥
ভট্ট কহে এই স্বাভাবিক প্রেমরীত।
মহাপ্রভু মিলিতে সবার উৎকণ্ঠিত চিত॥
আগে তাঁরে মিলি সবে তাঁরে সঙ্গে লঞা।

তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ দেখিব আসিয়া।
রাজা কহে ভবানন্দের পুত্র বাণীনাথ।
মহাপ্রসাদ লঞা সঙ্গে জন পাঁচ সাত॥
মহাপ্রভুর আলয়ে করিল গমন।
এত মহাপ্রসাদ বা চাহি কি কারণ॥
ভট্ট কহে ভক্তগণ আইলা জানিয়া।
প্রভুর ইঙ্গিতে প্রসাদ যায় তাঁহা লইয়া॥
রাজা কহে উপবাস ক্ষৌর তীর্থের বিধান।
তাহা না করিয়া কেনে খাইবে অন্ন পান॥
ভট্ট কহে তুমি কহ সেই বিধিকর্ম্ম।
এই রাগমার্গে আছে সূক্ষ্ম ধর্ম্মমর্ম্ম॥
ঈশ্বরের পরোক্ষ আজ্ঞা ক্ষৌর-উপোষণ।
প্রভুর সাক্ষাৎ-আজ্ঞা প্রসাদভক্ষণ॥
তাঁহা উপবাস যাঁহা নাহি মহাপ্রসাদ।
প্রভু-আজ্ঞা প্রসাদত্যাগ হয় অপরাধ॥
বিশেষ শ্রীহস্তে প্রভু করিবে পরিবেশন।
এত লাভ ছাড়ি কোন্ করে উপোষণ॥
পূর্ব্বে প্রভু প্রসাদান্ন মোরে আনি দিল।
প্রাতে শয্যায় বসি আমি সেই অন্ন খাইল॥
যারে কৃপা করি করে হৃদয়ে প্রেরণ।
কৃষ্ণাশ্রয় ছাড়ে সেই বেদলোক-ধর্ম্ম॥

তবে রাজা অট্টালিকা হৈতে আইলা।
কাশীমিশ্র পড়িছা-পাত্র দোঁহে বোলাইলা॥
প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা দিল সেই দুইজনে।
প্রভু-স্থানে আসিয়াছে যত ভক্তগণে॥
সবারে স্বচ্ছন্দ বাসা স্বচ্ছন্দ প্রসাদ।
স্বচ্ছন্দে দর্শন করাইহ যেন নহে বাধ॥
প্রভুর আজ্ঞা ধরিহ দোঁহে সাবধান হৈয়া।
আজ্ঞা নহে তবু করিহ ইঙ্গিত বুঝিয়া॥

এত বলি বিদায় দিল সেই দুইজনে।
সার্ব্বভৌম দেখি আইলা বৈষ্ণব-মিলনে॥
গোপীনাথাচার্য্য ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম।
দূরে রহি দেখে প্রভুর বৈষ্ণব-মিলন॥
সিংহদ্বার ডাহিনে ছাড়ি সব বৈষ্ণবগণ॥
কাশীমিশ্রগৃহ-পথে করিলা গমন॥
হেনকালে মহাপ্রভু নিজগণ-সঙ্গে।
বৈষ্ণব মিলিলা আসি পথে মহারঙ্গে॥
অদ্বৈত করিল প্রভুর চরণ-বন্দন।
আচার্য্যেরে কৈল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন॥
প্রেমানন্দে হৈল দোঁহে পরম অস্থির।
সময় দেখিয়া প্রভু হৈলা কিছু ধীর॥
শ্রীবাসাদি কৈল প্রভুর চরণবন্দন॥
প্রত্যেকে করিলা প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন॥
একে একে সব ভক্তে কৈল সম্ভাষণ।
সবা লঞা অভ্যন্তরে করিল গমন॥
মিশ্রের আবাস সেই হয় অল্পস্থান।
অসংখ্য বৈষ্ণব তাহা হৈল পরিমাণ॥
আপন-নিকটে প্রভু সবারে বসাইল।
আপনে শ্রীহস্তে সবায় মালা-চন্দন দিল॥
ভটাচার্য্য আইলা মহাপ্রভুর স্থানে।
যথাযোগ্য মিলন করিল সবা সনে॥
অদ্বৈতেরে প্রভু কহে বিনয়-বচনে।
আজি আমি পূর্ণ হৈলাম তোমার আগমনে॥
অদ্বৈত কহে ঈশ্বরের এই স্বভাব হয়।
যদ্যপি আপনে পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যময়॥
তথাপি ভক্তসঙ্গে তাঁর হয় সুখোল্লাস।
ভক্তসঙ্গে করে নিত্য বিবিধ বিলাস॥
বাসুদেবে দেখি প্রভু আনন্দিত হৈয়া।
তারে কিছু কহে তার অঙ্গে হস্ত দিয়া॥

বাসু কহে মুকুন্দ আদৌ পাইল তোমার সঙ্গ।
তোমার চরণপ্রাপ্তি সেই পুনর্জন্ম॥
ছোট হৈয়া মুকুন্দ এবে হৈলা মোর জ্যেষ্ঠ।
তোমার কৃপামাত্র তাতে সর্ব্বগুণশ্রেষ্ঠ।
পুনঃ প্রভু কহে আমি তোমার নিমিত্তে॥
দুই পুস্তক আনিয়াছি দক্ষিণ হইতে॥
স্বরূপের ঠাঞি আছে লহ লেখাইয়া।
বাসুদেব আনন্দিত পুস্তক পাইয়া॥
প্রত্যেক বৈষ্ণব সব লিখিয়া লইল।
ক্রমে ক্রমে দুই পুস্তক জগৎ ব্যাপিল॥
শ্রীবাসাদ্যে কহে প্রভু করি মহাপ্রীত।
তোমার চারি ভাইর আমি হই মূল্যক্রীত॥
শ্রীবাস কহেন কেন কহ বিপরীত।
কৃপা-মূল্যে চারি ভাই তোমারে বিক্রীত॥
শঙ্করে দেখিয়া প্রভু কহে দামোদরে।
সগৌরব প্রীতি আমার তোমার উপরে॥
শুদ্ধ কেবল প্রেম আমার ইহার উপর।
অতএব মোর সঙ্গে রাখহ শঙ্কর॥
দামোদর কহে শঙ্কর ছোট আমা হৈতে।
এবে আমার বড় ভাই তোমার কৃপাতে॥
শিবানন্দে কহে প্রভু তোমার আমাতে।
গাঢ় অনুরাগ হয় জানি আগে হৈতে॥
শুনি শিবানন্দ সেন প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে শ্লোক পড়িয়া॥

প্রথমেই মুরারি গুপ্ত প্রভুরে না মিলিয়া।
বাহিরে পড়িয়া আছে দণ্ডবৎ হৈয়া॥
মুরারি না দেখি প্রভু করে অন্বেষণ।
মুরারি লইতে ধাঞা আইলা বহুজন॥
তৃণ দুই গুচ্ছ মুরারি দশনে ধরিয়া।

মহাপ্রভু আগে গেলা দৈন্যহীন হঞা॥
মুরারি দেখিয়া প্রভু উঠিলা মিলিতে।
পাছে পাছে ধায় মুরারি লাগিলা বলিতে॥
মোরে না ছুঁইহ আমি অধম পামর।
তোমার স্পর্শযোগ্য নহে পাপ-কলেবর॥
প্রভু কহে মুরারি কর দৈন্য সংবরণ।
তোমার দৈন্য দেখি মোর বিদীর্ণ হয় মন॥
এত বলি প্রভু তারে করি আলিঙ্গন॥
নিকটে বসাইয়া করে অঙ্গ সম্মার্জ্জন।
আচার্য্যরত্ন বিদ্যানিধি পণ্ডিত গদাধর।
হরিভট্ট গঙ্গাদাস আচার্য্য পুরন্দর॥
প্রত্যেকে সবার প্রভু করি গুণগান।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গিয়া করিল সম্মান॥
সবারে সম্মানি প্রভুর হইল উল্লাস।
হরিদাস না দেখি কহে কাঁহা হরিদাস॥
দূর হৈতে হরিদাস গোসাঞি দেখিয়া।
রাজপথপ্রান্তে পড়ি আছে দণ্ডবৎ হৈয়া॥
মিলন-স্থানে আসি তিহোঁ প্রভুরে না মিলিলা।
রাজপথ-প্রান্তে দূরে পড়িয়া রহিলা॥
ভক্ত সব ধাঞা আইলা হরিদাসে নিতে।
প্রভু তোমায় মিলিতে চাহে চলহ ত্বরিতে॥
হরিদাস কহে মুঞি নীচজাতি ছার।
মন্দির-নিকটে যাইতে নাহি অধিকার॥
নিভৃতে টোটামধ্যে যদি স্থান খানিক পাঙ।
তাঁহা পড়ি রহোঁ একা কাল গোয়াঙ॥
জগন্নাথের সেবকে মোর স্পর্শ নাহি হয়।
তাঁহা পড়ি রহোঁ মোর এই বাঞ্ছা হয়॥
এই কথা লোক গিয়া প্রভুরে কহিল।
শুনি মহাপ্রভু মনে সুখ বড় পাইল।
হেনকালে কাশীমিশ্র পড়িছা দুইজন।

আসিয়া করিল প্রভুর চরণ-বন্দন ॥
সর্ব্ববৈষ্ণবেরে দেখি সুখী বড় হৈলা।
যথাযোগ্য সবার মনে আনন্দে মিলিলা ॥
প্রভু-পদে তুইজন কৈল নিবেদন।
আজ্ঞা দেহ বৈষ্ণবের করি সমাধান ॥
সবার করিয়াছি বাসগৃহ-সংস্থান।
মহাপ্রসাদান্ন সবার করি সমাধান ॥
প্রভু কহে গোপীনাথ যাহ সবা লৈয়া।
যাঁহা যাঁহা কহে তাঁহা বাসা দেহ যাঞা ॥
মহাপ্রসাদান্ন দেহ বাণীনাথ-স্থানে।
সর্ব্ববৈষ্ণবের এহো করিবে সমাধানে ॥
আমার নিকটে এই পুষ্পের উদ্যানে।
একখানি ঘর আছে পরম নির্জ্জনে ॥
সেই ঘরে আমাকে দেহ আছে প্রয়োজন।
নিভৃতে বসিয়া তাঁহা করিব স্মরণ ॥
মিশ্র কহে সব তোমার মাগ কি কারণ।
আপন ইচ্ছায় লহ চাহ যেই স্থান ॥
আমি হই তোমার দাস আজ্ঞাকারী ॥
যেই চাহি সেই আজ্ঞা কর কৃপা করি ॥
এত কহি তুইজনে বিদায় করিলা।
গোপীনাথ বাণীনাথ তুই সঙ্গে দিলা ॥
গোপীনাথে দেখাইল সব বাসা-ঘর।
বাণীনাথ-ঠাঞি দিল প্রসাদ বিস্তর ॥
বাণীনাথ আইলা অন্ন পিঠা পানা লইয়া।
গোপীনাথ আইলা বাসার সংস্কার করিয়া ॥
মহাপ্রভু কহে শুন সব বৈষ্ণবগণ।
নিজ নিজ বাসা সবে করহ গমন।
সমুদ্র-স্নান করি কর চূড়া-দরশন।
তবে হেথা আসি আজি করিবে ভোজন ॥
প্রভু নমস্করি সবে বাসাতে চলিলা।

গোপীনাথাচার্য্য সবায় বাসাস্থান দিলা ॥
তবে প্রভু আসিলা হরিদাস-মিলনে।
হরিদাস করে প্রেমে নামসঙ্কীর্ত্তনে ॥
প্রভু দেখি পড়ে আগে দণ্ডবৎ হইয়া।
প্রভু আলিঙ্গন দিল তারে উঠাইয়া॥
দুইজনে প্রেমাবেগে করেন ক্রন্দনে।
প্রভুগুণে ভৃত্য বিকল প্রভু ভৃত্যগুণে॥
হরিদাস কহে প্রভু না ছুঁইহ মোরে।
মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে ॥
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান॥
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ ন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন॥

এত বলি তারে লইয়া গেল পুষ্পোদ্যানে।
অতি নিভৃত সেই গৃহে দিল বাসস্থানে।
এই স্থানে রহ কর নাম সঙ্কীর্ত্তন।
প্রতিদিন আসি আমি করিব মিলন॥
মন্দিরের চক্র দেখি করিবে প্রণাম।
এই ঠাঞি তোমার আসিবে প্রসাদান্ন॥
নিত্যানন্দ জগদানন্দ দামোদর মুকুন্দ।
হরিদাসে মিলি সবে পাইল আনন্দ॥
সমুদ্রস্নান করি প্রভু আইলা নিজস্থান।
অদ্বৈতাদি গেলা সিন্ধু করিবারে স্নান॥
আসি জগন্নাথের কৈল চূড়া দরশন।
প্রভুর আবাসে আইল করিতে ভোজন॥
সবারে বসাইল প্রভু যোগ্যক্রম করি।
শ্রীহস্তে পরিবেশন কৈল গৌরহরি॥

অন্ন অন্ন না আইলে দিতে প্রভুর হাতে।
দুই তিনজনার ভক্ষ্য দেন একেক পাতে॥
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন।
ঊর্দ্ধ হস্তে বসিয়া রহিল ভক্তগণ॥
স্বরূপ গোসাঞি প্রভুরে কৈল নিবেদন।
তুমি না বসিলে কেহ না করে ভোজন॥
তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী রহে যত জন।
গোপীনাথচার্য্য তারে করিয়াছে নিমন্ত্রণ॥
আচার্য্য আসিয়াছে ভিক্ষার প্রসাদান্ন লইয়া।
পুরী ভারতী আছে অপেক্ষা করিয়া॥
নিত্যানন্দ লৈয়া ভিক্ষা করিতে বৈস তুমি।
বৈষ্ণবেরে পরিবেশন করিতেছি আমি॥
তবে প্রভু প্রসাদান্ন গোবিন্দ-হাতে দিল।
যত্ন করি হরিদাস ঠাকুরে পাঠাইল।
আপনে বসিলা সব সন্ন্যাসী লইয়া।
পরিবেশন করে আচার্য্য হরষিত হইয়া॥
স্বরূপগোসাঞি দামোদর জগদানন্দ।
বৈষ্ণবেরে পরিবেশন করে তিনজন॥
নানা পিঠা পানা খায় আকণ্ঠ পূরিয়া।
মধ্যে মধ্যে হরি কহে উচ্চ করিয়া॥
ভোজনসমাপ্তি হৈল কৈল আচমন।
সবারে পরাইল প্রভু মাল্য-চন্দন॥
বিশ্রাম করিতে সবে নিজবাসা গেলা।
সন্ধ্যাকালে আসি পুনঃ প্রভুরে মিলিলা॥
হেনকালে রামানন্দ আইলা প্রভু-স্থানে।
প্রভু মিলাইলা তারে সব বৈষ্ণব সনে॥
সবা লৈয়া গেলা প্রভু জগন্নাথালয়।
কীর্ত্তন আরম্ভ তাঁহা কৈলা মহাশয়॥
সন্ধ্যাধূপ দেখি আরম্ভিলা সঙ্কীর্ত্তন।
পড়িছা আনি দিল সবারে মাল্য-চন্দন॥

চারিদিকে চারি সম্প্রদায় করে সঙ্কীর্ত্তন।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন ॥
অষ্ট মৃদঙ্গ বাজে বত্রিশ করতাল।
হরিধ্বনি করে বৈষ্ণব কহে ভাল ভাল॥
কীর্ত্তনের মহামঙ্গল ধ্বনি যে উঠিল।
চতুর্দ্দশ লোক ভরি ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ॥
পুরুষোত্তমবাসী লোক আইলা দেখিবারে।
কীর্ত্তন দেখি উড়িয়ালোক হইল চমৎকারে॥
তবে প্রভু জগন্নাথের মন্দির বেড়িয়া।
প্রদক্ষিণ করি বুলে নর্ত্তন করিয়া ॥
আগে পাছে গান করে চারি সম্প্রদায়।
আছাড়ের কালে ধরে নিত্যানন্দ রায় ॥
অশ্রু পুলক কম্প প্রস্বেদ হুঙ্কার।
প্রেমের বিকার দেখি লোকে চমৎকার ॥
পিচকারীর ধারা যেন অশ্রু নয়নে।
চারিদিকের লোক সব করয়ে সিনানে ॥
বেড়ানৃত্য মহাপ্রভু করি কতক্ষণ।
মন্দিরের পাছে রহি করেন কীর্ত্তন ॥
চারিদিকে চারি সম্প্রদায় উচ্চস্বরে গায়।
মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করে গৌররায় ॥
বহুক্ষণ নৃত্য করি প্রভু স্থির হৈল ॥
চারি মহান্তেরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিল ॥
অদ্বৈত আচার্য্য নাচে এক সম্প্রদায়।
আর সম্প্রদায়ে নাচে নিত্যানন্দ রায় ॥
আর সম্প্রদায়ে নাচে পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
শ্রীবাস নাচেন আর সম্প্রদায় ভিতর॥
মধ্যে রহি মহাপ্রভু করেন দর্শন।
তাঁহা এক ঐশ্বর্য্য তার হৈল প্রকটন ॥
চারিদিকে নৃত্য-গীত করে যত জন।
সবে দেখে করে প্রভু আমারে দর্শন ॥

চারিজনের নৃত্য প্রভুর দেখিতে অভিলাষ।
সে অভিলাষে করে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ॥
দর্শনে আবেশ তাঁর দেখিমাত্র জানে।
কেমনে চৌদিকে দেখে ইহা নাহি জানে॥
পুলিন ভোজনে যেন কৃষ্ণ মধ্য স্থানে।
চৌদিকের সখা কহে চাহে আমা পানে॥
নৃত্য করিতে সেই আসে সন্নিধানে।
মহাপ্রভু করে তারে দৃঢ় আলিঙ্গনে॥
মহানৃত্য মহাপ্রেম মহাসঙ্কীর্ত্তন।
দেখি প্রেমানন্দে ভাসে নীলাচলের জন॥
গজপতি রাজা শুনি কীর্ত্তনমহত্ত্ব।
অট্টালী চড়িয়া দেখে স্বগণ সহিত॥
সঙ্কীর্ত্তন দেখি রাজার লাগে চমৎকার।
প্রভুরে মিলিতে উৎকণ্ঠা বাড়িল অপার॥
কীর্ত্তন সমাপি প্রভু দেখি পুষ্পাঞ্জলি।
সর্ব্ববৈষ্ণব লঞা বাসা আইলা গৌরহরি॥
পড়িছা আনিয়া দিল প্রসাদ বিস্তর।
সবারে বাঁটিয়া তাহা দিলেন ঈশ্বর॥
সবারে বিদায় দিল করিতে শয়ন।
এইমত লীলা করে শচীর নন্দন॥
যাবৎ আছিলা সবে মহাপ্রভুর সঙ্গে।
প্রতিদিন এইমত করে কীর্ত্তন-রঙ্গে॥
এইত কহিল প্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস।
যেই ইহা শুনে হয় চৈতন্যের দাস॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য॥

জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
শক্তি দেহ করি যেন চৈতন্যবর্ণন॥
পূর্ব্বে দক্ষিণ হৈতে যবে প্রভু আইলা।
তারে মিলিতে গজপতি উৎকণ্ঠিত হৈলা॥
কটক হৈতে পত্রী দিল সার্ব্বভৌম ঠাঞি।
প্রভু-আজ্ঞা হয় যদি দেখিবারে যাই॥
ভট্টাচার্য্য লিখিলা প্রভুর আজ্ঞা না হইল।
পুনরপি রাজা তারে পত্রী পাঠাইল॥
প্রভুর নিকটে যত আছে ভক্তগণ।
মোর লাগি তা সবারে করিহ নিবেদন॥
সে সব দয়ালু মোরে হইয়া সদয়।
মোর লাগি প্রভুপদে করেন বিনয়॥
তা সবার প্রসাদে মিলেঁা শ্রীপ্রভুর পায়।
প্রভুকৃপা বিনু মোরে রাজ্য নাহি ভায়॥
যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি।
রাজ্য ছাড়ি প্রাণ দিব হইয়া ভিখারী॥
ভট্টাচার্য্য পত্রী দেখি চিন্তিত হইয়া।
ভক্তগণ-পাশে গেলা সে পত্রী লইয়া॥
সবারে মিলিয়া কহিলা রাজবিবরণ।
পাছে সেই পত্রী সবারে করাইল দর্শন॥
পত্রী দেখি সবার মনে হইল বিস্ময়।
প্রভুর পদে গজপতির এত ভক্তি হয়॥
সবে কহে প্রভু তারে কভু না মিলিবে।
আমি সব কহি যবে দুঃখ সে মানিবে॥
সার্ব্বভৌম কহে সবে চল একবার।
মিলিতে না কহিব কহিব রাজব্যবহার॥
এত কহি সবে গেলা মহাপ্রভু-স্থানে।
কহিতে উন্মুখ সবে না কহে বচনে॥
প্রভু কহে কি কহিতে সবার আগমন।
দেখি যে কহিতে চাহ না কহ কি কারণ॥

নিত্যানন্দ কহে তোমায় চাহি নিবেদিতে।
না কহিলে রহিতে নারি কহিতে ভয় চিতে॥
যোগ্যাযোগ্য সব তোমায় চাহি নিবেদিতে।
তোমা না মিলিলে রাজা চাহে যোগী হইতে॥
যদ্যপি শুনিয়া প্রভুর কোমল হৈল মন।
তথাপি বাহিরে কহে নিষ্ঠুর বচন॥
তোমা-সবার ইচ্ছা এই আমারে লইয়া।
রাজাকে মিলহ ইহো কটক যাইয়া॥
পরমার্থ যাউক লোকে করিবে নিন্দন।
লোক রহু দামোদর করিবে ভর্ৎসন॥
তোমা-সবা আজ্ঞায় আমি না মিলি রাজারে।
দামোদর কহে যদি তবে মিলি তারে॥
দামোদর কহে তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব তোমার গোচর॥
আমি কোন ক্ষুদ্র জীব তোমারে বিধি দিব।
আপনে মিলিবে তাঁরে তাহা যে দেখিব॥
রাজা তোমায় স্নেহ করে তুমি স্নেহবশ।
তার স্নেহে করাইবে তারে তোমার পরশ॥
যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম স্বতন্ত্র।
তথাপি স্বভাবে হও প্রেম পরতন্ত্র॥
নিত্যানন্দ কহে ঐছে হয় কোন জন।
যে তোমায় কহে কর রাজারে মিলন॥
কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এই হয়।
ইষ্ট না পাইলে নিজ পরাণ ছাড়য়॥
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী হয় তাহাতে প্রমাণ।
কৃষ্ণ লাগি পতি-আগে ছাড়িল পরাণ॥
তৈছে যুক্তি করি যদি কর অবধান।
তুমিহ না মিল তারে রহে তার প্রাণ॥
এক বহির্ব্বাস যদি দেহ কৃপা করি।
তাহা পাঞা প্রাণ রাখে তোমার আশা ধরি॥

প্রভু কহে তুমি সব পরম বিদ্বান।
যে ভাল হয় সেই কর সমাধান॥
তবে নিত্যানন্দগোসাঞি গোবিন্দের পাশ।
মাগিয়া লইল প্রভুর এক বহির্ব্বাস॥
সেই বহির্ব্বাস সার্ব্বভৌম-পাশ দিল।
সার্ব্বভৌম সেই বস্ত্র রাজারে পাঠাইল॥
বস্ত্র পাইয়া আনন্দিত হইল রাজার মন।
প্রভুরূপ করি করে বস্ত্রের পূজন॥
রামানন্দ রায় যবে দক্ষিণ হৈতে আইলা।
প্রভুসঙ্গে রহিতে রাজারে নিবেদিলা॥
তবে রাজা সন্তোষে তাহারে আজ্ঞা দিলা।
আপন-মিলন লাগি সাধিতে লাগিলা॥
মহাপ্রভু মহাকৃপা করেন তোমারে।
মোরে মিলাইতে অবশ্য সাধিবে তাঁহারে॥
একসঙ্গে দুইজন ক্ষেত্রে যবে আইলা।
রামানন্দ রায় তবে প্রভুরে মিলিলা॥
প্রভু-পদে প্রেম-ভক্তি জানাইল রাজার।
প্রসঙ্গ পাইয়া ঐছে কহে বারবার॥
রাজমন্ত্রী রামানন্দ ব্যবহারে নিপুণ।
রাজার প্রীতি কহি দ্রবায় মহাপ্রভুর মন॥
উৎকণ্ঠাতে প্রতাপরুদ্র নারে রহিবারে।
রামানন্দ সাধিলেন প্রভু মিলিবারে॥
রামানন্দ প্রভুপদে কৈল নিবেদন।
একবার প্রতাপরুদ্রে দেখাহ চরণ॥
প্রভু কহে রামানন্দ কহ বিচারিয়া।
রাজারে মিলিতে জুয়ায় সন্ন্যাসী হইয়া॥
রাজার মিলনে ভিক্ষুর দুই লোক নাশ।
পরলোক রহু লোক করে উপহাস॥
রামানন্দ কহে তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
কারে তোমার ভয় তুমি নহ পরতন্ত্র॥

প্রভু কহে আমি মনুষ্য আশ্রমে সন্ন্যাসী।
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি॥
সন্ন্যাসীর অল্পছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়।
শুক্লবস্ত্রে মসীবিন্দু যৈছে না লুকায়॥
রায় কহে কত পাপীর করিয়াছ অব্যাহতি।
ঈশ্বরসেবক তোমার ভক্ত গজপতি॥
প্রভু কহে পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দুপাতে কেহ না করে পরশ॥
যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্ব্বগুণবান্।
তাহারে মলিন কৈল এক রাজনাম॥
তথাপি তোমার যদি মহাগ্রহ হয়।
তবে আমি মিলাহ মোরে তাহার তনয়॥
"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" এই শাস্ত্রবাণী।
পুত্রের মিলনে যেন মিলিলা আপনি॥
তবে রায় যাই সব রাজাকে কহিলা।
প্রভুর আজ্ঞায় তার পুত্রে লঞা আইলা॥
সুন্দর রাজার পুত্র শ্যামলবরণ।
কিশোর বয়স দীর্ঘ চপল-নয়ন॥
পীতাম্বর ধরে অঙ্গে রত্ন-আভরণ।
কৃষ্ণ-স্মরণের তেঁহো হৈল উদ্দীপন॥
তারে দেখি মহাপ্রভু কৃষ্ণ-স্মৃতি হৈলা।
প্রেমাবেশে তারে মিলি কহিতে লাগিলা॥
এই মহাভাগবত যাহার দর্শনে।
ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্মৃতি হয় সর্ব্বজনে॥
কৃতার্থ হইলাম আমি ইহার দর্শনে।
এত বলি পুনঃ তারে কৈল আলিঙ্গনে॥
প্রভুস্পর্শে রাজপুত্রের হৈল প্রেমাবেশ।
স্বেদ কম্প অশ্রু স্তম্ভ পুলক বিশেষ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে নাচে করয়ে রোদন।
তার ভাগ্য দেখি শ্লাঘা করে ভক্তগণ॥

তবে মহাপ্রভু তারে ধৈর্য্য করাইল।
নিত্য আসি আমায় মিলিহ এই আজ্ঞা দিল॥
বিদায় হইয়া রায় আইলা রাজপুত্র লঞা।
রাজা সুখ পাইল পুত্রের চেষ্টা দেখিয়া॥
পুত্রে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
সাক্ষাৎ পরশ যেন মহাপ্রভুর পাইলা॥
সেই হৈতে ভাগ্যবান্ রাজার নন্দন।
প্রভুর ভক্তগণ মধ্যে হৈলা একজন॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
নিরন্তর ক্রীড়া করে সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে॥
আচার্য্যাদি ভক্তগণ করে নিমন্ত্রণ।
তাঁহা তাঁহা ভিক্ষা করে লইয়া ভক্তগণ॥
এইমত নানা রঙ্গে দিনকত গেল।
শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রার দিবস আইল॥
প্রথমেই প্রভু কাশী মিশ্রেরে আনিয়া।
পড়িছা পাত্র সার্ব্বভৌম আনিল ডাকিয়া॥
তিনজনার পাশে প্রভু হাসিয়া কহিল।
গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনা সেবা মাগি নিল॥
পড়িছা কহে আমি সব সেবক তোমার।
যেই তোমার ইচ্ছা সেই কর্ত্তব্য আমার॥
বিশেষে রাজার আজ্ঞা হৈয়াছে আমারে।
যেই প্রভুর ইচ্ছা সেই শীঘ্র করিবারে॥
তোমার যোগ্য সেবা নহে মন্দির-মার্জ্জন।
এহো এক লীলা করয়ে তোমার মন॥
কিন্তু ঘটসম্মার্জ্জনী বহুত চাহিয়ে।
আজ্ঞা দেহ আজি সব ইহা আনি দিয়ে॥
তবে একশত ঘট শত সম্মার্জ্জনী।
পড়িছা আনিয়া দিল প্রভুর আজ্ঞা জানি॥
আর দিন প্রভাতে প্রভু লইয়া নিজগণ।
শ্রীহস্তে সবার অঙ্গে লেপিল চন্দন॥

শ্রীহস্তে সবারে দিল একেক মার্জ্জনী।
সব গণ লৈয়া প্রভু চলিলা আপনি॥
গুণ্ডিচামন্দিরে গেলা করিতে মার্জ্জন।
প্রথমে মার্জ্জনী লঞা করিল শোধন॥
ভিতর মন্দির উপর সব সংমার্জ্জিল।
সিংহাসন মার্জ্জি চারি ভিত শোধিল॥
ছোট বড় মন্দির কৈল মার্জ্জন শোধন।
পাছে তৈছে শোধিলেন শ্রীজগমোহন॥
চারি পাশে শত ভক্ত সম্মার্জ্জনী করে।
আপনি শোধয়ে প্রভু শিখায় সবারে॥
প্রেমোল্লাসে গৃহ শোধে লয় কৃষ্ণনাম।
ভক্তগণ কৃষ্ণ কহে করে নিজকাম॥
ধূলিধূসর তনু দেখিতে শোভন।
কাঁহা কাঁহা অশ্রুজলে করে সম্মার্জ্জন॥
ভোগমণ্ডপ শোধি শোধিল প্রাঙ্গণ।
সকল আবাস ক্রমে করিল শোধন॥
তৃণ ধূলি ঝিঁকুর সব একত্র করিয়া।
বহির্ব্বাসে করি ফেলায় বাহির করিয়া॥
প্রভু কহে কে কত করিয়াছে মার্জ্জন।
তৃণ-ধূলি পরিমাণে জানিব পরিশ্রম॥
সবার ঝাঁটী আনি বোঝা একত্র করিল।
সবা হৈতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল॥
এইমত অভ্যন্তর করিল মার্জ্জন।
পুনঃ সবাকারে দিল করিয়া বণ্টন॥
সূক্ষ্মধূলি তৃণ কাঁকর সব কর দূর।
ভালমতে শোধ সব প্রভুর অন্তঃপুর॥
সব বৈষ্ণব লইয়া যাবে দুইবার শোধিল।
দেখি মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল॥
আর শত জন শত ঘটে জল ভরি।
প্রথমেই লঞা আছে কালাপেক্ষা করি॥

জল আন বলি যবে মহাপ্রভু কৈল।
তবে শত ঘটন আনি প্রভু আগে দিল॥
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন।
উর্দ্ধ অধঃ ভিত্তি গৃহে মধ্যে সিংহাসন॥
খাপরা ভরিয়া জল উর্দ্ধে চালাইল।
সেই জলে উর্দ্ধে শোধি ভিত প্রক্ষালিল॥
প্রথমে করিল প্রভু মন্দিরে প্রক্ষালন।
শ্রীহস্তে করেন সিংহাসনের মার্জ্জন॥
ভক্তগণ করে গৃহমধ্য প্রক্ষালন।
নিজ নিজ হস্তে করে মন্দির মার্জ্জন॥
কেহ জলঘট দেয় মহাপ্রভুর করে।
কেহ জল দেয় তাঁর চরণ উপরে॥
কেহ লুকাইয়া করে সেই জলপান।
কেহ মাগি লয় কেহ অন্যে করে দান॥
ঘর ধুই প্রণালিকায় জল ছাড়ি দিল।
সেই জল প্রাঙ্গণ সব ভরিয়া রহিল॥
নিজবস্ত্রে কৈল প্রভু গৃহ সম্মার্জ্জন।
মহাপ্রভু নিজবস্ত্রে মার্জ্জেন সিংহাসন॥
শতঘট জলে হৈল মন্দির মার্জ্জন।
মন্দির শোধিয়ে কৈল যেন নিজ মন॥
নির্ম্মল শীতল স্নিগ্ধ করিলা মন্দিরে।
আপন হৃদয় যেন ধরিল বাহিরে॥
শত শত লোক জল ভরে সরোবরে।
ঘাটে স্থল নাহি কেহ কূপে জল ভরে॥
পূর্ণ কুম্ভ লইয়া আসে শত ভক্তগণ।
শূন্যঘট লইয়া যায় আর শতজন॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত স্বরূপ ভারতী আর পুরী।
ইহা বিনা আর সব আনে জল ভরি॥
ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘট ভাঙ্গি গেল।
শত শত ঘট তাহা লোকে লৈয়া আইল॥

জল ভরে ঘর ধোয় করে হরিধ্বনি।
কৃষ্ণ হরি ধ্বনি বিনা আর নাহি শুনি॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘট সমর্পণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘটের প্রার্থন॥
যে যেই কহে সেই কহে কৃষ্ণনামে।
কৃষ্ণনাম হৈলা তাহা সঙ্কেত সর্ব্বকামে॥
প্রেমাবেশে প্রভু কহে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম।
একলে করেন প্রেমে শতজনের কাম॥
শত হাতে করে যেন ক্ষালন মার্জ্জন।
প্রতিজন পাশে যাই করায় শিক্ষণ॥
ভালকর্ম্ম দেখি তারে করেন প্রশংসন।
মনে না মিলিলে করে পবিত্র ভর্ৎসন॥
তুমি ভাল করিয়াছ শিখাহ অন্যেরে।
এইমত ভাল কর্ম্ম সেহো যেন করে॥
এ কথা শুনিয়া সবে সঙ্কোচিত হইয়া।
ভালমতে করে কর্ম্ম সবে মন দিয়া॥
তবে প্রভু প্রক্ষালিল শ্রীজগন্মোহন।
ভোগমণ্ডপ তবে কৈল প্রক্ষালন॥
নাটশালা ধুই ধুইল চত্বর-প্রাঙ্গণ।
পাকশালা-আদি সব কৈল প্রক্ষালন॥
মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রক্ষালন কৈল।
সব অন্তঃপুর ভালমতে ধোয়াইল॥
হেনকালে এক গৌড়িয়া সুবুদ্ধি সরল।
প্রভুর চরণযুগে দিল ঘট-জল॥
সেই জল লইয়া আপনে পান কৈল।
তাহা দেখি প্রভুর মনে দুঃখ রোষ হৈল॥
যদ্যপি গোসাঞি তারে হয়েছে সন্তোষ।
শিক্ষা লাগি বাহিরে তথাপি করে রোষ॥
স্বরূপগোসাঞি ডাকি কহিল তাহারে।
এই দেখ তোমার গৌড়িয়ার ব্যবহারে॥

ঈশ্বর-মন্দিরে মোর পদ ধোয়াইল।
সেই জল লইয়া আপনে পান কৈল॥
এই অপরাধে মোর কাঁহা হবে গতি।
তোমার গৌড়িয়া করে এতেক ফৈজতি॥
তবে স্বরূপগোসাঞি তার ঘাড়ে হাত দিয়া।
ঢেকা মারি পুরীর বাহির কৈল লইয়া॥
পুনঃ আসি প্রভুর পায়ে করিল বিনয়।
অজ্ঞ-অপরাধ ক্ষমা করিতে জুয়ায়॥
তবে মহাপ্রভু মনে সন্তোষ হইলা।
সারি করি দুই পাশে সবা বসাইলা॥
আপনে বসিয়া মাঝে আপনার হাতে।
তৃণ-কাঁটা-কুটা সবে লাগিলা কুড়াইতে॥
কে কত কুড়ায় সব একত্র করিব।
যার অল্প তার ঠাঞি পিঠাপানা লব॥
এইমত সব পুরী করিল শোধন।
শীতল নির্ম্মল কৈল যেন নিজ-মন॥
প্রণালিকা ছাড়ি যদি জল বহাইল।
নূতন নদী যেন সমুদ্রে মিলিল॥
নৃসিংহমন্দির ভিতর বাহির শোধিল।
ক্ষণেক বিশ্রাম করি নৃত্য আরম্ভিল॥
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু মত্ত সিংহ-সম॥
স্বেদ কম্প বৈবর্ণ্যাশ্রু পুলক হুঙ্কার।
নিজ অঙ্গ ধুই আগে চলে অশ্রুধার॥
চারিদিকে ভক্তগণ কৈল প্রক্ষালন।
শ্রাবণ মাসে মেঘ যেন করে বরিষণ॥
মহা উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে আকাশ ভরিল।
প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্যে ভূমিকম্প হৈল॥
স্বরূপের উচ্চ গান প্রভুরে সদা ভায়।
আনন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করে গৌররায়॥

এই মতে কতক্ষণ নৃত্য করিয়া।
বিশ্রাম করেন প্রভু সময় বুঝিয়া॥
আচার্য্যগোসাঞির পুত্র শ্রীগোপাল নাম।
নৃত্য করিতে তারে আজ্ঞা দিলা ভগবান॥
প্রেমাবেশে নৃত্য করি হইলা মূর্চ্ছিতে।
অচেতন হইয়া তেঁহো পড়িলা ভূমিতে॥
আস্তে-ব্যস্তে আচার্য্যগোসাঞি তারে নৈল কোলে।
শ্বাসরহিত দেখি আচার্য্য হইলা বিকলে॥
নৃসিংহের মন্ত্র পড়ি মারে জলঝাঁটি।
হুহুঙ্কার শব্দে ব্রহ্মাণ্ড যায় ফাটি॥
অনেক করিল তবু না হয় চেতন।
আচার্য্য কান্দেন কান্দে সব ভক্তগণ॥
তবে মহাপ্রভু তার বুকে হাত দিল।
উঠহ গোপাল বলি উচ্চস্বর কৈল॥
শুনিতেই গোপালের হইল চেতন।
হরি বলি নৃত্য করে সব ভক্তগণ॥
এই লীলা বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।
অতএব সংক্ষেপ করি করিল বর্ণন॥
তবে মহাপ্রভু ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া।
সরোবরে জলক্রীড়া কৈল ভক্ত লৈয়া॥
তীরে উঠি পরি সবে শুষ্ক বসন।
নৃসিংহদেব নমস্করি গেলা উপবন॥
উদ্যানে বসিল প্রভু ভক্তগণে লইয়া।
তবে বাণীনাথ আইলা প্রসাদ লইয়া॥
কাশী মিশ্র তুলসী পড়িছা দুইজন।
পঞ্চশত লোক যত করয়ে ভক্ষণ॥
তত অন্ন পিঠা পানা সব পাঠাইল।
দেখিয়া প্রভুর চিত্তে সন্তোষ হইল॥
পুরীগোসাঞি মহাপ্রভু ভারতী ব্রহ্মানন্দ।
অদ্বৈত আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ॥

আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি শ্রীবাস গদাধর।
শঙ্করারণ্য ন্যায়াচার্য্য রাঘব বক্রেশ্বর॥
প্রভু-আজ্ঞা পাইয়া বৈসে আপনে সার্ব্বভৌম।
পিণ্ডা পরি বৈসে প্রভু লইয়া এতজন॥
তার তলে তার তলে করি অনুক্রম।
উদ্যান ভরি বৈসে ভক্ত করিতে ভোজন॥
হরিদাস বলি প্রভু ডাকে ঘনে ঘন।
দূরে রহি হরিদাস করে নিবেদন॥
ভক্ত-সঙ্গে প্রভু করুন প্রসাদ অঙ্গীকার।
এ-সঙ্গে বসিতে যোগ্য নই মুঞি ছার॥
পাছে মোরে প্রসাদ গোবিন্দ দিবে বহির্দ্বারে।
মন জানি প্রভু পুনঃ না বলিলা তারে॥
স্বরূপগোসাঞি জগদানন্দ দামোদর।
কাশীশ্বর গোপীনাথ বাণীনাথ শঙ্কর॥
পরিবেশন করে তাহা এই সাতজন।
মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ॥
পুলিন-ভোজন যৈছে কৃষ্ণ পূর্ব্বে কৈল।
সেই লীলা মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল॥
যদ্যপি প্রেমাবেশে প্রভু হইলা অধীর।
সময় বুঝিয়া তবু মন কৈল স্থির॥
প্রভু কহে মোরে দেহ লাফরা-ব্যঞ্জনে।
পিঠাপানা অমৃতগুটিকা দেহ ভক্তগণে॥
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানেন যার যেই ভায়।
তারে তারে সেই দেওয়ার স্বরূপ দ্বারায়॥
জগদানন্দ বেড়ায় পরিবেশন করিতে।
প্রভুর পাতে ভাল দ্রব্য দেন আচম্বিতে॥
যদ্যপি দিলে প্রভু তারে করেন রোষ।
বলে ছলে তবু দেন দিলে সে সন্তোষ॥
পুনরপি সেই দ্রব্য করে নিরীক্ষণ।
তার ভয়ে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ॥

না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাস।
তার আগে কিছু খায় মনে এই ত্রাস॥
স্বরূপগোসাঞি ভাল মিষ্টপ্রসাদ লইয়া।
প্রভুকে নিবেদন করে আগে দাণ্ডাইয়া॥
এই মহাপ্রসাদ অল্প কর আস্বাদন।
দেখ জগন্নাথ কৈছে করিয়াছে ভোজন॥
এত বলি কিছু আগে করি সমর্পণ।
তার স্নেহে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ॥
এইমত দুইজনে করে বারবার।
বিচিত্র এই দুই ভক্তের স্নেহ ব্যবহার॥
সার্ব্বভৌমে প্রভু বসাইয়াছে নিজপাশে।
দুই ভক্তের স্নেহ দেখি সার্ব্বভৌম হাসে॥
সার্ব্বভৌমে দেওয়ান প্রভু প্রসাদ উত্তম।
স্নেহ করি বারবার করান ভোজন॥
গোপীনাথাচার্য্য উত্তম মহাপ্রসাদ আনি।
সার্ব্বভৌমে দিয়া কহে সুমধুর বাণী॥
কাঁহা ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্বে জড়-ব্যবহার।
কাঁহা এই পরমানন্দ করহ বিচার॥
সার্ব্বভৌম কহে আমি তার্কিক কুবুদ্ধি।
তোমার প্রসাদে আমার এ সম্পদ্‌সিদ্ধি॥
মহাপ্রভু বিনা কেহ নাহি দয়াময়।
কাকেরে গরুড় করে ঐছে কোন হয়॥
তার্কিক শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি কৃষ্ণ-হরি॥
কাঁহা বহির্ম্মুখ তার্কিক শিষ্যগণ সঙ্গে।
কাঁহা এই সঙ্গ সুধাসমুদ্র-তরঙ্গে॥
প্রভু কহে পূর্ব্ব-সিদ্ধ কৃষ্ণে তোমার প্রীত।
তোমা-সঙ্গে আমা সবার হৈল কৃষ্ণে মতি॥
ভক্তমহিমা বাড়াইতে ভক্তে সুখ দিতে।
মহাপ্রভু-সম আর নাহি ত্রিজগতে॥

তবে প্রভু প্রত্যেকে সব ভক্তনাম লইয়া।
পিঠাপানা দেওয়াইলা প্রসাদ করিয়া॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ বসিয়াছেন এক ঠাঞি।
দুইজনে ক্রীড়া কলহ লাগিল তথাই॥
অদ্বৈত কহে অবধূত সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তি।
ভোজন করি না জানি হবে কোন্ গতি॥
প্রভু ত সন্ন্যাসী উঁহার নাহি অপচয়।
অন্নদোষে সন্ন্যাসীর দোষ নাহি হয়॥
"নান্নদোষেণ মস্করী" এই শাস্ত্রের প্রমাণ।
গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ আমার এই দোষ স্থান॥
জন্ম-কুলশীলাচার না জানি যাহার।
তার সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তি বড় অনাচার॥
নিত্যানন্দ কহে তুমি অদ্বৈত আচার্য্য।
অদ্বৈত সিদ্ধান্তে বাধে শুদ্ধভক্তি কার্য্য॥
তোমার সিদ্ধান্ত-সঙ্গ করে যেই জনে।
এক বস্তু বিনা সেই দ্বিতীয় না মানে॥
হেন তোমার সঙ্গে মোর একত্র ভোজন।
না জানি তোমার সঙ্গে কৈছে হয় মন॥
এইমত দুইজনে করে বোলাবুলি।
ব্যাজস্তুতি করে দোঁহে যৈছে গালাগালি॥
তবে প্রভু সব বৈষ্ণবের নাম লইয়া।
মহাপ্রসাদ দেন মহা অমৃত সিঞ্চিয়া॥
ভোজন করি উঠে সবে হরিধ্বনি করি।
হরিধ্বনি উঠিল সেই স্বর্গ-মর্ত্ত্য ভরি॥
তবে মহাপ্রভু সব নিজ ভক্তগণে।
সবাকে শ্রীহস্তে দিলা মাল্যচন্দনে॥
তবে পরিবেশক স্বরূপাদি সাতজন।
গৃহ-ভিতর বসি কৈল প্রসাদ ভোজন॥
প্রভুর অবশেষ গোবিন্দ রাখিল ধরিয়া।
সেই অন্ন কিছু হরিদাসে দিল লইয়া॥

ভক্তগণ গোবিন্দ-পাশ কিছু মাগি নিল।
সেই প্রসাদান্ন গোবিন্দ আপনি পাইল॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু করে নানা খেলা।
ধোয়াপাখলা নাম কৈল এই একলীলা॥
পরদিন জগন্নাথের নেত্রোৎসব নাম।
মহোৎসব হৈল ভক্তের প্রাণসমান॥
পক্ষদিন দুঃখী লোক প্রভু-অদর্শনে।
আনন্দিত হৈলা জগন্নাথ দরশনে॥
মহাপ্রভু সুখে লৈয়া সব ভক্তগণ।
জগন্নাথ-দরশনে করিলা গমন॥
আগে কাশীশ্বর যায় লোক নিবারিয়া।
পাছে গোবিন্দ যায় কৌপীন করঙ্গ লইয়া॥
পাছে আগে পুরী ভারতী দোঁহার গমন।
স্বরূপ অদ্বৈত দুই পার্শ্বে দুইজন॥
পাছে পার্শ্বে চলি যায় আর আর ভক্তগণ।
উৎকণ্ঠায় গেলা সবে জগন্নাথের ভবন॥
দরশন-লোভে করি মর্য্যাদা লঙ্ঘন।
ভোগমণ্ডপে যাঞা করে শ্রীমুখদর্শন॥
তৃষ্ণার্ত্ত প্রভুর নেত্র-ভ্রমর যুগল।
গাঢ়াসক্তে পিয়ে কৃষ্ণের বদনকমল॥
প্রফুল্ল-কমল জিনি নয়ন-যুগল।
নীলমণি দর্পণকান্তি গণ্ড ঝলমল॥
বান্ধুলীর ফুল জিনি অধর সুরঙ্গ।
ঈষৎ হসিতকান্তি অমৃততরঙ্গ॥
শ্রীমুখ সুন্দরকান্তি বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে।
কোটি কোটি ভক্তনেত্রভৃঙ্গ করে পানে॥
যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর।
মুখাম্বুজ ছাড়ি নেত্র না হয় অন্তর॥
এইমত মহাপ্রভু লইয়া ভক্তগণ।
মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কৈল শ্রীমুখদরশন॥

স্বেদ কম্প অশ্রুজল বহে অনুক্ষণ।
দর্শনের লোভে প্রভু করে সম্বরণ॥
মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে মধ্যে দরশন।
ভোগের সময়ে প্রভু করে সঙ্কীর্ত্তন॥
দর্শন-আনন্দে প্রভু সব পাসরিলা।
ভক্তগণ মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু লইয়া গেলা॥
প্রাতঃকালে রথযাত্রা হবেক জানিয়া।
সেবক লাগায় ভোগ দ্বিগুণ করিয়া॥
গুণ্ডিচামার্জ্জন-লীলা সংক্ষেপে কহিল।
যাহা দেখি শুনি পাপীর কৃষ্ণভক্তি হইল॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় শ্রোতাগণ শুন করি একমন।
রথযাত্রায় নৃত্য প্রভুর পরমমোহন॥
আর দিন মহাপ্রভু হইয়া সাবধান।
রাত্রে উঠি গণ-সঙ্গে কৈলা কৃত্য-স্নান॥
পাণ্ডুবিজয় দেখিবারে করিল গমন।
জগন্নাথ যাত্রা কৈল ছাড়ি সিংহাসন॥
আপনে প্রতাপরুদ্র লইয়া পাত্রগণ।
মহাপ্রভুর গণে করায় বিজয়দর্শন॥
অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি সঙ্গে ভক্তগণ।
সুখে মহাপ্রভু দেখে ঈশ্বরগমন॥
বলিষ্ঠ দয়িতাগণ যেন মত্ত হাতী।
জগন্নাথবিজয় করায় করি হাতাহাতি॥
কতক দয়িতা করে স্কন্ধ-আলম্বন।

কতক দয়িতা ধরে শ্রীপদ্মচরণ॥
কটিতটে বদ্ধ দৃঢ় স্থূল পট্টডোরি।
দুই দিকে দয়িতাগণ উঠায় তাহা ধরি॥
উচ্চ দৃঢ় তুলি সব পাতি স্থানে স্থানে।
এক তুলি হৈতে আর তুলি করায় গমনে॥
প্রভু-পদাঘাতে তুলি হয় খণ্ড খণ্ড।
তুলা সব উড়ি যায় শব্দ হয় প্রচণ্ড॥
বিশ্বম্ভর জগন্নাথ চালাইতে শক্তি কার।
আপন ইচ্ছায় চলে করিতে বিহার॥
মহাপ্রভু "মণিমা" বলি করে উচ্চধ্বনি।
নানা বাদ্য কোলাহল কিছুই না শুনি॥
তবে প্রতাপরুদ্র করে আপন সেবন।
সুবর্ণমার্জ্জনী লৈয়া করে পথ সংমার্জ্জন॥
চন্দন-জলেতে করেন পথ নিষিঞ্চনে।
তুচ্ছ সেবা করে বৈসে রাজসিংহাসনে॥
উত্তম হৈয়া রাজা করে তুচ্ছ সেবন।
অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন॥
মহাপ্রভুর সুখ হৈল সেই সেবা দেখিতে।
মহাপ্রভুর কৃপা পাইলা সে সেবা হইতে॥
রথের সাজনি দেখি লোকে চমৎকার।
নব হেমময় রথ সুমেরু-আকার॥
শত শত শুভ্র চামর দর্পণ উজ্জ্বল।
উপরে পতাকা শত চান্দোয়া নির্ম্মল॥
ঘাগর কিঙ্কিণী বাজে ঘণ্টার ক্বণিত।
নানা চিত্রে পট্টবস্ত্রে রথ বিভূষিত॥
লীলায় চড়িলা ঈশ্বর রথের উপর।
আর দুই রথে চড়ে সুভদ্রা হলধর॥
পঞ্চদশ দিন ঈশ্বর মহালক্ষ্মী লৈয়া।
তার সঙ্গে ক্রীড়া কৈল নিভৃতে বসিয়া॥
তাহার সম্মতি লৈয়া ভক্তসুখ দিতে।

রথে চড়ি বাহির হৈলা বিহার করিতে॥
সূক্ষ্ম শ্বেত বালুপথ পুলিনের সম।
দুইদিকে টোটা সব যেন বৃন্দাবন॥
রথে চড়ি জগন্নাথ করিল গমন।
দুই পার্শ্বে দেখি চলে আনন্দিত মন॥
গৌড় সব রথ টানে করিয়া আনন্দ।
ক্ষণে শীঘ্র চলে রথ ক্ষণে চলে মন্দ॥
ক্ষণে স্থির হৈয়া রহে টানিলে না চলে।
ঈশ্বরেচ্ছায় চলে রথ না চলে কারো বলে॥
তবে মহাপ্রভু সব লৈয়া নিজগণ।
স্বহস্তে পরাইল সবারে মাল্যচন্দন॥
পরমানন্দ পুরী আর ভারতী ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীহস্তে চন্দন পাঞা বাড়িল আনন্দ॥
অদ্বৈত আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীহস্ত-স্পর্শে দোঁহার হইল আনন্দ॥
কীর্ত্তনীয়াগণে দিলা মাল্যচন্দন।
স্বরূপ শ্রীবাস তার মুখ্য দুইজন॥
চারি সম্প্রদায় হৈল চব্বিশ গায়ন।
দুই দুই মৃদঙ্গ করি হৈল অষ্টজন॥
তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিয়া।
চারি সম্প্রদায় কৈল গায়ন বাঁটিয়া॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত হরিদাস বক্রেশ্বরে।
চারিজনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে॥
প্রথম সম্প্রদায় কৈল স্বরূপ-প্রধান।
আর পঞ্চজন দিল তার পালি গান॥
দামোদর নারায়ণ দত্ত গোবিন্দ।
রাঘবপণ্ডিত আর শ্রীগোবিন্দানন্দ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য তাঁহা নৃত্য করিতে দিল।
শ্রীবাস-প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল॥
গঙ্গাদাস হরিদাস শ্রীমান শুভানন্দ।

শ্রীরাম পণ্ডিত তাঁহা নাচে নিত্যানন্দ॥
বাসুদেব গোপীনাথ মুরারি যাঁহা গায়।
মুকুন্দ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়॥
শ্রীকান্ত বল্লভসেন আর দুইজন।
হরিদাস ঠাকুর তাঁহা করেন নর্ত্তন॥
গোবিন্দ ঘোষ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়।
হরিদাস বিষ্ণুদাস রাঘব যাঁহা গায়॥
মাধব বাসুদেব আর দুই সহোদর।
নৃত্য করে তাঁহা পণ্ডিত বক্রেশ্বর॥
কুলীনগ্রামের এক কীর্ত্তনীয়া-সমাজ।
তাঁহা নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ॥
শান্তিপুরের আচার্য্যের এক সম্প্রদায়।
অচ্যুতানন্দ নাচে তাঁহা আর সব গায়॥
খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন।
নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন॥
জগন্নাথ-আগে চারি সম্প্রদায় গায়॥
দুই পাশে দুই পাছে এক সম্প্রদায়॥
সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল।
যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হইল পাগল॥
শ্রীবৈষ্ণব-ঘটামেঘে হইল বাদল।
সঙ্কীর্ত্তনামৃত সহ বর্ষে নেত্রজল॥
ত্রিভুবন ভরি উঠে সঙ্কীর্ত্তনধ্বনি।
অন্য বাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি॥
সাত ঠাঞি বুলে প্রভু হরি হরি বলি।
জয় জয় জগন্নাথ কহে হস্ত তুলি॥
আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ।
এককালে সাত ঠাঞি করেন বিলাস॥
সবে কহে প্রভু আছেন এই সম্প্রদায়।
অন্য ঠাঞি নাহি যায় আমারে দয়ায়॥
কেহ লখিতে নারে অচিন্ত্য প্রভুর শকতি।

অন্তরঙ্গ-ভক্ত জানে যাঁর শুদ্ধভক্তি ॥
প্রতাপরুদ্রের হৈল পরমবিস্ময়।
দেখিতে শরীর তার হৈলা প্রেমময় ॥
কাশী-মিশ্রে কহে রাজা প্রভুর মহিমা।
কাশী-মিশ্র কহে তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা ॥
সার্ব্বভৌম সহ রাজা করে ঠারাঠারি।
আর কেহ নাহি জানে চৈতন্যের চুরি ॥
যারে তাঁর কৃপা তাঁরে সে জানিতে পারে।
কৃপা বিনা ব্রহ্মাদিক জানিতে না পারে ॥
রাজার তুচ্ছ সেবা দেখি প্রভুর প্রসন্ন মন।
সে প্রসাদে পাইল এই রহস্যদর্শন ॥
সাক্ষাতে না দেখা দেন পরোক্ষে এত দয়া।
কে বুঝিতে পারে চৈতন্যের এই মায়া ॥
সার্ব্বভৌম কাশী-মিশ্র দুই মহাশয়।
রাজারে প্রসাদ দেখি হৈল বিস্ময় ॥
এইমত লীলা প্রভু করি কতক্ষণ।
আপনে গায়েন নাচেন লয়্যা ভক্তগণ ॥

এইমত কীর্ত্তন প্রভু করি কতক্ষণ।
আপন উদ্‌যোগে প্রভু নাচাইল ভক্তগণ ॥
আপনে নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল।
সাত সম্প্রদায় তবে একত্র করিল ॥
শ্রীবাস রামাই রঘু গোবিন্দ মুকুন্দ।
হরিদাস গোবিন্দানন্দ মাধব গোবিন্দ ॥
উদ্দণ্ড নৃত্যে যবে প্রভুর হৈল মন।
স্বরূপের সঙ্গে দিল এই নবজন ॥
এই নবজন প্রভুর সঙ্গে গায় ধায়।
আর সব সম্প্রদায় চারিদিকে রহি গায় ॥
দণ্ডবৎ করি প্রভু যুড়ি দুই হাত।
ঊর্দ্ধমুখে স্তুতি করে দেখি জগন্নাথ ॥

উদ্দণ্ড-নৃত্যে প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
চক্রভ্রমি ভ্রমে যৈছে অলাত আকার॥
নৃত্যে প্রভুর যাঁহা যাঁহা পড়ে পদতল।
সসাগরা শৈল মহী করে টলমল॥
স্তম্ভ স্বেদ পুলকাশ্রু কম্প বৈবর্ণ্য।
নানা ভাবে বিবশতা গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য॥
আছাড় খাইয়া পড়ি ভূমি গড়ি যায়।
সুবর্ণ-পর্ব্বত যেন ভূমিতে লোটায়॥
নিত্যানন্দপ্রভু দুই হস্ত প্রসারিয়া।
প্রভুকে ধরিতে বুলে আশে পাশে ধাঞা॥
প্রভু-পাছে বুলে আচার্য্য করিয়া হুঙ্কার।
হরিদাস হরিবোল বোলে বারবার॥
লোক নিবারিতে হৈল তিন মণ্ডল।
প্রথম মণ্ডলে নিত্যানন্দ মহাবল॥
কাশীশ্বর গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ।
হাতাহাতি করি হৈল দ্বিতীয়াবরণ॥
বাহিরে প্রতাপরুদ্র লৈয়া পাত্রগণ।
মণ্ডলী হইয়া করে লোক-নিবারণ॥
হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্ত আলম্বিয়া।
প্রভুর নৃত্য দেখে রাজা আবিষ্ট হইয়া॥
হেনকালে শ্রীনিবাস প্রেমাবিষ্টমন।
রাজার আগে রহি দেখে প্রভুর নর্ত্তম॥
রাজার আগে হরিচন্দন দেখি শ্রীনিবাস।
হস্তে তারে স্পর্শি কহে হও একপাশ॥
নৃত্যাবেশে শ্রীনিবাস কিছুই না জানে।
বারবার ঠেলে তাঁর ক্রোধ হৈল মনে॥
চাপড় মারিয়া তারে কৈল নিবারণ।
চাপড় খাইয়া ক্রুদ্ধ হৈলা সে হরিচন্দন॥
ক্রুদ্ধ হৈয়া তারে কিছু চাহে বলিবারে।

আপনে প্রতাপরুদ্র নিবারিল তারে ॥
ভাগ্যবান্ তুমি ইঁহার হস্তস্পর্শ পাইলা।
আমার ভাগ্যে নাহি তুমি কৃতার্থ হইলা ॥
প্রভুর নৃত্য দেখি লোকের হৈল চমৎকার।
অন্য আছু জগন্নাথের আনন্দ অপার ॥
রথ স্থির করি আগে না করে গমন।
অনিমেষনেত্রে করে নৃত্য-দরশন ॥
উদ্দণ্ড-নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবোদয় হয় সমকাল ॥
মাংসব্রণ-সহ রোমবৃন্দ পুলকিত।
শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত ॥
একেক দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয়।
লোকে জানে দন্ত সব খসিয়া পড়য় ॥
সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্গম।
জজ গগ জজ গগ গদগদবচন ॥
জলযন্ত্র-ধারা যেন বহে অশ্রুজল।
আশ-পাশ লোক যত ভিজিল সকল ॥
দেহকান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ।
কভু দেখিয়ে যেন মল্লিকাপুষ্প সম ॥
কভু স্তম্ভ কভু প্রভু ভূমিতে পড়য়।
শুষ্ককাষ্ঠসম হস্ত পদ না চলয় ॥
কভু ভূমি পড়ে কভু হয় শ্বাসহীন।
যাহা দেখি ভক্তগণের হয় প্রাণ ক্ষীণ ॥
কভু নেত্রে নাসায় জল মুখে পড়ে ফেন।
অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে বহে যেন ॥

এইমত তাণ্ডব-নৃত্য করি কতক্ষণ।
ভাববিশেষে প্রভুর প্রবেশিল মন ॥
তাণ্ডব-নৃত্য ছাড়ি স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল।
হৃদয় জানিয়া স্বরূপ গাহিতে লাগিল ॥

সেই ত পরাণনাথ পাইলুঁ ।
যাহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেলুঁ ॥ ধ্রু ॥

এই ধুয়া উচ্চৈঃস্বরে গায় দামোদর ।
আনন্দে মধুর নৃত্য করেন ঈশ্বর ॥
ধীরে ধীরে জগন্নাথ করেন গমন ।
আগে নৃত্য করি চলে শচীর নন্দন ॥
জগন্নাথে নেত্র দিয়া সবে গায় নাচে ।
কীর্ত্তনীয়া-সহ প্রভু চলে পাছে পাছে ॥
জগন্নাথে মগ্ন প্রভুর নয়ন-হৃদয় ।
শ্রীহস্ত-যুগে করে গীতের অভিনয় ॥
নাচিতে নাচিতে প্রভুর হৈল ভাবান্তর ।
হস্ত তুলি শ্লোক পড়ে করি উচ্চস্বর ॥
পূর্ব্বে যেন কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ ।
কৃষ্ণের দর্শন পাইয়া আনন্দিত মন ॥
জগন্নাথ দেখি প্রভুর সে ভাব উঠিল ।
সেই ভাবাবিষ্ট হৈয়া ধুয়া গাওয়াইল ॥

স্বরূপগোসাঞি জানে না কহে অর্থ তার ।
শ্রীরূপগোসাঞি কৈল সে অর্থ প্রচার ।

অন্যের সে অন্য মন আমার মন বৃন্দাবন
মনে মনে এক করি জানি ।
তাঁহা তোমার পদদ্বয় করাহ যদি উদয়
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি ॥
প্রাণনাথ শুন মোর সত্য নিবেদন ।
ব্রজ আমার সদন তাহাতে তোমার সঙ্গম
না পাইলে না রহে জীবন ॥ ধ্রু ॥
পূর্ব্বে উদ্ধব-দ্বারে এবে সাক্ষাৎ আমারে
যোগজ্ঞানের কহিলে উপায় ।

তুমি বিদগ্ধ কৃপাময় জান আমার হৃদয়
তোমার ঐছে করিতে না যুয়ায়॥
চিত্ত কাড়ি তোমা হৈতে বিষয়ে চাহি লাগাইতে
যত্ন করি নারি কাড়িবারে।
তারে ধ্যান শিক্ষা কর লোক হাসাইয়া মার
স্থানাস্থান না কর বিচারে॥
নহে গোপী যোগেশ্বর তোমার পদকমল
ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ।
তোমার বাক্য পরিপাটী তার মধ্যে কুটি-নাটি
শুনি গোপীর বাড়ে আর রোষ॥
দেহস্মৃতি নাহি যার সংসারকূপ কাঁহা তার
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহ-সমুদ্রজলে কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে
গোপীগণে লহ তার পার॥
বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন যমুনাপুলিন বন
সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা।
সেই ব্রজ ব্রজজন মাতা পিতা বন্ধুগণ
বড় চিত্র কেমনে পাসরিলা॥
বিদগ্ধ মৃদু সদগুণ সুশীল স্নিগ্ধ করুণ
তুমি তোমায় নাহি দোষাভাস।
তবে যে তোমার মন নাহি স্মরে ব্রজজন
সে আমার দুর্দ্দৈব-বিলাস॥
না গণি আপন দুখ দেখি ব্রজেশ্বরী-মুখ
ব্রজজন-হৃদয় বিদরে।
কিবা মার ব্রজবাসী কিবা জীয়াও তারে আসি
কেনে জীয়াও দুঃখ সহিবারে॥
তোমার যে অন্য বেশ অন্য সঙ্গ অন্য দেশ
ব্রজজনে কভু নাহি ভায়।
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে তোমা না দেখিলে মরে
ব্রজজনের কি হবে উপায়॥

তুমি ব্রজের জীবন তুমি ব্রজের প্রাণধন
তুমি ব্রজের সকল সম্পদ্।
কৃপার্দ্র তোমার মন আসি জীয়াও ব্রজজন
ব্রজে উদয় করাহ নিজপদ॥

নৃত্যকালে এই ভাবে আবিষ্ট হইয়া।
শ্লোক পড়ি নাচে জগন্নাথবদন চাঞা॥
শ্রীজগন্নাথের দেখি শ্রীমুখকমল।
তাহার উপর সুন্দর নয়নযুগল॥
সূর্য্যের কিরণে মুখ করে ঝলমল।
মাল্য বস্ত্র অলঙ্কার দিব্য পরিমল॥
প্রভুর হৃদয়ে আনন্দ-সিন্ধু উথলিল।
উন্মাদ-ঝঞ্ঝাবায়ু তৎক্ষণে উঠিল॥
আনন্দ-উন্মাদে উঠে ভাবের তরঙ্গ।
নানাভাব সৈন্যে উপজিল যুদ্ধরঙ্গ॥
ভাবোদয় ভাবশান্তি সন্ধিশাবল্য।
সঞ্চারী সাত্ত্বিক স্থায়ী সবার প্রাবল্য॥
প্রভুর শরীর যেন শুদ্ধ হেমাচল।
ভাবপুষ্প-দ্রুম তাতে পুষ্পিত সকল॥
দেখিয়া লোকের আকর্ষয়ে চিত্ত-মন।
প্রেমামৃত-বৃষ্ট্যে প্রভু সিঞ্চে সর্ব্বজন॥
জগন্নাথ-সেবক যত রাজপাত্রগণ।
যাত্রিলোক নীলাচলবাসী যত জন।
প্রভুর নৃত্যপ্রেম দেখি হয় চমৎকার।
কৃষ্ণপ্রেম উছলিল হৃদয়ে সবার॥
প্রেমে নাচে গায় লোক করে কোলাহল।
প্রভুর নৃত্য দেখি সবে আনন্দে বিহ্বল॥

এইমত প্রভু নৃত্য করিতে করিতে।
প্রতাপরুদ্রের আগে লাগিলা পড়িতে॥

সম্ভ্রমে প্রতাপরুদ্র প্রভুকে ধরিল।
তাঁহারে দেখিতে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল॥
রাজা দেখি মহাপ্রভু করেন ধিক্কার।
ছি ছি বিষয়িস্পর্শ হইল আমার॥
আবেশে নিত্যানন্দ না হৈলা সাবধানে।
কাশীশ্বর গোবিন্দ আছিলা অন্যস্থানে॥
যদ্যপি রাজার দেখি হাড়ির সেবন।
প্রসন্ন হৈয়াছে তাঁরে মিলিবারে মন॥
তথাপি আপন গণ করিতে সাবধান।
বাহ্যে কিছু রোষাভাস কৈল ভগবান॥
প্রভুর বচনে রাজার মনে হৈল ভয়।
সার্ব্বভৌম কহে তুমি না কর সংশয়॥
তোমার উপর প্রভুর প্রসন্ন আছে মন।
তোমা লক্ষ্য করি শিখায়েন নিজগণ॥
অবসর জানি আমি করিব নিবেদন।
সেইকালে যাই করিহ প্রভুর মিলন॥
তবে মহাপ্রভু রথ-প্রদক্ষিণ হৈয়া।
রথ-পাছে যাই ঠেলে রথে মাথা দিয়া॥
ঠেলিলে চলিল রথ হড়হড় করি।
চৌদিকে লোক বলি উঠে হরি হরি॥
তবে প্রভু নিজ ভক্তগণ লঞা সঙ্গে।
বলদেব-সুভদ্রাগ্রে নৃত্য করে রঙ্গে॥
তাঁহা নৃত্য করি জগন্নাথ-আগে আইল।
জগন্নাথ দেখি নৃত্য করিতে লাগিল॥
চলিয়া আইলা রথ বলগণ্ডি স্থানে।
জগন্নাথ রথ রাখি দেখে ডাহিনে বামে॥
বামে বিপ্র-শাসন নারিকেল-বন।
ডাহিনে পুষ্পোদ্যান যেন বৃন্দাবন॥
আগে নৃত্য করে গৌর লঞা ভক্তগণ।
রথ রাখি জগন্নাথ করেন দর্শন॥

সেই স্থানে ভোগ লাগে আছয়ে নিয়ম।
কোটি ভোগ জগন্নাথ করে আস্বাদন ॥
জগন্নাথের ছোট বড় যত দাসগণ।
নিজনিজোত্তম ভোগ করে সমর্পণ ॥
রাজা রাজমহিষীবৃন্দ পাত্র-মিত্রগণ।
নীলাচলবাসী যত ছোট বড় জন ॥
নানাদেশের যাত্রিক দেশী যত জন।
নিজ নিজ ভোগ তাঁহা কৈল সমর্পণ ॥
আগে পাছে দুই পার্শ্বে পুষ্পোদ্যান-বনে।
যে যাহাঁ পায় ভোগ লাগায় নাহিক নিয়মে।
ভোগের সময়ে লোকের মহাভিড় হৈলা।
নৃত্য ছাড়ি মহাপ্রভু উপবনে গেলা ॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু উপবনে যাঞা।
পুষ্পোদ্যানে গৃহপিণ্ডায় রহিলা পড়িয়া ॥
নৃত্য-পরিশ্রমে প্রভুর দেহে ঘন ঘর্ম্ম।
সুগন্ধি শীতল বায়ু করয়ে সেবন ॥
যত ভক্ত কীর্ত্তনীয়া আসিয়া আরামে।
প্রতি বৃক্ষতলে সবে করিলা বিশ্রাম ॥
এই ত কহিল প্রভুর মহাসঙ্কীর্ত্তন।
জগন্নাথের আগে যৈছে করিলা নর্ত্তন ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

জয় জয় গৌরচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য ॥

এইমত প্রভু আছে প্রেমের আবেশে।
হেনকালে প্রতাপরুদ্র করিলা প্রবেশে ॥

সার্ব্বভৌম-উপদেশে ছাড়ি রাজবেশ।
একলে বৈষ্ণববেশে আইলা সেই দেশ॥
সব ভক্তের আজ্ঞা লৈল যোড়হাত হৈয়া।
প্রভুপদ ধরি পড়ে সাহস করিয়া॥
আঁখি বুজি প্রভু প্রেমে ভূমিতে শয়ন।
নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদ-সংবাহন॥
রাসলীলার শ্লোক পড়ি করয়ে স্তবন।
"জয়তি তেঽধিকং" অধ্যায় করেন পঠন॥
শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার।
বোল বোল বলি উচ্চ বলে বারবার॥
"তব কথামৃতং" শ্লোক রাজা যে পড়িল।
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু আলিঙ্গন দিল॥
তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন।
মোর কিছু দিতে নাহি দিনু আলিঙ্গন॥
এত বলি সেই শ্লোক পড়ে বারবার।
দুইজনার অঙ্গে কম্প নেত্রে জলধার॥

ভূরিদা ভূরিদা বলি করে আলিঙ্গন।
ইহা নাহি জানে এহো হয় কোন্ জন॥

প্রভু কহে কে তুমি করিলে মোরে হিত।
আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত॥
রাজা কহে আমি তোমার দাসের অনুদাস।
ভৃত্যের ভৃত্য কর মোরে এই মোর আশ॥
তবে মহাপ্রভু তারে ঐশ্বর্য্য দেখাইল।
কাঁহা না কহিও ইহা নিষেধ করিল॥
রাজা হেন জ্ঞান প্রভু না কৈল প্রকাশ।
অন্তরে সব জানে প্রভু বাহিরে উদাস॥
প্রতাপরুদ্রের ভাগ্য দেখি ভক্তগণ।
রাজাকে প্রশংসে সবে আনন্দিত-মন॥

দণ্ডবৎ করি রাজা বাহিরে চলিলা।
যোড়হাত করি সব ভক্তেরে বন্দিলা॥
মধ্যাহ্ন করিলা প্রভু লইয়া ভক্তগণ।
বাণীনাথ প্রসাদ লৈয়া কৈল আগমন॥
সার্ব্বভৌম রামানন্দ বাণীনাথ দিয়া।
প্রসাদ পাঠাইল রাজা বহুত করিয়া॥
বলগণ্ডি ভোগের প্রসাদ উত্তম অনন্ত।
নিসকড়ি প্রসাদ আইল যার নাহি অন্ত॥
ছেনা পানা পৈড় আম্র নারিকেল কাঁঠাল।
নানাবিধ কদলক আর বীজ-তাল॥
নারঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা কমলা বীজপুর।
বাদাম ছোহরা দ্রাক্ষা পিণ্ডখর্জ্জুর॥
মনোহর লাড্ডু আদি শতেক প্রকার।
অমৃতগুটিকা-আদি ক্ষীরসা অপার॥
অমৃতমণ্ডা ছানাবড়া আর কর্পূরকুলি।
রসামৃত সরভাজা আর সরপুলী॥
হরিবল্লভ সেবতী কর্পূরমালতী।
ডালিম মরিচালাড্ডু নবাত অমৃতি॥
পদ্মচিনি চন্দ্রকান্তি খাজা খণ্ডসার।
বিয়ড়ী কদমা তিলাখাজার প্রকার॥
নারঙ্গ ছোলঙ্গ আম্রবৃক্ষের আকার।
ফল-ফুল-পত্রযুক্ত খণ্ডের বিকার॥
দধিদুগ্ধ দধিতক্র রসালা শিখরিণী।
সলবণ মুদ্গাঙ্কুর আদা খানি খানি॥
নেবুকোলি-আদি নানাপ্রকার আচার।
লিখিতে না পারি প্রসাদ কতেক প্রকার॥
প্রসাদে পূরিত হৈল অর্দ্ধ উপবন।
দেখিয়া সন্তোষ হৈল মহাপ্রভুর মন॥
এইমত জগন্নাথ করেন ভোজন।
এই সুখে মহাপ্রভুর জুড়ায় নয়ন॥

কেয়া-পত্র দ্রোণি আইল বোঝা পাঁচ সাত।
একেক জনে দশ দোনা দিল একেক পাত॥
কীর্ত্তনীয়ার পরিশ্রম জানি গৌররায়।
তা সবাকে খাওয়াইতে প্রভুর মন ধায়॥
পাঁতি পাঁতি করি ভক্তগণে বসাইলা।
পরিবেশন করিবারে আপনে লাগিলা॥
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন।
স্বরূপগোসাঞি তবে কৈলা নিবেদন॥
আপনে বৈসহ প্রভু ভোজন করিতে।
তুমি না খাইলে কেহ না পারে খাইতে॥
তবে মহাপ্রভু বৈসে নিজগণ লৈয়া।
ভোজন করাইল সবাকে আকণ্ঠ পূরিয়া॥
ভোজন করি বসিলা প্রভু করি আচমন।
প্রসাদ উবরিল খায় সহস্রেক জন॥
প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীনহীনজনে।
দুঃখিত কাঙ্গাল আনি করাইল ভোজনে॥
কাঙ্গালের ভোজনরঙ্গ দেখি গৌরহরি।
হরিবোল বলি তারে উপদেশ করি॥
হরি হরি বোলে কাঙ্গাল প্রেমে ভাসি যায়।
ঐছন অদ্ভুত লীলা করে গৌররায়॥
ইহা জগন্নাথের রথ-চলন-সময়।
গৌড় সব রথ টানে আগে না চলয়॥
টানিতে না পারি গৌড় রথ ছাড়ি দিলা।
পাত্র-মিত্র লৈয়া রাজা ব্যগ্র হৈয়া আইলা॥
মহামল্লগণ লৈয়া রথ চালাইতে।
আপনে লাগিলা রথ না পারে টানিতে॥
ব্যগ্র হৈয়া রাজা আনি মত্তহস্তিগণ।
রথ চালাইতে রথে করিলা যোজন॥
মত্তহস্তিগণ টানে যার যত বল।
একপদ না চলে রথ হইল অচল॥

শুনি মহাপ্রভু আইলা নিজগণ লৈয়া।
মত্তহস্তী রথ টানে দেখে দাণ্ডাইয়া॥
অঙ্কুশের ঘায়ে হস্তী কররে চীৎকার।
রথ নাহি চলে লোকে করে হাহাকার॥
তবে মহাপ্রভু সব হস্তী ঘুচাইল।
নিজগণে রথ-কাছি টানিবারে দিল॥
আপনে রথের পাছে ঠেলে মাথা দিয়া।
হড়হড় করি রথ চলিল ধাইয়া।
ভক্তগণ কাছিতে হাত দিয়া মাত্র যায়।
আপনে চলয়ে রথ টানিতে না পায়॥
মহানন্দে লোক করে জয় জয় ধ্বনি।
জয় জগন্নাথ বই আর নাহি শুনি॥
নিমেষেকে রথ গেলা গুণ্ডিচার দ্বার।
চৈতন্যপ্রতাপ দেখি লোকে চমৎকার॥
জয় গৌরচন্দ্র জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
এইমত কোলাহল লোকে ধন্য ধন্য॥
দেখিয়া প্রতাপরুদ্র পাত্র-মিত্র-সঙ্গে।
প্রভুর মহিমা দেখি প্রেমে ফুলে অঙ্গে॥
পাণ্ডুবিজয় তবে কৈল সেবকগণে।
জগন্নাথ বসিল আসি নিজ সিংহাসনে॥
সুভদ্রা বলদেব সিংহাসনেতে আইলা।
জগন্নাথের স্নান ভোগ হইতে লাগিলা॥
অঙ্গনেতে মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ।
আনন্দে আরম্ভিলা প্রভু নর্ত্তন-কীর্ত্তন॥
আনন্দেতে মহাপ্রভুর প্রেম উথলিল।
দেখি সব লোক প্রেম-সমুদ্রে ভাসিল॥
নৃত্য করি সন্ধ্যাকালে আরতি দেখিল।
আইটোটা আসি প্রভু বিশ্রাম করিল॥
অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিমন্ত্রণ কৈল।
মুখ্য মুখ্য নব দিন নব জনে পাইল॥

আর ভক্তগণ চাতুর্মাস্য যত দিনে।
এক একদিন করি করিল বণ্টনে॥
চারিমাসের দিন মুখ্য ভক্ত বাঁটি নিল।
আর ভক্তগণ অবসর না পাইল॥
একদিন নিমন্ত্রণ করে দুই তিন মিলি।
এইমত মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ-কেলি॥
প্রাতঃকালে স্নান করি দেখি জগন্নাথ।
সঙ্কীর্ত্তন নৃত্য করে ভক্তগণ-সাথ॥
কভু অদ্বৈত নাচে কভু নাচে নিত্যানন্দ।
কভু হরিদাস নাচে কভু অচ্যুতানন্দ॥
কভু বক্রেশ্বর কভু আর ভক্তগণে।
ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তন করে গুণ্ডিচা-প্রাঙ্গণে॥
বৃন্দাবনে আইলা, কৃষ্ণ এই প্রভুর জ্ঞান।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তি হৈল অবসান॥
রাধা সঙ্গে কৃষ্ণলীলা এই হৈল জ্ঞানে।
এই রসে মগ্ন প্রভু হইলা আপনে॥
নানা উদ্যানে ভক্তসঙ্গে বৃন্দাবনলীলা।
ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে করে জল-খেলা॥
আপনে সকল ভক্তে সিঞ্চে জল দিয়া।
সব ভক্তগণ সিঞ্চে চৌদিকে বেড়িয়া॥
কভু এক মণ্ডল কভু অনেক মণ্ডলে।
জলমণ্ডুক বাদ্য বাজায় সবে করতলে॥
দুই দুই জন মিলি করে জলকেলি রণ।
কেহ হারে জিনে প্রভু করে দরশন॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ করে জল-ফেলাফেলি।
আচার্য্য হারিয়া পাছে করে গালাগালি॥
বিদ্যানিধির জলযুদ্ধ স্বরূপের সনে।
গুপ্ত দত্ত জলযুদ্ধ করে দুই জনে॥
শ্রীবাস-সহিত জল খেলে গদাধর।
রাঘবপণ্ডিত সনে খেলে বক্রেশ্বর॥

সার্ব্বভৌম-সহ খেলে রামানন্দ রায়।
গাম্ভীর্য্য গেল দোঁহার হৈল শিশুপ্রায়॥
মহাপ্রভু তাঁহা দোঁহার চাঞ্চল্য দেখিয়া।
গোপীনাথাচার্য্যে কিছু কহেন হাসিয়া॥
পণ্ডিত গম্ভীর দোঁহে প্রামাণিক জন।
বাল্যচাঞ্চল্য করে করহ বর্জ্জন॥
গোপীনাথ কহে তোমার কৃপা মহাসিন্ধু।
উছলিত কর যবে তার এক বিন্দু॥
মেরু-মন্দর পর্ব্বত ডুবায় যথা তথা।
এই দুই গণ্ডশৈল ইহার কা কথা॥
শুষ্কতর্ক-খলি খাইতে জন্ম গেল যার।
তারে লীলামৃত পিয়াও এ কৃপা তোমার॥
হাসি মহাপ্রভু তবে অদ্বৈতে আনিল।
জলের উপরে তাঁরে শেষশয্যা কৈল॥
আপনে তাহার উপর করিল শয়ন।
শেষশায়ি-লীলা প্রভু কৈল প্রকটন॥
শ্রীঅদ্বৈত নিজশক্তি প্রকট করিয়া।
মহাপ্রভু লঞা বুলে জলেতে ভাসিয়া॥
এইমত জলক্রীড়া করি কতক্ষণ।
আইটোটা আইলা প্রভু লঞা ভক্তগণ॥
পুরী-ভারতী-আদি মুখ্য ভক্তগণ।
আচার্য্যের নিমন্ত্রণে করিল ভোজন॥
বাণীনাথ আর যত প্রসাদ আনিল।
মহাপ্রভুর গণে সেই প্রসাদ খাইল॥
অপরাহ্নে আসি কৈল দর্শন-নর্ত্তন।
নিশাতে উদ্যানে আসি করিল শয়ন॥
আর দিন আসি কৈল ঈশ্বর দর্শন।
প্রাঙ্গণে নৃত্য-গীত করিলা কতক্ষণ॥
ভক্তগণ-সঙ্গে প্রভু উদ্যানে আসিয়া।
বৃন্দাবন-বিহার করে ভক্তগণ লইয়া॥

বৃক্ষবল্লী প্রফুল্লিত প্রভুর দর্শনে।
ভৃঙ্গ পিক গায় বহে শীতল পবনে॥
প্রতি বৃক্ষতলে প্রভু করেন নর্ত্তন।
বাসুদেব দত্ত মাত্র করেন গায়ন॥
এক এক বৃক্ষতলে এক এক গায়।
পরম আবেশে একা নাচে গৌররায়॥
তবে বক্রেশ্বরে প্রভু কহিল নাচিতে।
বক্রেশ্বর নাচে প্রভু লাগিল গাহিতে॥
প্রভুসঙ্গে স্বরূপাদি কীর্ত্তনীয়া গায়।
দিক্‌বিদিক্ নাহি জানে প্রেমের বন্যায়॥
এইমত কতক্ষণ করি বনলীলা।
নরেন্দ্রসরোবরে গেলা করিতে জলখেলা॥
জলক্রীড়া করি পুনঃ আইলা উদ্যানে।
ভোজনলীলা কৈল তবে লঞা ভক্তগণে॥
নব দিন গুণ্ডিচাতে রহে জগন্নাথ।
মহাপ্রভু ঐছে লীলা করে ভক্তসাথ॥
জগন্নাথবল্লভ নাম বড় পুষ্পারাম।
নয় দিন প্রভুর হৈল তথাই বিশ্রাম॥
হোরাপঞ্চমীর দিন আইল জানিয়া।
কাশী-মিশ্রে কহে রাজা সযত্ন করিয়া॥
কালি হোরাপঞ্চমী শ্রীলক্ষ্মীর বিজয়।
ঐছে উৎসব কর যৈছে কভু নাহি হয়॥
মহোৎসব কর তৈছে বিশেষ সম্ভার।
দেখি মহাপ্রভুর যৈছে হয় চমৎকার॥
ঠাকুরের ভাণ্ডারে আর আমার ভাণ্ডারে।
চিত্রবস্ত্র আর ছত্র কিঙ্কিণী চামরে॥
ধ্বজপতাকা ঘণ্টা দর্পণ করহ মণ্ডন।
নানাবাদ্যনৃত্যে দোলা করহ সাজন॥
দ্বিগুণ করিয়া কর সব উপহার।
রথযাত্রা হৈতে যেন হয় চমৎকার॥

সেই ত করিহ প্রভু লঞা নিজগণ।
স্বচ্ছন্দে আসিয়া যৈছে করেন দর্শন॥
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু নিজগণ লঞা।
জগন্নাথদর্শন কৈল সুন্দরাচল যাঞা॥
নীলাচল আইলা পুনঃ ভক্তগণ সঙ্গে।
দেখিতে উৎকণ্ঠা হোরাপঞ্চমীর রঙ্গে॥
কাশী-মিশ্র প্রভুকে বহু আদর করিয়া।
স্বগণ সহ ভাল স্থানে বসাইল লৈয়া॥

ব্রজরস-গীত শুনি প্রেম উথলিল।
পুরুষোত্তমগ্রাম প্রভু প্রেমে ভাসাইল॥

সব ভক্ত লঞা প্রভু গেলা পুষ্পোদ্যানে।
বিশ্রাম করিয়া কৈল মধ্যাহ্নিক স্নানে॥
জগন্নাথের প্রসাদ আইল বহু উপহার।
লক্ষ্মীর প্রসাদ আইল বিবিধ প্রকার॥
সবা লঞা নানারঙ্গে করিল ভোজন।
সন্ধ্যা-স্নান করি কৈল জগন্নাথ দর্শন॥
জগন্নাথ দেখি কৈল নর্ত্তন-কীর্ত্তন।
নরেন্দ্রে জলক্রীড়া করে লইয়া ভক্তগণ॥
উদ্যানে আসিয়া করেন বন্য-ভোজনে।
এইমত ক্রীড়া প্রভু কৈল অষ্টদিনে॥
আর দিনে জগন্নাথের ভিতর-বিজয়।
রথে চড়ি জগন্নাথ চলে নিজালয়॥
পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু লইয়া ভক্তগণ।
পরম-আনন্দে করে কীর্ত্তন-নর্ত্তন॥
জগন্নাথের পুনঃ পাণ্ডুবিজয় হইল।
এক কটি-পট্টডোরী তাঁহা টুটি গেল॥
পাণ্ডুবিজয়ের তুলি ফাটি ফুটি যায়।
জগন্নাথের ভরে তুলা উড়িয়া পলায়॥

কুলীনগ্রামী রামানন্দ সত্যরাজ খান।
তারে আজ্ঞা দিল প্রভু করিয়া সম্মান॥
এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান।
প্রতিবর্ষ আনিবে ডোরী করিয়া নির্ম্মাণ॥
এত বলি দিলা তারে ছিঁড়া পট্টডোরী।
ইহা দেখি করিবে ডোরী অতি দৃঢ় করি॥
এই পট্টডোরীতে হয় শেষের অধিষ্ঠান।
দশমূর্ত্তি ধরি যেঁহ সেবে ভগবান॥
ভাগ্যবান সত্যরাজ বসু রামানন্দ।
সেবা-আজ্ঞা পাঞা হৈল পরম আনন্দ॥
প্রতিবর্ষ গুণ্ডিচাতে সব ভক্তসঙ্গে।
পট্টডোরী লঞা আসে অতিবড় রঙ্গে॥
তবে জগন্নাথ যাই বসিলা সিংহাসনে।
মহাপ্রভু ঘর আইলা লৈয়া ভক্তগণে॥
এইমত ভক্তগণ যাত্রা দেখাইল।
ভক্তগণ লৈঞা বৃন্দাবন-কেলি কৈল॥
চৈতন্যপ্রভুর লীলা অনন্ত অপার।
সহস্রবদন যার নাহি পায় পার॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নীলাচলে রহি করে নৃত্যগীত রঙ্গে॥
প্রথম বৎসরে জগন্নাথ দরশন।
নৃত্য-গীত করে দণ্ডবৎ প্রণাম স্তবন॥

উপল-ভোগ লাগিলে করে বাহিরে বিজয়।
হরিদাসে মিলি আইসে আপন নিলয়॥
ঘরে আসি করে প্রভু নামসঙ্কীর্ত্তন।
অদ্বৈত আসিয়া করে প্রভুর পূজন॥
পূজা-পাত্রে পুষ্প-তুলসী যে আছিল।
সেই সব লঞা প্রভু আচার্য্যে পূজিল॥
যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে এই মন্ত্র পড়ে।
মুখবাদ্য করি প্রভু হাসে আচার্য্যেরে॥
এই মত অন্যোন্যে করে নমস্কার।
প্রভুকে নিমন্ত্রণ আচার্য্য করে বারবার॥
আচার্য্যের নিমন্ত্রণ আশ্চর্য্য-কথন।
বিস্তারে বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥
পুনরুক্তি ভয়ে তাহা না কৈল বর্ণন।
আর ভক্তগণ প্রভুকে করে নিমন্ত্রণ॥
একেক দিন একেক ভক্ত-গৃহে মহোৎসব।
প্রভু-সঙ্গে তাঁহা ভোজন করে ভক্ত সব॥
চারিমাস রহিলা সবে মহাপ্রভু-সঙ্গে।
জগন্নাথের নানা যাত্রা দেখে মহারঙ্গে॥
এইমত নানা রঙ্গে চাতুর্ম্মাস্য গেলা।
কৃষ্ণজন্মযাত্রায় প্রভু গোপবেশ হৈলা॥
কৃষ্ণজন্মযাত্রা-দিনে নন্দ-মহোৎসব।
গোপবেশ হৈলা প্রভু লৈয়া ভক্ত সব॥
দধি-দুগ্ধভার সবে নিজ কান্ধে করি।
মহোৎসবের স্থানে আইলা বলি হরি হরি॥
কানাঞি খুঁটিয়া আছে নন্দবেশ ধরি।
জগন্নাথ মাহিতী হইয়াছে ব্রজেশ্বরী॥
আপনে প্রতাপরুদ্র আর মিশ্র কাশী।
সার্ব্বভৌম আর পড়িছা পাত্র তুলসী॥
ইঁহা সব লইয়া প্রভু করে নৃত্য-রঙ্গ।
দধি দুগ্ধ হরিদ্রাজলে ভরে সবার অঙ্গ॥

অদ্বৈত কহে সত্য কহি না করহ কোপ।
লগুড় ফিরাইতে পার তবে জানি গোপ॥
তবে লগুড় লইয়া প্রভু ফিরাইতে লাগিলা।
বার বার আকাশে ফেলি লুফিয়া ধরিলা॥
শিরের উপরে পৃষ্ঠে সম্মুখে দুই পাশে।
পাদ মধ্যে ফিরায় লগুড় দেখি লোক হাসে॥
অলাতচক্রের প্রায় লগুড় ফিরায়।
দেখি সব লোক চিত্তে চমৎকার পায়॥
এইমত নিত্যানন্দ ফিরায় লগুড়।
কে জানিবে তাঁহা দোঁহার গোপভাব গূঢ়॥
প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায় পড়িছা তুলসী।
জগন্নাথের প্রসাদ-বস্ত্র লঞা আসি॥
বহুমূল্য বস্ত্র প্রভুর মস্তকে বান্ধিল।
আচার্য্যাদি প্রভুর ভক্তগণেরে পরাইল॥
কানাই খুঁটিয়া জগন্নাথ দুই জন।
আবেশে বিলাইলা ঘরে ছিল যত ধন॥
দেখি মহাপ্রভু বড় সন্তোষ পাইল।
পিতা-মাতা-জ্ঞানে দোঁহাকে নমস্কার কৈল॥
পরম-আবেশে প্রভু আইলা নিজ-ঘর।
এইমত লীলা করে গৌরাঙ্গ-সুন্দর॥
বিজয়াদশমী লঙ্কাবিজয়ের দিনে।
বানর-সৈন্য হয় প্রভু লৈয়া ভক্তগণে॥
হনুমানাবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লইয়া।
লঙ্কার গড়ে চড়ি ফেলে গড় ভাঙ্গিয়া॥
কাঁহা রে রাবণা প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
জগন্মাতা হরে পাপী মারিমু সবংশে॥
গোসাঞির আবেশ দেখি লোকে চমৎকার।
সর্ব্বলোক জয় জয় বলে বারবার॥
এইমত রাসযাত্রা আর দীপাবলী।
উত্থানদ্বাদশী-যাত্রা দেখিল সকলি॥

একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দে লইয়া।
দুই ভাই যুক্তি কৈল নিভৃতে বসিয়া॥
কিবা যুক্তি কৈল দোঁহে কেহ নাহি জানে।
ফলে অনুমান পাছে কৈল ভক্তগণে॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বোলাইল।
গৌড়দেশে যাহ বসি বিদায় করিল॥
সবারে কহিল প্রভু প্রত্যব্দ আসিয়া।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যাবে আমারে মিলিয়া॥
আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিল করিয়া সম্মান।
আচণ্ডালাদিরে করিহ কৃষ্ণভক্তি দান॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যাহ গৌড়দেশে।
অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে॥
রামদাস গদাধর আদি কতজনে।
তোমার সহায় লাগি দিব তোমা-সনে॥
মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকটে যাইব।
অলক্ষিতে রহি তোমার নৃত্য দেখিব॥
শ্রীবাসপণ্ডিতে প্রভু করি আলিঙ্গন।
কণ্ঠে ধরি কহে তারে মধুর বচন॥
তোমার গৃহে কীর্ত্তনে আমি নিত্য নাচিব।
তুমি দেখা পাবে আর কেহ না দেখিব॥
এই বস্ত্র মাতাকে দিহ এ সব প্রসাদ।
দণ্ডবৎ করি ক্ষমাইহ অপরাধ॥
তাঁর সেবা ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
ধর্ম্ম নহে কৈল আমি নিজধর্ম্ম নাশ॥
তাঁর প্রেমবশ আমি তাঁর সেবা ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের কর্ম্ম॥
বাতুল বালকের মাতা নাহি লয় দোষ।
এত জানি মাতা মোরে মানিবে সন্তোষ॥
কি কার্য্য সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজধন।
যে কালে সন্ন্যাস কৈল ছন্ন হৈল মন॥

নীলাচলে আছি মুঞি তাঁহার আজ্ঞাতে।
মধ্যে মধ্যে যাব তাঁর চরণ দেখিতে॥
নিত্য যাই দেখি মুঞি তাঁহার চরণে।
মূর্ত্তি-জ্ঞানে তেঁহো তাহা সত্য নাহি মানে॥
এক দিন শাল্যন্ন ব্যঞ্জন পাঁচ সাত।
শাক মোচাঘণ্ট ভৃষ্ট পটোল নিম্বপাত॥
লেবু আদাখণ্ড দধি দুগ্ধ খণ্ডসার।
শালগ্রামে সমর্পিল বহু উপচার॥
প্রসাদ লইয়া কোলে করেন ক্রন্দন।
নিমাঞির প্রিয় মোর এ সব ব্যঞ্জন॥
নিমাঞি নাহিক ঘরে কে করে ভোজন।
মোর ধ্যানে অশ্রুজলে ভরিল নয়ন॥
শীঘ্র যাই মুঞি সব করিনু ভক্ষণ।
শূন্যপাত্র দেখে অশ্রু করিয়া মার্জ্জন॥
কে অন্ন-ব্যঞ্জন খাইল শূন্য কেনে পাত।
হেন বুঝি বালগোপাল খাইলেন ভাত॥
কিবা মোর মনঃকথায় ভ্রম হৈয়া গেল।
কিবা কোন জন্তু আসি সকল খাইল॥
কিবা আমি ভ্রমে পাতে অন্ন না বাড়িল।
এত চিন্তি পাক-পাত্র যাইয়া দেখিল॥
অন্ন-ব্যঞ্জন-শূন্য দেখি সকল ভাজন।
দেখিয়া সংশয় কিছু চমৎকার মন॥
ঈশানে বোলাঞা পুনঃ স্থান লেপাইল।
পুনরপি গোপালেরে অন্ন সমর্পিল॥
এইমত যবে করে উত্তম রন্ধন।
মোরে খাওয়াইতে করে উৎকণ্ঠা-ক্রন্দন॥
তাঁর প্রেমে আনি মোরে করায় ভোজনে।
অন্তরে মানয়ে সুখ বাহে নাহি মানে॥
এই বিজয়াদশমীতে হৈল এই রীতি।
তাঁহাকে পুছিয়া তাঁরে করাইহ প্রতীতি॥

এতেক কহিতে প্রভু বিহ্বল হইয়া।
লোক বিদায় করিতে প্রভু ধৈর্য্য ধরিলা॥
রাঘবপণ্ডিতে কহে বচন সরস।
তোমার নিষ্ঠাপ্রেমে আমি হই তোমার বশ॥
ইহার কৃষ্ণ-সেবার কথা শুন সর্ব্বজন।
পরমপবিত্র সেবা অতি সর্ব্বোত্তম॥
আর দ্রব্য রহু শুন নারিকেলের কথা।
পাঁচগণ্ডা করি নারিকেল বিকায় যথা তথা॥
বাড়ীতে কত শত বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ ফল।
তথাপি শুনেন যথা মিষ্ট নারিকেল॥
একেক ফলের মূল্য দিয়া চারি চারি পণ।
দশক্রোশ হৈতে আনায় করিয়া যতন॥
প্রতিদিন পাঁচ ছয় ফল ছোলাইয়া।
সুশীতল করিতে রাখে জলে ডুবাইয়া॥
ভোগের সময়ে পুনঃ ছোলি সংস্করি।
কৃষ্ণে সমর্পণ করে মুখ-ছিদ্র করি॥
কৃষ্ণ সেই নারিকেল-জল পান করি।
কভু শূন্যফল রাখে কভু জল ভরি॥
জল-শূন্য ফল দেখি পণ্ডিত হরষিত।
ফল ভাঙ্গি শস্য কৈল সৎপাত্র-পূরিত॥
শস্য সমর্পিয়া করে বাহিরে ধেয়ান।
শস্য খাঞা কৃষ্ণ করে শূন্য ভাজন॥
কভু শস্য খায় পুনঃ পাত্র ভরে শাঁসে।
শ্রদ্ধা বাড়ে পণ্ডিতের প্রেমসিন্ধু ভাসে॥
একদিন দশ ফল সংস্কার করিয়া।
ভোগ লাগাইতে সেবক আইল লইয়া॥
অবসর নাহি হয় বিলম্ব হইল।
ফলপাত্র হাতে সেবক দ্বারেতে রহিল॥
দ্বারের উপর ভিতে তেঁহো হাত দিল।
সেই হাতে ফল ছুঁইল পণ্ডিত দেখিল॥

পণ্ডিত কহে, দ্বারে লোক করে যাতায়াত।
তার পদধূলি উড়ি লাগে উপর ভিত॥
সেই ভিতে হাত দিয়া ফল পরশিলা।
কৃষ্ণযোগ্য নহে, ফল অপবিত্র হৈলা॥
এত বলি ফল ফেলে প্রাচীর লঙ্ঘিয়া।
ঐছে পবিত্র প্রেমসেবা জগৎ জিনিয়া॥
তবে আর নারিকেল সংস্কার করাইল।
পরম পবিত্র করি ভোগ লাগাইল॥
এইমত কলা আম্র নারঙ্গ কাঁঠাল।
যাহা যাহা দূরগ্রামে শুনে আছে ভাল॥
বহুমূল্য দিয়া আনে করিয়া যতন।
পবিত্র সংস্কার করি করে নিবেদন॥
এইমত ব্যঞ্জনের শাক মূল ফল।
এইমত চিঁড়া হুড়ুম সন্দেশ সকল॥
এইমত পিঠা পানা ক্ষীর ওদন।
পরম পবিত্র আর করে সর্ব্বোত্তম॥
কাসন্দি আদি আচার অনেক প্রকার।
গন্ধ বস্ত্র অলঙ্কার সব দ্রব্য সার॥
এইমত প্রেমসেবা করে অনুপম।
যাহা দেখি সব লোকের জুড়ায় নয়ন॥
এত বলি রাঘবেরে কৈল আলিঙ্গন।
এইমত সম্মানিল সব ভক্তগণ॥
শিবানন্দ সেনে কহে করিয়া সম্মান।
বাসুদেব দত্তের তুমি করিহ সমাধান॥
পরম উদার ইহোঁ যে দিনে যে আইসে।
সেই দিনে ব্যয় করে নাহি রাখে শেষে॥
গৃহস্থ হয়েন ইহোঁ চাহিয়ে সঞ্চয়।
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্বভরণ না হয়॥
ইহার ঘরের আয়-ব্যয় সব তোমা-স্থানে।
সরখেল হঞা তুমি করিহ সমাধানে॥

প্রতিবর্ষ আমার সব ভক্তগণ লঞা।
গুণ্ডিচায় আনিবে সবার পালন করিয়া॥
কুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লইয়া॥
গুণরাজখান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত॥
তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুকুর।
সেহ মোর প্রিয় অন্য জন রহু দূর॥
তবে রামানন্দ আর সত্যরাজখান।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন॥
গৃহস্থ বিষয়ী আমি কি মোর সাধনে।
শ্রীমুখে আজ্ঞা কর প্রভু নিবেদি চরণে॥
প্রভু কহে কৃষ্ণ-সেবা বৈষ্ণব-সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন॥
সত্যরাজ কহে বৈষ্ণব চিনিব কেমনে।
কে বৈষ্ণব কহ তার সামান্য লক্ষণে॥
প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার॥
এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপক্ষয়।
নববিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়॥
দীক্ষা পুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডাল সবারে উদ্ধারে॥
আনুষঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষয়ে করে কৃষ্ণপ্রেমোদয়॥

অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই বৈষ্ণব করি তার পরম সম্মান॥
খণ্ডের মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন।

নরহরিদাস মুখ্য এই তিনজন॥
মুকুন্দদাসেরে পুছে শ্রীশচীনন্দন।
তুমি পিতা পুত্র তোমার শ্রীরঘুনন্দন॥
কিবা রঘুনন্দন পিতা তুমি তাহার তনয়।
নিশ্চয় করিয়া কহ যাউক সংশয়॥
মুকুন্দ কহে রঘুনন্দন মোর পিতা হয়।
আমি তার পুত্র এই আমার নিশ্চয়॥
আমা সবার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে।
অতএব রঘু পিতা আমার নিশ্চিতে॥
শুনি হর্ষে কহে প্রভু কহিলে নিশ্চয়।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু হয়॥
ভক্তের মহিমা প্রভু কহিতে পায় সুখ।
ভক্তের মহিমা কহিতে হয় পঞ্চমুখ॥
ভক্তগণে কহে শুন মুকুন্দের প্রেম।
নিগূঢ় নির্ম্মল প্রেম যেন দগ্ধ হেম॥
বাহে রাজবৈদ্য ইহোঁ করে রাজসেবা।
অন্তরে কৃষ্ণপ্রেম ইহার জানিবেক কেবা॥
একদিন ম্লেচ্ছরাজার উচ্চ টঙ্গিতে।
চিকিৎসার বাত কহে তাঁহার অগ্রেতে॥
হেনকালে এক ময়ূরপুচ্ছের আড়ানি।
রাজার শিরোপরি ধরে এক ভৃত্য আনি॥
ময়ূরপুচ্ছ দেখি মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
অতি উচ্চ টঙ্গি হৈতে ভূমিতে পড়িলা॥
রাজার জ্ঞান রাজবৈদ্যের হইল মরণ।
আপনে নামিয়া রাজা করাইল চেতন॥
রাজা কহে ব্যথা তুমি পাইলে কোন ঠাঁই।
মুকুন্দ কহে অতিবড় ব্যথা নাহি পাই॥
রাজা কহে মুকুন্দ তুমি পড়িলা কি লাগি।
মুকুন্দ কহে মোর এক ব্যাধি আছে মৃগী॥
মহাবিদগ্ধ রাজা সব তত্ত্ব জানে।

মুকুন্দেরে হৈল তাঁর মহাসিদ্ধ জ্ঞানে ॥
রঘুনন্দন সেবা করে কৃষ্ণের মন্দিরে।
দ্বারে পুষ্করিণী তার বান্ধাঘাট তীরে ॥
কদম্বের বৃক্ষ এক ফুটে বারমাসে।
নিত্য দুই পুষ্প হয় কৃষ্ণ-অবতংসে ॥
মুকুন্দেরে কহে পুনঃ মধুরবচন।
তোমার সে কার্য্য ধর্ম্মে ধন উপার্জ্জন ॥
রঘুনন্দনের কার্য্য শ্রীকৃষ্ণসেবন।
কৃষ্ণসেবা বিনা ইঁহার অন্যত্র নাহি মন ॥
নরহরি রহ আমার ভক্তগণ-সনে।
এই তিন কার্য্য সদা কর তিনজনে ॥
সার্ব্বভৌম বিদ্যাবাচস্পতি দুই ভাই।
দুইজনে কৃপা করি কহেন গোসাঞি ॥
দারু-জলরূপে কৃষ্ণ প্রকট সম্প্রতি।
দরশনে স্নানে করে জীবের মুকতি।
দারুব্রহ্মরূপে সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম।
ভাগীরথী সাক্ষাৎ হয় জলব্রহ্ম সম ॥
সার্ব্বভৌম কর দারুব্রহ্ম আরাধন।
বাচস্পতি কর জলব্রহ্মের সেবন ॥
মুরারি গুপ্তেরে প্রভু করি আলিঙ্গন।
তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা কহে শুনে ভক্তগণ ॥
পূর্ব্বে আমি ইঁহারে লোভাইল বারবার।
পরমমধুর গুপ্ত ব্রজেন্দ্রকুমার ॥
স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্ব-অংশী সর্ব্বাশ্রয়।
বিশুদ্ধ-নির্ম্মল প্রেম সর্ব্বরসময় ॥
বিদগ্ধ চতুর ধীর রসিকশেখর।
সকল সদ্গুণবৃন্দরত্ন-রত্নাকর ॥
মধুরচরিত্র কৃষ্ণের মধুর বিলাস।
চাতুর্য্য-বৈদগ্ধ্য করে যেঁহো লীলা রাস ॥
সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি হও কৃষ্ণাশ্রয়।

কৃষ্ণ বিনা উপাসনা মনে নাহি লয়॥
এইমত বারবার শুনিয়ে বচন।
আমার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন॥
আমারে কহেন আমি তোমার কিঙ্কর।
তোমার আজ্ঞাকারী আমি নহি স্বতন্তর॥
এত বলি ঘরে গেলা চিন্তে রাত্রিকালে।
রঘুনাথ-ত্যাগ চিন্তি হইলা বিকলে॥
কেমন ছাড়িব রঘুনাথের চরণ।
আজি রাত্র্যে রাম মোর করাহ মরণ॥
এইমত সর্ব্বরাত্রি করেন ক্রন্দন।
মনে স্বাস্থ্য নাহি রাত্রি কৈল জাগরণ॥
প্রাতঃকালে আসি মোর ধরিয়া চরণ।
কান্দিতে কান্দিতে কিছু করে নিবেদন॥
রঘুনাথ-পায়ে মুঞি বেচিয়াছোঁ মাথা।
ছাড়িতে না পারো মাথা মনে পাও ব্যথা॥
শ্রীরঘুনাথ-চরণ ছাড়ন না যায়।
তোমার আজ্ঞা ভঙ্গ হয় কি করি উপায়॥
তবে মোরে এই কৃপা কর দয়াময়।
তোমার আগে মৃত্যু হউক যাউক সংশয়॥
এত শুনি আমি মনে বড় সুখ পাইল।
ইহারে উঠাইয়া তবে আলিঙ্গন দিল॥
সাধু সাধু গুপ্ত তোমার সুদৃঢ় ভজন।
আমার বচনে তোমার না টলিল মন॥
এইমত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভু-পায়।
প্রভু ছাড়াইলে পদ ছাড়া নাহি যায়॥
তোমার ভাবনিষ্ঠা জানিবার তরে।
তোমারে আগ্রহ আমি কৈল বারে বারে॥
সাক্ষাৎ হনুমান তুমি শ্রীরামকিঙ্কর।
তুমি কেন ছাড়িবে তাঁর চরণ-কমল॥
সেই মুরারি গুপ্ত এই মোর প্রাণ সম।

ইঁহার দৈন্য শুনি দেখি ফাটে মোর মন॥
তবে বাসুদেবে প্রভু করি আলিঙ্গন।
তাঁর গুণ কহে হৈয়া সহস্রবদন॥
নিজগুণ শুনি বাসুদেব লজ্জা পাঞা।
নিবেদন করে প্রভুর চরণে ধরিঞা॥
জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকার॥
করিতে সমর্থ তুমি মহাদয়াময়।
তুমি মনে কর তবে অনায়াসে হয়॥
জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে।
সব জীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে॥
জীবের পাপ লইয়া মুঞি করি নরকভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভব-রোগ॥
এত শুনি মহাপ্রভুর চিত্ত দ্রবিলা।
অশ্রু-কম্প-স্বরভঙ্গে বলিতে লাগিলা॥
তোমার এই চিত্র নহে তুমি ত প্রহ্লাদ।
তোমার উপরে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ প্রসাদ॥
কৃষ্ণ সেই সত্য করে যেই মাগে ভৃত্য।
ভৃত্য-বাঞ্ছাপূর্তি বিনু নাহি অন্য কৃত্য॥
ব্রহ্মাণ্ডজীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার।
বিনা পাপভোগে হবে সবার উদ্ধার॥
অসমর্থ নহে কৃষ্ণ ধরে সর্ব্ববল।
তোমারে বা কেন ভুঞ্জাইবে পাপফল॥
তুমি যার হিত বাঞ্ছ সে হৈল বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব॥

তোমার ইচ্ছামাত্রে হবে ব্রহ্মাণ্ড মোচন।
সর্ব্ব মুক্ত করিতে কৃষ্ণের নাহি কিছু শ্রম॥
একই ডুমুরবৃক্ষে লাগে বহু ফলে।
কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসে বিরজার জলে।

তার এক ফল যদি পড়ি নষ্ট হয়।
তথাপি বৃক্ষ না মানে নিজ অপচয় ॥
তৈছে এক ব্রহ্মাণ্ড যদি মুক্ত হয়।
তবু অল্প হানি কৃষ্ণের মনে নাহি লয় ॥
অনন্ত ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের বৈকুণ্ঠাদিধাম।
তার গড়খাই কারণার্ণব নাম ॥
তাতে ভাসে মায়া লঞা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড।
গড়খাইতে ভাসে যেন রাই-পূর্ণ ভাণ্ড ॥
তার এক রাই-নাশে হানি নাহি মানি।
ঐছে এক অণ্ড-নাশে কৃষ্ণে নাহি হানি ॥
সব ব্রহ্মাণ্ড সহ যদি মায়ার হয় ক্ষয়।
তথাপি না মানে কৃষ্ণ নিজ অপচয় ॥

কোটি কামধেনু-পতির ছাগী যৈছে মরে।
ষড়ৈশ্বর্য্যপতি কৃষ্ণের মায়া কিবা করে ॥
এইমত সব ভক্তের কহি সব গুণ।
সবাকে বিদায় দিলা করি আলিঙ্গন ॥
প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্ত করয়ে ক্রন্দন।
ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর বিষণ্ণ হৈল মন ॥
গদাধর পণ্ডিত রহিলা প্রভু-পাশে।
জলেশ্বরে প্রভু যারে করাইলা আবাসে ॥
পুরীগোসাঞি জগদানন্দ স্বরূপ-দামোদর।
দামোদর পণ্ডিত আর গোবিন্দ কাশীশ্বর ॥
এই সব সঙ্গে প্রভু বৈসে নীলাচলে।
জগন্নাথ দর্শন নিত্য করে প্রাতঃকালে ॥
একদিন প্রভু-পাশে আসি সার্ব্বভৌম।
যোড়হাত করি কিছু কৈল নিবেদন ॥
এবে সব বৈষ্ণব গৌড়দেশে গেলা।
এবে প্রভুর নিমন্ত্রণের অবসর হৈলা ॥
এবে মোর ঘরে ভিক্ষা কর মাস ভরি।

প্রভু কহে ধর্ম্ম নহে করিতে না পারি ॥
সার্ব্বভৌম কহে ভিক্ষা কর বিশ দিন।
প্রভু কহে এহো নহে যতি-ধর্ম্মচিহ্ন ॥
সার্ব্বভৌম কহে কর দিন পঞ্চদশ।
প্রভু কহে তোমার ভিক্ষা এক দিবস ॥
তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর চরণে ধরিয়া।
দশ দিন কর কহে মিনতি করিয়া ॥
প্রভু ক্রমে ক্রমে পঞ্চ দিন ঘটাইল।
পঞ্চ দিনে তার ভিক্ষা নিয়ম করিল ॥
তবে সার্ব্বভৌম করে আর নিবেদন।
তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী আছে দশ জন ॥
পুরীগোসাঞির পঞ্চ দিন ভিক্ষা মোর ঘরে।
পূর্ব্বে আমি কহিয়াছি তোমার গোচরে ॥
দামোদর-স্বরূপ হয় বান্ধব আমার।
কভু তোমার সঙ্গে যাবে কভু একেশ্বর ॥
আর আট সন্ন্যাসীর ভিক্ষা দুই দুই দিবসে।
একেক দিন একেক জন পূর্ণ হইল মাসে ॥
বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঞি।
সম্মান করিতে নারি অপরাধ পাই ॥
তুমি নিজছায়া সঙ্গে আসিবে মোর ঘর।
কভু সঙ্গে আসিবেন স্বরূপ-দামোদর ॥
প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া আনন্দিত মন।
সেইদিন কৈল মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ ॥
ষাঠীর মাতা নাম ভট্টাচর্য্যের গৃহিণী।
প্রভুর মহাভক্ত তেঁহো স্নেহেতে জননী ॥
ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য তাঁরে আজ্ঞা দিলা।
আনন্দে ষাঠীর মাতা পাক চড়াইলা ॥
ভট্টাচার্য্য-গৃহে সব দ্রব্য আছে ভরি।
যেবা শাক-ফলাদিক আনাইল আহরি ॥
আপনে ভট্টাচার্য্য করে পাকের সব কর্ম্ম।

ষাঠীর মাতা বিচক্ষণ জানে পাকমর্ম্ম॥
পাকশালার দক্ষিণে দুই ভোগালয়।
এক ঘরে শালগ্রামের ভোগ-সেবা হয়॥
আর ঘর মহাপ্রভুর ভিক্ষার লাগিয়া।
নিভৃতে করিয়াছেন নূতন করিয়া॥
বাহে এক দ্বার তার প্রভু প্রবেশিতে।
পাকশালায় এক দ্বার পরিবেশন করিতে॥
বত্রিশা কলার এক আঙ্গটিয়া পাতে।
উবারিল তিন মণ তণ্ডুলের ভাতে॥
পীত সুগন্ধি ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল।
চারিদিকে পাতে ঘৃত বহিয়া চলিল॥
কেয়াপত্র কলার খোলা ডোঙ্গা সারি সারি।
চারিদিকে ধরি আছে নানা ব্যঞ্জন ভরি॥
দশ প্রকার শাক নিম্ব সুকুতার ঝোল।
মরিচের ঝাল ছানা-বড়া বড়ীঘোল॥
দুগ্ধতুম্বী দুগ্ধকুষ্মাণ্ড বেসারি লাফরা।
মোচাঘণ্ট মোচাভাজা বিবিধ শাকরা॥
বৃদ্ধকুষ্মাণ্ডবড়ীর ব্যঞ্জন অপার।
ফুলবড়ী ফলমূলে বিবিধ প্রকার॥
নব নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্ত্তাকী।
ফুলবড়ী পটোল ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী॥
ভৃষ্ট মাষ-মুদ্গ-সূপ অমৃত নিন্দয়।
মধুরাম্ল বড়া ম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়॥
মুদ্গবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলী নারিকেলপুলী আর যত পিষ্ট॥
কাঞ্জিবড়া দুগ্ধচিড়া দুগ্ধলকলকী।
আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি॥
ঘৃতসিক্ত পরমান্ন মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
চাঁপাকলা ঘন দুগ্ধ আম্র তাহা ধরি॥
রসালা মথিত দধি সন্দেশ অপার।

উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার ॥
শ্রদ্ধা করি ভট্টাচার্য্য সব করাইল।
শুভ্র পীঠ উপরে শুভ্র বসন ধরিল ॥
দুই পাশে সুগন্ধি শীতল জল ঝারি।
অন্নব্যঞ্জন উপরি দেন তুলসী-মঞ্জরী ॥
অমৃত-গুটিকা পিঠাপানা আনাইল।
জগন্নাথ-প্রসাদ সব পৃথক্ ধরিল ॥
হেনকালে মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিয়া।
একলে আইলা তার হৃদয় জানিয়া ॥
ভট্টাচার্য্য কৈল তবে পাদ-প্রক্ষালন।
ঘরের ভিতর গেল করিতে ভোজন ॥
অন্নাদি দেখিয়া প্রভু বিস্মিত হইয়া।
ভট্টাচার্য্যে কহেন কিছু ভঙ্গী করিয়া ॥
অলৌকিক এই সব অন্ন ব্যঞ্জন।
দুই প্রহর ভিতরে কৈছে হইল রন্ধন ॥
শত চুলায় যদি শত জন পাক করে।
তবু শীঘ্র এক ব্যঞ্জন রান্ধিতে না পারে ॥
কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়াছ অনুমান করি।
উপরে দেখিয়ে যাতে তুলসী-মঞ্জরী ॥
ভাগ্যবান তুমি সফল তোমার উদ্‌যোগ।
রাধা কৃষ্ণে লাগাইছ এতাদৃশ ভোগ ॥
অন্নের সৌরভ বর্ণ পরমমোহন।
রাধা-কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ইহা করিয়াছেন ভোজন ॥
তোমার অনেক ভাগ্য কত প্রশংসিব।
আমি ভাগ্যবান ইহার অবশেষে পাব ॥
কৃষ্ণের আসন পীঠ রাখ উঠাইয়া।
মোরে প্রসাদ দেহ ভিন্ন পাত্রেতে করিয়া ॥
ভট্টাচার্য্য কহে প্রভু না কর বিস্ময়।
যে খাইবে তার শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধ হয় ॥
না মোর উদযোগে না গৃহিণীর রন্ধনে।

যার শক্ত্যে ভোগসিদ্ধি সেই তাহা জানে।
এই ত আসনে বসি করহ ভোজন।
প্রভু কহে পূজ্য এই কৃষ্ণের আসন॥
ভট্ট কহে অন্ন পীঠ সমান প্রসাদ।
অন্ন খাইবে পীঠে বসিতে কাঁহা অপরাধ॥
প্রভু কহে ভাল বলিলে শাস্ত্র-আজ্ঞা হয়।
কৃষ্ণের সকল শেষ ভক্ত আস্বাদয়॥

তথাপি এতেক অন্ন খাওন না যায়।
ভট্ট কহে জানি খাও যতেক যুয়ায়॥
নীলাচলে ভোজন তুমি কর বায়ান্নবার।
এক এক ভোগে অন্ন খাও শত শত ভার॥
দ্বারকাতে ষোলসহস্র মহিষীমন্দিরে।
অষ্টাদশ মাতা আর যাদবের ঘরে॥
ব্রজে জ্যেঠা খুড়া মামা পিসাদি গোপগণ।
সখা-বৃন্দ সবার ঘরে দ্বিসন্ধ্যা ভোজন॥
গোবর্দ্ধন-যজ্ঞে খাইলে অন্ন রাশি রাশি।
তার লেখে মোর অন্ন নহে এক গ্রাসী॥
তুমি ত ঈশ্বর মুঞি ক্ষুদ্র কোন ছার।
একগ্রাস মাধুকরী কর অঙ্গীকার॥
এত শুনি হাসি প্রভু বসিলা ভোজনে।
জগন্নাথপ্রসাদ ভট্ট দেন হৃষ্টমনে॥
হেনকালে অমোঘ নাম ভট্টের জামাতা।
কুলীন নিন্দক তেঁহো ষাঠি কন্যার ভর্ত্তা॥
ভোজন দেখিতে চাহে আসিতে না পারে।
লাঠি হাতে ভট্টাচার্য্য আছেন দুয়ারে॥
তেঁহো যদি প্রসাদ দিতে হেথা আগমন।
অমোঘ আসি অন্ন দেখি করয়ে নিন্দন॥
এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ বার জন।
একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন॥

শুনিতেই ভট্টাচার্য্য উলটি চাহিল।
তার অবধান দেখি অমোঘ পলাইল॥
ভট্টাচার্য্য লাঠি লৈয়া মারিতে ধাইলা।
পলাইল অমোঘ তার লাগ না পাইলা॥
তারে গালি শাপ দিতে ভট্টাচার্য্য আইলা।
নিন্দা শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা॥
শুনি ষাঠির মাতা বুকে শিরে হাত মারে।
ষাঠি আজি রাঁড়ী হোক বলে বারে বারে॥
দোঁহার দুঃখ দেখি প্রভু দোঁহা প্রবোধিয়া।
দোঁহার ইচ্ছাতে ভোজন কৈল তুষ্ট হৈয়া॥
আচমন করাইয়া ভট্ট দিল মুখবাস।
তুলসীমঞ্জরী লবঙ্গ এলাচি রসবাস॥
সর্ব্বাঙ্গে পরাইল প্রভুর মাল্য চন্দন।
দণ্ডবৎ হৈয়া কহে দৈন্য-বচন॥
নিন্দা করাইতে তোমা আনিনু নিজ-ঘরে।
এই অপরাধ প্রভু ক্ষমা কর মোরে॥
প্রভু কহে নিন্দা নহে সহজ কহিল।
ইহাতে তোমার কিবা অপরাধ হৈল॥
এত বলি মহাপ্রভু চলিলা ভবনে।
ভট্টাচার্য্য তাঁর ঘরে গেলা তাঁর সনে॥
প্রভু-পায়ে পড়ি বহু আত্মনিন্দা কৈল।
তারে শান্ত করি প্রভু ঘরে পাঠাইল॥
ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য ষাঠীর মাতা-সনে।
আপনা নিন্দিয়া কিছু কহেন বচনে॥
চৈতন্যগোসাঞির নিন্দা শুনিলে যাহা হৈতে।
তারে বধ কৈলে হয় পাপ-প্রায়শ্চিত্তে॥
কিংবা নিজ প্রাণ যদি করি বিমোচন।
দুই নহে যোগ্য দুই শরীর ব্রাহ্মণ॥
পুনঃ সেই নিন্দকের মুখ না দেখিব।
পরিত্যাগ কৈল তার নাম না লইব॥

যাঠীকে কহ ছাড়ুক সেই হইল পতিত।
পতিত হইলে ভর্ত্তা ত্যাজিতে উচিত॥
সেই রাত্র্যে অমোঘ কাঁহা পলাইয়া গেল।
প্রাতঃকালে তারে বিসূচিকা ব্যাধি হৈল॥
অমোঘ মরেন শুনি কহে ভট্টাচার্য্য।
সহায় হইয়া দৈব কৈল মোর কার্য্য॥
ঈশ্বরেতে অপরাধ ফলে ততক্ষণ।
এক বলি পড়ে দুই শাস্ত্রের বচন॥
গোপীনাথাচার্য্য গেলা প্রভুর দর্শনে।
প্রভু তারে পুছিল ভট্টাচার্য্য বিবরণে॥
আচার্য্য কহে উপবাস কৈল দুইজনে।
বিসূচিকা-ব্যাধিতে অমোঘ ছাড়য়ে জীবনে॥
শুনি কৃপাময় প্রভু আইলা ধাইয়া।
অমোঘেরে কহে তার বুকে হস্ত দিয়া॥
সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্যস্থল হয়॥
মাৎসর্য্য চণ্ডাল কেন ইহাঁ বসাইলে।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে॥
সার্ব্বভৌম সঙ্গে তোমার কলুষ হইল ক্ষয়।
কলুষ ঘুচিলে জীব কৃষ্ণনাম লয়॥
উঠহ অমোঘ তুমি কহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে তোমারে কৃপা করিবেন ভগবান॥
শুনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি অমোঘ উঠিল।
প্রেমোন্মাদে মত্ত হৈয়া নাচিতে লাগিল॥
কম্পাশ্রু পুলক স্বেদ স্তম্ভ স্বরভঙ্গ।
প্রভু হাসে দেখি তার প্রেমের তরঙ্গ॥
প্রভুর চরণে ধরি করয়ে বিনয়।
অপরাধ ক্ষম মোর প্রভু দয়াময়॥
এই ছারমুখে তোমার করিনু নিন্দনে।
এত বলি আপন গালে চড়ায় আপনে॥

চড়াইতে চড়াইতে গাল ফুলাইল।
হাতে ধরি গোপীনাথাচার্য্য নিষেধিল॥
প্রভু আশ্বাসন করে স্পর্শি তার গাত্র।
সার্ব্বভৌম-সম্বন্ধে তুমি মোর স্নেহপাত্র॥
সার্ব্বভৌম-গৃহে দাস-দাসী যে কুক্কুর।
সেহো আমার প্রিয় অন্য জন রহু দূর॥
অপরাধ নাহি সদা লহ কৃষ্ণনাম।
এত বলি প্রভু আইলা সার্ব্বভৌম-স্থান॥
প্রভু দেখি সার্ব্বভৌম ধরিলা চরণে।
প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিয়া বসিলা আসনে॥
প্রভু কহে অমোঘ শিশু কিবা তার দোষ।
কেন উপবাস কর কেনে তারে রোষ॥
উঠ স্নান করি দেখ জগন্নাথমুখ।
শীঘ্র আসি ভোজন কর তবে মোর সুখ॥
তাবৎ রহিব আমি এথায় বসিয়া।
যাবৎ না খাইবে তুমি প্রসাদ আসিয়া॥
প্রভু-পদে ধরি ভট্ট কহিতে লাগিল।
মরিত অমোঘ তারে কেনে জীয়াইল॥
প্রভু কহেন অমোঘ শিশু তোমার বালক।
বালক-দোষ না লয় পিতা তাহাতে পালক॥
এবে বৈষ্ণব হৈল তার গেল অপরাধ।
তাহার উপরে এবে করহ প্রসাদ॥
ভট্ট কহে চল প্রভু ঈশ্বর-দর্শনে।
স্নান করি তাহা মুঞি আসিছোঁ এখনে॥
প্রভু কহে গোপীনাথ ইহাই রহিবা।
ইঁহো প্রসাদ পাইলে তুমি আমারে কহিবা॥
এত বলি প্রভু গেলা ঈশ্বর-দর্শনে।
ভট্ট স্নান দর্শন করি করিলা ভোজনে॥
সেই অমোঘ হৈল প্রভুর ভক্ত একান্ত।
প্রেমে নিত্য কৃষ্ণনাম লয় মহাশান্ত॥

ঐছে বিচিত্রলীলা করে শচীর নন্দন।
যেই দেখে শুনে তার বিস্ময় হয় মন॥
ঐছে ভক্তগৃহে করে ভোজন-বিলাস।
তার মধ্যে নানা চিত্র চরিত্র প্রকাশ॥
সার্ব্বভৌম-ঘরে এই ভোজন-চরিত।
সার্ব্বভৌম-প্রীতি যাহা হৈল বিদিত॥
ষাঠীর মাতার প্রেম আর প্রভুর প্রসাদ।
ভক্ত-সম্বন্ধে যাঁহা ক্ষমিলা অপরাধ॥
শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুনে যেই জন।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্য-চরণ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
প্রভুর হইল ইচ্ছা যাইতে বৃন্দাবন।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র হইলা বিমন॥
সার্ব্বভৌম রামানন্দ আনি দুইজন।
দোঁহাকে কহেন রাজা বিনয়-বচন॥
নীলাদ্রি ছাড়ি প্রভুর মন অন্যত্র যাইতে।
তোমরা করহ যত্ন তাঁহারে রাখিতে॥
তাঁহা বিনা এই রাজ্য মোরে নাহি ভায়।
গোসাঞি রাখিতে করিহ নানা উপায়॥
রামানন্দ সার্ব্বভৌম দুইজনা স্থানে।
তবে যুক্তি করে প্রভু যাইতে বৃন্দাবনে॥
দোঁহে কহে রথযাত্রা কর দরশন।
কার্ত্তিক আইলে তবে করিহ গমন॥
কার্ত্তিক আইলে কহে এবে মহা শীত।

দোলযাত্রা দেখি যাইহ এই ভাল রীত ॥
আজি কালি করি উঠায় বিবিধ উপায়।
যাইতে সম্মতি না দেয় বিচ্ছেদের ভয় ॥
যদ্যপি স্বতন্ত্র প্রভু নহে নিবারণ।
ভক্ত-ইচ্ছা বিনা তবু না করে গমন ॥
তৃতীয় বৎসরে সব গৌড়ের ভক্তগণ।
নীলাচলে চলিতে সবার হৈল মন ॥
সবে মিলি গেলা অদ্বৈত-আচার্য্যের পাশে।
প্রভু দেখিতে আচার্য্য চলিলা উল্লাসে ॥
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়েতে রহিতে।
নিত্যানন্দপ্রভুকে প্রেমভক্তি প্রকাশিতে ॥
তথাপি চলিলা মহাপ্রভুকে দেখিতে।
নিত্যানন্দের প্রেম কে পারে বুঝিতে ॥
আচার্য্যরত্ন বিদ্যানিধি শ্রীবাস রামাই।
বাসুদেব মুরারি গোবিন্দ তিন ভাই ॥
রাঘব-পণ্ডিত নিজ ঝালি সাজাইয়া।
কুলীনগ্রামবাসী চলে পট্টডোরী লইঞা ॥
খণ্ডবাসী নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
সর্ব্বভক্ত চলে তার কে করে গণন ॥
শিবানন্দ সেন করে ঘাটি সমাধান।
সবাকে পালন করি সুখে লঞা যান ॥
সবার সর্ব্বকার্য্য করেন দেন বাসাস্থান।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া পথের সন্ধান ॥
সে বৎসর প্রভু দেখিতে সব ঠাকুরাণী।
চলিলা আচার্য্য সঙ্গে অচ্যুত-জননী ॥
শ্রীবাস-পণ্ডিত সঙ্গে চলিলা মালিনী।
শিবানন্দ-সঙ্গে চলে তাঁহার গৃহিণী ॥
শিবানন্দের বালক নাম চৈতন্যদাস।
তেঁহো চলিয়াছে প্রভু দেখিতে উল্লাস ॥
আচার্য্য-রত্ন সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী।

তাঁহার প্রেমের কথা কহিতে না জানি॥
সব ঠাকুরাণী মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতে।
প্রভুর নানা প্রিয় দ্রব্য নিল ঘর হৈতে॥
শিবানন্দ সেন করে সব সমাধান।
ঘাটিয়াল প্রবোধি দেন বাসস্থান॥
ভক্ষ্য দিয়া করেন সবার সর্ব্বত্র পালনে।
পরম আনন্দে যান প্রভুর দর্শনে॥
রেমুণা আসিয়া কৈল গোপীনাথ দর্শন।
আচার্য্য করিল তাহা কীর্ত্তন-নর্ত্তন॥
নিত্যানন্দের পরিচয় সব লোক সনে।
বহুত সম্মান আসি কৈল সেবকগণে॥
সেই রাত্রি সব মহান্ত তাহাই রহিলা।
বার ক্ষীর আনি আগে সেবক ধরিলা॥
ক্ষীর বাঁটি সবারে দিল প্রভু নিত্যানন্দ।
ক্ষীরপ্রসাদ পাইয়া সবার বাড়িল আনন্দ॥
মাধবপুরীর কথা গোপাল-স্থাপন।
তাঁহারে গোপাল যৈছে মাগিল চন্দন॥
তাঁর লাগি গোপীনাথ-ক্ষীর চুরি কৈল।
মহাপ্রভুর মুখে আগে এ কথা শুনিল॥
সেই কথা সবার মধ্যে কহে নিত্যানন্দ।
শুনিয়া আচার্য্য-মনে বাড়িল আনন্দ॥
এইমত চলি চলি কটক আইলা।
সাক্ষিগোপাল দেখি তথা সেদিন রহিলা॥
সাক্ষিগোপালের কথা কহে নিত্যানন্দ।
শুনিয়া বৈষ্ণব-মনে বাড়িল আনন্দ॥
প্রভুকে মিলিতে সবার উৎকণ্ঠা অন্তর।
শীঘ্র করি আইলা সবে শ্রীনীলাচল॥
আঠারনালাকে আইলা গোসাঞি শুনিয়া।
দুই মালা পাঠাইলা গোবিন্দ হাতে দিয়া॥
দুই মালা গোবিন্দ দুইজনে পরাইল।

অদ্বৈত অবধূত গোসাঞি বড় সুখ পাইল।
তাহাই আরম্ভ কৈল কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
নাচিতে নাচিতে চলি আইলা দুই জন॥
পুনঃ মালা দিয়া স্বরূপাদি নিজগণ।
আগুবাড়ি পাঠাইল শচীর নন্দন॥
নরেন্দ্র আসিয়া তাঁরা সবারে মিলিলা।
মহাপ্রভুর দত্ত মালা সবারে পরাইলা॥
সিংহদ্বার নিকট আইলা শুনি গৌররায়।
আপনে আসিয়া প্রভু মিলিলা সবায়॥
সবা লঞা কৈল জগন্নাথ দরশন।
সবা লৈয়া আইল পুনঃ আপন ভবন।
বাণীনাথ কাশীমিশ্র প্রসাদ আনিল।
স্বহস্তে সবারে প্রভু প্রসাদ খাওয়াইল॥
পূর্ব্ববৎসরে যার যেই বাসাস্থান।
তাহা সবা পাঠাইয়া করাইল বিশ্রাম॥
এইমত ভক্তগণ রহিলা চারি মাস।
প্রভুর সহিতে করে কীর্ত্তন-বিলাস॥
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রাকাল যবে আইল।
সবা লইয়া গুণ্ডিচা-মন্দির প্রক্ষালিলা॥
কুলীনগ্রামী পট্টডোরী জগন্নাথে দিল।
পূর্ব্ববৎ রথ-অগ্রে নর্ত্তন করিল॥
বহু নৃত্য করি পুনঃ চলিলা উদ্যানে।
বাপী-তীরে তাঁহা যাই করিলা বিশ্রামে॥
রাঢ়ী এক বিপ্র তেঁহো নিত্যানন্দদাস।
মহা ভাগ্যবান্ তেঁহো নাম কৃষ্ণদাস॥
ঘট ভরি প্রভুর তেঁহো অভিষেক কৈল।
তাঁর অভিষেকে প্রভু মহা তৃপ্ত হৈল॥
বলগণ্ডি ভোগের বহু প্রসাদ আইল।
সবা সঙ্গে মহাপ্রভুর প্রসাদ খাইল॥
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রা কৈল দরশন।

হোরাপঞ্চমী যাত্রা দেখে লইয়া ভক্তগণ ॥
আচার্য্যগোসাঞি প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।
তার মধ্যে কৈল যৈছে ঝড়-বরিষণ ॥
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।
শ্রীবাস প্রভুরে তবে কৈল নিমন্ত্রণ ॥
প্রভুর ব্যঞ্জন সব রান্ধেন মালিনী।
ভক্ত্যে দাসী অভিমান স্নেহেতে জননী ॥
আচার্য্যরত্ন-আদি যত মুখ্য ভক্তগণ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুরে করেন নিমন্ত্রণ ॥
চাতুর্ম্মাস্য অন্তে পুনঃ নিত্যানন্দ লঞা।
কিবা যুক্তি করে নিত্য নিভৃতে বসিয়া ॥
আচার্য্যগোসাঞি প্রভুকে কহে ঠারেঠোরে।
আচার্য্যতর্জ্জা পড়ে কেহ বুঝিতে না পারে ॥
তাঁর মুখ দেখি হাসে শচীর নন্দন।
অঙ্গীকার জানি আচার্য্য করেন নর্ত্তন ॥
কিবা প্রার্থনা কিবা আজ্ঞা কেহ না বুঝিল।
আলিঙ্গন করি প্রভু তাঁরে বিদায় দিল ॥
নিত্যানন্দ কহে প্রভু শুনহ শ্রীপাদ।
এই আমি মাগি তুমি করহ প্রসাদ ॥
প্রতিবর্ষ নীলাচলে তুমি না আসিবা।
গৌড়ে রহি মোর ইচ্ছা সফল করিবা ॥
তাহাঁ সিদ্ধি করে হেন অন্য না দেখিয়ে।
আমার দুষ্কর কর্ম্ম তোমা হৈতে হয়ে ॥
নিত্যানন্দ কহে আমি দেহ তুমি প্রাণ।
দেহ প্রাণ ভিন্ন নহে এই ত প্রমাণ ॥
অচিন্ত্য শক্ত্যে কর তুমি তাহার ঘটন।
যে করাহ সেই করি নাহিক নিয়ম ॥
তাঁরে বিদায় দিল প্রভু করি আলিঙ্গন।
এইমত বিদায় দিল সব ভক্তগণ ॥
কুলীনগ্রামী পূর্ব্বমত কৈল নিবেদন।

প্রভু আজ্ঞা কর আমার কর্ত্তব্যসাধন।
প্রভু কহে বৈষ্ণব-সেবা নাম-সংকীর্ত্তন।
দুই কর শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥
তেঁহো কহে কে বৈষ্ণব কি তার লক্ষণ।
তবে হাসি কহে প্রভু জানি তাঁর মন॥
কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ভজ তাঁহার চরণে॥
বর্ষান্তরে পুনঃ তাঁহা ঐছে প্রশ্ন কৈল।
বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিখাইল॥
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান॥
ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব লক্ষণ।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবতর আর বৈষ্ণবতম॥
এইমত সব বৈষ্ণব গৌড়ে চলিলা।
বিদ্যানিধি সে বৎসর নীলাদ্রি রহিলা॥
স্বরূপ সহিতে তাঁর হয় সখ্যপ্রীতি।
দুইজনার কৃষ্ণ-কথা একত্রই স্থিতি॥
গদাধর-পণ্ডিতে তেঁহো পুনঃ মন্ত্র দিল।
ওড়নি ষষ্ঠীর দিনে যাত্রা যে দেখিল॥
জগন্নাথ পরে তথা মাড়ুয়া বসন।
দেখিয়া সঘৃণ হৈল বিদ্যানিধির মন॥
সেই রাত্রে জগন্নাথ বলাই আসিয়া।
দুই ভাই চড়ান তারে হাসিয়া হাসিয়া॥
গাল ফুলিল আচার্য্য অন্তরে উল্লাস।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস॥
এইমত প্রত্যব্দ আইসে গৌড়ের ভক্তগণ।
প্রভু সঙ্গে রহি করে যাত্রা দরশন॥
তার মধ্যে যে যে বর্ষ আছয়ে বিশেষ।
বিস্তারিয়া তাহা শেষ করিব নিঃশেষ॥
এইমত মহাপ্রভুর চারি বৎসর গেল।

দক্ষিণ যাত্রা আসিতে দুই বৎসর লাগিল।
আর দুই বৎসর চাহে বৃন্দাবন যাইতে।
রামানন্দ হঠে প্রভু না পারে চলিতে॥
পঞ্চম বৎসরে গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
রথ দেখি না রহিল গৌড়ে চলিল॥
তবে প্রভু সার্ব্বভৌম রামানন্দ স্থানে।
আলিঙ্গন করি কহে মধুর বচনে॥
বহুত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন।
তোমার হঠে দুই বৎসর না কৈল গমন॥
অবশ্য চলিব দোঁহে করহ সম্মতি।
তোমা দোঁহা বিনা মোর নাহি অন্যগতি॥
গৌড়দেশে হয় মোর দুই সমাশ্রয়।
জননী জাহ্নবী এই দুই দয়াময়॥
গৌড়দেশ দিয়া যাব তাঁ সবা দেখিয়া।
তুমি দোঁহে আজ্ঞা দেহ প্রসন্ন হইয়া॥
শুনিয়া প্রভুর বাণী মনে বিচারয়।
প্রভু সনে অতি হঠ কভু ভাল নয়॥
দোঁহে কহে এবে বর্ষা চলিতে নারিবা।
বিজয়াদশমী আইলে অবশ্য যাইবা॥
আনন্দে মহাপ্রভু বর্ষা কৈল সমাধান।
বিজয়াদশমী দিনে করিল পয়ান॥
জগন্নাথের প্রসাদ প্রভু যত পাইয়াছিল।
কড়ার চন্দন ডোর সব সঙ্গে লৈলা॥
জগন্নাথের আজ্ঞা মাগি প্রভাতে চলিলা।
উড়িয়া গৌড়িয়া ভক্তে যত্নে নিবারিলা॥
নিজগণ সঙ্গে প্রভু ভবানীপুর আইলা।
প্রসাদ ভোজন করি তথায় রহিলা॥
বাণীনাথ বহু প্রসাদ দিল পাঠাইয়া।
রামানন্দ আইলা পাছে দোলায় চড়িয়া॥
প্রাতঃকালে চলি প্রভু ভুবনেশ্বর আইলা।

সঙ্গের ভক্তগণ আসি তথায় মিলিলা॥
কটক আসিয়া কৈল গোপাল দর্শন।
স্বপ্নেশ্বর বিপ্র কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ॥
রামানন্দ রায় সব গণ নিমন্ত্রিল।
বাহির-উদ্যানে আসি প্রভু বাসা কৈল॥
ভিক্ষা করি বকুলতলে করিল বিশ্রাম।
প্রতাপরুদ্র ঠাঞি রায় করিল পয়ান॥
শুনি আনন্দিত রাজা শীঘ্র আইলা।
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ ভূমিতে পড়িলা॥
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে প্রণয়ে বিহ্বল।
স্তুতি করি পুলকাঙ্গ পড়ে অশ্রুজল॥
তাঁর ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হৈল মন।
উঠি মহাপ্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন॥
পুনঃ স্তুতি করি রাজা করেন প্রণাম।
প্রভু-কৃপা-অশ্রু তাঁর দেহে হৈল স্নান॥
সুস্থ করি রামানন্দ রাজা বসাইলা।
কায়মনোবাক্যে প্রভু তারে কৃপা কৈলা॥
ঐছে তাহারে কৃপা কৈল গৌররায়।
প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা নাম হৈল যায়॥
রাজপাত্রগণ কৈল প্রভুর বন্দন।
রাজারে বিদায় দিল শচীর নন্দন॥
বাহিরে আসি রাজা আজ্ঞাপত্র লেখাইল।
নিজরাজ্যে যত বিষয়ী তাহারে পাঠাইল॥
গ্রামে গ্রামে নূতন আবাস করিবা।
পাঁচ সাত নব গৃহে সামগ্রী ভরিবা॥
আপনি প্রভুকে লঞা তাঁহা উত্তরিবা।
রাত্রি-দিবা বেত্র হস্তে সেবায় রহিবা॥
দুই মহাপাত্র হরিচন্দন মর্দরাজ।
তারে আজ্ঞা দিল রাজা কর সর্ব্বকাজ॥
এক নব নৌকা আসি রাখ নদীতীরে।

যাহা স্নান করি প্রভু যান নদী-পারে॥
তাঁহা স্তম্ভ রোপণ কর মহাতীর্থ করি।
নিত্য স্নান করিব তাঁহা তাঁহা যেন মরি॥
চতুর্দ্বারে করহ উত্তম নব্য বাস।
রামানন্দ যাহ তুমি মহাপ্রভু পাশ॥
সন্ধ্যাতে চলিবে প্রভু নৃপতি শুনিল।
হস্তী উপর তাম্বুগৃহে স্ত্রীগণে চড়াইল॥
প্রভু চলিবার পথে রহে সারি হৈয়া।
সন্ধ্যাতে চলিল প্রভু নিজগণ লৈয়া॥
চিত্রোৎপলা নদী আসি ঘাটে কৈল স্নান।
মহিষী সকল দেখে করয়ে প্রণাম॥
প্রভুর দর্শনে সবে হৈল প্রেমময়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে নেত্রে অশ্রু বরিষয়॥
এমন কৃপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে।
কৃষ্ণপ্রেমা হয় যার দূর-দরশনে॥
নৌকাতে চড়িয়া প্রভু হৈল নদী পার।
জ্যোৎস্নাবতী রাত্র্যে চলি আইলা চতুর্দ্বার॥
রাত্র্যে তথা রহি প্রাতে স্নান-কৃত্য কৈল।
হেনকালে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আইল॥
রাজার আজ্ঞায় পড়িছা পাঠায় দিনে দিনে।
বহুত প্রসাদ পাঠায় দিয়া বহুজনে॥
স্বগণ সহিতে প্রভু প্রসাদ অঙ্গীকরি।
উঠিয়া চলিলা প্রভু বলি হরি হরি॥
রামানন্দ মঙ্গরাজ শ্রীহরিচন্দন।
সঙ্গে সেবা করি চলে এই তিন জন॥
প্রভু সঙ্গে পুরীগোসাঞি স্বরূপদামোদর।
জগদানন্দ মুকুন্দ গোবিন্দ কাশীশ্বর॥
হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
গোপীনাথাচার্য্য আর পণ্ডিত দামোদর॥
রামাই নন্দাই আর বহু ভক্তগণ।

প্রধান কহিল সবার কে করে গণন ॥
গদাধর পণ্ডিত তবে সঙ্গে চলিলা।
ক্ষেত্র-সন্ন্যাস না ছাড়িহ প্রভু নিষেধিলা ॥
পণ্ডিত কহে যাঁহা তুমি সেই নীলাচল।
ক্ষেত্র-সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল ॥
প্রভু কহেঁ কর ইহাঁ গোপীনাথ সেবন।
পণ্ডিত কহে কোটি সেবা ত্বৎপাদদর্শন ॥
প্রভু কহে সেবা ছাড়িবে আমার লাগে দোষ।
ইহাঁ রহি সেবা কর আমার সন্তোষ ॥
পণ্ডিত কহে সব দোষ আমার উপর।
তোমা সঙ্গে না যাইব যাব একেশ্বর ॥
আই দেখিতে যাব আমি না যাব তোমা লাগি।
প্রতিজ্ঞাসেবাত্যাগ দোষ তার আমি ভাগী ॥
এত বলি পণ্ডিতগোসাঞি পৃথক্ চলিল।
কটক আসি প্রভু তারে সঙ্গে আনাইলা ॥
পণ্ডিতের চৈতন্য-প্রেম বুঝন না যায়।
প্রতিজ্ঞা-শ্রীকৃষ্ণ-সেবা ছাড়িল তৃণপ্রায় ॥
তাঁহার চরিত্রে প্রভু অন্তরে সন্তোষ।
তাহার হাতে ধরি কহে করি প্রণয়-রোষ ॥
প্রতিজ্ঞা-সেবা ছাড়িবে এ তোমার উদ্দেশ।
সে সিদ্ধ হইল ছাড়ি আইলা দূরদেশ ॥
আমার সঙ্গে রহিতে চাহ বাঞ্ছ নিজসুখ।
তোমার দুই ধর্ম্ম যায় আমার হয় দুঃখ ॥
মোর সুখ চাহ যদি নীলাচলে চল।
আমার শপথ যদি আর কিছু বল ॥
এত বলি মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িলা।
মূর্চ্ছিত হইয়া তথা পণ্ডিত পড়িলা ॥
পণ্ডিতে লঞা যাইতে সার্ব্বভৌমে আজ্ঞা দিলা।
ভট্টাচার্য্য কহে উঠ ঐছে প্রভুর লীলা ॥

এইমত প্রভু তোমার বিচ্ছেদ সহিয়া।
তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কৈল যত্ন করিয়া॥
এইমত কহি তাঁরে প্রবোধ করিলা।
দুইজনে শোকাকুল নীলাচলে আইলা॥
প্রভু লাগি ধর্ম্ম-কর্ম্ম ছাড়ে ভক্তগণ।
ভক্ত-ধর্ম্মহানি প্রভুর না হয় সহন॥
দুই রাজপাত্র যেই প্রভু সঙ্গে যায়।
রাজপুর আসি প্রভু তারে দিলেন বিদায়॥
প্রভু বিদায় দিল রায় যায় তাঁর সনে।
কৃষ্ণকথা রামানন্দ-সনে রাত্রি-দিনে॥
প্রতি গ্রামে রাজ-আজ্ঞায় রাজ-ভৃত্যগণ।
নবগৃহে নানা দ্রব্যে করয়ে সেবন॥
এই মত চলি প্রভু রেমুণা আইলা।
তথা হৈতে রামানন্দ রায়ে বিদায় দিলা॥
ভূমিতে পড়িলা রায় নাহিক চেতন।
রায় কোলে করি প্রভু করয়ে ক্রন্দন॥
রায়ের বিদায় কথা না যায় সহন।
কহিতে না পারি এই তাহার বর্ণন॥
তবে ওড্রদেশ-সীমা প্রভু চলি আইলা।
তথা রাজ-অধিকারী প্রভুরে মিলিলা॥
দিন দুই চারি তেঁহো করিল সেবন।
আগে চলিবারে সেই কহে বিবরণ॥
মদ্যপ যবনরাজার আগে অধিকার।
তার ভয়ে পথে কেহ নারে চলিবার॥
পিছলদা পর্য্যন্ত সব তার অধিকার।
তার ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার॥
দিনকত রহ সন্ধি করি তাহা সনে।
তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে॥
সেইকালে সে যবনের এক অনুচর।
উড়িয়া-কটকে আইল করি বেশান্তর॥

প্রভুর অদ্ভুত সেই চরিত্র দেখিয়া।
হিন্দু-চর কহে সেই যবন-পাশ গিয়া॥
এক সন্ন্যাসী আইল জগন্নাথ হৈতে।
অনেক সিদ্ধপুরুষ হয় তাঁহার সহিতে॥
নিরন্তর করে সবে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
সবে হাসে নাচে গায় করয়ে ক্রন্দন॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে তাহা দেখিবারে।
তারে দেখি পুনরপি যাইতে নারে ঘরে॥
সেই সব লোক হয় বাউলের প্রায়।
কৃষ্ণ কহি নাচে কান্দে গড়াগড়ি যায়॥
কহিবার কথা নহে দেখিলে সে জানি।
তাঁহার প্রভাবে তাঁরে ঈশ্বর করি মানি॥
এত কহি সেই চর হরি কৃষ্ণ গায়।
হাসে কান্দে নাচে গায় বাউলের প্রায়॥
এত শুনি যবনের মন ফিরি গেল।
আপন বিশ্বাস উড়িয়া-স্থানে পাঠাইলা॥
বিশ্বাস আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দিল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি প্রেমে বিহ্বল হইল॥
ধৈর্য্য হঞা উড়িয়াকে কহে নমস্করি।
তোমা-স্থানে পাঠাইল ম্লেচ্ছ-অধিকারী॥
তুমি যদি আজ্ঞা দেহ এখানে আসিয়া।
যবন অধিকারী যায় প্রভুকে মিলিয়া॥
বহুত উৎকণ্ঠা তার করিয়াছে বিনয়।
তোমা-সনে এই সন্ধি নাহি যুদ্ধ-ভয়॥
শুনি মহাপাত্র কহে হইয়া বিস্ময়।
মদ্যপ যবনের চিত্তে ঐছে কে কহয়॥
আপনে মহাপ্রভু তার মন ফিরাইল।
দর্শনে স্মরণে যার জগৎ তরিল॥
এত বলি বিশ্বাসেরে কহিল বচন।
ভাগ্য তার আসি করুক প্রভুর দর্শন॥

প্রতীত করিয়ে যদি নিরস্ত্র হইয়া।
আসিবেক পাঁচ সাত ভৃত্য সঙ্গে লৈয়া॥
বিশ্বাস যাইয়া তারে সকল কহিল।
হিন্দু-বেশ ধরি সেই যবন আইল॥
দূর হৈতে প্রভু দেখে ভূমেতে পড়িয়া।
দণ্ডবৎ করে অশ্রু-পুলকিত হৈয়া॥
মহাপাত্র আনিল তারে করিয়া সম্মান।
যোড়হাতে প্রভু আগে লয় কৃষ্ণনাম॥
অধম যবন-কুলে কেন জন্মাইলে।
বিধি মোরে হিন্দুকুলে কেন না জন্মাইলে॥
হিন্দু হৈলে পাইতাম তোমার চরণ-সন্নিধান।
ব্যর্থ মোর এই দেহ যাউক পরাণ॥
এত শুনি মহাপাত্র আবিষ্ট হইয়া।
প্রভুকে করেন স্তুতি চরণে ধরিয়া॥
চণ্ডাল পবিত্র যাঁর শ্রীনাম-শ্রবণে।
হেন তোমার এই জীব পাইল দর্শনে॥
তবে মহাপ্রভু তারে কৃপাদৃষ্টি করি।
আশ্বাসিয়া কহে তুমি কহ কৃষ্ণ হরি॥
সেই কহে মোরে যদি কৈলে অঙ্গীকার।
এক আজ্ঞা দেহ সেবা করি যে তোমার॥
গো-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-হিংসা করিয়াছি অপার।
সে পাপ হইতে মোর হউক নিস্তার॥
তবে মুকুন্দ দত্ত কহে শুন মহাশয়।
গঙ্গাতীরে যাইতে মহাপ্রভুর মন হয়॥
তাঁহা যাইতে কর তুমি সহায় প্রকার।
এই বড় আজ্ঞা সেই বড় উপকার॥
তবে সেই মহাপ্রভুর চরণ বন্দিয়া।
সবার চরণ বন্দি চলে হৃষ্ট হৈয়া॥
মহাপাত্র তার সনে কৈল কোলাকুলি।
অনেক সামগ্রী দিয়া করিল মিতালি॥

প্রাতঃকালে সেই বহু নৌকা সাজাইয়া।
প্রভুকে আনিতে দিল বিশ্বাস পাঠাইয়া॥
মহাপাত্র চলি আইল মহাপ্রভুর সনে।
ম্লেচ্ছ আসি কৈল প্রভুর চরণবন্দনে॥
এক নবীন নৌকা তার মধ্যে এক ঘর।
স্বগণে চড়াইল প্রভুকে তাহার উপর॥
মহাপাত্রে মহাপ্রভু করিল বিদায়।
কান্দিতে কান্দিতে সেই তীরে রহি যায়॥
জলদস্যু-ভয়ে সেই যবন চলিল।
দশ নৌকা ভরি সেই সৈন্য সঙ্গে নিল॥
মন্ত্রেশ্বর দুষ্ট নদে পার করাইল।
পিছলদা পর্য্যন্ত সেই যবন আইল॥
তারে বিদায় দিল প্রভু সেই গ্রাম হৈতে।
সে কালে তার প্রেম-চেষ্টা না পারি বর্ণিতে॥
অলৌকিক লীলা করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যেই ইহা শুনে তার জন্ম-দেহ ধন্য॥
সেই নৌকা চড়ি প্রভু আইলা পানিহাটী।
নাবিকেরে পরাইল নিজ কৃপা-শাটী॥
প্রভু আইলা বলি লোকের হৈল কোলাহল।
মনুষ্য ভরিল সব কিবা জল-স্থল॥
রাঘব পণ্ডিত আসি প্রভু লঞা গেলা।
পথে যাইতে লোকভিড় কষ্টে-সৃষ্টে আইলা॥
একদিন প্রভু তথা করিয়া নিবাস।
প্রাতে কুমারহট্টে আইলা যাহা শ্রীনিবাস॥
তাঁহা হৈতে আগে গেলা শিবানন্দ-ঘর।
বাসুদেব-গৃহে পাছে আইলা ঈশ্বর॥
বাচস্পতি-গৃহে প্রভু যেমত রহিলা।
লোকভিড় ভয়ে যৈছে কুলিয়া আইলা॥
মাধবদাস-গৃহে তথা শচীর নন্দন।
লক্ষ-কোটি লোক তথা পাইল দর্শন॥

সাত দিন রহি তথা লোক নিস্তারিলা।
সব অপরাধিগণে প্রকারে তারিলা॥
শান্তিপুরে আচার্য্য গৃহে ঐছে আইলা।
শচী মাতা মিলি তাঁর দুঃখ খণ্ডাইলা॥
তবে রামকেলি গ্রামে প্রভু যৈছে গেলা।
নাটশালা হৈতে প্রভু পুনঃ ফিরি আইলা॥
শান্তিপুরে পুনঃ কৈল দশ দিন বাস।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস॥
অতএব ইহাঁ তার না কৈল বিস্তার।
পুনরুক্তি হয় গ্রন্থ বাড়য়ে অপার॥
তার মধ্যে মিলিলা যৈছে রূপ সনাতন।
নৃসিংহানন্দ কৈল যৈছে পথের সাজন॥
সূত্র-মধ্যে সেই লীলা আমিহ বর্ণিল।
অতএব পুনঃ তাহা ইহা না লিখিল॥
পুনরপি প্রভু যদি শান্তিপুর আইলা।
রঘুনাথ দাস আসি প্রভুরে মিলিলা॥
হিরণ্য গোবর্দ্ধন নাম দুই সহোদর।
সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর॥
মহৈশ্বর্য্যযুক্ত দোঁহে বদান্য ব্রাহ্মণ্য।
সদাচার সৎকুল ধার্ম্মিক-অগ্রগণ্য॥
নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্যপ্রায়।
অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আরাধ্য দোঁহার।
চক্রবর্ত্তী করে দোঁহায় ভ্রাতৃব্যবহার॥
মিশ্র পুরন্দরের পূর্ব্বে করিয়াছেন সেবনে।
অতএব প্রভু ভাল জানেন দুই জনে॥
সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাস।
বাল্যকাল হৈতে তিঁহো বিষয়ে উদাস॥
সন্ন্যাস করি প্রভু যবে শান্তিপুর আইলা।
তবে আসি রঘুনাথ প্রভুরে মিলিলা॥

প্রভুর চরণে পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
প্রভু পাদস্পর্শ কৈল করুণা করিয়া॥
তাঁর পিতা সদা করে আচার্য্য-সেবন।
অতএব আচার্য্য তাঁরে হৈলা প্রসন্ন॥
আচার্য্য-প্রসাদে পাইল প্রভুর উচ্ছিষ্টপাত।
প্রভুর চরণ দেখি দিন পাঁচ সাত॥
প্রভু তাঁরে বিদায় দিয়া গেলা নীলাচল।
তিঁহো ঘরে আসি হৈল প্রেমেতে পাগল॥
বারবার পালায় তিঁহো নীলাদ্রি যাইতে।
পিতা তারে বান্ধি রাখে আনি পথ হৈতে॥
পঞ্চ পাইক তারে রাখে রাত্রি-দিনে।
চারি সেবক দুই ব্রাহ্মণ রহে তার সনে॥
একাদশ জন তারে রাখে নিরন্তর।
নীলাচল যাইতে না পায় দুঃখিত অন্তর॥
এবে যদি মহাপ্রভু শান্তিপুর আইলা।
শুনিয়া পিতারে রঘুনাথ নিবেদিলা॥
আজ্ঞা দেহ যাইয়া দেখি প্রভুর চরণ।
অন্যথা না রহে মোর শরীরে জীবন॥
শুনিয়া তার পিতা বহু লোক দ্রব্য দিয়া।
পাঠাইল তারে শীঘ্র আসিহ কহিয়া॥
সাত দিন শান্তিপুরে প্রভুসঙ্গে রহে।
রাত্রি-দিবসে এই মনঃ-কথা কহে॥
রক্ষকের হাতে মুঞি কেমনে ছুটিব।
কেমনে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাইব॥
সর্ব্বজ্ঞ গৌরাঙ্গপ্রভু জানি তার মন।
শিক্ষারূপে কহে তাঁরে আশ্বাস-বচন॥
স্থির হঞা ঘরে যাহ না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কূল॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া॥

অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার॥
বৃন্দাবন দেখি যবে আসি নীলাচলে।
তবে তুমি আমাপাশ আসিহ কোন ছলে॥
সে ছল সে কালে কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণ-কৃপা যারে তারে কে রাখিতে পারে॥
এত কহি মহাপ্রভু তারে বিদায় দিল।
ঘরে আসি মহাপ্রভুর শিক্ষা আচরিল॥
বাহ্য বৈরাগ্য বাতুল সকল ছাড়িয়া।
যথাযোগ্য কার্য্য করে অনাসক্ত হইয়া॥
দেখি তাঁর পিতা মাতা বড় সুখ পাইল।
তাঁহার আবরণ কিছু শিথিল হইল॥
ইহাঁ প্রভু একেক করি সব ভক্তগণ।
অদ্বৈত নিত্যানন্দাদি যত ভক্ত জন॥
সবা আলিঙ্গন করি কহেন গোসাঞি।
সবে আজ্ঞা দেহ আমি নীলাচলে যাই॥
সবা সহিত ইহাঁ আমার হইল মিলন।
এ বর্ষ নীলাদ্রি কেহ না করিহ গমন॥
ইহাঁ হৈতে অবশ্য আমি বৃন্দাবন যাব।
সবে আজ্ঞা দেহ তবে নির্ব্বিঘ্নে আসিব॥
মাতার চরণ ধরি বহু বিনয় কৈল।
বৃন্দাবন যাইতে তাঁহার আজ্ঞা নিল॥
তবে নবদ্বীপে তাঁরে দিলা পাঠাইয়া।
নীলাদ্রি চলিলা সঙ্গে ভক্তগণ লইয়া॥
সেই সব লোক পথে করেন সেবন।
সুখে নীলাচল আইলা শচীর নন্দন॥
প্রভু আসি জগন্নাথ দরশন কৈল।
মহাপ্রভু আইলা গ্রামে কোলাহল হৈল॥
আনন্দিত ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা।
প্রেম-আলিঙ্গন প্রভু সবারে করিলা॥

কাশীমিশ্র রামানন্দ প্রদ্যুম্ন সার্ব্বভৌম।
বাণীনাথ শিখি আদি যত ভক্তগণ॥
গদাধরপণ্ডিত আসি প্রভুরে মিলিলা।
সবার অগ্রেতে প্রভু কহিতে লাগিলা॥
বৃন্দাবন যাব আমি গৌড়দেশ দিয়া।
নিজ মাতার গঙ্গার চরণ দেখিয়া॥
এত মনে করি কৈল গৌড়েতে গমন।
সহস্রেক সঙ্গে হৈল নিজ ভক্তগণ॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে কৌতুক দেখিতে।
লোকের সংঘট্টে পথ না পারি চলিতে॥
যথা রহি তথা ঘর প্রাচীর হয় চূর্ণ।
যথা নেত্র পড়ে তথা লোক দেখি পূর্ণ॥
কষ্টে স্বষ্টে করি গেলাম রামকেলি গ্রাম।
আমার ঠাঞি আইলা রূপ সনাতন নাম॥
দুই ভাই ভক্তরাজ কৃষ্ণ-কৃপা-পাত্র।
ব্যবহারে রাজমন্ত্রী হয় রাজপাত্র॥
বিদ্যা-ভক্তি-বুদ্ধি-বলে পরম প্রবীণ।
তবু আপনাকে মানে তৃণ হৈতে হীন॥
তার দৈন্য দেখি শুনি পাষাণ বিদরে।
আমি তুষ্ট হইয়া তবে কহিল তাহারে॥
উত্তম হইয়া হীন করি মান আপনারে।
অচিরে করিবে কৃষ্ণ তোমারে উদ্ধারে॥
এত কহি আমি যবে বিদায় তারে দিল।
গমনকালে সনাতন প্রহেলী কহিল॥
যার সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটি।
বৃন্দাবন-যাত্রার এই নহে পরিপাটী॥
তবে আমি শুনিল মাত্র না কৈল অবধান।
প্রাতে চলি আইলাম কানাইর নাটশালা গ্রাম॥
রাত্রিকালে মনে আমি বিচার করিল।
সনাতন মোরে কিবা প্রহেলী কহিল॥

ভাল ত কহিল মোর এত লোক সঙ্গে।
লোক দেখি কহিবে মোরে এই এক ঢঙ্গে॥
দুর্লভ দুর্গম সেই নির্জ্জন বৃন্দাবন।
একাকী যাইব কিংবা সঙ্গে এক জন॥
মাধবেন্দ্রপুরী তথা গেলা একেশ্বরে।
বাদিয়ার বাজী পাতি চলিলাম তথারে॥
বৃন্দাবন যাব কাঁহা একাকী হইয়া।
সৈন্য সঙ্গে চলিয়াছি ঢাক বাজাইয়া॥
ধিক্ ধিক্ আপনাকে বলি হইলাম অস্থির।
নিবৃত্ত হইয়া পুনঃ আইলাম গঙ্গাতীর॥
ভক্তগণে রাখিয়া আইনু স্থানে স্থানে।
আমা সঙ্গে আইল সবে পাঁচ ছয় জনে॥
নির্ব্বিঘ্ন হইব কৈছে যাব বৃন্দাবনে।
সবে মিলি যুক্তি দেহ হইয়া পরসন্নে॥
গদাধরে ছাড়ি গেনু ইহঁ দুঃখ পাইল।
সেই হেতু বৃন্দাবন যাইতে নারিল॥
তবে গদাধর পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হইয়া।
প্রভু-পদ ধরি কহে বিনয় করিয়া॥
তুমি যাঁহা যাঁহা রহ তাঁহা বৃন্দাবন।
তাঁহা যমুনা গঙ্গা সর্ব্বতীর্থগণ॥
তবু বৃন্দাবন যাহ লোক শিক্ষাইতে।
সেই ত করিবে তোমার যেই লয় চিতে॥
এই আগে আইল প্রভু বর্ষা চারি মাস।
এই চারি মাস কর নীলাচলে বাস॥
পাছে সেই আচরিবা যেই তোমার মন।
আপন ইচ্ছায় চল রহ কে করে বারণ॥
শুনি সব ভক্ত কহে প্রভুর চরণে।
সবাকার ইচ্ছা পণ্ডিত কৈল নিবেদনে॥
সবার ইচ্ছায় প্রভু চারি মাস রহিলা।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র আনন্দিত হৈলা॥

সেই দিন গদাধর কৈল নিমন্ত্রণ।
তাঁহা ভিক্ষা কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ॥
ভিক্ষাতে পণ্ডিতের স্নেহ প্রভুর আস্বাদন।
মনুষ্যের শক্ত্যে দুই না যায় বর্ণন॥
এইমত গৌরলীলা অনন্ত অপার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কথন না যায় বিস্তার॥
সহস্রবদনে কহে আপনে অনন্ত।
তবু এক লীলার তেঁহো নাহি পায় অন্ত॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
শরৎকাল হৈল প্রভুর চলিতে হৈল মতি।
রামানন্দ-স্বরূপ-সঙ্গে নিভৃতে যুকতি॥
মোরে সহায় কর যদি তুমি দুইজন।
তবে আমি যাই দেখি শ্রীবৃন্দাবন॥
রাত্র্যে উঠি বনপথে পলাইয়া যাব।
একাকী যাইব কাঁহো সঙ্গে না লইব।
কেহ যদি সঙ্গ লৈতে পাছে উঠি ধায়।
সবারে রাখিবে যেন কেহ নাহি যায়॥
প্রসন্ন হৈয়া আজ্ঞা দিবা না মানিবা দুঃখ।
তোমা সবার সুখে পথে হবে মোর সুখ॥
দুইজন কহে তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
যেই ইচ্ছা সেই করিবা নহ পরতন্ত্র॥
কিন্তু আমা দোঁহার শুন এক নিবেদনে।
তোমার সুখে আমার সুখ কহিলে আপনে॥
আমা-দোঁহার মনে তবে বড় সুখ হয়।

এক নিবেদন যদি ধর দয়াময়॥
উত্তম ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে অবশ্য চাহি।
ভিক্ষা করি ভিক্ষা দিবে যাবে পাত্র বহি॥
বনপথে যাইতে নাহি ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ।
আজ্ঞা কর সঙ্গে চলে বিপ্র এক জন॥
প্রভু কহে নিজ সঙ্গী কাঁহো না লইব।
এক জনে নিলে আনের মনে দুঃখ হৈব॥
নূতন সঙ্গী হইবে স্নিগ্ধ যার মন।
ঐছে যবে পাই তবে লই একজন॥
স্বরূপ কহে এই বলভদ্র ভট্টাচার্য্য।
তোমাতে সুস্নিগ্ধ বড় পণ্ডিত সাধু আর্য্য॥
প্রথমেই তোমা-সঙ্গে আইলা গৌড় হৈতে।
ইঁহার ইচ্ছা আছে সর্ব্বতীর্থ করিতে॥
ইঁহার সঙ্গে আছে বিপ্র এক ভৃত্য।
ইঁহো পথে করিবেন সেবা ভিক্ষা-কৃত্য॥
ইঁহা সঙ্গে লহ যদি সবার হয় সুখ।
বনপথে যাইতে তোমার নাহি কোন দুখ।
এই বিপ্র বহি নিবে বস্ত্রাম্বুভাজন।
ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা দিবে করি ভিক্ষাটন॥
তাহার বচন প্রভু অঙ্গীকার কৈল।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য সঙ্গে করি নিল॥
পূর্ব্বরাত্র্যে জগন্নাথ দেখি আজ্ঞা লঞা।
শেষরাত্র্যে উঠি প্রভু চলিলা লুকাইঞা॥
প্রাতঃকালে ভক্তগণ প্রভুরে না দেখিয়া।
অন্বেষণ করি ফিরে ব্যাকুল হইয়া॥
স্বরূপগোসাঞি সবায় কৈল নিবারণ।
নিবৃত্ত হই রহে সবে জানি প্রভুর মন॥
প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা।
কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা॥
নির্জ্জন বনে চলে প্রভু কৃষ্ণনাম লইয়া।

হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া॥
পালে পালে ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ডার শূকরগণ।
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করিল গমন॥
দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় মহাভয়।
প্রভুর প্রতাপে তারা এক পাশ হয়॥

হরিবোল বলি প্রভু করে উচ্চধ্বনি।
বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনি॥
ঝারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত॥
যেই গ্রাম দিয়া যান যাঁহা করেন স্থিতি।
সে সব গ্রামের লোকের হয় প্রেমভক্তি॥
কেহ যদি তার মুখে শুনে কৃষ্ণ নাম।
তার মুখে আন শুনে তার মুখে আন॥
সবে কৃষ্ণ হরি বলি নাচে কান্দে হাসে।
পরম্পরায় বৈষ্ণব হৈল সর্ব্বদেশে॥
যদ্যপি প্রভু লোক-সংঘট্টের ত্রাসে।
প্রেম গুপ্ত করে বাহিরে না করে প্রকাশে॥
তথাপি তাঁর দর্শন-শ্রবণ-প্রভাবে।
সকল দেশের লোক হইল বৈষ্ণব॥
গৌড় বঙ্গ উৎকল দক্ষিণ দেশে গিয়া।
লোক নিস্তার কৈল প্রভু আপনে ভ্রমিয়া॥
মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারিখণ্ড।
ভিল্লপ্রায় লোক তাঁহা পরম পাষণ্ড॥
নাম-প্রেম দিয়া কৈল সবারে নিস্তার।
চৈতন্যের গূঢ়লীলা বুঝিতে শক্তি কার॥
বন দেখি ভ্রম এই হয় বৃন্দাবন।
শৈল দেখি মনে হয় সেই গোবর্দ্ধন॥
যাঁহা নদী দেখে তাঁহা মানয়ে কালিন্দী।
মহা প্রেমাবেশে নাচে প্রভু পড়ে কান্দি॥

পথে যাইতে ভট্টাচার্য্য শাক মূল ফল।
যাঁহা যেই পায়েন তাহা লয়েন সকল॥
যে গ্রামে রহেন প্রভু তথায় ব্রাহ্মণ।
পাঁচ সাত জন আসি করেন নিমন্ত্রণ॥
কেহ অন্ন আনি দেয় ভট্টাচার্য্য-স্থানে।
কেহ দুগ্ধ দধি কেহ ঘৃত খণ্ড আনে॥
যাঁহা বিপ্র নাহি তাঁহা শূদ্র মহাজন।
আসি তবে ভট্টাচার্য্যে করে নিমন্ত্রণ॥
ভট্টাচার্য্য পাক করে বন্য ব্যঞ্জন।
বন্য ব্যঞ্জনে প্রভুর আনন্দিত মন॥
দুই চারি দিনের অন্ন রাখেন সংহতি।
যাঁহা শূন্য বন লোকের নাহিক বসতি॥
তাঁহা সেই অন্ন ভট্টাচার্য্য করেন পাক।
ফলমূলে ব্যঞ্জন করে নানা শাক॥
পরম সন্তোষ প্রভুর বন্য ভোজনে।
মহাসুখ পান যেদিন রহেন নির্জ্জনে॥
ভট্টাচার্য্য সেবা করে স্নেহে যৈছে দাস।
তাঁর বিপ্র বহে জলপাত্র বহির্বাস॥
নির্ঝরের উষ্ণোদকে স্নান তিনবার।
দুই সন্ধ্যা অগ্নিতাপে কাষ্ঠ অপার॥
নিরন্তর প্রেমাবেশে নির্জ্জনে গমন।
সুখ অনুভবি প্রভু কহেন বচন॥
শুন ভট্টাচার্য্য আমি গেলুঁ বহু দেশ।
বনপথে দুঃখের কাঁহা নাহি পাই লেশ॥
কৃষ্ণ কৃপালু আমায় বহু কৃপা কৈল।
বনপথে আনি আমায় বড় সুখ দিল॥
পূর্ব্বে বৃন্দাবন যাইতে করিতাম বিচার।
মাতা গঙ্গা ভক্তগণ দেখিব একবার॥
ভক্তগণ সঙ্গে অবশ্য করিব মিলন।
ভক্তগণ সঙ্গে লয়্যা যাব বৃন্দাবন॥

এত ভাবি গৌড়দেশে করিল গমন।
মাতা গঙ্গা ভক্ত দেখি সুখী হৈল মন॥
ভক্তগণ লঞা তবে চলিলাম রঙ্গে।
লক্ষ কোটি লোক তাঁহা হৈল আমা-সঙ্গে॥
সনাতন-মুখে কৃষ্ণ আমা শিক্ষাইলা।
তাহাঁ বিঘ্ন করি বনপথে লঞা আইলা॥
কৃপার সমুদ্র দীন-হীনে দয়াময়।
কৃষ্ণ-কৃপা বিনা কোন সুখ নাহি হয়॥
ভট্টাচার্য্যে আলিঙ্গিয়া তাঁহারে কহিল।
তোমার প্রসাদে আমি এত সুখ পাইল॥
তেঁহো কহে তুমি কৃষ্ণ তুমি দয়াময়।
অধম জীব মুঞি মোরে হইলা সদয়॥
মুঞি ছার মোরে তুমি সঙ্গে লঞা আইলা।
কৃপা করি মোর হাতে প্রভু ভিক্ষা কৈলা॥
অধম কাকেরে কৈলে গরুড় সমান।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি স্বয়ং ভগবান॥

এইমত বলভদ্র করেন স্তবন।
প্রেমে সেবা করি তুষ্ট কৈল প্রভুর মন॥
এইমত নানা সুখে প্রভু আইলা কাশী।
মধ্যাহ্ন-স্নান কৈল মণিকর্ণিকাতে আসি॥
সেই কালে তপন মিশ্র করে গঙ্গাস্নান।
প্রভু দেখি হৈল তাঁর বিস্ময় কিছু জ্ঞান॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি প্রভু করিয়াছে সন্ন্যাস।
নিশ্চয় করিলে হয় হৃদয়ে উল্লাস॥
প্রভুর চরণ ধরি করেন রোদন।
প্রভু তাঁরে উঠাইল কৈল আলিঙ্গন॥
প্রভু লঞা গেলা বিশ্বেশ্বর দরশনে।
তবে আসি দেখে বিন্দুমাধব-চরণে॥
ঘরে লঞা আইলা প্রভুকে আনন্দিত হৈয়া।

সেবা করি নৃত্য করে বস্ত্র উড়াইয়া ॥
প্রভুর চরণোদক সবংশে করি পান।
ভট্টাচার্য্যের পূজা কৈল করিয়া সম্মান ॥
প্রভুরে নিমন্ত্রণ করি ঘরে ভিক্ষা দিল।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্যে পাক করাইল ॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিলা শয়ন।
মিশ্র-পুত্র রঘু করে পাদ-সংবাহন ॥
প্রভুর শেষান্ন মিশ্র সবংশে খাইলা।
প্রভু আইলা শুনি চন্দ্রশেখর আইলা ॥
মিশ্রের সখা তেঁহো প্রভুর পূর্ব্বদাস।
বৈদ্যজাতি লিখনবৃত্তি বারাণসী-বাস ॥
আসি প্রভুর পদে পড়ি করেন রোদন।
প্রভু উঠি তাঁরে কৃপায় কৈল আলিঙ্গন ॥
চন্দ্রশেখর কহে প্রভু বড় কৃপা কৈলা।
আপনে আসিয়া ভৃত্যে দরশন দিলা ॥
আপনে প্রারব্ধে বসি বারাণসী-স্থানে।
মায়া ব্রহ্ম শব্দ বিনা নাহি শুনি কানে ॥
ষড়্‌দর্শন-ব্যাখ্যা বিনা কথা নাহি হেথা।
মিশ্র কৃপা করি মোরে শুনান কৃষ্ণকথা ॥
নিরন্তর দোঁহে চিন্তি তোমার চরণ।
সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর তুমি দিলা দরশন ॥
শুনি মহাপ্রভু যাবেন শ্রীবৃন্দাবন।
দিন কত রহি তার ভৃত্য দুই জন ॥
মিশ্র কহে প্রভু যাবৎ কাশীতে রহিবা।
মোর নিমন্ত্রণ বিনা অন্য না মানিবা ॥
এইমত মহাপ্রভু দুই ভৃত্যের বশে।
ইচ্ছা নাহি তবু তথা রহিল দিন দশে ॥
মহারাষ্ট্রী বিপ্র আইসে প্রভু দেখিবারে।
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হয় চমৎকারে ॥
বিপ্র সব নিমন্ত্রয়ে প্রভু নাহি মানে।

প্রভু কহে আজি মোর হইয়াছে নিমন্ত্রণ॥
এইমত প্রতিদিন করেন বঞ্চন।
সন্ন্যাসীর সঙ্গভয়ে না মানে নিমন্ত্রণ॥
প্রকাশানন্দ শ্রীপাদ সভাতে বসিয়া।
বেদান্ত পড়ান বহু শিষ্যগণ লইয়া॥
এক বিপ্র দেখি আইলা প্রভুর ব্যবহার।
প্রকাশানন্দে কহে চরিত্র তাঁহার॥
এক সন্ন্যাসী আইলা জগন্নাথ হৈতে।
তাঁহার মহিমা প্রতাপ না পারি বর্ণিতে॥
প্রকাণ্ড শরীর শুদ্ধ কাঞ্চন-বরন।
আজানুলম্বিত ভুজ কমল-নয়ন॥
যত কিছু ঈশ্বরের সর্ব্ব সল্লক্ষণ।
সকল দেখিয়ে তাঁতে অদ্ভুতকথন।
তাঁহা দেখি জ্ঞান হয় এই নারায়ণ।
যেই তাঁরে দেখে করে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন॥
মহাভাগবত-লক্ষণ শুনি ভাগবতে।
সে-সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাঁহাতে॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম জিহ্বা তাঁর গায়।
দুই নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধারাপ্রায়॥
ক্ষণে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রন্দন।
ক্ষণে হুহুঙ্কার করে সিংহের গর্জ্জন॥
জগৎমঙ্গল তাঁর কৃষ্ণচৈতন্য নাম।
নাম রূপ গুণ তাঁর সব অনুপাম॥
দেখিলে সে জানি তাঁরে ঈশ্বরের রীতি।
অলৌকিক কথা শুনি কে করে প্রতীতি॥
শুনিয়া প্রকাশানন্দ বহুত হাসিলা।
বিপ্রে উপহাস করি কহিতে লাগিলা॥
শুনিয়াছি গৌড়দেশে সন্ন্যাসী ভাবক।
কেশবভারতী-শিষ্য লোক-প্রতারক॥
চৈতন্য নাম তাঁর ভাবকগণ লইয়া।

দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বুলে নাচাইয়া॥
যেই তারে দেখে সেই ঈশ্বর করি কহে।
ঐছে মোহনবিদ্যা যে দেখে সে মোহে॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত প্রবল।
শুনি চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল॥
সন্ন্যাসী নাম মাত্র মহা-ইন্দ্রজালী।
কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালি॥
বেদান্ত শ্রবণ কর না যাইহ তার পাশ।
উচ্ছৃঙ্খল লোক সঙ্গে দুই লোক নাশ॥
এত শুনি সেই বিপ্র মহাদুঃখ পাইল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি তথা হৈতে উঠি গেল॥
প্রভুর দর্শনে শুদ্ধ হইয়াছে তার মন।
প্রভু-আগে দুঃখী হইয়া কহে বিবরণ॥
শুনি মহাপ্রভু তবে ঈষৎ হাসিলা।
পুনরপি সেই বিপ্র প্রভুরে পুছিলা॥
তার আগে যবে আমি তোমার নাম লইল।
সেই তোমার নাম জানে আপনে কহিল॥
তোমার দোষ কহিতে করে নামের উচ্চার।
চৈতন্য চৈতন্য করি কহে তিনবার॥
তিনবারে কৃষ্ণনাম না আইসে তাঁর মুখে।
অবজ্ঞাতে নাম লয় শুনি পাই দুঃখে॥
ইহার কারণ মোরে কহ কৃপা করি।
তোমা দেখি মুখ মোর বলে কৃষ্ণ হরি॥
প্রভু কহে মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী।
ব্রহ্ম আত্মা চৈতন্য কহে নিরবধি॥
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম॥
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণরূপ দুই ত সমান॥
নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ॥
দেহ-দেহী নাম-নামী কৃষ্ণে নাহি ভেদ।

জীবের ধর্ম্ম নাম দেহ স্বরূপ বিভেদ॥

অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ॥
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ॥

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ॥

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ।
অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন॥

ইহো সব রহু কৃষ্ণচরণ সম্বন্ধে।
আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে॥

অতএব কৃষ্ণনাম না আইসে তার মুখে।
মায়াবাদিগণ যাতে মহা-বহির্মুখে॥
ভাবকালি বেচিতে আমি আইলাম কাশীপুরে।
গ্রাহক নাহি না বিকায় লইয়া যাব ঘরে॥
ভারী বোঝা লইয়া আইলাম কেমনে লইয়া যাব।
অল্প-স্বল্প মূল্য পাইলে হেথায় বেচিব॥
এত বলি সেই বিপ্রে আত্মসাৎ করি।
প্রাতে উঠি মথুরা চলিলা গৌরহরি॥
প্রয়াগে আসিয়া প্রভু কৈল বেণীস্নান।
মাধব দেখিয়া প্রেমে কৈল নৃত্য-গান॥
যমুনা দেখিয়া পড়ে প্রেমে ঝাঁপ দিয়া।
আস্তে-ব্যস্তে ভট্টাচার্য্য উঠায় ধরিয়া॥
এইমত তিন দিন প্রয়াগে রহিলা।
কৃষ্ণনামপ্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা॥
মথুরা চলিতে প্রেমে কথা রহি যায়।

কৃষ্ণনামপ্রেম দিয়া লোকেরে নাচায়॥
পূর্ব্বে যৈছে দক্ষিণ যাইতে লোক নিস্তারিলা।
পশ্চিম দেশ তৈছে সব বৈষ্ণব করিলা॥
পথে যাঁহা যাঁহা হয় যমুনা-দর্শন।
তাঁহা ঝাঁপ দিয়া পড়ে প্রেমে অচেতন॥
মথুরা নিকটে আইলা মথুরা দেখিয়া।
দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে প্রেমাবিষ্ট হইয়া॥
মথুরা আসিয়া কৈল বিশ্রামতীর্থে স্নান।
জন্মস্থানে কেশব দেখি করিলা প্রণাম॥
প্রেমানন্দে নাচে গায় সঘনে হুংকার।
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি লোকে চমৎকার॥
এক বিপ্র পড়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া।
প্রভু সঙ্গে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হইয়া॥
দোঁহে প্রেমে নৃত্য করি করে কোলাকুলি।
হরি কৃষ্ণ কহ দোঁহে বলে বাহু তুলি॥
লোক হরি হরি বোলে কোলাহল হৈল।
কেশব-সেবক প্রভুকে মালা পরাইল॥
লোকে কহে প্রভু দেখি হইয়া বিস্ময়।
এ রূপ এ প্রেম লৌকিক কভু নয়॥
যাঁহার দর্শনে লোক প্রেমে মত্ত হৈয়া।
হাসে কান্দে নাচে গায় কৃষ্ণপ্রেম লৈয়া॥
সর্ব্বথা নিশ্চিত ইহোঁ কৃষ্ণ-অবতার।
মথুরা আইলা লোকের করিতে নিস্তার॥
তবে মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণে লইয়া।
তাঁহারে পুছিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া॥
আর্য্য সরল তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
কাঁহা হৈতে পাইলে তুমি এই প্রেমধন॥
বিপ্র কহে শ্রীপাদ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরা নগরী॥
কৃপা করি তেঁহো মোর নিলয়ে আইলা।

মোরে শিষ্য করি মোর হাতে ভিক্ষা কৈলা॥
গোপাল প্রকট করি সেবা কৈল মহাশয়।
অদ্যাপিহ তাঁহার সেবা গোবর্দ্ধনে হয়॥
শুনি প্রভু কৈল তার চরণ বন্দন।
ভয় পাইয়া প্রভু-পায়ে পড়িল ব্রাহ্মণ॥
প্রভু কহে তুমি গুরু আমি শিষ্যপ্রায়।
গুরু হৈয়া শিষ্যে নমস্কার না যুয়ায়॥
শুনিয়া বিস্মিত বিপ্র কহে ভয় পাঞা।
ঐছে বাত কহ কেনে সন্ন্যাসী হইঞা॥
কিন্তু তোমার প্রেম দেখি মনে অনুমানি।
মাধবেন্দ্র পুরীর সম্বন্ধ ধর জানি॥
কৃষ্ণপ্রেম তাঁহা যাঁহা তাঁহার সম্বন্ধ।
তাঁহা বিনু এই প্রেমার কাঁহা নাহি গন্ধ॥
তবে ভট্টাচার্য্য তারে সম্বন্ধ কহিল।
শুনি আনন্দিত বিপ্র নাচিতে লাগিল॥
তবে বিপ্র প্রভু লইয়া আইল নিজ-ঘরে।
আপন ইচ্ছায় প্রভুর নানা সেবা করে॥
ভিক্ষা লাগি ভট্টাচার্য্যে করাইল রন্ধন।
তবে মহাপ্রভু আসি বলিলা বচন॥
পুরীগোসাঞি তোমার ঘরে করিয়াছেন ভিক্ষা।
মোরে তুমি ভিক্ষা দেহ এই মোর শিক্ষা॥

যদ্যপি সনোড়িয়া হয় সেই ত ব্রাহ্মণ।
সনোড়িয়া-ঘরে সন্ন্যাসী না করে ভোজন॥
তথাপি পুরী দেখি তার বৈষ্ণব-আচার।
শিষ্য করি তার ভিক্ষা কৈল অঙ্গীকার॥
মহাপ্রভু তারে ঘরে যদি ভিক্ষা মাগিল।
দৈন্য করি সেই বিপ্র কহিতে লাগিল॥
তোমারে ভিক্ষা দিব বড় ভাগ্য সে আমার।
তুমি ঈশ্বর নাহি তোমার বিধি-ব্যবহার॥

মূর্খলোক করিবেক তোমার নিন্দন।
সহিতে না পারিব সেই দুষ্টের বচন॥
প্রভু কহে শ্রুতি স্মৃতি যত ঋষিগণ।
সব একমত নহে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম।
ধর্ম্ম-স্থাপন হেতু সাধু-ব্যবহার॥
পুরীগোসাঞির আচরণ সেই ধর্ম্ম সার॥

তবে সেই বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
মধুপুরীর লোক সব দেখিতে আইল॥
লক্ষসংখ্য লোক আইসে নাহিক গণন।
বাহির হইয়া প্রভু দিল দরশন॥
বাহু তুলি বলে প্রভু বোল হরিহরি।
প্রেমে মত্ত নাচে লোক হরিধ্বনি করি॥
যমুনার চব্বিশ ঘাটে প্রভু কৈল স্নান।
সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থস্থান॥
স্বয়ম্ভু বিশ্রাম তীর্থ বিষ্ণু ভূতেশ্বর।
মহাবিদ্যা গোকর্ণাদি দেখিল সকল॥
বন দেখিবারে যদি প্রভুর মন হৈল।
সেই ত ব্রাহ্মণ প্রভু সঙ্গেতে লইল॥
মধুবন তাল কুমুদ বহুল বন গেলা।
তাঁহা স্নান করি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥
পথে গাভীঘটা চরে প্রভুকে দেখিয়া।
প্রভুকে বেড়য় সবে হুঙ্কার করিয়া॥
গাভী দেখি স্তব্ধ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে।
বাৎসল্যে গাভী প্রভুর চাটে সব অঙ্গে॥
সুস্থ হইয়া প্রভু করে অঙ্গকণ্ডূয়ন।
প্রভু সঙ্গে চলে নাহি ছাড়ে ধেনুগণ॥
কষ্টে-সৃষ্টে ধেনু সব রাখিল গোয়াল।
প্রভু-কণ্ঠধ্বনি শুনি আইসে মৃগীপাল॥
মৃগ-মৃগী মুখ দেখি প্রভু-অঙ্গ চাটে।

ভয় নাহি করে সঙ্গে যায় বাটে-বাটে ॥
পিক ভৃঙ্গ প্রভুকে দেখি পঞ্চম গায়।
শিখিগণ নৃত্য করি প্রভু-আগে যায় ॥
প্রভু দেখি বৃন্দাবনে স্থাবর-জঙ্গম।
আনন্দিত বন্ধু যেন দেখে বন্ধুগণ ॥
তা সবার প্রীতি দেখি প্রভু ভাবাবেশে।
সবা সনে ক্রীড়া করে হয় তার বশে ॥
প্রতি বৃক্ষ লতা প্রভু করে আলিঙ্গন।
পুষ্পাদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সমর্পণ ॥
অশ্রু কম্প পুলক প্রেমে শরীর অস্থিরে।
কৃষ্ণ বোল কৃষ্ণ বোল বলে উচ্চস্বরে ॥
প্রভু দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষ-লতাগণ।
অঙ্কুর পুলক মধু অশ্রু-বরিষণ ॥
ফুল ফল ভরি ডাল পড়ে প্রভু-পায়।
বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট লয়্যা যায় ॥
স্থাবর জঙ্গম মিলি করে কৃষ্ণধ্বনি।
প্রভুর গম্ভীর স্বরে যেন প্রতিধ্বনি ॥

ময়ূরকণ্ঠ দেখি প্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি হৈলা।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িলা ॥
প্রভুকে মূর্চ্ছিত দেখি সেই ত ব্রাহ্মণ।
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে করে প্রভু-সন্তর্পণ ॥
আস্তে-ব্যস্তে মহাপ্রভুর লঞা বহির্বাস।
জলসেক করে অঙ্গে বস্ত্রের বাতাস ॥
প্রভু-কর্ণে কৃষ্ণনাম কহে উচ্চ করি।
চেতনা পাইয়া প্রভু যান গড়াগড়ি ॥
কণ্টক-দুর্গম বনে অঙ্গ ক্ষত হৈল।
ভট্টাচার্য্য কোলে করি প্রভু সুস্থ কৈল ॥
কৃষ্ণাবেশে প্রভুর প্রেমে গরগর মন।
বোল বোল করি উঠি করেন নর্ত্তন ॥

ভট্টাচার্য্য সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম গায়।
নাচিতে নাচিতে পথে প্রভু চলি যায়॥
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি ব্রাহ্মণ বিস্মিত।
প্রভুর রক্ষা লাগি বিপ্র হইলা চিন্তিত॥
নীলাচলে ছিলা যৈছে প্রেমাবেশ মন।
বৃন্দাবন যাইতে পথে হৈল শতগুণ॥
সহস্রগুণ প্রেম বাড়ে মথুরা-দর্শনে।
লক্ষগুণ প্রেম বাড়ে ভ্রমে যবে বনে॥
অন্যদেশে প্রেম উছলে বৃন্দাবন-নামে।
সাক্ষাৎ ভ্রময়ে এবে সেই বৃন্দাবনে॥
প্রেমে গরগর মন রাত্রি-দিবসে।
স্নান-ভিক্ষাদি নির্ব্বাহ করেন অভ্যাসে॥
এইমত প্রেম যাবৎ ভ্রমিলা বারো বন।
একত্র লিখিল সর্ব্বত্র না যায় বর্ণন॥
বৃন্দাবন হৈতে প্রভুর যতেক বিকার।
কোটি গ্রন্থে অনন্ত লিখে তাহার বিস্তার॥
তবু লিখিবারে নারে তার এক কণ।
উদ্দেশ করিতে করি দিগ্‌দরশন॥
জগৎ ভাসিল চৈতন্য-লীলার পাথারে।
যার যত শক্তি তত পাথারে সাঁতারে॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এইমত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
আরিটগ্রামে আসি বাহ্য হৈল আচম্বিতে॥
রাধাকুণ্ড-বার্ত্তা প্রভু পুছে লোকস্থানে।

কেহ নাহি কহে সঙ্গের ব্রাহ্মণ না জানে॥
তীর্থ লুপ্ত জানি প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান।
দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্প জলে কৈল স্নান॥
দেখি সব গ্রাম্য লোকের বিস্ময় হৈল মন।
প্রেমে প্রভু করে রাধাকুণ্ডের স্তবন॥

কুণ্ডের মৃত্তিকা লঞা তিলক করিল।
ভট্টাচার্য্য দ্বারা মৃত্তিকা সঙ্গে করি লৈল॥
তবে চলি আইলা প্রভু সুমন-সরোবরে।
তাঁহা গোবর্দ্ধন দেখি হইলা বিহ্বলে॥
গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু হৈলা দণ্ডবত।
এক শিলা আলিঙ্গিয়া হইলা উন্মত্ত॥
প্রেমে মত্ত চলি আইলা গোবর্দ্ধনগ্রাম।
হরিদেব দেখি তাঁহা করিলা প্রণাম॥
মথুরা-পদ্মের পশ্চিমদলে যার বাস।
হরিদেব নারায়ণ আদি পরকাশ॥
হরিদেব আগে নাচে প্রেমে মত্ত হইয়া।
সব লোক দেখিতে আইসে আশ্চর্য্য শুনিয়া॥
প্রভুপ্রেম-সৌন্দর্য্য দেখি লোকে চমৎকার।
হরিদেবের ভৃত্য প্রভুর করিল সৎকার॥
ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মকুণ্ডে পাক যাঞা কৈল।
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করি প্রভু ভিক্ষা কৈল॥
সে রাত্রি রহিলা হরিদেবের মন্দিরে।
রাত্র্যে মহাপ্রভু করে মনেতে বিচারে॥
গোবর্দ্ধন-উপরে আমি কভু না চড়িব।
গোপালরায়ের দর্শন কেমনে পাইব॥
এত মনে করি প্রভু মৌনে রহিলা।
জানিয়া গোপাল কিছু ভঙ্গী উঠাইলা॥

অন্নকূট নাম গ্রামে গোপালের স্থিতি।

রাজপুত লোকের সেই গ্রামেতে বসতি ॥
একজন আসি রাত্র্যে গ্রামীকে বলিল।
তোমার গ্রাম মারিতে তুড়ুক ধাড়ি সাজিল ॥
আজি রাত্র্যে পলাহ না রহিও একজন।
ঠাকুর লইয়া ভাগ আসিবে কালযবন ॥
শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল।
প্রথমে গোপাল লঞা গাঁঠুলী গ্রামে থুইল ॥
বিপ্র-গৃহে গোপালের নিভৃতে সেবন।
গ্রাম উজাড় হৈল পলাইল সর্ব্বজন ॥
ঐছে ম্লেচ্ছ-ভয়ে গোপাল ভাগে বারে বারে।
মন্দির ছাড়ি কুঞ্জে রহে কিবা গ্রামান্তরে ॥
প্রাতঃকালে প্রভু মানসগঙ্গায় করি স্নান।
গোবর্ধন-পরিক্রমায় করিলা প্রয়াণ ॥
গোবিন্দ-কুণ্ডাদি তীর্থে প্রভু কৈল স্নান।
তাহাঁ শুনিল গোপাল গেল গাঁঠুলী গ্রাম ॥
সেই গ্রামে গিয়া কৈল গোপাল দর্শন।
প্রেমাবেশে প্রভু করে কীর্ত্তন-নর্ত্তন ॥

এইমত তিনদিন গোপাল দেখিলা।
চতুর্থ দিবসে গোপাল স্বমন্দিরে গেলা ॥
গোপাল সঙ্গে চলি আইলা নৃত্যগীত করি।
আনন্দ কোলাহলে লোক বলে হরি হরি ॥
গোপাল মন্দিরে গেলা প্রভু রহিলা তলে।
প্রভুর বাঞ্ছা পূর্ণ সব করিল গোপালে ॥
এইমত গোপালের করুণ-স্বভাব।
যেই ভক্তজনের দেখিতে হয় ভাব ॥
দেখিতে উৎকণ্ঠা হয় না. চড়ে গোবর্দ্ধনে।
কোন ছলে গোপাল আসি উতরে আপনে ॥
কভু কুঞ্জে রহে কভু রহে গ্রামান্তরে।
সেই ভক্ত তাঁহা আসি দেখয়ে তাঁহারে ॥

পর্ব্বতে না চড়ে দুই রূপ সনাতন।
এইরূপে তা সবারে দিয়াছেন দর্শন ॥
বৃদ্ধকালে রূপগোসাঞি না পারে যাইতে।
বাঞ্ছা হৈল গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিতে ॥
ম্লেচ্ছভয়ে আইল গোপাল মথুরা-নগরে।
একমাস রহিল বিট্‌ঠলেশ্বর-ঘরে ॥
তবে রূপগোসাঞি সব নিজগণ লঞা।
একমাস দর্শন কৈল মথুরায় যাঞা ॥
সঙ্গে গোপাল ভট্ট আর দাস রঘুনাথ।
রঘুনাথ ভট্টগোসাঞি আর লোকনাথ ॥
ভুগর্ভগোসাঞি আর শ্রীজীবগোসাঞি।
শ্রীযাদব আচার্য্য আর গোবিন্দগোসাঞি ॥
শ্রীউদ্ধবদাস আর মাধব দুইজন।
শ্রীগোপালদাস আর দাস নারায়ণ ॥
গোবিন্দভক্ত আর বাণী কৃষ্ণদাস।
পুণ্ডরীকাক্ষ আর লঘু হরিদাস ॥
এই সব মুখ্য ভক্ত লঞা নিজ-সঙ্গে।
শ্রীগোপাল দর্শন কৈল বহু রঙ্গে ॥
একমাস রহি গোপাল গেলা নিজস্থানে।
শ্রীরূপগোসাঞি আইলা শ্রীবৃন্দাবনে ॥
প্রস্তাবে কহিল গোপাল কৃপালু আখ্যানে।
তবে মহাপ্রভু গেলা শ্রীকাম্যবনে ॥
প্রভুর গমন-রীতি পূর্ব্বে যে লেখিল।
সেইমত বৃন্দাবন যাবৎ দেখিল ॥
তাঁহা লীলাস্থলী দেখি গেলা নন্দীশ্বর।
নন্দীশ্বর দেখি প্রেমে হইলা বিহ্বল ॥
পাবনাদি সব কুণ্ডে স্নান করিয়া।
লোকেরে পুছিল পর্ব্বত উপরে যাইয়া ॥
কিছু দেবমূর্ত্তি হয় পর্ব্বত-উপরে।
লোক কহে মূর্ত্তি হয় গোফার ভিতরে ॥

দুইদিকে মাতা পিতা পুষ্ট কলেবর।
মধ্যে এক শিশু হয় ত্রিভঙ্গ সুন্দর॥
শুনি মহাপ্রভু মনে আনন্দ পাইয়া।
তিন মূর্ত্তি দেখিলা সেই গোফা উঘাড়িয়া॥
ব্রজেন্দ্র-ব্রজেশ্বরীর কৈল চরণ বন্দন।
প্রেমাবেশে কৃষ্ণের কৈল সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শন॥
সব দিন প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত কৈলা।
তাহা হইতে মহাপ্রভু খদিরবন আইলা॥
লীলাস্থল দেখি তাঁহা গেলা শেষশায়ী।
লক্ষ্মী দেখি এই শ্লোক পড়েন গোসাঞি॥

তবে খেলাতীর্থ দেখি ভাণ্ডীর-বন আইলা।
যমুনাতে পার হঞা ভদ্রবন গেলা॥
শ্রীবন দেখি পুনঃ গেলা লোহবন।
মহাবন গিয়া জন্মস্থান দরশন॥
যমলার্জ্জুন-ভঙ্গাদি দেখিল সেই স্থল।
প্রেমাবেশে প্রভুর মন হৈল টলমল॥
গোকুল দেখিয়া আইল মথুরা-নগরে।
জন্মস্থান দেখি রহে সেই বিপ্র-ঘরে॥
লোক-সংঘট্ট দেখি মথুরা ছাড়িয়া।
একান্তে অক্রূরতীর্থে রহিলা আসিয়া॥
আর দিন আইল প্রভু দেখিতে বৃন্দাবন।
কালীয়হ্রদে স্নান কৈল আর প্রস্কন্দন॥
দ্বাদশ-আদিত্য হৈতে কেশিতীর্থ আইলা।
রাসস্থলী দেখি প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা॥
চেতন পাইয়া পুনঃ গড়াগড়ি যায়।
হাসে কান্দে নাচে পড়ে উচ্চৈঃস্বরে গায়॥
এই রঙ্গে সেই দিন তথা গোঙাইলা।
সন্ধ্যাকালে অক্রূরে আসি ভিক্ষা নির্ব্বাহিলা॥
প্রাতে বৃন্দাবনে কৈল চীরঘাটে স্নান।

তেঁতুলতলাতে আসি করিল বিশ্রাম॥
কৃষ্ণলীলা-কালের সেই বৃক্ষ পুরাতন।
তার তলে পিড়ি বান্ধা পরম চিক্কণ॥
নিকটে যমুনা বহে শীতল সমীর।
বৃন্দাবন-শোভা দেখি যমুনার নীর॥
তেঁতুলতলাতে বসি করেন নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
মধ্যাহ্ন করি আসি করে অক্রূরে ভোজন॥
অক্রূরের লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে।
লোক-ভিড়ে স্বচ্ছন্দে নারে কীর্ত্তন করিতে॥
বৃন্দাবনে আসি প্রভু বসিয়া একান্তে।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন করে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্তে॥
তৃতীয়প্রহরে লোক পায় দরশন।
সবারে উপদেশ করে নাম-সংকীর্ত্তন॥
হেনকালে আইল বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস নাম।
রাজপুত জাতি গৃহস্থ যমুনাপারে গ্রাম॥
কেশী স্নান করি সেই কালিদহে যাইতে।
আমলিতলায় গোসাঞি দেখে আচম্বিতে॥
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈল চমৎকার।
প্রেমাবেশে প্রভুকে করয়ে নমস্কার॥
প্রভু কহে কে তুমি কাঁহা তোমার ঘর।
কৃষ্ণদাস কহে মুঞি গৃহস্থ পামর॥
রাজপুত জাতি মুঞি পারে মোর ঘর।
মোর ইচ্ছা হয় হই বৈষ্ণব-কিঙ্কর॥
কিন্তু আজি এক মুঞি স্বপ্ন দেখিনু।
সেই স্বপ্ন পরতেক তোমা আসি পাইনু॥
প্রভু তারে কৃপা কৈল আলিঙ্গন করি।
প্রেমে মত্ত হৈল নাচে বলে হরি হরি॥
প্রভু-সঙ্গে মধ্যাহ্নে অক্রূরতীর্থ আইলা।
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র প্রসাদ পাইলা॥
প্রাতে প্রভুর সঙ্গে আইলা জলপাত্র লঞা।

প্রভু সঙ্গে রহে গৃহ-স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া॥
বৃন্দাবনে পুনঃ কৃষ্ণ প্রকট হইল।
যাহাঁ তাহাঁ লোক সব কহিতে লাগিল॥
একদিন মথুরায় লোক প্রাতঃকালে।
বৃন্দাবন হৈতে আইসে করি কোলাহলে॥
প্রভু দেখি করিল লোক চরণবন্দন।
প্রভু কহে কাহাঁ হৈতে করিলে আগমন॥
লোক কহে কৃষ্ণ প্রকট কালিদহের জলে।
কালি-শিরে নৃত্য করে ফণিরত্ন জলে॥
সাক্ষাৎ দেখিল লোক নাহিক সংশয়।
শুনি হাসি কহে প্রভু সব সত্য হয়॥
এইমত তিন রাত্রি লোকের গমন।
সবে আসি কহে কৃষ্ণ পাইলুঁ দর্শন॥
প্রভু আগে কহে লোক শ্রীকৃষ্ণ দেখিল।
সরস্বতী এই বাক্য সত্য কহাইল॥
মহাপ্রভু দেখি সত্য কৃষ্ণদরশন॥
নিজজ্ঞানে সত্য ছাড়ি অসত্যে সত্যভ্রম॥
ভট্টাচার্য্য তবে কহে প্রভুর চরণে।
আজ্ঞা দেহ যাই করি কৃষ্ণদরশনে॥
তবে তারে কহে প্রভু চাপড় মারিয়া।
মূর্খের বাক্যে মূর্খ হইলা পণ্ডিত হইয়া॥
কৃষ্ণ কেনে দরশন দিবে কলিকালে।
নিজভ্রমে মূর্খ লোক করে কোলাহলে॥
বাতুল না হইও ঘরে রহ ত বসিয়া।
কৃষ্ণদর্শন করিহ কালি রাত্র্যে যাঞা॥
প্রাতঃকালে ভব্যলোক প্রভু-স্থানে আইলা।
কৃষ্ণ দেখি আইলা—প্রভু তাহারে পুছিলা॥
লোক কহে রাত্র্যে কৈবর্ত্ত নৌকাতে চড়িয়া।
কালিদহে মৎস্য মারে দেউটি জ্বালিয়া॥
দূর হৈতে তাহা দেখি লোকের হয় ভ্রম।

কালিয়-শরীরে কৃষ্ণ করিয়াছেন নর্ত্তন ॥
নৌকাতে কালিয়জ্ঞান দীপে রত্নজ্ঞানে।
জালিয়াকে মূঢ় লোক কৃষ্ণ করি মানে ॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আইলা সেহ সত্য হয়।
কৃষ্ণকে দেখিল লোক ইহা মিথ্যা নয় ॥
কিন্তু কাহাঁ কৃষ্ণ দেখে কাহাঁ ভ্রম মানে।
স্থাণু পুরুষ যৈছে বিপরীত জ্ঞানে ॥
প্রভু কহে কাহাঁ পাইলে কৃষ্ণ-দরশন।
লোক কহে সন্ন্যাসী তুমি জঙ্গম-নারায়ণ ॥
বৃন্দাবনে হৈলে তুমি কৃষ্ণ অবতার।
তোমা দেখি সর্ব্বলোক হইল নিস্তার ॥
প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু ইহা না কহিহ।
জীবাধমে কৃষ্ণজ্ঞান কভু না করিহ ॥
সন্ন্যাসী চিৎকণ জীব কিরণকণ সম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম ॥
জীব ঈশ্বর-তত্ত্ব কভু নহে সম।
জলদগ্নি-রাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥

যেই মূঢ় কহে জীব ঈশ্বর হয় সম।
সেই ত পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম ॥

সেই সব লোকে প্রভু প্রসাদ করিল।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত লোক নিজঘরে গেল ॥
এইমত কত দিন অক্রূরে রহিলা।
কৃষ্ণনামপ্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা ॥
মাধবপুরীর শিষ্য সেই ত ব্রাহ্মণ।
মথুরার ঘরে ঘরে করান নিমন্ত্রণ ॥
মথুরার যত লোক ব্রাহ্মণ সজ্জন।
ভট্টাচার্য্য-স্থানে আসি করে নিমন্ত্রণ ॥
একদিন দশ বিশ আসে নিমন্ত্রণ। ›

ভট্টাচার্য্য একমাত্র করেন গ্রহণ॥
অবসর না পায় লোক নিমন্ত্রণ দিতে।
সেই বিপ্রে সাধে লোক নিমন্ত্রণ নিতে॥
কান্যকুব্জ দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ।
দৈন্য করি করে মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ॥
প্রাতঃকালে অক্রূরে আসি রন্ধন করিয়া।
প্রভুকে ভিক্ষা দেন শালগ্রামে সমর্পিয়া॥
একদিন অক্রূর ঘাটের উপরে।
বসি মহাপ্রভু কিছু করেন বিচারে॥
এই ঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দেখিল।
ব্রজবাসী লোক গোলোকদর্শন পাইল॥
এত বলি ঝাঁপ দিল জলের উপরে।
ডুবিয়া রহিলা প্রভু জলের ভিতরে॥
দেখি কৃষ্ণদাস কান্দি ফুকার করিল।
ভট্টাচার্য্য শীঘ্র আসি প্রভুরে উঠাইল॥
তবে ভট্টাচার্য্য সেই ব্রাহ্মণ লইয়া।
যুক্তি করিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া॥
আজি আমি আছিলাঙ উঠাইলুঁ প্রভুরে।
বৃন্দাবনে ডুবে যদি কে উঠাবে তাঁরে॥
লোকের সংঘট্টে আর নিমন্ত্রণের জঞ্জাল।
নিরন্তর আবেশ প্রভুর না দেখিয়ে ভাল॥
বৃন্দাবন হৈতে যদি প্রভুরে কাড়িয়ে।
তবে মঙ্গল হয় এই ভাল যুক্তি হয়ে॥
বিপ্র কহে প্রয়াগে প্রভুরে লয়্যা যাই।
গঙ্গাতীরে-পথে যাই তবে সুখ পাই॥
সোরাক্ষেত্রে আগে যাঞা করি গঙ্গাস্নান।
সেই পথে প্রভু লঞা করিয়ে প্রয়াণ॥
মাঘ মাস লাগিল এবে যদি যাইয়ে।
মকরে প্রয়াগস্নান কতদিনে পাইয়ে॥
আপনার দুঃখ কিছু করি নিবেদন।

মকরে পৌছিহ প্রয়াগে করহ সূচন॥
গঙ্গাতীরপথে সুখ জানাইত তাঁরে।
ভট্টাচার্য্য আসি তবে কহিল প্রভুরে॥
সহিতে না পারি আমি লোকের গড়বড়ি।
নিমন্ত্রণ লাগি লোক করে হুড়াহুড়ি॥
প্রাতঃকালে আইসে লোক তোমাকে না পায়।
তোমাকে না পাঞা লোক মোর মাথা খায়॥
তবে সুখ হয় যদি গঙ্গাপথে যাই।
এবে যদি যাই মকরে গঙ্গাস্নান পাই॥
উদ্বিগ্ন হইল প্রাণ ছাসিতে না পারি।
প্রভুর আজ্ঞা হয় সেই শিরে ধরি॥
যদ্যপি বৃন্দাবন ত্যাগে নাহি প্রভুর মন।
ভক্ত ইচ্ছা করিতে কহে মধুর বচন॥
তুমি আমায় আনি দেখাইলা বৃন্দাবন।
এই ঋণ আমি নারিব করিতে শোধন॥
যে তোমার ইচ্ছা আমি সেই ত করিব।
যাঁহা লঞা যাহ তুমি তাঁহাই যাইব॥
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু প্রাতঃস্নান কৈল।
বৃন্দাবন ছাড়িব জানি প্রেমাবেশ হৈল॥
বাহ্য বিকার নাহি প্রেমাবিষ্ট মন।
ভট্টাচার্য্য কহে চল যাই মহাবন॥
এতবলি ভট্টাচার্য্য চলিলা লইয়া।
পার করি ভট্টাচার্য্য প্রফুল্ল হইয়া॥
প্রেমিক কৃষ্ণদাস আর সেইত ব্রাহ্মণ।
গঙ্গাপথে যাইবারে বিজ্ঞ দুইজন॥
যাইতে এক বৃক্ষতলে প্রভু সবা লঞা।
বসিল সবার পথশ্রান্তি দেখিয়া॥
সে বৃক্ষ নিকটে চরে বহু গাভীগণ।
দেখি মহাপ্রভু অতি উল্লাসিত মন॥
আচম্বিতে এক গোপ বংশী বাজাইল।

শুনি মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হৈল॥
অচেতন হঞা প্রভু ভূমিতে পড়িল।
মুখে ফেন পড়ে নাসায় শ্বাস রুদ্ধ হৈল॥
হেনকালে তাঁহা আসোয়ার দশ আইলা।
ম্লেচ্ছ পাঠান ঘোড়া হইতে উত্তরিলা॥
প্রভুকে দেখিয়া ম্লেচ্ছ করয়ে বিচার।
এই যতী-পাশ ছিল সুবর্ণ অপার॥
এই পঞ্চ বাটোয়ার ধুতুরা খাওয়াইয়া।
মারি ডারিয়াছে যতীর সব ধন লইয়া॥
তবে সেই পাঠান পঞ্চজনেরে বান্ধিল।
কাটিতে চাহে গৌড়িয়া সব কাঁপিতে লাগিল॥
কৃষ্ণদাস রাজপুত নির্ভয় সে বড়।
সেই বিপ্র নির্ভয় মুখে বড় দড়॥
বিপ্র কহে তোমার বাদশার দোহাই।
চল তুমি আমি সিকদার-পাশ যাই॥
এ যতী আমার গুরু আমি মাথুর ব্রাহ্মণ।
বাদশাহার আগে আছে আমার শত জন॥
এই যতী ব্যাধিতে কভু হয়ে ত মূর্চ্ছিত।
অবহি চেতন পাব হইব সংবিত॥
ক্ষণেক ইহা বৈস বান্ধি রাখহ সবারে।
ইহাকে পুছিয়া তবে মারিহ আমারে॥
পাঠান কহে তুমি পশ্চিমা দুইজন।
গৌড়িয়া ঠক এই কাঁপে তিনজন॥
কৃষ্ণদাস কহে আমার ঘর এই গ্রামে।
শতেক তুরুক আছে দুই শত কামানে॥
এখনি আসিবে সব আমি যদি ফুকারি।
ঘোড়া পিড়া লুটি লৈবে তোমা সবা মারি॥
গৌড়িয়া বাটপাড় নহে তুমি বাটপাড়।
তীর্থবাসী লুট আর চাহ মারিবার॥
শুনিয়া পাঠান-মনে সঙ্কোচ হইল।

হেনকালে মহাপ্রভু চেতন পাইল॥
হুঙ্কার করিয়া উঠে বলে হরি হরি।
প্রেমাবেশে নৃত্য করে ঊর্দ্ধবাহু করি॥
প্রেমাবেশে প্রভু যবে করেন চীৎকার।
ম্লেচ্ছের হৃদয়ে যেন লাগে শেলধার॥
ভয় পাঞা ম্লেচ্ছ ছাড়ি দিল পঞ্চ জন।
প্রভু না দেখিল নিজগণের বন্ধন॥
ভট্টাচার্য্য আসি প্রভুকে ধরি বসাইল।
ম্লেচ্ছগণ দেখি মহাপ্রভুর বাহ্য হৈল॥
ম্লেচ্ছগণ আসি প্রভুর বন্দিল চরণ।
প্রভু-আগে কহে এই ঠক পাঁচ জন॥
এই পঞ্চ মিলি তোমায় ধুতুরা খাওয়াইয়া।
তোমার ধন লইল তোমায় পাগল করিয়া॥
প্রভু কহে ঠক নহে মোর সঙ্গিজন।
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী মোর কিছু নাহি ধন॥
মৃগী-ব্যাধিতে আমি হই অচেতন।
এই পাঁচ দয়া করি করেন পালন॥
সেই ম্লেচ্ছমধ্যে এক পরম গম্ভীর।
কাল বস্ত্র পরে তাকে লোকে কহে পীর॥
চিত্ত আর্দ্র হৈল তার প্রভুকে দেখিয়া।
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্থাপে স্বশাস্ত্র উঠাইয়া॥
অদ্বয়ব্রহ্মবাদ সেই করিল স্থাপন।
তার শাস্ত্রযুক্তি প্রভু করিলা খণ্ডন॥
যেই যেই কহিল প্রভু সকলি খণ্ডিল।
উত্তর না আইসে মুখে মহা-স্তব্ধ হৈল॥
প্রভু কহে তোমার শাস্ত্রে স্থাপ নির্ব্বিশেষ।
তাহা খণ্ডি সবিশেষ স্থাপিয়াছে শেষ॥
তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে একই ঈশ্বর।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ তেঁহো শ্যামকলেবর॥
সচ্চিদানন্দদেহ পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ।

সর্ব্বাত্মা সর্ব্বজ্ঞ নিত্য সর্ব্বাদিস্বরূপ॥
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় তাঁহা হৈতে হয়।
স্থূল সূক্ষ্ম জগতের তেঁহো সমাশ্রয়॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বারাধ্য কারণের কারণ।
তাঁর ভক্ত্যে হয় জীবের সংসারতারণ॥
তাঁর সেবা করি জীবের না হয় সংসার।
তাঁহার চরণে প্রীতি পুরুষার্থ সার॥
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক কণ।
পূর্ণানন্দ-প্রাপ্তি তাঁর চরণ-সেবন॥
কর্ম্মযোগজ্ঞান আগে করিয়া স্থাপন।
সব খণ্ডি স্থাপে ঈশ্বর তাঁহার সেবন॥
তোমার পণ্ডিত সবের নাহি শাস্ত্রজ্ঞান।
পূর্ব্ব পর বিধিমধ্যে পর বলবান॥
নিজ শাস্ত্র দেখি তুমি বিচার করিবা।
কি লিখিয়াছে শেষ নির্ণয় করিবা॥
ম্লেচ্ছ কহে যেই কহ সেই সত্য হয়।
শাস্ত্রে লিখিয়াছে কেহ লইতে না পারয়॥
নির্ব্বিশেষ গোসাঞি লঞা করেন ব্যাখ্যান।
সাকার গোসাঞি সেব্য কার নাহি জ্ঞান॥
সেই ত গোসাঞি তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
মোরে কৃপা কর মুঞি অযোগ্য পামর॥
অনেক দেখিনু মুঞি ম্লেচ্ছশাস্ত্র হৈতে।
সাধ্যসাধনবস্তু নারি নির্দ্ধারিতে॥
তোমা দেখি জিহ্বা মোর বলে কৃষ্ণনাম।
আমি বড় জ্ঞানী এই হয় অভিমান।
কৃপা করি বল মোরে সাধ্যসাধনে।
এত বলি পড়ে মহাপ্রভুর চরণে॥
প্রভু কহে উঠ কৃষ্ণনাম তুমি লৈলে।
কোটি জন্মের পাপ গেল পবিত্র হইলে॥
কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ কহ কৈল উপদেশ।

সবে কৃষ্ণ কহে সবার হৈল প্রেমাবেশ ॥
রামদাস বলি প্রভু তার কৈল নাম।
আর এক পাঠান তার নাম বিজুলিখান ॥
অল্প বয়স তার রাজার কুমার।
রামদাস আদি পাঠান চাকর তাহার ॥
কৃষ্ণ বলি পড়ে সেই মহাপ্রভুর পায়।
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাহার মাথায় ॥
তা সবারে কৃপা করি প্রভু চলিলা।
সেহ ত পাঠান সব বৈরাগী হইলা ॥
পাঠান বৈষ্ণব বলি হৈল তার খ্যাতি।
সর্ব্বত্র গাইয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি ॥
সেই বিজুলিখান হৈল মহাভাগবত।
সর্ব্বতীর্থে হৈল তার পরম মহত্ত্ব ॥
ঐছে লীলা করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পশ্চিমে আসিয়া কৈল যবনাদি ধন্য ॥
সোরোক্ষেত্রে আসি প্রভু কৈল গঙ্গাস্নান।
গঙ্গাতীরপথে কৈল প্রয়াগে পয়ান ॥
সেই বিপ্রে কৃষ্ণদাসে প্রভু বিদায় দিলা।
যোড়হাতে দুইজন কহিতে লাগিলা ॥
প্রয়াগ পর্য্যন্ত দোঁহে তোমা-সঙ্গে যাইব।
তোমার চরণসঙ্গ পুনঃ কাঁহা পাইব ॥
ম্লেচ্ছদেশ কেহ কাঁহা করয়ে উৎপাত।
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত কহিতে না জানেন বাত ॥
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিতে লাগিলা।
সেই দুইজন প্রভুর সঙ্গে চলি আইলা ॥
যেই যেই জন প্রভুর পাইলা দরশন।
সেই সব গ্রামে নিত্য করে সঙ্কীর্ত্তন ॥
তার সঙ্গে অন্যান্য তার সঙ্গে আন।
এইমত বৈষ্ণব কৈল সব দেশ গ্রাম ॥
দক্ষিণ যাইতে ঐছে শক্তি প্রকাশিল।

সেইমত পশ্চিমদেশ প্রেমে ভাসাইল ॥
এইমত চলি প্রভু প্রয়াগে আইলা।
দশদিন ত্রিবেণীতে মকরস্নান কৈলা ॥
বৃন্দাবনগমন প্রভুর চরিত্র অনন্ত।
সহস্রবদন যার নাহি পায় অন্ত ॥
তাহা কে কহিতে পারে ক্ষুদ্রজীব হঞা।
দিক্‌দরশন কৈল সূত্র করিয়া ॥

চৈতন্যচরিত এই অমৃতের সিন্ধু।
জগৎ আনন্দে ভাসায় যার এক বিন্দু ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

## ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
শ্রীরূপ সনাতন রহে রামকেলি গ্রামে।
প্রভুকে মিলিয়া গেল আপন ভবনে ॥
দুই ভাই বিষয়ত্যাগের উপায় সৃজিল।
বহু ধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ বরিল ॥
কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ।
অচিরাতে পাইবারে চৈতন্যচরণ ॥
শ্রীরূপগোসাঞি তবে নৌকাতে ভরিয়া।
আপনার ঘরে আইলা বহু ধন লঞা ॥
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে দিল তার অর্দ্ধ ধনে।
এক চৌঠি ধন দিল কুটুম্বভরণে ॥
দণ্ডবন্ধ লাগি চৌঠি সঞ্চয় করিল।
ভাল ভাল বিপ্রস্থানে স্থাপ্য রাখিল ॥

গৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ হাজারে।
সনাতন ব্যয় করে রহে মুদিঘরে॥
শ্রীরূপ শুনিল প্রভুর নীলাদ্রিগমন।
বনপথে যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপগোসাঞি নীলাচলে পাঠাইলা দুই জন।
প্রভু যবে বৃন্দাবনে করিবেন গমন॥
শীঘ্র আসি মোরে তার দিবে সমাচার।
শুনিয়া তদনুরূপ করিব ব্যবহার॥
এথা সনাতনগোসাঞি ভাবে মনে মন।
রাজা মোরে প্রীতি করে সে মোর বন্ধন॥
কোনমতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয়।
তবে অব্যাহতি হয় করিল নিশ্চয়॥
অস্বাস্থ্যের ছদ্ম করি রহে নিজঘরে।
রাজকার্য্য ছাড়িল না যায় রাজদ্বারে॥
লোভী কায়স্থগণে রাজকার্য্য করে।
আপন স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে॥
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লঞা।
ভাগবত বিচার করে সভাতে বসিঞা॥
আর দিন গৌড়েশ্বর সঙ্গে একজন।
আচম্বিতে গোসাঞিসভাতে কৈল আগমন॥
বাদশা দেখিয়া সবে সম্ভ্রমে উঠিলা।
সম্ভ্রমে আসন দিয়া রাজারে বসাইলা॥
রাজা কহে তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইল।
বৈদ্য কহে ব্যাধি নাহি সুস্থ যে দেখিল॥
আমার যে কিছু কার্য্য সব তোমা লঞা।
কার্য্য ছাড়ি রহিলা তুমি ঘরেতে বসিয়া॥
মোর যত কার্য্যকাম সব কৈল নাশ।
কি তোমার হৃদয়ে আছে কহ মোর পাশ॥
সনাতন কহে নহে আমা হৈতে কাম।
আর একজন দিয়া কর সমাধান॥

তবে ক্রুদ্ধ হঞা রাজা কহে আরবার।
তোমার বড় ভাই করে দস্যুব্যবহার॥
জীব পশু মারি কৈল চাকলা সব নাশ।
এথা তুমি কৈলে মোর সর্ব্বকার্য্য নাশ॥
সনাতন কহে তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর।
যেই যেই দোষ করে দেহ ফল তার॥
এত শুনি গৌড়েশ্বর উঠি ঘরে গেলা।
পলাইব বলি সনাতনেরে বান্ধিলা॥
হেনকালে গেল রাজা উড়িয়া মারিতে।
সনাতনে কহে তুমি চল মোর সাথে॥
তেঁহো কহে যাবে তুমি দেবতা নাশিতে।
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে যাইতে॥
তবে তারে বান্ধি রাখি করিলা গমন।
এথা নীলাচল হৈতে প্রভু চলিলা বৃন্দাবন॥
তবে সেই দুই চর রূপ-ঠাঞি আইলা।
বৃন্দাবন চলিলা প্রভু আসিয়া কহিলা॥
শুনিয়া শ্রীরূপ লিখিল সনাতন-ঠাঞি।
বৃন্দাবনে চলিলা চৈতন্যগোসাঞি॥
আমি দুই ভাই চলিলাম তাঁহারে মিলিতে।
তুমি যৈছে তৈছে ছুটি আইস তাঁহা হৈতে॥
দশ সহস্র মুদ্রা তথা আছে মুদিস্থানে॥
তাহা দিয়া কর শীঘ্র আত্মবিমোচনে।
যৈছে তৈছে ছুটি তুমি আইস বৃন্দাবন।
এত লিখি দুই ভাই করিলা গমন॥
অনুপম মল্লিক তাঁর নাম শ্রীবল্লভ।
রূপগোসাঞির ছোট ভাই পরম বৈষ্ণব॥
তাঁরে লঞা শ্রীরূপ প্রয়াগে আইলা।
মহাপ্রভু তাহা শুনি আনন্দিত হৈলা॥
প্রভু চলিয়াছে বিন্দুমাধব দর্শনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুর মিলনে॥

কেহ কান্দে কেহ হাসে কেহ নাচে গায়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কেহ গড়াগড়ি যায়॥
গঙ্গা-যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে।
প্রভু ডুবাইলা কৃষ্ণপ্রেমের বন্যাতে॥
ভিড় দেখি দুই ভাই রহিলা নির্জনে।
প্রভুর আবেশ হৈল মাধবদর্শনে॥
প্রেমাবেশে নাচে প্রভু হরিধ্বনি করি।
ঊর্দ্ধবাহু করি বলে বোল হরি হরি॥
প্রভুর মহিমা দেখি লোকে চমৎকার।
প্রয়াগে প্রভুর লীলা নারি বর্ণিবার॥
দাক্ষিণাত্য বিপ্র সনে আছে পরিচয়।
সেই বিপ্র নিমন্ত্রিয়া নিল নিজালয়॥
বিপ্রগৃহে আসি প্রভু নিভৃতে বসিলা।
শ্রীরূপ বল্লভ দোঁহে আসিয়া মিলিলা॥
দুই গুচ্ছ তৃণ দোঁহে দশনে ধরিয়া।
প্রভু দেখি দূরে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥
নানা শ্লোক পড়ি উঠে পড়ে বারবার।
প্রভু দেখি প্রেমাবেশ হইল দোঁহার॥
শ্রীরূপে দেখি প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন।
উঠ উঠ রূপ আইস বলিলা বচন॥
কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণন।
বিষয়কূপ হৈতে কাড়িল তোমা দুই জন॥
প্রভু-কৃপা পাঞা দোঁহে দুই হাত যুড়ি।
দীন হঞা স্তুতি করে বিনয় আচরি॥
তবে মহাপ্রভু তারে নিকটে বসাইয়া।
সনাতনের বার্ত্তা কহ তাহারে পুছিলা॥
রূপ কহেন তেঁহো বন্দী হয় রাজঘরে।
তুমি যদি উদ্ধার তবে হইবে উদ্ধারে॥
প্রভু কহে সনাতনের হইয়াছে মোচন।
অচিরাতে আমা সহ হইবে মিলন॥

মধ্যাহ্ন করিতে বিপ্র প্রভুকে কহিলা।
রূপগোসাঞি সে দিবস তথায় রহিলা॥
ভট্টাচার্য্য দুই ভাই নিমন্ত্রণ কৈলা।
প্রভুর শেষ-প্রসাদপাত্র দুই ভাই পাইলা॥
ত্রিবেণী-উপরে প্রভুর বাসাঘরস্থান।
দুই ভাই বাসা কৈল প্রভু-সন্নিধান॥
সেকালে বল্লভ ভট্ট রহে আউলী গ্রামে।
মহাপ্রভু আইলা শুনি আইলা তাঁর স্থানে॥
তেঁহো দণ্ডবৎ কৈল প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুইজনে কৃষ্ণকথা হৈল কতক্ষণ॥
কৃষ্ণকথায় মহাপ্রভুর প্রেম উথলিল।
ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু সম্বরণ কৈল॥
অন্তরে গরগর প্রেম নহে সম্বরণ।
দেখি চমৎকার হৈল বল্লভভট্টের মন॥
তবে ভট্ট মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল।
মহাপ্রভু দুই ভাই তাহারে মিলাইল॥
দুই ভাই দূরে হৈতে ভূমিতে পড়িয়া।
ভট্টে দণ্ডবৎ কৈল অতি দীন হৈয়া॥
ভট্ট মিলিবারে যায় দোঁহে পলায় দূরে।
অস্পৃশ্য পামর মুঞি না ছুঁইহ মোরে॥
ভট্টের বিস্ময় হৈল প্রভু হর্ষমন।
ভট্টেরে কহিলা প্রভু তার বিবরণ॥
ইহাঁ না স্পর্শিহ ইহোঁ জাতি অতিহীন।
বৈদিক যাজ্ঞিক তুমি কুলীনপ্রবীণ॥
ইহাঁর মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনি।
ভট্ট কহে প্রভুর কিছু ইঙ্গিতভঙ্গী জানি॥
ইহাঁর মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন।
এ দুই অধম নহে হয় সর্ব্বোত্তম॥

শুনি মহাপ্রভু তারে বহু প্রশংসিলা।

প্রেমাবেশ হঞা শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥

প্রভুর প্রেমাবেশ আর স্বভাব শক্তিসার।
সৌন্দর্য্যাদি দেখি ভট্টের হৈল চমৎকার॥

স্বগণে প্রভুকে ভট্ট নৌকাতে চড়াইয়া।
ভিক্ষা দিতে নিজঘরে চলিলা লইয়া॥
যমুনার জল দেখি চিক্কণ শ্যামল।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল॥
হুঙ্কার করি যমুনার জলে দিল ঝাঁপ।
প্রভু দেখি সবার মনে হৈল ভয় কাঁপ॥
আস্তেব্যস্তে সবে ধরি প্রভুরে উঠাইলা।
নৌকার উপরে প্রভু নাচিতে লাগিলা॥
মহাপ্রভুর ভরে নৌকা করে টলমল।
মহাপ্রভুর ভরে নৌকা ঝলকে ভরে জল॥
যদি ভট্টের আগে প্রভুর ধৈর্য্য হৈল মন।
দুর্ব্বার উদ্ভট প্রেম নহে সংবরণ॥
দেশ পাত্র দেখি মহাপ্রভু ধৈর্য্য হৈলা।
আউলীর ঘাটে নৌকা আসি উত্তরিলা॥
ভয়ে ভট্ট সঙ্গে রহে মধ্যাহ্ন করাইয়া।
নিজগৃহে আনিলা প্রভুকে সঙ্গেতে লইয়া॥
আনন্দিত হইয়া ভট্ট দিল দিব্যাসন।
আপনে করিল প্রভুর পাদপ্রক্ষালন॥
সবংশে সেই জল মস্তকে ধরিল।
নূতন কৌপীন বহির্ব্বাস পরাইল॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপে মহাপূজা কৈল।
ভট্টাচার্য্যে মান্য করি পাক করাইল॥
ভিক্ষা করাইল প্রভুকে সস্নেহ যতনে।
রূপ গোসাঞি দুই ভাইর করাইল ভোজনে॥
ভট্টাচার্য্য শ্রীরূপে দেওয়াইল অবশেষ।

তবে সেই প্রসাদ কৃষ্ণদাস পাইল শেষ ॥
মুখবাস দিয়া প্রভুকে করাইল শয়ন।
আপনে ভট্ট করেন প্রভুর পাদ-সম্বাহন ॥
প্রভু পাঠাইল তারে করিতে ভোজনে।
ভোজন করি আইলা তেঁহো প্রভুর চরণে ॥
হেনকালে আইলা রঘুপতি উপাধ্যায়।
তিরোহিতা পণ্ডিত বড় বৈষ্ণব মহাশয় ॥
আসি তেঁহো কৈল প্রভুর চরণ-বন্দন।
কৃষ্ণে মতি রহু বলি প্রভুর বচন ॥
শুনি আনন্দিত হৈল উপাধ্যায়ের মন।
প্রভু তারে কৈল কহ কৃষ্ণের বর্ণন ॥
নিজকৃত কৃষ্ণলীলা-শ্লোক পড়িল।
শুনি মহাপ্রভুর মহাপ্রেমাবেশ হৈল ॥

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমপরে ভারতমন্যে ভজন্তু
ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥

রঘুপতি উপাধ্যায় নমস্কার কৈল।
আগে কহ প্রভু বাক্যে উপাধ্যায় কহিল।

কং প্রতি কথয়িতুমীশে
সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতি।
গোপতিতনয়াকুঞ্জে
গোপবধূটীবিটং ব্রহ্ম ॥

প্রভু কহেন কহ তেঁহো পড়ে কৃষ্ণলীলা।
প্রেমাবেশে প্রভুর দেহ-মন আউলাইলা ॥
প্রেম দেখি উপাধ্যায় হৈল চমৎকার।
মনুষ্য নহে ইঁহো করিল নির্দ্ধার ॥
প্রভু কহে উপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ মান কায়।

"শ্যামমেব পরং রূপং" কহে উপাধ্যায়॥
শ্যামভক্তের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান কায়।
"পুরী মধুপুরী বরা" কহে উপাধ্যায়॥
বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর শ্রেষ্ঠ মান কায়।
"বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং" কহে উপাধ্যায়॥
রসগণমধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান কায়।
"আদ্য এব পরো রসঃ" কহে উপাধ্যায়॥
প্রভু কহে ভাল তত্ত্ব শিক্ষাইলা মোরে।
এত বলি শ্লোক পড়ে গদ্‌গদস্বরে॥

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ॥

প্রেমাবেশে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমে মত্ত হইয়া তেঁহো করেন নর্ত্তন॥
দেখি বল্লভ ভট্ট মনে চমৎকার কৈল।
দুই পুত্র আনি প্রভুর চরণে পড়িল।
প্রভু দেখিবারে গ্রামের সব লোক আইল।
প্রভুর দর্শনে সব লোক কৃষ্ণভক্ত হৈল॥
ব্রাহ্মণ সকল করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ।
বল্লভ ভট্ট তাহাঁ সব করে নিবারণ॥
প্রেমোন্মাদে পড়ে গোসাঞি মধ্য-যমুনাতে।
প্রয়াগ চলিব ইহাঁ না দিব রহিতে॥
যার ইচ্ছা প্রয়াগ যাই করিবে নিমন্ত্রণ।
এত বলি প্রভু লঞা করিল গমন॥
গঙ্গাপথে মহাপ্রভু নৌকাতে বসাইয়া।
প্রয়াগে আইলা ভট্ট গোসাঞি লইয়া॥
লোকভিড়ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধে যাইয়া।
রূপগোসাঞিরে শিক্ষা দেন শক্তি সঞ্চারিয়া॥
কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবতসিদ্ধান্ত॥

রামানন্দ-পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল।
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল॥
শ্রীরূপ-হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্ব্বতত্ত্ব নিরূপিয়া প্রবীণ করিলা॥

মহাপ্রভুর যত বড় ছোট ভক্ত মাত্র।
রূপ-সনাতন সবার কৃপা-গৌরব-পাত্র॥
কেহ যদি দেশে যায় দেখি বৃন্দাবন।
তারে প্রশ্ন করেন প্রভুর পারিষদগণ॥
কহ তাঁহা কৈছে রহে রূপ-সনাতন।
কৈছে রহে কৈছে বৈরাগ্য কৈছে ভোজন॥
কৈছে অষ্টপ্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণভজন।
তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ॥
অনিকেতন দোঁহে রহে যত বৃক্ষগণ।
একেক বৃক্ষের তলে একেক রাত্রি শয়ন॥
বিপ্রগৃহে স্থূলভিক্ষা কাঁহা মাধুকরী।
শুষ্ক রুটী চাবানা চিবায় ভোগ পরিহরি॥
করোয়া মাত্র হাতে কাঁথা ছিঁড়া বহির্বাস।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম নর্ত্তন উল্লাস॥
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন চারিদণ্ড শয়নে।
নামসংকীর্ত্তন-প্রেমে নহে কোন দিনে॥
কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্যকথা শুনে করে চৈতন্যচিন্তন॥
এই কথা শুনি মহান্তের মহা-সুখ হয়।
চৈতন্যের কৃপা যাঁরে তাঁরে কি বিস্ময়॥

এইমত দশ দিন প্রয়াগে রহিয়া।
শ্রীরূপে শিক্ষা দিল প্রভু শক্তি সঞ্চারিয়া॥
প্রভু কহে শুন রূপ ভক্তিরসের লক্ষণ।
সূত্ররূপ কহি বিস্তার না যায় বর্ণন॥

পারাবারশূন্য গভীর ভক্তিরসসিন্ধু।
তোমা চাখাইতে তার কহি এক বিন্দু॥
এই ত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশী লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥
কেশাগ্র-শতেকভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি॥

তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্ জল-স্থলচর ভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর॥
বেদনিষ্ঠমধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মচারি-মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠমধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটি জ্ঞানিমধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্তমধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলি অশান্ত॥

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাঢ়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইহা মালী সেচে শ্রবণকীর্ত্তনাদি জল॥

যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতি মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুখি যায় পাতা॥
তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ।
অপরাধ-হস্তী যৈছে না হয় উদ্গম॥
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা॥
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীবহিংসন।
লাভ-প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥
সেক জল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥
প্রথমেই উপশাখা করয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন॥
প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥
তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফলরস করে আস্বাদন॥
এইমত পরম ফল পরমপুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥

শুদ্ধ ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদ্গম।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ॥
অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধভক্তি ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥
ভুক্তি-মুক্তি-আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন না হয়॥

সাধনভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তাহে প্রেম নাম কয়॥

প্রেমবৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥
যৈছে বীজ ইক্ষু রস গুড় খণ্ড সার।
শর্করা সিতা মিছরি উত্তম মিছরি আর॥
এই সব কৃষ্ণভক্তি রস স্থায়িভাব।
স্থায়িভাবে মিলি যদি বিভাব অনুভাব॥
সাত্ত্বিক ব্যভিচারী ভাবের মিলনে।
কৃষ্ণভক্তিরস হয় অমৃত আস্বাদনে॥
যৈছে দধি সিতা ঘৃত মরিচ কর্পূর।
মিলনে রসালা হয় অমৃতমধুর॥
ভক্তিভেদে রতিভেদ পঞ্চ পরকার।
শান্তরতি দাস্যরতি সখ্যরতি আর॥
বাৎসল্যরতি মধুররতি পঞ্চবিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তিরস পঞ্চভেদ॥
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম।
কৃষ্ণভক্তিরস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান॥

ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রাধান্যে সঙ্কুচিত প্রীতি।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য কেবলার রীতি॥
শান্তদাস্যরসে ঐশ্বর্য্য কাহাঁ উদ্দীপন।
বাৎসল্যে সখ্যে মধুর রসে সঙ্কোচন॥

কেবলার শুদ্ধপ্রেম ঐশ্বর্য্য না জানে।
ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজ সম্বন্ধ না মানে॥

শান্তরসে স্বরূপবুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা।
"শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ" এই শ্রীমুখগাথা॥
কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণাত্যাগ তার কার্য্য মানি।
অতএব শান্ত কৃষ্ণভক্ত এক জানি॥

স্বর্গ মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত নরক করি মানে।
কৃষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণাত্যাগ শান্তের দুই গুণে॥
এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্তজনে।
আকাশের শব্দগুণ যেন ভূতগণে॥
শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতাগন্ধহীন।
পরব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ॥
কেবল স্বরূপজ্ঞান হয় শান্তরসে।
পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভুর জ্ঞান অধিক হয় দাস্যে॥
ঈশ্বরজ্ঞানে সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর।
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে অধিক সেবন।
অতএব দাস্যরসের এই দুই গুণ॥
শান্তের গুণ দাস্যের সেবন সখ্যে দুই হয়।
দাস্যের সম্ভ্রম-গৌরব-সেবা সখ্য বিশ্বাসময়॥
কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়ারণ।
কৃষ্ণ সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥
বিশ্রম্ভ-প্রধান সখ্য গৌরব-সম্ভ্রমহীন।
অতএব সখ্যরসের তিনগুণ চিন॥
মমতা অধিক কৃষ্ণে আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান্॥
বাৎসল্যে শান্তের গুণ দাস্যের সেবন।
সেই সেবনের ইহাঁ নাম পালন॥
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ অগৌরব সার।
মমতাধিক্যে তাড়ন ভর্ৎসন ব্যবহার॥
আপনাকে পালক জ্ঞানে কৃষ্ণে পাল্য জ্ঞান।
চারিরসের গুণে বাৎসল্য অমৃত-সমান॥
সে অমৃতানন্দে ভক্ত সহ ডুবেন আপনে।
কৃষ্ণভক্ত-রসগুণ নহে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানিগণে॥

মধুর রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়।

সখ্যে অসংকোচ লালন মমতাধিক্য হয়॥
কান্তাভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চগুণ॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
দুই তিন ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
এইমত মধুরে সব ভাব-সমাহার।
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥
এই ভক্তিরসের করিল দিগ্‌দরশন।
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন॥
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে।
কৃষ্ণ-কৃপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্ধুপারে॥
এত বলি প্রভু তারে করিল আলিঙ্গন।
বারাণসী চলিবারে প্রভুর হইল মন॥
প্রভাতে উঠিয়া যবে করিল গমন।
তবে তাঁর পদে রূপ করিল নিবেদন॥
আজ্ঞা হয় আইসোঁ মুঞি শ্রীচরণ-সঙ্গে।
সহিতে না পারি মুঞি বিরহতরঙ্গে॥
প্রভু কহে তোমার কর্ত্তব্য আমার বচন।
নিকট আসিয়াছ তুমি যাহ বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবন হইতে তুমি গৌড়দেশ দিয়া।
আমারে মিলিবে নীলাচলেতে আসিয়া॥
তারে আলিঙ্গিয়া প্রভু নৌকাতে চড়িলা।
মূর্চ্ছিত হইয়া তেঁহো তাহাঞি পড়িলা॥
দাক্ষিণাত্য বিপ্র তাঁরে ঘরে লঞা গেলা।
তবে দুই ভাই বৃন্দাবনেতে চলিলা॥
মহাপ্রভু চলি চলি আইলা বারাণসী।
চন্দ্রশেখর মিলিলা গ্রামের বাহিরে আসি॥
রাত্র্যে তেঁহো স্বপ্ন দেখে প্রভু আইলা ঘরে।
প্রাতঃকালে আসি রহে গ্রামের বাহিরে॥
আচম্বিতে প্রভু দেখি চরণে পড়িলা।

আনন্দিত হঞা নিজগৃহে লঞা গেলা ॥
তপন মিশ্র শুনি আসি প্রভুরে মিলিলা।
ইষ্টগোষ্ঠী করি প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা ॥
নিজ ঘরে লঞা প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
ভট্টাচার্য্যে চন্দ্রশেখর নিমন্ত্রণ কৈল ॥
ভিক্ষা করাইয়া মিশ্র কহে পায় ধরি।
এক ভিক্ষা মাগি মোরে দেহ কৃপা করি ॥
যাবৎ তোমার হয় কাশীপুরে স্থিতি।
মোর ঘর বিনা ভিক্ষা না করিবা কতি ॥
প্রভু জানেন দিন পাঁচ সাত সে রহিব।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভিক্ষা কাহোঁ না কহিব ॥
এত জানি তার ভিক্ষা করিল অঙ্গীকারে।
বাসা নিষ্ঠা করিল চন্দ্রশেখরের ঘরে ॥
মহারাষ্ট্রী বিপ্র আসি তাঁহারে মিলিলা।
প্রভু তারে স্নেহ করি কৃপা প্রকাশিলা ॥
মহাপ্রভু আইলা শুনি শিষ্ট শিষ্ট জন।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আসি করে দরশন ॥
শ্রীরূপ-উপরে প্রভুর যত কৃপা হৈল।
অত্যন্ত বিস্তার কথা সংক্ষেপে কহিল ॥
শ্রদ্ধা করি এই কথা শুনে যেই জন।
প্রেমভক্তি পায় সেই চৈতন্যচরণ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

## বিংশ পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এথা গৌড়ে সনাতন আছে বন্দীশালে।
শ্রীরূপগোসাঞির পত্রী আইল হেনকালে ॥

পত্রী পাঞা সনাতন আনন্দিত হৈলা।
যবনরক্ষক পাশ কহিতে লাগিলা॥
তুমি এক জিন্দাপীর মহাভাগ্যবান্।
কেতাব কোরাণ শাস্ত্রে আছে তোমার জ্ঞান॥
এক বন্দী ছাড়ি যদি নিজধন দিয়া।
সংসার হইতে তারে মুক্ত করেন গোসাঞা॥
পূর্ব্বে আমি তোমার করিয়াছি উপকার।
তুমি আমা ছাড়ি কর প্রত্যুপকার॥
পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিব তুমি কর অঙ্গীকার।
পুণ্য অর্থ দুই লাভ হইবে তোমার॥
তবে সেই যবন কহে শুন মহাশয়।
তোমারে ছাড়িতে কিন্তু করি রাজভয়॥
সনাতন কহে তুমি না কর রাজভয়।
দক্ষিণ গিয়াছে যদি লেউটি আইসয়॥
তাহাকে কহিও সেই বাহ্যকৃত্যে গেল।
গঙ্গার নিকটে গঙ্গা দেখি ঝাঁপ দিল॥
অনেক দেখিল তার লাগি না পাইল।
দাঁড়ুকা সহিত ডুবি কাহাঁ বহি গেল॥
কিছু ভয় নাহি আমি এদেশে না রব।
দরবেশ হঞা আমি মক্কায় যাইব॥
তথাপি যবন-মন প্রসন্ন নাহিল।
সাত হাজার মুদ্রা তার আগে রাশি কৈল॥
লোভ হইল যবনের মুদ্রা দেখিয়া।
রাত্র্যে গঙ্গাপার কৈল দাঁড়ুকা কাটিয়া॥
গড়িদ্বার পথ ছাড়িল নারে তাহাঁ যাইতে।
রাত্রি দিনে চলি আইল পাতড়া পর্ব্বতে॥
তথা এক ভূঞা হয় তার ঠাঞি গেলা।
পর্ব্বত পার কর আমা মিনতি করিলা॥
সেই ভূঞার সঙ্গে হয় হাত-গণিতা।
ভূঞা-কাণে কহে সেই জানি এই কথা॥

ইহার ঠাঞি স্থবর্ণের অষ্ট মোহর হয়।
শুনি আনন্দিত ভূঞা সনাতনে কয়॥
রাত্র্যে পর্ব্বত পার করিব নিজ লোক দিয়া।
ভোজন করহ তুমি রন্ধন করিয়া॥
এত বলি অন্ন দিল করিয়া সম্মান।
সনাতন আসি তবে কৈল নদীস্নান॥
দুই উপবাসে কৈল রন্ধন ভোজনে।
রাজমন্ত্রী সনাতন বিচারিল মনে॥
এই ভূঞা কেন মোরে সম্মান করিল।
এত চিন্তি সনাতন ঈশানে পুছিল॥
তোমার ঠাঞি জানি কিছু দ্রব্য আছয়।
ঈশান কহে মোর ঠাঞি সাত মোহর হয়॥
শুনি সনাতন তারে করিল ভর্ৎসন।
সঙ্গে কেন আনিয়াছ এই কাল যম॥
তবে সেই সাত মোহর হস্তেতে করিয়া।
ভূঞা কাছে যাঞা কহে মোহর ধরিয়া॥
এই স্থবর্ণ সাত মোহর আছিল আমার।
ইহা লঞা ধর্ম্ম দেখি কর মোরে পার॥
রাজবন্দী আমি গড়িদ্বার যাইতে না পারি।
পুণ্য হবে পর্ব্বত আমা দেহ পার করি॥
ভূঞা হাসি কহে আমি জানিয়াছি পহিলে।
অষ্ট মোহর হয় তোমার সেবক আঁচলে॥
তোমা মারি মোহর লইতাম আজি রাতে।
ভাল হৈল কহিলা তুমি ছুটিলা পাপ হৈতে॥
সন্তুষ্ট হইলাম আমি মোহর না লইব।
পুণ্য লাগি পর্ব্বত তোমা পার করি দিব॥
গোসাঞি কহে কেহ দ্রব্য লইবে আমা মারি।
আমার প্রাণ রক্ষা কর দ্রব্য অঙ্গীকরি॥
তবে গোসাঞির সঙ্গে চারি পাইক দিল।
রাত্র্যে রাত্র্যে বনপথে পর্ব্বত পার কৈল॥

পার হঞা গোসাঞি তবে পুছিল ঈশানে।
জানি শেষ দ্রব্য কিছু আছে তোমা-স্থানে॥
ঈশান কহে এক মোহর আছে অবশেষ।
গোসাঞি কহে মোহর লঞা যাহ তুমি দেশ॥
তারে বিদায় দিয়া গোসাঞি চলিলা একেলা।
হাতে করোয়া ছিঁড়া কন্থা নির্ভয় হইলা॥
চলি চলি গোসাঞি তবে আইলা হাজিপুরে।
সন্ধ্যাকালে বসিলা এক উদ্যান-ভিতরে॥
সেই হাজিপুরে রহে শ্রীকান্ত তাহার নাম।
গোসাঞির ভগিনীপতি করে রাজকাম॥
তিন লক্ষ মুদ্রা রাজা দিয়াছে তার স্থানে।
মূল্য লঞা ঘোড়া পাঠায় পাতশার স্থানে॥
টঙ্গির উপরে বসি গোসাঞিকে দেখিল।
রাত্র্যে একজন সঙ্গে গোসাঞি-পাশ আইলা॥
দুইজন মিলি তথা ইষ্টগোষ্ঠী কৈল।
বন্ধন-মোক্ষণ-কথা সকলি কহিল॥
তিঁহো কহে দিন দুই রহ এই স্থানে।
ভদ্র বেশ কর ছাড় মলিন বসনে॥
গোসাঞি কহে একক্ষণ ইহা না রহিব।
গঙ্গাপার করি দেহ এখনি চলিব॥
যত্ন করি তেঁহো এক ভোটকম্বল দিল।
গঙ্গাপার করি দিল গোসাঞি চলিল॥
তবে বারাণসী গোসাঞি আইলা কত দিনে।
আনন্দিত হৈল শুনি প্রভুর আগমনে॥
চন্দ্রশেখর-ঘরে আসি দ্বারে বসিলা।
মহাপ্রভু জানি চন্দ্রশেখরে কহিলা॥
দ্বারে এক বৈষ্ণব হয় বোলাহ তাহারে।
চন্দ্রশেখর দেখে বৈষ্ণব নাহি দ্বারে॥
দ্বারেতে বৈষ্ণব নাহি প্রভুকে কহিল।
কেহ হয় করি প্রভু তাহারে পুছিল॥

তেঁহো কহে এক দরবেশ আছে দ্বারে।
তাঁরে আন প্রভু বাক্যে কহিল তাহারে॥
প্রভু তোমায় বোলায় আইস দরবেশ।
শুনি আনন্দে সনাতন করিল প্রবেশ॥
তাহারে অঙ্গনে দেখি প্রভু ধাঞা আইলা।
তারে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥
প্রভুস্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হৈল সনাতন।
মোরে না ছুঁইহ কহে গদ্‌গদ বচন॥
দুইজনে গলাগলি রোদন অপার।
দেখি চন্দ্রশেখরের হৈল চমৎকার॥
তবে প্রভু তাঁরে হাত ধরি লঞা গেলা।
পিণ্ডার উপর আপন পাশে বসাইলা॥
শ্রীহস্তে করেন তার অঙ্গসম্মার্জ্জন।
তেঁহো কহে মোরে প্রভু না কর স্পর্শন॥
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে।
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥

এত কহি কহে প্রভু শুন সনাতন।
কৃষ্ণ বড় দয়াময় পতিতপাবন॥
মহারৌরব হৈতে তোমায় করিল উদ্ধার।
কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার॥
সনাতন কহে কৃষ্ণ আমি নাহি জানি।
আমার উদ্ধার হেতু তোমা কৃপা মানি॥
কেমনে ছুটিলা বলি প্রভু প্রশ্ন কৈল।
আদ্যোপান্ত সব কথা তেঁহো শুনাইল॥
প্রভু কহে দুই ভাই প্রয়াগে মিলিলা।
রূপ অনুপম দোঁহে বৃন্দাবনে গেলা॥
তপন মিশ্র আর চন্দ্রশেখরে।
প্রভু-আজ্ঞায় সনাতন মিলিলা দোঁহারে॥
তপন মিশ্র তাঁরে তবে কৈল নিমন্ত্রণ।

প্রভু কহে ক্ষৌর করাহ যাহ সনাতন॥
চন্দ্রশেখরেরে প্রভু কহে বোলাইয়া।
এই বেশ দূর কর যাহ ইহা লৈয়া॥
ভদ্র করাইয়া তাঁরে গঙ্গাস্নান করাইল।
শেখর আনিয়া তাঁরে নূতন বস্ত্র দিল॥
সেই বস্ত্র সনাতন না কৈল অঙ্গীকার।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ অপার॥
মধ্যাহ্ন করি প্রভু গেলা ভিক্ষা করিবারে।
সনাতন লঞা গেল তপন মিশ্র-ঘরে॥
মিশ্র কহে সনাতনের কিছু কৃত্য আছে।
তুমি ভিক্ষা কর প্রসাদ তাঁরে দিব পাছে॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু বিশ্রাম করিল।
মিশ্র প্রভুর শেষপাত্র সনাতনে দিল॥
মিশ্র সনাতনে দিল নূতন বসন।
বস্ত্র নাহি নিল তেঁহো করে নিবেদন॥
মোরে বস্ত্র দিতে যদি তোমার হয় মন।
নিজ পরিধান এক দেহ পুরাতন॥
তবে মিশ্র পুরাতন এক ধুতি দিল।
তেঁহো দুই বহির্বাস কৌপীন করিল॥
মহারাষ্ট্রী দ্বিজে প্রভু মিলাইল সনাতনে।
সেই বিপ্র তাঁরে কৈল মহা-নিমন্ত্রণে॥
সনাতন তুমি যাবৎ কাশীতে রহিবে।
তাবৎ আমার ঘরে ভিক্ষা যে করিবে॥
সনাতন কহে আমি মাধুকরী করিব।
ব্রাহ্মণের ঘরে কেনে একত্র ভিক্ষা লব॥
সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার।
ভোটকম্বল পানে প্রভু চাহে বারে বার॥
সনাতন জানিল এই প্রভুরে না ভায়।
ভোট ত্যাগ করিবারে চিন্তিল উপায়॥
এত চিন্তি গেলা গঙ্গায় মধ্যাহ্ন করিতে।

এক গৌড়িয়া দিয়াছে কান্থা ধুঞা শুখাইতে ॥
তারে কহে আরে ভাই কর উপকারে।
এই ভোট লঞা এই কাঁথা দেহ মোরে ॥
সেই কহে হাস্য কর প্রামাণিক হঞা।
বহুমূল্য ভোট দিবে কেনে কাঁথা লঞা ॥
তেহোঁ কহে হাস্য নহে কহি সত্যবাণী।
ভোট লহ তুমি দেহ মোরে কাঁথাখানি ॥
এত বলি কাঁথা লইল ভোট তারে দিয়া।
গোসাঞির ঠাঞি আইল কাঁথা গলে দিয়া ॥
প্রভু কহে তোমার ভোটকম্বল কোথা গেল।
প্রভু-পদে সব কথা গোসাঞি কহিল ॥
প্রভু কহে ইহা আমি করিয়াছি বিচার।
বিষয়-রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার ॥
সে কেন রাখিবে তোমার শেষ বিষয়ভোগ।
রোগ খণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষরোগ ॥
তিন মুদ্রার ভোট গায় মধুকরী গ্রাস।
ধর্ম্মহানি হয় লোকে করে উপহাস ॥
গোসাঞি বলে যে খণ্ডিল কুবিষয়-রোগ।
তাঁর ইচ্ছায় গেল মোর শেষ বিষয়ভোগ ॥
প্রসন্ন হইয়া প্রভু তারে কৃপা কৈল।
তাঁর কৃপায় প্রশ্ন করিতে তার শক্তি হৈল ॥
পূর্ব্বে যৈছে রায়-পাশ প্রভু প্রশ্ন কৈল।
তাঁর শক্ত্যে রামানন্দ তার উত্তর দিল ॥
ইহাঁ প্রভুর শক্ত্যে প্রশ্ন করে সনাতন।
আপনে মহাপ্রভু করেন তত্ত্বনিরূপণ ॥
তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
দৈন্য বিনতি করে দন্তে তৃণ লঞা ॥
নীচজাতি নীচসঙ্গী পতিত অধম।
কুবিষয়-কূপে পড়ি গোঙাইনু জনম ॥
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি।

গ্রাম্যব্যবহারে পণ্ডিত তাই সত্য মানি ॥
কৃপা করি যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার ।
আপন কৃপাতে কহ কর্ত্তব্য আমার ॥
কে আমি আমারে কেন জারে তাপত্রয় ।
ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয় ॥
সাধ্য-সাধনতত্ত্ব পুছিতে না জানি ।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহ ত আপনি ॥
প্রভু কহে কৃষ্ণকৃপা তোমাতে পূর্ণ হয় ।
সব তত্ত্ব জান তোমার নাহি তাপত্রয় ॥
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি জান তত্ত্বভাব ।
জানি দার্ঢ্য লাগি পুছে সাধুর স্বভাব ॥

যোগ্যপাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে ।
ক্রমে সব তত্ত্ব শুন কহিয়ে তোমাতে ॥
জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস ।
কৃষ্ণের তটস্থশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥
সূর্য্যাংশ কিরণ যেন অগ্নি জ্বালাচয় ।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয় ॥

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি ।
চিচ্ছক্তি জীবশক্তি আর মায়াশক্তি ॥

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায় ।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥

সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয় ।
সেই জীব নিস্তরে মায়া তাহারে ছাড়য় ।

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান।
জীবের কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
শাস্ত্র গুরু আত্মা রূপে আপনা জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান॥
বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্বন্ধ ভক্তিপ্রাপ্তির সাধন॥
অভিধেয় নাম ভক্তি প্রেম প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম মহাধন॥
কৃষ্ণমাধুর্য্যসেবা-প্রাপ্তির কারণ।
কৃষ্ণসেবা করে কৃষ্ণরস-আস্বাদন॥
ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
সর্ব্বজ্ঞ আসি দুঃখ দেখি পুছয়ে তাহারে॥
তুমি কেনে এত দুঃখী তোমার আছে পিতৃধন।
তোরে না কহিল অন্যত্র ছাড়িল জীবন॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশ।
ঐছে বেদ-পুরাণে জীবে কৃষ্ণ-উপদেশ॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ॥
বাপের ধন আছে জ্ঞানে ধন নাহি পায়।
সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায়॥
এই স্থানে আছে ধন যদি দক্ষিণে খুদিবে।
ভীমরুল বরুলী উঠিবে ধন না পাইবে॥
পশ্চিমে খুদিবে তাহাঁ যক্ষ এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে ধন হাতে না পড়য়॥
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজগরে।
ধন নাহি পাবে খুদিতে গিলিবে সবারে॥
পূর্ব্বদিকে তাতে মাটী অল্প খুদিতে।
ধনের ঝাড়ি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥
ঐছে শাস্ত্র কহে কর্ম্ম-জ্ঞানযোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয় ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥

অতএব ভক্তি কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায়।
অভিধেয় বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
ধন পাইলে যৈছে সুখভোগফল পায়।
সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায়॥
তৈছে ভক্তিফল কৃষ্ণে প্রেম উপজায়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায়॥
দারিদ্র্যনাশ ভবক্ষয় প্রেমের ফল নয়।
ভোগ প্রেমসুখ মুখ্য প্রয়োজন হয়॥
বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি প্রেম তিন মহাধন॥
বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ মুখ্য সম্বন্ধ।
তার জ্ঞানে আনুষঙ্গে যায় মায়াবন্ধ॥

কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত বৈভব অপার।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি আর॥
বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডগণ শক্তিকার্য্য হয়।
স্বরূপশক্তি শক্তিকার্য্যের কৃষ্ণ সমাশ্রয়॥

কৃষ্ণের স্বরূপবিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সর্ব্বাদি সর্ব্ব-অংশী কিশোরশেখর।
চিদানন্দ-দেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর॥

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ গোবিন্দ পর নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর পূর্ণ নিত্যধাম॥

জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে॥

ব্রহ্ম অঙ্গকান্তি তাঁর নির্ব্বিশেষ প্রকাশে।
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে॥

পরমাত্মা যেঁহো তেঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার আত্মা হয় কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতংস॥

ভক্ত্যে ভগবানের অনুভব পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহ তাঁর অনন্ত স্বরূপ॥
স্বয়ং-রূপ তদেকাত্ম রূপাবেশ নাম।
প্রথমেই তিন রূপে রহে ভগবান॥
স্বয়ং-রূপে স্বয়ং-প্রকাশ দুইরূপে স্ফূর্ত্তি।
স্বয়ংরূপে এক কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্ত্তি॥

অনন্ত অবতার কৃষ্ণের নাহিক গণন।
শাখাচন্দ্র ন্যায় করি দিগ্‌দরশন॥

প্রথমেই করে কৃষ্ণ পুরুষাবতার।
সেই ত পুরুষ হয় ত্রিবিধ প্রকার॥

অনন্ত শক্তিমধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান।
ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়াশক্তি জ্ঞানশক্তি নাম॥
ইচ্ছাশক্তিপ্রধান কৃষ্ণ ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ত্তা।
জ্ঞানশক্তিপ্রধান বাসুদেব চিত্তাধিষ্ঠাতা॥
ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন।
তিনের তিন শক্তি মিলি প্রপঞ্চ-রচন॥
ক্রিয়াশক্তিপ্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম।
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ॥
অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
গোলোক বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তি দ্বারায়॥
যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তি-বিলাস।

তথাপি সঙ্কর্ষণ-ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ॥

মায়া দ্বারা সৃজে তেঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জড়রূপ প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ডের কারণ॥
জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বরশক্তি বিনে।
তাহাতে সঙ্কর্ষণ করে শক্তি-আধানে॥
ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি।
লৌহ যেন অগ্নিশক্ত্যে হয় দাহশক্তি॥

সৃষ্টি হেতু যেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চাবতারে।
সেই ঈশ্বরমূর্ত্তি অবতার নাম ধরে॥
মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান।
বিশ্বে অবতরি ধরে অবতার নাম॥
মায়া অবলোকিতে শ্রীসঙ্কর্ষণ।
পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইলা প্রথম॥

মায়ার যে দুই বৃত্তি মায়া আর প্রধান।
মায়া নিমিত্ত-হেতু বিশ্বের প্রকৃতি উপাদান॥
সেই পুরুষ মায়া পানে করে অবধান।
প্রকৃতি ক্ষুভিত করি বীর্য্যের আধান॥
স্বাঙ্গ-বিশেষাভাস রূপে প্রকৃতি স্পর্শন।
জীবরূপ বীজ তাতে কৈল সমর্পণ॥

তবে মহত্তত্ত্ব হৈতে ত্রিবিধ অহঙ্কার।
যাহা হৈতে দেবতা ইন্দ্রিয় ভূতের প্রচার॥
সর্ব্বতত্ত্ব মিলি সৃজিল ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তার নাহিক গণন॥
এই ত মহৎস্রষ্টা পুরুষ মহাবিষ্ণু নাম।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর লোমকূপে ধাম॥
গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে রেণু আর যায়।

পুরুষ-নিশ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড বাহিরায়॥
পুনরপি নিশ্বাস সহ যায় অভ্যন্তর।
অনন্ত ঐশ্বর্য্য তাঁর সব মায়া-পার॥

পুরুষাবতারের এই কহিল নিরূপণ।
লীলাবতারের এবে শুন সনাতন॥
লীলাবতার কৃষ্ণের না যায় গণন।
প্রধান করিয়া কহি দিগ্‌দরশন॥
মৎস্য কূর্ম্ম রঘুনাথ নৃসিংহ বামন।
বরাহাদি লেখা যার না পায় গণন॥

কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়।
আপনে ঈশ্বর তবে অংশে ব্রহ্মা হয়॥

নিজাংশকলায় কৃষ্ণ তমোগুণ অঙ্গীকরি।
সংহারার্থে মায়া সঙ্গে রুদ্ররূপ ধরি॥
মায়া-সঙ্গে বিকারে রুদ্র ভিন্নাভিন্ন রূপ।
জীবতত্ত্ব হয় নহে কৃষ্ণের স্বরূপ॥
দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধি-রূপ ধরে।
দুগ্ধান্তর বস্তু নহে দুগ্ধ হৈতে নারে॥

যুগাবতার এবে শুন সনাতন।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিযুগের বর্ণন॥
শুক্ল রক্ত কৃষ্ণ পীত ক্রমে চারি বর্ণ।
চারি বর্ণ ধরি কৃষ্ণ করেন যুগধর্ম্ম॥

সত্যযুগে ধ্যান ধর্ম্ম করেন শুক্লমূর্ত্তি ধরি।
কর্দ্দমকে বর দিলা যেঁহো কৃপা করি॥
কৃষ্ণ ধ্যান করে লোক জ্ঞান-অধিকারী।
ত্রেতায় ধর্ম্ম যজ্ঞ করায় রক্তবর্ণ ধরি॥

কৃষ্ণপাদার্চ্চন হয় দ্বাপরের ধর্ম্ম।
কৃষ্ণবর্ণে করায় লোক কৃষ্ণার্চ্চনকর্ম্ম॥

এই মন্ত্রে দ্বাপরে করে কৃষ্ণার্চ্চন।
কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন কলিযুগের ধর্ম্ম॥
পীতবর্ণ ধরি তবে কৈল প্রবর্ত্তন।
প্রেমভক্তি দিলা লোকে লঞা ভক্তগণ॥
ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রেমে গায় নাচে লোক করে সংকীর্ত্তন॥

আর তিন যুগাদিকে সেই ফল হয়।
কলিযুগে কৃষ্ণনামে সেই ফল পায়॥

চারি যুগাবতারের এই ত গণন।
শুনি ভঙ্গী করি তাঁরে পুছে সনাতন॥
রাজমন্ত্রী সনাতন বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি।
প্রভুর কৃপাতে পুছেন অসঙ্কোচমতি॥
অতি ক্ষুদ্র জীব মুঞি নীচ নীচাচার।
কেমনে জানিব কলিতে কোন্ অবতার॥
প্রভু কহে অন্যাবতার শাস্ত্রর দ্বারা মানি।
কলিঅবতার তৈছে শাস্ত্র দ্বারা মানি॥
সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য শাস্ত্র পরমাণ।
আমা সবা জীবের হয় শাস্ত্র দ্বারা জ্ঞান॥
অবতার নাহি কহে আমি অবতার।
মুনি সব জানি করে লক্ষণ বিচার॥

স্বরূপলক্ষণ আর তটস্থলক্ষণ।
এই দুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ॥
আকৃতি প্রকৃতি দুই স্বরূপলক্ষণ।
কার্য্য দ্বারা জ্ঞান এই তটস্থলক্ষণ॥

সনাতন কহে যাতে ঈশ্বরলক্ষণ।
পীতবর্ণ কার্য্য প্রেমদান সংকীর্ত্তন॥
কলিকালে সেই কৃষ্ণাবতার নিশ্চয়।
সুদৃঢ় করিয়া কহ যাউক সংশয়॥
প্রভু কহে চাতুরালী ছাড় সনাতন।
শক্ত্যাবেশাবতারের শুন বিবরণ॥
শক্ত্যাবেশাবতার কৃষ্ণের অসংখ্য গণন।
দিগ্‌দরশন করি মুখ্য মুখ্য জন॥
শক্ত্যাবেশ দুই রূপে গৌণ মুখ্য দেখি।
সাক্ষাৎ শক্ত্যে অবতার আবেশ বিভূতি লেখি॥
সনকাদি নারদ পৃথু পরশুরাম।
জীবরূপ ব্রহ্মার আবেশাবতার নাম॥
বৈকুণ্ঠে শেষ ধরা ধরয়ে অনন্ত।
এই মুখ্যাবেশাবতার বিস্তারে নাহি অন্ত॥
সনকাদ্যে জ্ঞানশক্তি নারদে ভক্তিশক্তি।
ব্রহ্মার সৃষ্টিশক্তি অনন্তে ভূধারণশক্তি॥
শেষে স্ব-সেবনশক্তি পৃথুতে পালন।
পরশুরামে দুষ্টনাশ বীর্য্যসঞ্চারণ॥

বিভূতি কহয়ে যৈছে গীতা একাদশে।
জগৎ ব্যাপিল কৃষ্ণভক্তিভাবাবেশে॥

এইত কহিল শক্ত্যাবেশ অবতার।
বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্মের শুনহ বিচার॥
কিশোরশেখর কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রকটলীলা করিবারে যবে করে মন॥
আদৌ প্রকট করায় মাতা পিতা ভক্তগণে।
পাছে প্রকট হয় জন্মাদিক লীলাক্রমে॥

পূতনাবধাদি যত লীলা ক্ষণে ক্ষণে।
সব নিত্য লীলা প্রকট করে অনুক্রমে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর নাহিক গণন।
কোন লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে হয় প্রকটন॥
এইমত সব লীলা যেন গঙ্গাধার।
শেষ লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্রকুমার॥
ক্রমে বাল্য পৌগণ্ড কিশোরতা-প্রাপ্তি।
রাস-আদি লীলা করে কৈশোরে নিত্য স্থিতি॥
নিত্যলীলা কৃষ্ণের সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
বুঝিতে নারি লীলা কেমনে নিত্য হয়॥
দৃষ্টান্ত দিয়া কহি তবে লোক সব জানে।
কৃষ্ণলীলা নিত্য জ্যোতিশ্চক্র প্রমাণে॥
জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন ফিরে রাত্রিদিনে।
সপ্তদ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি ফিরে ক্রমে ক্রমে॥
রাত্রি দিনে হয় ষষ্টিদণ্ড পরিমাণ।
তিন সহস্র ছয়শত পল যার নাম॥
সূর্য্যোদয় হৈতে ষষ্টিদণ্ড ক্রমোদয়।
সেই একদণ্ড অষ্টদণ্ডে প্রহর হয়॥
এক দুই তিন চারি প্রহরে অস্ত হয়।
চারি প্রহর রাত্রি গেলে পুনঃ সূর্য্যোদয়॥
ঐছে কৃষ্ণের লীলা-মণ্ডল চৌদ্দ মন্বন্তরে।
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ব্যাপি ক্রমে ক্রমে ফিরে॥
সওয়া শত বৎসরে কৃষ্ণের প্রকট প্রকাশ।
তাহা যৈছে ব্রজপুরে করিলা বিলাস॥
অলাতচক্রপ্রায় সেই লীলাচক্র ফিরে।
সব লীলা সব ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে॥
জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর প্রকাশ।
পূতনাবধাদি করি মৌষলান্ত বিলাস॥
কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলা হয় অবস্থান।
তাতে নিত্যলীলা কহে নিগমপুরাণ॥

গোলোক গোকুলধাম বিভু কৃষ্ণ সম।
কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম॥
অতএব গোলোকস্থানে নিত্য বিহার।
ব্রহ্মাণ্ডগণের ক্রমে প্রকট তাহার॥
ব্রজে কৃষ্ণে সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশে পূর্ণতম।
পুরীদ্বয়ে পরব্যোমে পূর্ণতর পূর্ণ॥

এক কৃষ্ণে ব্রজে পূর্ণতম ভগবান্।
আর সমস্বরূপ পূর্ণতর পূর্ণ নাম॥
সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপবিচার।
অনন্ত কহিতে নারে ইহার বিস্তার॥
অনন্ত স্বরূপ কৃষ্ণের নাহিক গণন।
শাখাচন্দ্র ন্যায় করি দিগ্দরশন॥
ইহা যেই শুনে পড়ে সেই ভাগ্যবান্।
কৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্বের হয় কিছু জ্ঞান॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## একবিংশ পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥
কৃষ্ণের মহিমা বহু কেবা তার জ্ঞাতা।
বৃন্দাবনস্থানের দেখ আশ্চর্য্য বিভূতা॥
ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন শাস্ত্রে প্রকাশে।
তার একদেশে ব্রহ্মাণ্ডজাণ্ড ভাসে॥
অপার ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের নাহিক গণন।
শাখাচন্দ্র ন্যায় করি দিগ্দরশন॥
ঐশ্বর্য্য কহিতে স্ফুরিল ঐশ্বর্য্য-সাগর।
মনেন্দ্রিয় ডুবিলা প্রভু হইলা ফাঁফর॥

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নিত্যলীলার হয় অনুরূপ॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন
সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ॥ ধ্রু॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ-রতন ভক্তগণের গূঢ়ধন
প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে॥
রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণের হৈল চমৎকার
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
স্বসৌভাগ্য যার নাম সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম
এইরূপে নিত্য তাঁর ধাম॥
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ
তাহার উপর ভ্রূধনু-নর্ত্তন।
তেরছ নেত্রান্ত বাণ তার দৃঢ় সন্ধান
বিন্ধে রাধা-গোপীগণ মন॥
ব্রহ্মাণ্ডাদি পরব্যোম তাঁহা যে স্বরূপগণ
তা সবার বলে হরে মন।
পতিব্রতা-শিরোমণি যারে কহে বেদবাণী
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥
চড়ি গোপীর মনোরথে মন্মথের মন মথে
নাম ধরে মদনমোহন।
জিনি পঞ্চশর-দর্প স্বয়ং নব কন্দর্প
রাস করে লঞা গোপীগণ॥
নিজ সম সখা সঙ্গে গো-গণ চারণ রঙ্গে
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহার।

যার বেণুধ্বনি শুনি স্থাবর জঙ্গম প্রাণী
পুলক কম্প অশ্রু বহে ধার॥
মুক্তাহার বকপাঁতি ইন্দ্রধনু পিঞ্ছ তথি
পীতাম্বর বিজলী সঞ্চার।
কৃষ্ণ-নবজলধর জগৎ-শস্য-উপর
বরিষয়ে লীলামৃতধার॥
মাধুর্য্য ভগবত্তা-সার ব্রজে কৈল পরচার
তাহা শুক ব্যাসের নন্দন।
স্থানে স্থানে ভাগবতে বর্ণিয়াছে জানাইতে
তাহা শুনি নাচে ভক্তগণ॥
কহিতে কৃষ্ণের রসে শ্লোক পড়ে প্রেমাবেশে
প্রেমে সনাতন-হাতে ধরি।
গোপীভাগ্য কৃষ্ণগুণ যে করিল বর্ণন
ভাবাবেশে মথুরা-নাগরী॥

তারুণ্যামৃত পারাবার তরঙ্গ লাবণ্য সার
তাতে সে আবর্ত্ত ভাবোদ্গম।
বংশীধ্বনি চক্রবাক নারীর মন তৃণপাত
তাহা ডুবায় না হয় উদ্গম॥
সখি হে কোন তপ কৈল গোপীগণ।
কৃষ্ণরূপ সুমাধুরী পিবি পিবি নেত্র ভরি
শ্লাঘ্য করে জন্ম তনু মন॥ ধ্রু॥
যে মাধুরীর ঊর্দ্ধ আন নাহি যার সমান
পরব্যোম স্বরূপের গণে।
যেঁহো সব অবতরী পরব্যোমের অধিকারী
এ মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে॥
তাতে সাক্ষী সেই রমা নারায়ণের প্রিয়তমা
পতিব্রতাগণের উপাস্যা॥
তেঁহো যে মাধুর্য্য লোভে ছাড়ি সব কামভোগে
ব্রত করি করিল তপস্যা।

সেই ত মাধুর্য্য সার অন্ত সিদ্ধি নাহি তার
তেঁহো মাধুর্য্যাদি গুণখনি ॥
আর সব প্রকাশে তার দত্ত গুণ ভাসে
যাহা যত প্রকাশে কার্য্য জানি ॥
গোপীভাব দর্পণ নব নব ক্ষণে ক্ষণ
তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য্য।
দোঁহে করে হুড়াহুড়ি বাড়ে মুখ নাহি মুড়ি
নব নব দোঁহার প্রাচুর্য্য ॥
কর্ম্ম তপ যোগ জ্ঞান বিধিভক্তি জপ ধ্যান
ইহা হৈতে মাধুর্য্য দুর্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে
তারে কৃষ্ণ মাধুর্য্য সুলভ ॥
সেই রূপ ব্রজাশ্রয় ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যময়
দিব্য গুণজ্ঞান রত্নালয়।
আনের বৈভব সত্তা কৃষ্ণ-দত্ত ভগবত্তা
কৃষ্ণ সর্ব্ব-আংশী সর্ব্বাশ্রয় ॥
শ্রী লজ্জা দয়া কীর্ত্তি ধৈর্য্য বৈশারদী মতি
এই সব কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত।
সুশীল মৃদু বদান্য কৃষ্ণ সম নাহি অন্য
কৃষ্ণ করে জগতের হিত ॥
কৃষ্ণ দেখি যত জন কৈল নিমেষ নিন্দন
ব্রজে বিধি নিন্দে গোপীগণ।
সেই সব শ্লোক পড়ি মহাপ্রভু অর্থ করি
সুখে মাধুর্য্য করে আস্বাদন ॥

কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ হয় কৃষ্ণস্বরূপ
সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয়।
সে অক্ষরচন্দ্রচয় কৃষ্ণে করি উদয়
ত্রিজগৎ কৈল কামময় ॥
সখি হে কৃষ্ণমুখ দ্বিজরাজ।

কৃষ্ণবপু সিংহাসনে বসি রাজ্য-শাসনে
করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ ॥ ধ্রু ॥
দুই গণ্ড সুচিক্কণ জিনি মণি-দর্পণ
সেই-দুই পূর্ণচন্দ্র জানি।
ললাট অষ্টমী ইন্দু তাহাতে চন্দন-বিন্দু
সেই এক পূর্ণচন্দ্র মানি ॥
কর নখ চাঁদের হাট বংশী উপর করে নাট
তার গীত মুরলীর তান।
পদনখ-চন্দ্রগণ তলে করে নর্ত্তন
নূপুরের ধ্বনি যার গান ॥
নাচে মকরকুণ্ডল নেত্র লীলা-কমল
বিলাসী রাজা সতত নাচায়।
ভ্রূ ধনু নাসা বাণ ধনুর্গুণ দুই কান
নারী-মন লক্ষ্য বিন্ধে তায় ॥
এই চাঁদের বড় নাট পসারি চাঁদের হাট
বিনি মূলে বিলায় নিজামৃত।
কাঁহো স্মিত জ্যোৎস্নামৃতে কাহাকে অধরামৃতে
সব লোক করে আপ্যায়িত ॥
বিপুল আয়তারুণ মদন-মদ-ঘূর্ণন
মন্ত্রী যার এ দুই নয়ন।
লাবণ্য-কেলি-সদন জননেত্র-রসায়ন
সুখময় গোবিন্দ-বদন ॥
যার পুণ্যপুঞ্জফলে সে মুখ-দর্শন মিলে
দুই আঁখি কি করিব পান।
দ্বিগুণ বাড়ে তৃষ্ণা লোভ পিতে নারে মনঃক্ষোভ
দুঃখে করে বিধির নিন্দন ॥
না দিলেক লক্ষ কোটি সবে দিলে আঁখি দুটি
তাতে দিল নিমেষ আচ্ছাদনে।
বিধি জড় তপোধন রসশূন্য তার মন
নাহি জানে যোগ্য সৃজনে ॥

যে দেখিবে কৃষ্ণানন তার করে দ্বিনয়ন
বিধি হইয়া হেন অবিচার।
মোর যদি বোল ধরে কোটি আঁখি তার করে
তবে জানি যোগ্যসৃষ্টি তার॥
কৃষ্ণাঙ্গ-মাধুর্য্য-সিন্ধু মুখ সুমধুর ইন্দু
অতি মধুস্মিত সুকিরণে।
এ তিনে লাগিল মন লোভে করে আস্বাদন
শ্লোক পড়ে স্বহস্তে চালনে॥

সনাতন কৃষ্ণমাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু।
মোর মন সান্নিপাতি সব পিতে করে মতি
দুর্দ্দৈব-বৈদ্য না দেয় একবিন্দু॥ ধ্রু॥
কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপুর মধুর হৈতে সুমধুর
তাতে সেই মুখ-সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর তাতে হৈতে সুমধুর
তার যেই স্মিত জ্যোৎস্নাভর॥
মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর
তাতে হৈতে অতি সুমধুর।
আপনার এক কণে ব্যাপে সব ত্রিভুবনে
দশদিকে ব্যাপে যার পূর॥
স্মিত কিরণ সুকর্পূরে পৈশে অধর মধুরে
সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে।
বংশী-ছিদ্র-আকাশে তার গুণ শব্দ পৈশে
ধ্বনিরূপে পাইয়া পরিণামে॥
সে ধ্বনি চৌদিকে ধায় অণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠে যায়
জগতের বলে পৈশে কাণে।
সবা মাতোয়াল করি বলাৎকারে আনে ধরি
বিশেষতঃ যুবতীর গণে॥
ধ্বনি বড় উদ্ধত পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত
পতিকোলে হৈতে টানি আনে।

বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে যেই করে আকর্ষণে
তার আগে কেবা গোপীগণে॥
নীবি খসায় পতি-আগে গৃহকর্ম্ম করায় ত্যাগে
বলে ধরি আনে কৃষ্ণ-স্থানে।
লোকধর্ম্ম লজ্জাভয় সব জ্ঞান লুপ্ত হয়
ঐছে নাচায় সব নারীগণে॥
কাণের ভিতর বাসা করে আপনি তাঁহা সদা স্ফুরে
অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে।
আন কথা না শুনে কান আন বুলিতে বোলায় আন
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে॥
পুনঃ কহে বাহ্যজ্ঞানে আন কহিতে কহিল আনে
কৃষ্ণ-কৃপা তোমার উপরে।
মোর চিত্তভ্রম করি নিজৈশ্বর্য্য-মাধুরী
মোর মুখে শুনায় তোমারে॥
আমি ত বাউল আন কহিতে আর কহি।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য-স্রোতে ভাসি যাই বহি॥
তবে মহাপ্রভু ক্ষণ মৌন করি রহে।
মনে ধৈর্য্য করি পুনঃ সনাতনে কহে।
কৃষ্ণের মাধুরী আর মহাপ্রভুর মুখে।
ইহা যেই শুনে সেই ভাসে প্রেমসুখে॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এই ত কহিল সম্বন্ধতত্ত্বের বিচার।
বেদশাস্ত্রে উপদেশ কৃষ্ণ এক সার॥
এবে কহি শুন অভিধেয়-লক্ষণ।

যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ-প্রেমধন ॥
কৃষ্ণভক্তি অভিধেয় সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
অতএব মুনিগণ কহিয়াছে নিশ্চয় ॥

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
স্বরূপ-শক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান ॥
স্বাংশ বিভিন্নাংশরূপে হইয়া বিস্তার।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার ॥
স্বাংশ বিস্তার চতুর্ব্যূহ অবতারগণ।
বিভিন্নাংশ জীব তাঁর শক্তিতে গণন ॥
সেই বিভিন্নাংশ জীব দুই ত প্রকার।
এক নিত্যমুক্ত এক নিত্যসংসার ॥
নিত্যমুক্ত নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণ-পারিষদ নাম ভুঞ্জে সেবা-সুখ ॥
নিত্যবন্ধ ভক্ত হৈতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্যসংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ ॥
সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিক তাপত্রয় তারে জারি মারে ॥
কামক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায় ॥
তার উপদেশ মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ-নিকটে যায় ॥

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।
ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্মযোগ জ্ঞান ॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে বল ॥

কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখ সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে ॥

কৃষ্ণনিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥
চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিলেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥

জ্ঞানী জীবন্মুক্তি দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

কৃষ্ণ সূর্য্য সম মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥

ভক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়।
গাঢ় ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণকে ভজয়॥

অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥
কৃষ্ণ কহে আমায় ভজে মাগে বিষয়সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এত বড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেনে দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥

কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণরসে।
কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে॥

সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যৈছে কাষ্ঠ লাগে তীরে॥

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তবে কৃষ্ণ-রতি উপজয়॥

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে॥

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল প্রেম হয় সংসার যায় ক্ষয়॥

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে সিদ্ধি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গ সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

কৃষ্ণ কৃপালু অর্জ্জুনেরে লক্ষ্য করিয়া।
জগতেরে রাখিয়াছে উপদেশ দিয়া॥

পূর্ব্ব আজ্ঞা বেদ কর্ম্ম ধর্ম্ম যোগ জ্ঞান।
সব সাধি অবশেষে আজ্ঞা বলবান॥
এই আজ্ঞাবলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয়।
সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করি কৃষ্ণ সে ভজয়॥

শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥

শ্রদ্ধাবান জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারী॥
শাস্ত্রযুক্ত্যে শুনি পুনঃ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার।
উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার॥

শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান।
মধ্যম অধিকারী সেই মহা ভাগ্যবান॥
যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন।
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম॥

সর্ব্বমহাগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চরে॥

এই সব গুণ হয় বৈষ্ণব-লক্ষণ।
সব কহা নাহি যায় করি দিগ্‌দরশন॥
কৃপালু অকৃতদ্রোহ সত্যসার সম।
নির্দ্দোষ বদান্য মৃদু শুচি অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক শান্ত কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম অনীহ স্থির বিজিতষড়্‌গুণ॥
মিতভুক্ অপ্রমত্ত মানদ অমানী।
গম্ভীর করুণ মৈত্র কবি দক্ষ মৌনী॥

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণভক্ত আর॥

এ সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণের শরণ॥

ভক্তবৎসল কৃতজ্ঞ সমর্থ বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য॥

বিজ্ঞ জনের হয় যদি কৃষ্ণ-গুণ-জ্ঞান।

অন্য ত্যজি ভজে তাতে উদ্ধব প্রমাণ॥

শরণাগত অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্ম-সমর্পণ॥

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে তৎকালে করেন আত্মসম॥

এবে সাধনভক্তি কহি শুন সনাতন।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণপ্রেম মহাধন॥

শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ।
তটস্থ লক্ষণে উপজয়ে প্রেমধন॥
নিত্যসাধ্য কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদ্যে শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥
এইত সাধনভক্তি দুইত প্রকার।
এক বৈধী ভক্তি রাগানুগা ভক্তি আর॥
রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধীভক্তি বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥

বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তি বহুত বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ সার॥
গুরুপদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন।
সদ্ধর্ম্মশিক্ষাপৃচ্ছা সাধুমার্গানুগমন॥
কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ কৃষ্ণতীর্থে বাস।
যাবৎনির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ একাদশ্যুপবাস॥
ধাত্র্যশ্বত্থ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণব-পূজন।
সেবানামাপরাধাদি দূরে বিসর্জ্জন॥
অবৈষ্ণবসঙ্গত্যাগ বহু শিষ্য না করিবে।
বহুগ্রন্থকলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিবে॥

হানি লাভ সম শোকাদির বশ না হইবে।
অন্য দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিবে॥
বিষ্ণুবৈষ্ণবনিন্দা গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে।
প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পূজন বন্দন।
পরিচর্য্যা দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন॥
অগ্রে নৃত্যগীত বিজ্ঞপ্তি দণ্ডবৎ নতি।
অভ্যুত্থান অনুব্রজ্যা তীর্থগৃহে গতি॥
পরিক্রমা স্তবপাঠ জপ সঙ্কীর্ত্তন।
ধূপ মাল্য গন্ধ মহাপ্রসাদ ভোজন॥
আরাত্রিক-মহোৎসব শ্রীমূর্ত্তিদর্শন।
নিজ প্রিয় দান ধ্যান তদীয়-সেবন॥
তদীয় তুলসী বৈষ্ণব মথুরা ভাগবত।
এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত॥
কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা তৎকৃপাবলোকন।
জন্মদিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ॥
সর্ব্বদা শরণাগতি কার্ত্তিকাদি ব্রত।
চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ত্ব॥
সাধুসঙ্গ নামকীর্ত্তন ভাগবতশ্রবণ।
মথুরা-বাস শ্রীমূর্ত্তি শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় পাঁচের অল্প সঙ্গ॥

এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ॥
এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ।
অম্বরীষাদি ভক্তের বহু অঙ্গ সাধন॥

কাম ত্যাগি কৃষ্ণ ভজে-শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি।
দেব-ঋষি-পিত্রাদির কভু নহে ঋণী॥

বিধি ধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন॥
অজ্ঞানেও হয় যদি পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে না করে প্রায়শ্চিত্ত॥

জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
অহিংসা নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ॥

বিধি-ভক্তিসাধনের কহিল বিবরণ।
রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন॥
রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসিজনে।
তার অনুগত ভক্তির রাগানুগা নামে॥
ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা রাগ স্বরূপলক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থ-লক্ষণ কথন॥
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥

বাহ্য অন্তর ইহার দুই ত সাধন।
বাহ্যে সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি-দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণ প্রেষ্ঠ পাছে ত লাগিঞা।
নিরন্তর মনে করে অন্তর্মনা হঞা॥

দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ।
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন॥

এইমত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি।
কৃষ্ণের চরণে তার উপজয়ে প্রীতি॥
প্রেমাঙ্কুর রতিভাব হয় দুই নাম।
যাহা হইতে বশ হয় শ্রীভগবান॥
যাহা হইতে পাই কৃষ্ণের প্রেম-সাধন।
এই ত কহিল অভিধেয় বিবরণ॥
অভিধেয় সাধনভক্তি শুনে যেই জন।
অচিরাতে পায় সেই কৃষ্ণপ্রেমধন॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এবে শুন ভক্তিফল প্রেম-প্রয়োজন।
যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরসজ্ঞান॥
কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে প্রেম অভিধান।
কৃষ্ণভক্তিরসের সেই স্থায়িভাব নাম॥

এই দুই ভাবের স্বরূপ তটস্থ লক্ষণ।
প্রেমের লক্ষণ এবে শুন সনাতন॥

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ যে করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন॥
অনর্থ-নিবৃত্তি হৈলে ভক্তিনিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥

রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে রতির অঙ্কুর॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দধাম॥

যাহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয়।
তাহাতে এতেক চিহ্ন সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়।
প্রাকৃত ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয়॥

কৃষ্ণসম্বন্ধ বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়।
ভুক্তি সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায়॥

সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে।
কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি জানে॥

সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা প্রধান।
নামগানে সদা রুচি লয়ে কৃষ্ণনাম॥

কৃষ্ণ-গুণাখ্যানে হয় সর্ব্বদা আসক্তি।
কৃষ্ণলীলা-স্থানে করে সর্ব্বদা বসতি॥

কৃষ্ণে রতির চিহ্ন এই কৈল বিবরণ।
কৃষ্ণপ্রেমার চিহ্ন এবে শুন সনাতন॥
যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়।
তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়॥

প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥

যৈছে বীজ ইক্ষু রস গুড় খণ্ড সার।
শর্করা সিতা মিছরি শুদ্ধ মিছরি আর॥
ইহা যৈছে ক্রমে ক্রমে নির্ম্মল বাড়ে স্বাদ।
রতি-প্রেমাদি তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ॥
অধিকারী ভেদে রতি পঞ্চ প্রকার।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রতি আর॥
এই পঞ্চ স্থায়িভাব হয় পঞ্চরস।
যেই রসে ভক্ত সুখী কৃষ্ণ হয় বশ॥
প্রেমাদিক স্থায়িভাব সামগ্রী মিলনে।
কৃষ্ণভক্তি রসরূপে পায় পরিণামে॥
বিভাব অনুভাব সাত্ত্বিক ব্যভিচারী।
স্থায়িভাব রস হয় মিলি এই চারি॥
দধি যেন খণ্ড মরিচ কর্পূর মিলনে।
রসালাখ্য রস হয় অপূর্ব্ব-আস্বাদনে॥
দ্বিবিধ বিভাব আলম্বন উদ্দীপন।
বংশীস্বরাদি উদ্দীপন কৃষ্ণাদি আলম্বন॥
অনুভাব স্মিত নৃত্য গীতাদি উদ্ভাস্বর।
স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক অনুভাবের ভিতর॥
নির্ব্বেদ হর্ষাদিতে ত্রিংশ ব্যভিচারী।
সব মিলি রস হয় চমৎকারকারী॥
পঞ্চবিধ রস শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য।
মধুর নাম শৃঙ্গার রস সবাতে প্রাবল্য॥
শান্তরসে শান্ত রতি প্রেম পর্য্যন্ত হয়।
দাস্যে রতি রাগ পর্যন্ত ক্রমেতে বাঢ়য়॥
সখ্য বাৎসল্য রতি পায় অনুরাগ-সীমা।
সুবলাদ্যের ভাব পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা॥
শান্তাদি রসের যোগ বিয়োগ দুই ভেদ।
সখ্য বাৎসল্য যোগাদির অনেক বিভেদ॥
রূঢ় অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে।
মহিষীগণে রূঢ় অধিরূঢ় গোপিকা-নিকরে॥

অধিরূঢ় মহাভাব দুইত প্রকার।
সম্ভোগে মাদন বিরহে মোহন নাম তার॥
মাদনে চুম্বনাদি হয় অনন্ত বিভেদ।
উদ্ঘূর্ণা চিত্রজল্প মোহন দুই ভেদ॥
চিত্রজল্প দশ অঙ্গ প্রজল্পাদি নাম।
ভ্রমরগীতা দশ শ্লোক তাহাতে প্রমাণ॥
উদ্ঘূর্ণা বিরহ-চেষ্টা দিব্যোন্মাদ নাম।
বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞান॥
সম্ভোগ বিপ্রলম্ভ দ্বিবিধ শৃঙ্গার।
সম্ভোগ অনন্ত-অঙ্গ নাহি অন্ত তার॥
বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ পূর্ব্বরাগ মান।
প্রবাসাখ্য আর প্রেম-বৈচিত্ত্য আখ্যান॥
রাধিকাতে পূর্ব্বরাগ প্রসিদ্ধ প্রবাস মানে।
প্রেম-বৈচিত্ত্য শ্রীদশমে মহিষীর গণে॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নায়ক-শিরোমণি।
নায়িকার শিরোমণি রাধা-ঠাকুরাণী॥

নায়ক-নায়িকা দুই রসের আলম্বন।
সেই দুই শ্রেষ্ঠ রাধা ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

এই রস আস্বাদ নাহি অভক্তের গণে।
কৃষ্ণভক্তগণ করে রস আস্বাদনে॥

সংক্ষেপে কহিল এই প্রয়োজন বিবরণ।
পঞ্চম-পুরুষার্থ এই কৃষ্ণপ্রেমধন॥
পূর্ব্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে।
তোমার ভাই রূপে কৈল শক্তির সঞ্চারে॥
তুমিহ করিহ ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার।
মথুরায় লুপ্ত তীর্থের করিহ উদ্ধার॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-সেবা বৈষ্ণব-আচার।

ভক্তিস্মৃতি-শাস্ত্র করি করিহ প্রচার॥
যুক্ত বৈরাগ্য-স্থিতি সব শিক্ষাইল।
শুষ্ক বৈরাগ্য-জ্ঞান সব নিষেধিল॥

তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত পুছিল।
ভাগবত-সিদ্ধান্ত গূঢ় সকল কহিল॥
হরিবংশে কহিয়াছে গোলোকে নিত্যস্থিতি।
ইন্দ্র আদি করিল যবে শ্রীকৃষ্ণে স্তুতি॥
মৌষললীলা আর কৃষ্ণ-অন্তর্ধান।
কেশবাবতার আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান॥
মহিষীহরণ-আদি সব মায়াময়।
ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয়॥
তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
নিবেদন করে দন্তে তৃণগুচ্ছ লইয়া॥
নীচজাতি নীচসেবী মুঞি সুপামর।
সিদ্ধান্ত শিখাইলে যেই ব্রহ্মার অগোচর॥
মোর মন তুচ্ছ এই সিদ্ধান্তামৃতসিন্ধু।
মোর মন ছুঁইতে নারে ইহার এক বিন্দু॥
পঙ্গু নাচাইতে যদি হয় তোমার মন।
বর দেহ মোর মাথে ধরিয়া চরণ॥
মুঞি যে শিক্ষাইনু তোরে স্ফুরুক সকল।
এই তোমার বল হৈতে হবে মোর বল॥
তবে মহাপ্রভু তার শিরে ধরি কর।
বর দিল এই সব স্ফুরুক তোমার॥
সংক্ষেপে কহিল প্রেম-প্রয়োজন-সংবাদ।
বিস্তারি কহনে না যায় প্রভুর প্রসাদ॥
প্রভুর উপদেশামৃত শুনে যেই জন।
অচিরাতে মিলয়ে তারে কৃষ্ণ-প্রেমধন॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
পুনরপি কহে কিছু বিনয় করিয়া॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি তুমি সার্ব্বভৌমস্থানে।
এক শ্লোকের আঠার অর্থ করিয়াছ ব্যাখ্যানে॥

আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

আশ্চর্য্য শুনিয়া মোর উৎকণ্ঠিত মন।
কৃপা করি কহ যদি জুড়ায় শ্রবণ॥
প্রভু কহে আমি বাতুল আমার বচনে।
সার্ব্বভৌম বাতুল তাহা সত্য করি মানে॥
কিবা প্রলাপিলাম তারে নাহি কিছু মনে।
তোমার সঙ্গবলে যদি কিছু হয় মনে॥
সহজে আমার কিছু অর্থ নাহি ভাসে।
তোমা সবা সঙ্গবলে যে কিছু প্রকাশে॥
একাদশ পদ এই শ্লোক সুনির্ম্মল।
পৃথক্ নানা অর্থ পদে করে ঝলমল॥
আত্মা শব্দে ব্রহ্ম দেহ মন যত্ন ধৃতি।
বুদ্ধি স্বভাব এই সাত অর্থ প্রাপ্তি।

এই সাতে রমে সেই আত্মারামগণ।
আত্মারামগণের আচরণ করিয়ে গণন॥
মুন্যাদি শব্দের অর্থ শুন সনাতন।
পৃথক্ পৃথক্ অর্থ করি পাছে করিব মিলন॥

মুনি শব্দে মননশীল আর কহে মৌনী।
তপস্বী ব্রতী যতী আর ঋষি মুনি॥
নির্গ্রন্থ শব্দে কহে অবিদ্যা-গ্রন্থহীন।
বিধি-নিষেধ-বেদশাস্ত্রজ্ঞানাদিবিহীন॥
মূর্খ নীচ ম্লেচ্ছ-আদি শাস্ত্ররিক্তগণ।
ধনসঞ্চয়ী নির্গ্রন্থ আর যে নির্ধন॥

উরুক্রম শব্দে কহে বড় যার ক্রম।
ক্রম শব্দে কহে এই পাদ-বিক্ষেপণ॥
শক্তি-কম্প পরিপাটী যুক্তিশক্ত্যে আক্রমণ।
চরণচালনে কাঁপাইল ত্রিভুবন॥

বিভুরূপে ব্যাপে শক্ত্যে ধারণ পোষণ।
মাধুর্য্যশক্ত্যে গোলোক ঐশ্বর্য্যে পরব্যোম॥
মায়াশক্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডাদি পরিপাটী সৃজন।
উরুক্রম শব্দের এই অর্থ নিরূপণ॥

কুর্ব্বন্তি পদ এই পরস্মৈপদ হয়।
কৃষ্ণসুখ নিমিত্ত ভজনে তাৎপর্য্য কহয়॥

হেতু শব্দে কহে ভুক্তি আদি বাঞ্ছান্তরে।
ভুক্তি সিদ্ধি মুক্তি মুখ্য এ তিন প্রকারে॥
ভুক্তি শব্দে কহে ভোগ অনন্ত প্রকারে।
সিদ্ধি অষ্টাদশ মুক্তি পঞ্চবিধাকারে॥
এই যাঁহা নাহি সেই ভক্তি অহৈতুকী।
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকী॥
ভক্তি শব্দের অর্থ হয় দশবিধাকার।
এক সাধন প্রেমভক্তি নব প্রকার॥
রতিলক্ষণা প্রেমলক্ষণা ইত্যাদি প্রচার।
ভাবরূপা মহাভাব-লক্ষণরূপা আর॥

শান্তভক্তের রতি বাড়ে প্রেম পর্য্যন্ত।
দাস্যভক্তের রতি হয় রাগদশা-অন্ত॥
সখাগণের রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত।
পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ আদি অনুরাগ-অন্ত॥
কান্তাগণের রতি পায় মহাভাবসীমা।
ভক্তি শব্দের কহিল এই অর্থের মহিমা॥
ইত্থম্ভূতগুণ শব্দের শুনহ ব্যাখ্যান।
ইত্থং শব্দের ভিন্ন অর্থ গুণ শব্দের আন॥
ইত্থম্ভূতগুণ শব্দের অর্থ পূর্ণানন্দময়।
যার আগে ব্রহ্মানন্দ তৃণপ্রায় হয়॥

সর্ব্বাকর্ষক সর্ব্বাহ্লাদক মহারসায়ন।
আপনার বেগে করে সর্ব্ব বিস্মরণ॥
ভুক্তিসুখ মুক্তিসিদ্ধি ছাড়ায় যার গন্ধে।
অলৌকিক শক্তিগুণে কৃষ্ণকৃপায় বান্ধে॥
শাস্ত্রযুক্তি নাহি ইহাঁ সিদ্ধান্তবিচার।
এই স্বভাবগুণে যাতে মাধুর্য্যের সার॥
গুণ শব্দের অর্থ কৃষ্ণের গুণ অনন্ত।
সৎ চিৎ রূপ গুণ সর্ব্ব পূর্ণানন্দ॥
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য কারুণ্য স্বরূপ পূর্ণতা।
ভক্তবাৎসল্য আত্মা পর্য্যন্ত বদান্যতা॥
অলৌকিক রূপ রস সৌরভাদি গুণ।
কারো মন কোন গুণে করে আকর্ষণ॥

হরি শব্দে নানা অর্থ দুই মুখ্যতম।
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে প্রেম দিয়া হরে মন॥
যৈছে তৈছে যোই কোই করয়ে স্মরণ।
চারিবিধ তাপ তার করে সংহরণ॥

তবে করে ভক্তি-বাধক কর্ম অবিদ্যা নাশ।

শ্রবণাদ্যের ফল প্রেমা করয়ে প্রকাশ॥
নিজগুণে তবে হরে দেহেন্দ্রিয়মন।
ঐছে কৃপালু কৃষ্ণ ঐছে তাঁর গুণ॥
চারি পুরুষার্থ ছাড়ায় হরে সবার মন।
হরি শব্দের এই মুখ্য কহিল লক্ষণ॥
অপি চ দুই শব্দ তাতে অব্যয় হয়।
যেই অর্থ লাগাইয়ে সেই অর্থ হয়॥
তথাপি চকারের কহে মুখ্য সাত অর্থ।
অপি শব্দে মুখ্য অর্থ সাত বিখ্যাত॥

এই একাদশ পদের অর্থ নির্ণয়।
এবে শ্লোক-অর্থ করি যথা যে লাগয়॥
ব্রহ্ম শব্দের অর্থ তত্ত্ব সর্ব্ববৃহত্তম।
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য করি নাহিক যার সম॥
সেই ব্রহ্মশব্দে কহে স্বয়ং ভগবান।
অদ্বিতীয়-জ্ঞান যাহা বিনা নাহি আন॥

সেই দুই তত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
তিনকালে সত্য সেই শাস্ত্র পরমাণ॥

আত্মা শব্দে কহে কৃষ্ণ বৃহত্ত্বস্বরূপ।
সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বসাক্ষী পরম স্বরূপ॥

সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হেতু ত্রিবিধ সাধন।
জ্ঞান যোগ ভক্তি তিনের পৃথক্ লক্ষণ॥
তিন সাধনে ভগবান তিন স্বরূপে ভাসে।
ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবত্তা প্রকাশে॥

ব্রহ্ম আত্মা শব্দে যদি কৃষ্ণকে কহয়।
রূঢ়িবৃত্ত্যে নির্ব্বিশেষ অন্তর্য্যামী কয়॥

জ্ঞানমার্গে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রকাশে।
যোগমার্গে অন্তর্য্যামী স্বরূপেতে ভাসে॥
রাগভক্তি বিধিভক্তি হয় দুইরূপ।
স্বয়ং ভগবত্ত্ব প্রকাশ দুই ত স্বরূপ॥
রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ং ভগবান পায়।
বিধিভক্ত্যে পার্ষদদেহে বৈকুণ্ঠেতে যায়॥

সেই উপাসক হয় ত্রিবিধ প্রকার।
অকাম মোক্ষকাম সর্ব্বকাম আর॥

বুদ্ধিমানের অর্থ যদি বিচারজ্ঞ হয়।
নিজ কাম লাগি তবে কৃষ্ণেরে ভজয়॥
ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥
অজাগলস্তন-প্রায় অন্য সাধন।
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান জন॥

আর্ত্ত অর্থার্থী দুই সকাম ভিতরে গণি।
জিজ্ঞাসু জ্ঞানী দুই মোক্ষকাম মানি॥
এই চারি সুকৃতি হয়ে মহাভাগ্যবান।
তত্তৎ কামাদি ছাড়ি হয় শুদ্ধ-ভক্তিমান॥
সাধুসঙ্গকৃপা কিবা কৃষ্ণের কৃপায়।
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধভক্তি পায়॥

দুঃসঙ্গ কহি কৈতব আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥

প্র শব্দে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান।
এক শ্লোকে শ্রীধরস্বামী করিয়াছেন ব্যাখ্যান॥
সকামভক্ত অজ্ঞ জ্ঞানী দয়ালু ভগবান্।

স্বচরণ দিয়া করে ইচ্ছার পিধান ॥

সাধুসঙ্গ কৃষ্ণসেবা ভক্তির স্বভাব।
এ তিনে ছাড়ায় সব করে কৃষ্ণে ভাব ॥
আগে যত যত অর্থ ব্যাখ্যান করিব।
কৃষ্ণগুণাস্বাদের এই হেতু জানিব ॥
শ্লোক ব্যাখ্যা লাগি এই করিল আভাস।
এবে করি শ্লোকের মূল অর্থ প্রকাশ ॥
জ্ঞানমার্গে উপাসক দুই ত প্রকার।
কেবল ব্রহ্মোপাসক মোক্ষাকাঙ্ক্ষী আর ॥
কেবল ব্রহ্মোপাসক তিন ভেদ হয়।
সাধক ব্রহ্মময় প্রাপ্তব্রহ্মলয় ॥
ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে মুক্তি নাহি হয়।
ভক্তিসাধন করে যেই প্রাপ্তব্রহ্মলয় ॥
ভক্তির স্বভাব ব্রহ্মে করে আকর্ষণ।
দিব্যদেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন ॥
ভক্তিদেহ পাইলে হয় গুণের স্মরণ।
গুণাকৃষ্ট হৈয়া করে নির্মল ভজন ॥

মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী হয় তিন প্রকার.
মুমুক্ষু জীবন্মুক্ত প্রাপ্তস্বরূপ আর ॥
মুমুক্ষু জগতে অনেক সংসারী জন।
মুক্তি লাগি ভক্ত্যে করে কৃষ্ণের ভজন ॥

সেই সবার সাধুসঙ্গে গুণ স্ফুরয়।
কৃষ্ণভজন করায় মুমুক্ষা ছাড়য় ॥

জীবন্মুক্ত অনেক সেহ দুই ভেদ জানি।
ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত জ্ঞানে জীবন্মুক্ত মানি ॥
ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত সেই গুণে কৃষ্ণ ভজে।

শুষ্ক জ্ঞানে জীবন্মুক্ত অপরাধে মজে॥

ভক্তিবলে প্রাপ্তসিদ্ধি স্বরূপদেহ পায়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা ভজে কৃষ্ণপায়॥

কৃষ্ণ-বহির্মুখ দোষ মায়া হৈতে হয়।
কৃষ্ণোন্মুখ ভক্তি হৈতে মায়ামুক্ত হয়॥

ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি ভক্ত্যে মুক্তি হয়।
ভক্ত্যে মুক্তি পাইলে অবশ্য কৃষ্ণেরে ভজয়॥

এই ছয় আত্মারাম কৃষ্ণেরে ভজয়।
পৃথক্ পৃথক্ চকার ইহার অপি অর্থ হয়॥
আত্মারামাঃ অপি করে কৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি।
মুনয়ঃ সন্ত ইতি কৃষ্ণমননে আসক্তি॥
নির্গ্রন্থা অবিত্তাহীন কেহ বিধিহীন।
যাহা যেই যুক্ত সেই অর্থের অধীন॥
চ শব্দে করি যদি ইতরেতর অর্থ।
আর এক অর্থ কহে পরম সমর্থ॥
আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ করি বার ছয়।
পঞ্চ আত্মারাম ছয় চকারে লুপ্ত হয়॥
এক আত্মারাম শব্দ অবশেষে রহে।
এক আত্মারাম শব্দে ছয় জন কহে॥

তবে যে চকার সে সমুচ্চয় কয়।
আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ কৃষ্ণকে ভজয়॥
নির্গ্রন্থা অপি এই অপি সম্ভাবনে।
এই সাত অর্থ প্রথম করিলা ব্যাখ্যানে॥
অন্তর্য্যামী-উপাসক আত্মারাম কয়।
সেই আত্মারাম যোগী দুই ভেদ হয়॥

সগর্ভ নিগর্ভ এই হয় দুই ভেদ।
এক এক তিন ভেদে ছয় বিভেদ॥

যোগারুরুক্ষু যোগারূঢ় প্রাপ্তসিদ্ধি আর।
দোঁহে তিন ভেদ হয় ছয় প্রকার॥

এই ছয় যোগী সাধুসঙ্গাদি হেতু পাঞা।
কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইঞা॥
চ শব্দে অপি অর্থ ইহাও কয়য়।
মুনি নির্গ্রন্থ শব্দের পূর্ব্ববৎ অর্থ হয়॥
উরুক্রমে অহৈতুকী কাহাঁ কোন অর্থ।
এই তের অর্থ কহিল পরম সমর্থ॥
এই সব শান্ত যবে ভজে ভগবান।
শান্তভক্ত করি তবে কহি তার নাম॥
আত্মা শব্দে মন কহে মনে যেই রমে।
সাধুসঙ্গে সেই ভজে শ্রীকৃষ্ণচরণে॥

এই কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট মহামুনি হঞা।
অহৈতুকী ভক্তি করে নির্গ্রন্থ হইঞা॥
আত্মা শব্দে যত্ন কহে যত্ন করিঞা।
মুনয়োপি ভজে কৃষ্ণ নির্গ্রন্থ হইঞা॥

চ শব্দ অপি অর্থে অপি অবধারণে।
যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে॥

আত্মা শব্দে ধৃতি কহে ধৈর্য্যে যেই রমে।
ধৈর্য্যবন্ত হঞা এবে করয়ে ভজনে॥
মুনি শব্দে পক্ষী ভৃঙ্গ নির্গ্রন্থ মূর্খজন।
কৃষ্ণকৃপায় সাধুকৃপায় দোঁহার ভজন॥

কিংবা ধৃতি শব্দে নিজ পূর্ণাদি জ্ঞান কয়।
দুঃখাভাবে উত্তমপ্রাপ্ত্যে মহাপূর্ণ হয়॥
কৃষ্ণভক্ত দুঃখহীন বাঞ্ছান্তরহীন।
কৃষ্ণপ্রেমসেবা-পূর্ণানন্দ প্রবীণ॥
চ অবধারণে ইহা অপি সমুচ্চয়ে।
ধৃতিমন্ত হঞা ভজে পক্ষী মূর্খ চয়ে॥
আত্মা শব্দে বুদ্ধি কহে বুদ্ধিবিশেষ।
সামান্যবুদ্ধিযুক্ত যত জীব অবশেষ॥
বুদ্ধ্যে রমে আত্মারাম দুই ত প্রকার।
পণ্ডিত মুনিগণ নির্গ্রন্থ মূর্খ আর॥
কৃষ্ণকৃপায় সাধুসঙ্গে বিচারে রতিবুদ্ধি পায়।
সব ছাড়ি কৃষ্ণভক্তি করে কৃষ্ণপায়॥

বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণপায়।
সেই বুদ্ধি দেন তারে যাতে কৃষ্ণ পায়॥

সৎসঙ্গ কৃষ্ণসেবা ভাগবত নাম।
ব্রজে বাস এই পঞ্চ সাধন প্রধান॥
এই পঞ্চমধ্যে এক স্বল্প যদি হয়।
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়॥

উদার মহতী যার সর্ব্বোত্তমা বুদ্ধি।
নানা কামে ভজে তবু পায় ভক্তিসিদ্ধি॥

ভক্তির প্রভাব সেই কাম ছাড়াইয়া।
কৃষ্ণপদে ভক্তি করায়ে গুণে আকর্ষিয়া॥

আত্মা শব্দে স্বভাব কহে তাতে যেই রমে।
আত্মারাম জীব যত স্থাবরজঙ্গমে॥
জীবের স্বভাব কৃষ্ণে দাস অভিমান।
দেহে আত্মজ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান॥

চ শব্দ এব অর্থ অপি শব্দ সমুচ্চয়ে।
আত্মারাম এব হঞা শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে॥
এই জীব সনকাদি সব মুনিজন।
নির্গ্রন্থ মূর্খ নীচ স্থাবর পশুগণ॥
ব্যাস শুক সনকাদ্যের প্রসিদ্ধ ভজন।
নির্গ্রন্থ স্থাবরাদ্যের শুন বিবরণ॥
কৃষ্ণকৃপাদি হেতু হৈতে স্বভাব উদয়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা তাঁহারে ভজন॥

আগে তের অর্থ করিল আর ছয় এই।
উনবিংশ অর্থ হৈল মিলি গ্রহ দুই।
এই উনইশ অর্থ করিল আগে শুন আর।
আত্মশব্দে দেহ কহে চারি অর্থ তার॥
দেহে রমে দেহে ভজে দেহোপাধি ব্রহ্ম।
সৎসঙ্গে সেহ করে কৃষ্ণের ভজন॥

দেহারামী কর্ম্মনিষ্ঠ যাজ্ঞিকাদি জন।
সৎসঙ্গে কর্ম্ম ত্যজি করয়ে ভজন॥

তপস্বী প্রভৃতি যত দেহারামী হয়।
সাধুসঙ্গে তপ ছাড়ি শ্রীকৃষ্ণ ভজয়॥

দেহারামী সর্ব্বকাম সর্ব্ব আত্মারাম।
কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণ ভজে ছাড়ি সর্ব্ব কাম॥

এই চারি অর্থ সহ হৈল তেইশ অর্থ।
আর তিন অর্থ শুন পরম সমর্থ॥
চ শব্দ সমুচ্চয়ে আর, অর্থ কয়।
আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ কৃষ্ণেরে ভজয়॥
নির্গ্রন্থ হইয়া ইহা অপি নির্দ্ধারণে।

রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ যৈছে বিহরয়ে বনে॥
চ শব্দে অন্বাচয়ে অর্থ কহে আর।
বটো ভিক্ষামট গাঞ্চানয় যৈছে প্রকার॥
কৃষ্ণমনন মুনি কৃষ্ণ সর্ব্বদা ভজয়।
আত্মারামা অপি ভজে গৌণ অর্থ কয়॥
চ এবার্থে মুনয় এব কৃষ্ণ ভজয়।
আত্মারামা অপি অপি গর্হা অর্থ কয়॥
নির্গ্রন্থ হইঞা এই দোঁহার বিশেষণ।
আর অর্থ শুন যৈছে সাধুর সঙ্গম॥
নির্গ্রন্থ শব্দে কহে তবে ব্যাধ নির্ধন।
সাধুসঙ্গে সেহ করে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন॥
কৃষ্ণরামশ্চ এব হয় কৃষ্ণমনন।
ব্যাধ হঞা হয় পূজ্য ভাগবতোত্তম॥

এই আর তিন অর্থ গণনাতে পাইল।
এই দুই মিলি ছাব্বিশ অর্থ হইল॥
আর অর্থ শুন যাহা অর্থের ভাণ্ডার।
স্থূলে দুই অর্থ সূক্ষ্মে বত্রিশ প্রকার॥
আত্মা শব্দে কহে সর্ব্ববিধ ভগবান।
এক স্বয়ং ভগবান আর ভগবান আখ্যান॥
তাতে রমে যেই সেই সব আত্মারাম।
বিধিভক্ত রাগভক্ত দুইবিধ নাম॥
দুইবিধ ভক্ত হয় চারি চারি প্রকার।
পারিষদ সাধনসিদ্ধ সাধকগণ আর॥
জাতাজাত রতিভেদে সাধক দুই ভেদ।
বিধি রাগমার্গে চারি চারি অষ্ট বিভেদ॥
বিধিমার্গে নিত্যসিদ্ধ পারিষদ দাস।
সখা গুরু কান্তাগণ চারিবিধ প্রকাশ॥
সাধন সিদ্ধ দাস সখা গুরু কান্তাগণ।
জাতরতি সাধকভক্ত চারিবিধ জন॥

অজাতরতি সাধক ভক্ত এ চারি প্রকার।
বিধিমার্গে ভক্ত ষোড়শ ভেদ প্রচার॥
রাগমার্গে ঐছে ভক্ত ষোড়শ বিভেদ।
দুই মার্গে আত্মারাম বত্রিশ বিভেদ॥
মুনি নির্গ্রন্থ চ অপি চারি শব্দের অর্থ।
যাহাঁ যেই লাগে তাহা করিতে সমর্থ॥
বত্রিশ ছাব্বিশ মিলি অষ্ট পঞ্চাশ।
তার এক ভেদ শুন অর্থের প্রকাশ॥
ইতরেতর চ দিয়া সমাস করিয়ে।
আটান্নবার আত্মারাম নাম লইয়ে॥
আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ আটান্নবার।
শেষে সব লোপ করি রাখি একবার॥

আটান্নবারে আত্মারাম সব লোপ হয়।
এক আত্মারাম শব্দে আটান্ন অর্থ কয়॥

অস্মিন্ বনে বৃক্ষাঃ ফলন্তি যৈছে হয়।
তৈছে সব আত্মারামাশ্চ কৃষ্ণভক্তি করয়॥
আত্মারামাশ্চ সমুচ্চয়ে কহিয়ে চকার।
মুনয়শ্চ ভক্তি করে এই অর্থ তার॥
নির্গ্রন্থা এব হঞা অপি নির্দ্ধারণে।
এই উনষষ্টি প্রকার অর্থ করিল ব্যাখ্যানে॥
সর্ব্ব সমুচ্চয়ে আর এক অর্থ হয়।
আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ নির্গ্রন্থাশ্চ ভজয়॥
অপি শব্দ অবধারণে শেষ চারিবার।
চারি শব্দ সঙ্গে এবে করিব উচ্চার॥

এই ত করিল শ্লোকের ষষ্টিসংখ্য অর্থ।
এক অর্থ শুন আর প্রমাণ সমর্থ॥
আত্মা শব্দে কহে ক্ষেত্রজ্ঞ জীব-লক্ষণ।

ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্ত তার শক্তিতে গণন॥

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ পায়।
তবে সব ত্যজি সেহ কৃষ্ণেরে ভজয়॥
ষাটি অর্থ কহিল সব কৃষ্ণের ভজন।
এই অর্থ হয় এই সব উদাহরণ॥
একষষ্টি অর্থ এবে স্ফুরিল তোমা সঙ্গে।
তোমার ভক্তিবশে উঠে অর্থের তরঙ্গে॥
অর্থ শুনি সনাতন বিস্মিত হইয়া।
স্তুতি করে মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়া॥
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তোমার নিশ্বাসে সব বেদ-প্রবর্ত্তন॥
তুমি বক্তা ভাগবতে তুমি জান অর্থ।
তোমা বিনা অন্য জানিতে নাহিক সমর্থ॥
প্রভু কহে কেন কর আমার স্তবন।
ভাগবতের স্বরূপ কেন না কর বিচারণ॥
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত বিভু সর্ব্বাশ্রয়।
প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা অর্থ কয়॥
প্রশ্নোত্তরে ভাগবতে করিয়াছে নির্দ্ধার।
যাহার শ্রবণে লোকের লাগে চমৎকার॥

এই ত করিল এক শ্লোকের ব্যাখ্যান।
বাতুলের প্রলাপ করি কে করে প্রমাণ॥
আমা হেন যেবা কেহ বাতুল হয়।
এই দৃষ্ট্যে ভাগবতের অর্থ জানয়॥
পুনঃ সনাতন কহে যুড়ি দুই করে।
প্রভু আজ্ঞা দিলা বৈষ্ণব-স্মৃতি করিবারে॥
মুঞি নীচজাতি কিছু না জানি বিচার।
মো হৈতে কৈছে হয় স্মৃতি-পরচার॥
সূত্র করি দিশা যদি কর উপদেশ।

আপনে করহ যদি হৃদয়ে প্রবেশ ॥
তবে আর দিশা স্ফুরে মো নীচের হৃদয়।
ঈশ্বর তুমি যে করাহ সেই সিদ্ধ হয় ॥
প্রভু কহে যে করিতে করিবে তুমি মন।
কৃষ্ণ সেই সেই তোমা করাবে স্ফুরণ ॥

সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণবচন।
শ্রীমূর্ত্তি বিষ্ণুমন্দির চরণ-লক্ষণ ॥
সামান্ত সদাচার আর বৈষ্ণব-আচার।
কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য স্মার্ত্ত-ব্যবহার ॥
এই সংক্ষেপে করিল দিগ্‌দরশন।
যবে তুমি লিখিবে কৃষ্ণ করাবে স্ফুরণ ॥
এই ত কহিল প্রভুর সনাতনে প্রসাদ।
যাহার শ্রবণে ভক্তের খণ্ডে অবসাদ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

## পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্ত জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ।
এইমত মহাপ্রভু দুই মাস পর্য্যন্ত।
শিখাইলা তাঁরে ভক্তিসিদ্ধান্তের অন্ত ॥
পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া শেখরের সঙ্গী।
প্রভুকে কীর্ত্তন শুনায় অতিবড় রঙ্গী ॥
সন্ন্যাসীর গণ প্রভু যদি উপেক্ষিল।
ভক্তদুঃখ খণ্ডাইতে তারে কৃপা কৈল ॥
সন্ন্যাসীরে কৃপা পূর্ব্বে লিখিয়াছি বিস্তারিয়া।
উদ্দেশে কহিয়ে ইহাঁ সংক্ষেপ করিয়া ॥
যাহা তাঁহা প্রভুনিন্দা করে সন্ন্যাসীর গণ।

শুনি দুঃখে মহারাষ্ট্রী করয়ে চিন্তন॥
প্রভুর স্বভাব যেবা দেখে সন্নিধানে।
স্বরূপ অনুভবি তাঁরে ঈশ্বর করি মানে॥
কোন প্রকারে পারোঁ যদি একত্র করিতে।
ইহা দেখি সন্ন্যাসিগণ হবে ইহার ভক্তে॥
বারাণসী-বাস আমার হয় সর্ব্বকালে।
সর্ব্বকালে দুঃখ পাব ইহা না করিলে॥
এত চিন্তি নিমন্ত্রিল সন্ন্যাসীর গণে।
তবে সেই বিপ্র আইল মহাপ্রভুর স্থানে॥
হেনকালে নিন্দা শুনি শেখর তপন।
দুঃখ পাঞা প্রভুপদে কৈল নিবেদন॥
ভক্তদুঃখ দেখি প্রভু মনেতে চিন্তিল।
সন্ন্যাসীর মন ফিরাইতে প্রভুর মন হৈল॥
হেনকালে বিপ্র আসি করিল নিমন্ত্রণ।
অনেক দৈন্যাদি করি ধরিয়া চরণ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁর নিমন্ত্রণ মানিলা।
আর দিন মধ্যাহ্ন করি তার ঘরে গেলা॥
তাহাঁ যৈছে কৈল প্রভু সন্ন্যাসী-নিস্তার।
পঞ্চতত্ত্বাখ্যানে তাহা করিয়াছি বিস্তার॥
গ্রন্থ বাড়ে পুনরুক্তি হয়ে ত কথন।
তাহাঁ যে না লিখিল তাহা করিয়ে লিখন॥
যে দিবসে প্রভু সন্ন্যাসীরে কৃপা কৈল।
সে দিবস হৈতে গ্রামে কোলাহল হৈল॥
লোকের সংঘট্ট আইসে প্রভুরে দেখিতে।
নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত আইসে শাস্ত্র বিচারিতে॥
সর্ব্বশাস্ত্র খণ্ডি প্রভু ভক্তি করি সার।
সযুক্তিক বাক্যে মন ফিরায় সবার॥
উপদেশ লঞা করে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
সর্ব্বলোক হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন॥
প্রভুরে প্রণত হৈল সন্ন্যাসীর গণ

আশ্রমমধ্যে গোষ্ঠী করে ছাড়ি অধ্যয়ন ॥
প্রকাশানন্দের শিষ্য এক তাঁহার সমান।
সভামধ্যে কহে প্রভুর করিয়া সম্মান ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয় সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ব্যাসসূত্রের অর্থ করেন অতি মনোরম॥
উপনিষদের করেন মুখ্যার্থ ব্যাখ্যান।
শুনি পণ্ডিতলোকের জুড়ায় মন কান ॥
সূত্র-উপনিষদের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া।
আচার্য্য কল্পনা করে আগ্রহ করিয়া॥
আচার্য্য-কল্পিত অর্থ পণ্ডিত যে না শুনে।
মুখে হয় হয় করে হৃদয়ে না মানে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাক্য দৃঢ় সত্য মানি।
কলিকালে সন্ন্যাসে সংসার নাহি জানি॥
হরের্নাম শ্লোকের যেই করিল ব্যাখ্যান।
সেই সত্য সুখদার্থ পরম প্রমাণ॥
ভক্তি বিনা মুক্তি নহে ভাগবতে কয়।
কলিকালে নামাভাসে সুখে মুক্তি হয় ॥
ব্রহ্ম শব্দে কহে ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ভগবান।
তাঁরে নির্ব্বিশেষ স্থাপি পূর্ণতা হয় হান॥
শ্রুতি-পুরাণ কহে কৃষ্ণের চিচ্ছক্তিবিলাস।
তাহা নাহি মানে পণ্ডিত করে উপহাস॥
চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহ মায়িক করি মানি।
এই বড় পাপ সত্য চৈতন্যের বাণী॥

সূত্রে পরিণামবাদ তাহা না মানিয়া।
বিবর্ত্তবাদ স্থাপে ব্যাস ভ্রান্ত বলিয়া॥
এই ত কল্পিত অর্থ মনে নাহি ভায়।
শাস্ত্র ছাড়ি কুকল্পনা পাষণ্ড বুঝায়॥
পরমার্থ বিচার গেল করি মাত্র বাদ।
কাঁহা মুক্তি পামর কাঁহা কৃষ্ণের প্রসাদ॥

ব্যাসসূত্রের অর্থ আচার্য্য করি আচ্ছাদন।
এই সত্য হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বচন॥
চৈতন্যগোসাঞি যেই কহে সেই মত সার।
আর যত মত সেই সব ছারখার॥
এত কহি সেই করে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
শুনি প্রকাশানন্দ কিছু কহেন বচন॥
আচার্য্যের আগ্রহ অদ্বৈতবাদ স্থাপিতে।
তাহাতে সূত্রের ব্যাখ্যা করে অন্য রীতে॥
ভগবত্তা মানিলে অদ্বৈত না যায় স্থাপন।
অতএব সব শাস্ত্র করয়ে খণ্ডন॥
যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্বমত স্থাপিতে।
সহজ শাস্ত্রের অর্থ নহে তাহা হৈতে॥
মীমাংসক কহে ঈশ্বর কর্ম্মের অঙ্গ হন।
সাঙ্খ্য কহে জগতের প্রকৃতি কারণ॥
ন্যায় কহে পরমাণু হইতে বিশ্ব হয়।
মায়াবাদী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হেতু কয়॥
পাতঞ্জল কহে কৃষ্ণস্বরূপ আখ্যান।
অতএব বেদমতে স্বয়ং ভগবান॥
পরম কারণ ঈশ্বর কেহ নাহি মানে।
স্ব স্ব মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে॥
তাতে ছয় দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি।
মহাজন যেই কহে সেই সত্য মানি॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী অমৃতের ধার।
তেঁহো যে কহয়ে বস্তু সেই তত্ত্বসার॥
এ সব বৃত্তান্ত শুনি মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ।
প্রভুকে কহিতে সুখে করিলা গমন॥
হেনকালে প্রভু পঞ্চনদে স্নান করি।
দেখিতে চলিয়াছেন বিন্দুমাধব হরি॥
পথে সেই বিপ্র সব বৃত্তান্ত কহিল।

শুনি মহাপ্রভু সুখে ঈষৎ হাসিল॥
মাধব-সৌন্দর্য্য দেখি আবিষ্ট হইলা।
অঙ্গনেতে আসি প্রেমে নাচিতে লাগিলা॥
শেখর পরমানন্দ তপন সনাতন।
চারিজন মিলি করে নামসংকীর্ত্তন॥

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥

চৌদিকেতে লক্ষ লোক বলে হরি হরি।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি স্বর্গমর্ত্ত্য ভরি॥
নিকটেতে ধ্বনি শুনি সেই প্রকাশানন্দ।
দেখিতে কৌতুকে আইল লঞা শিষ্যবৃন্দ॥
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য গীতের মাধুরী।
শিষ্যগণ সঙ্গে সেই বলে হরি হরি॥
কম্প স্বরভঙ্গ স্বেদ বৈবর্ণ্য স্তম্ভ।
অশ্রুধারায় ভিজে লোক পুলক-কদম্ব॥
হর্ষ দৈন্য চাপল্যাদি সঞ্চারী বিকার।
দেখি কাশীবাসী লোকের হৈল চমৎকার॥
লোকসংঘট্ট দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।
সন্ন্যাসীর গণ দেখি নৃত্য সংবরিল॥
প্রকাশানন্দের প্রভু ধরিল চরণ।
প্রকাশানন্দ আসি তাঁর বন্দিল চরণ॥
প্রভু কহে তুমি জগদ্গুরু প্রিয়তম।
আমি তোমার না হই শিষ্যের শিষ্য সম॥
শ্রেষ্ঠ হৈয়া কেন কর হীনের বন্দন।
আমার সর্ব্বনাশ হয় তুমি ব্রহ্মসম॥
যদ্যপি তোমারে সব ব্রহ্ম-সম ভাসে।
লোকশিক্ষা লাগি এমত করিতে না আইসে॥
তেঁহো কহে তোমার নিন্দা পূর্ব্বে যে করিল।

তোমার চরণস্পর্শে সব ক্ষয় গেল॥
প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু আমি জীব হীন।
জীবে বিষ্ণু মানি এই অপরাধ চিন॥
জীবে বিষ্ণুবুদ্ধি করে যেই ব্রহ্মরুদ্র সম।
নারায়ণে মানে তারে পাষণ্ডে গণন॥

প্রকাশানন্দ কহে তুমি সাক্ষাৎ ভগবান।
তবু যদি কর তাঁর দাস অভিমান॥
তবু পূজ্য হও তুমি আমা সবা হৈতে।
সর্ব্বনাশ হয় এই তোমার নিন্দাতে॥

এত কহি প্রভু লইয়া তথাই বসিলা।
প্রভুকে প্রকাশানন্দ পুছিতে লাগিলা॥
মায়াবাদে করিলে যত দোষের আখ্যান।
সবে এই জানি আচার্য্যের কল্পিত ব্যাখ্যান॥
সূত্রের করিলে তুমি মুখ্যার্থ বিবরণ।
তাহা শুনি সবার হৈল চমৎকার মন॥
তুমি ত ঈশ্বর তোমার আছে সর্ব্বশক্তি।
সংক্ষেপরূপে কহ তুমি শুনিতে হয় মতি॥
প্রভু কহে আমি জীব অতি তুচ্ছ জ্ঞান।
ব্যাসসূত্রের গম্ভীরার্থ ব্যাস ভগবান॥
তাঁর সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে।
অতএব আপনে সূত্রার্থ করিয়াছেন ব্যাখ্যানে॥
যেই সূত্রকর্ত্তা সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের অর্থ লোকের হয় জ্ঞান॥
প্রণবের যেই অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকে বিবরিয়া কয়॥
ব্রহ্মাকে ঈশ্বর চতুঃশ্লোক যে কহিল।
ব্রহ্মা নারদে সেই উপদেশ কৈল॥
নারদ সেই অর্থ ব্যাসেরে কহিল।

শুনি বেদব্যাস মনে বিচার করিল ॥
এই অর্থ আমার সূত্রের ব্যাখ্যানুরূপ।
শ্রীভাগবত করিব সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ ॥
চারিবেদ উপনিষদ যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিল সঞ্চয় ॥
সেই সূত্রে যেই ঋক্ বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোক নিবন্ধন ॥
অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত।
ভাগবত-শ্লোক উপনিষদ কহে এক অর্থ ॥

ভাগবতের সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।
চতুঃশ্লোকে প্রকট তার করিয়াছে লক্ষণ ॥
আমি সম্বন্ধতত্ত্ব আমার-জ্ঞান-বিজ্ঞান।
আমা পাইতে সাধনভক্তি অভিধেয় নাম ॥
সাধনের ফল প্রেম মূল প্রয়োজন।
সেই প্রেম পায় জীব আমার সেবন ॥

এই তিন অঙ্গ আমি কহিনু তোমারে।
জীব তুমি এই তিন নারিবে জানিবারে ॥
যৈছে আমার স্বরূপ যৈছে আমার স্থিতি।
যৈছে আমার কর্ম্ম ষড়ৈশ্বর্য্য-শক্তি ॥
আমার কৃপায় এ সব স্ফুরুক তোমারে।
এত বলি তিন তত্ত্ব কহিল তাঁহারে ॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ আমি হইয়ে।
প্রপঞ্চ প্রকৃতি পায় আমাতেই লয়ে ॥
সৃষ্টি করি তার মধ্যে আমি ত বসিয়ে।
প্রপঞ্চ যে দেখ সব সেহ আমি হইয়ে ॥
প্রলয়ে অবশিষ্ট সবে আমি পূর্ণ হইয়ে।

প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে॥

অহমেব অহমেব শ্লোকে তিনবার।
পূর্ণৈশ্বর্য্য বিগ্রহের স্থিতির নির্দ্ধার॥
যেই জন এই বিগ্রহ আমার না মানে।
তারে তিরস্কারিবারে করিল নির্দ্ধারণে॥
এই শব্দে হয় জ্ঞানবিজ্ঞান বিবেক।
মায়াকার্য্য মায়া হৈতে আমি ব্যতিরেক॥
যৈছে সূর্য্যের স্থানে ভাসয়ে আভাস।
সূর্য্য বিনা স্বতঃ তার না হয় প্রকাশ॥
মায়াতীত হৈলে হয় আমার অনুভব।
এই সম্বন্ধতত্ত্ব কহিল শুন আর সব॥

অভিধেয় সাধনভক্তির শুনহ বিচার।
সর্ব্বজন দেশ-কাল-দশাতে ব্যাপ্তি যায়॥
ধর্ম্মাদি বিষয় যৈছে এ চারি বিচার।
সাধনভক্তি এই চারি বিচারের পার॥
সর্ব্ব দেশ কাল দশায় জনের কর্ত্তব্য।
গুরুপাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য শ্রোতব্য॥

আমাতে যে প্রীতি সেই প্রেম প্রয়োজন।
কার্য্যদ্বারে কহি তার স্বরূপলক্ষণ॥
পঞ্চভূত যৈছে ভূতের ভিতরে বাহিরে।
ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহিরে অন্তরে॥

ভক্ত আমা বান্ধিয়াছে হৃদয়-কমলে।
যাহাঁ নেত্র পড়ে তাহাঁ দেখয়ে আমারে॥

অতএব ভাগবতে এই তিন্ত কয়।
সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজনময়॥

এই ত সম্বন্ধ শুন অভিধেয় ভক্তি।
ভাগবতে প্রতি শ্লোকে ব্যাপে যার স্থিতি॥

এবে শুন প্রেম যেই মূল প্রয়োজন।
পুলকাশ্রু নৃত্যগীত যাহার লক্ষণ॥

অতএব ভাগবতসূত্রের অর্থরূপ।
নিজকৃত সূত্রের নিজ ভাষ্যস্বরূপ॥

গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ আরম্ভন।
সত্যং পরং সম্বন্ধ ধীমহি সাধন প্রয়োজন॥

অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র-শ্রুতির অর্থ সার॥
নিরন্তর কর কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন।
হেলায় মুক্তি হয়ে পাবে কৃষ্ণ-প্রেমধন॥

হেনকালে সেই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।
সভাতে কহিল এই শ্লোক বিবরণ॥
এই শ্লোকের অর্থ প্রভু একষষ্টি প্রকার।
করিয়াছেন যাহা শুনি লোকে চমৎকার॥
তবে সব লোক শুনিতে আগ্রহ করিল।
একষষ্টি অর্থ প্রভু বিবরি কহিল॥

এত কহি উঠিয়া চলিলা গৌরহরি।
নমস্কার করে লোক হরিধ্বনি করি॥
সব কাশীবাসী করে নামসংকীর্ত্তন।
প্রেমে হাসে কান্দে গায় করয়ে নর্ত্তন॥
সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত বিচার।
বারাণসী পুরী প্রভু করিল নিস্তার॥

নিজগণ লৈয়া প্রভু কহে হাস্য করি।
কাশীতে বেচিতে আমি আইলুঁ ভাবকালি॥
কাশীতে গাহক নাহি বস্তু না বিকায়।
পুনরপি বহিয়া দেশে লওয়া নাহি যায়॥
আমি বোঝা বহিব তোমা সবার দুঃখ হৈল।
তোমা সবার ইচ্ছায় বিনা মূল্যে বিলাইল॥
সবে কহে লোক তারিতে তোমার অবতার।
পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম করিলে নিস্তার॥
এই বারাণসী ছিল তোমাতে বিমুখ।
তাহা নিস্তারিয়া কৈলে আমা সবার সুখ॥
বারাণসী গ্রামে যদি কোলাহল হৈল।
শুনি গ্রামী দেশী লোক আসিতে লাগিল॥
লক্ষকোটি লোক আইসে নাহিক গণন।
সংকীর্ত্তন-স্থানে প্রভুর না পায় দর্শন॥
প্রভু যবে স্নানে যান বিশ্বেশ্বর দর্শনে।
দুই দিকে লোক করে প্রভু বিলোকনে॥
বাহু তুলি প্রভু কহে বোল কৃষ্ণ হরি।
দণ্ডবৎ করে লোক হরিধ্বনি করি॥
এইমত দিন পঞ্চ লোক নিস্তারিয়া।
আর দিন চলিলা প্রভু উদ্বিগ্ন হইয়া॥
রাত্রে উঠি প্রভু যদি করিল গমন।
পাছে লাগ লইল তবে ভক্ত পঞ্চজন॥
তপনমিশ্র রঘুনাথ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।
চন্দ্রশেখর পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া আর জন॥
সবে চাহে প্রভুসঙ্গে নীলাচলে যাইতে।
সবারে বিদায় দিল প্রভু যত্ন সহিতে॥
যার ইচ্ছা পাছে আইস আমারে দেখিতে।
এবে আমি একা যাব ঝারিখণ্ড-পথে॥
সনাতনে কহিল তুমি যাও বৃন্দাবন।
তোমার দুই ভাই তথা করিয়াছে গমন॥

কাঁথা-করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ।
বৃন্দাবনে আইলে তার করিহ পালন॥
এত বলি চলিলা প্রভু সবা আলিঙ্গিয়া।
সবেই পড়িলা তথা মূর্চ্ছিত হইয়া॥
কতক্ষণে উঠি সবে দুঃখে ঘরে আইলা।
সনাতনগোসাঞি বৃন্দাবনেতে চলিলা॥
এথা রূপগোসাঞি যবে মথুরা আইলা।
ধ্রুবঘাটে তাঁরে সুবুদ্ধিরায় মিলিলা॥
পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধিরায় ছিল গৌড়-অধিকারী।
হুসেন খাঁ সৈয়দ করে তাহার চাকরী॥
দীঘি খোদাইতে তারে মনসীব কৈল।
ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিল॥
পাছে যবে হুসেন খাঁ গৌড়ের রাজা হৈল।
সুবুদ্ধিরায়েরে তেঁহো বহু বাড়াইল॥
তাঁর স্ত্রী তাঁর অঙ্গে দেখে মারণের চিহ্নে।
সুবুদ্ধিরায়েরে মারিতে কহে রাজা-স্থানে॥
রাজা কহে আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা।
তাহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা॥
স্ত্রী কহে জাতি লহ যদি প্রাণে না মারিবে।
রাজা কহে জাতি নিলে ইহো নাহি জীবে॥
স্ত্রী মারিতে চাহে রাজা সঙ্কটে পড়িলা।
করোয়ার পানি তার মুখে দেয়াইলা॥
তবে সুবুদ্ধিরায় সেই ছদ্ম পাইয়া।
বারাণসী আইলা সব বিষয় ছাড়িয়া॥
প্রায়শ্চিত্ত পুছিল তেঁহো পণ্ডিতের স্থানে।
তাঁরা কহেন তপ্তঘৃত খাইয়া ছাড় প্রাণে॥
কেহ কহে এই নহে অল্প দোষ হয়।
শুনিয়া রহিল রায় করিয়া সংশয়॥
তবে যদি মহাপ্রভু বারাণসী আইলা।
তাঁরে মিলি রায় আপন বৃত্তান্ত কহিলা॥

প্রভু কহে ইহাঁ হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন॥
এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যাইবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥
রায় আজ্ঞা পাইয়া বৃন্দাবনেতে চলিলা।
প্রয়াগ অযোধ্যা দিয়া নৈমিষারণ্যে আইলা॥
কত দিন তেঁহো নৈমিষারণ্যে রহিলা।
প্রভু বৃন্দাবন হৈতে প্রয়াগে আইলা॥
মথুরা আসিয়া রায় প্রভুবার্ত্তা পাইল।
প্রভু-লাগি না পাইয়া মনে দুঃখী হৈল॥
রায় শুষ্ককাষ্ঠ আনি বেচে মথুরাতে।
পাঁচ ছয় পৈসা হয় একেক বোঝাতে॥
আপনে রহে এক পৈসার চানা চাবানা খাইয়া।
আর পৈসা বাণিয়া-স্থানে রাখেন ধরিয়া॥
দুঃখী বৈষ্ণব দেখি তারে করান ভোজন।
গৌড়িয়া আইলে দধিভাত তৈলমর্দ্দন॥
রূপগোসাঞি আইলে তাঁরে বহু প্রীতি কৈল।
আপন সঙ্গে লইয়া দ্বাদশ বন দেখাইল॥
মাসমাত্র রূপগোসাঞি রহিলা বৃন্দাবনে।
শীঘ্র চলি আইল সনাতনানুসন্ধানে॥
গঙ্গাতীরপথে প্রভু প্রয়াগেতে আইলা।
ইহা শুনি দুই ভাই সে পথে চলিলা॥
এথা সনাতনগোসাঞি প্রয়াগ আসিয়া।
মথুরাতে আইলা রাজসরান পথ দিয়া॥
মথুরাতে সুবুদ্ধিরায় তাঁহারে মিলিলা।
রূপ-অনুপম-কথা সকলি কহিলা॥
গঙ্গাপথে দুই ভাই রাজপথে সনাতন।
অতএব তাহা সনে না হৈল মিলন॥
সুবুদ্ধিরায় বহু স্নেহ করে সনাতনে।
ব্যবহার-স্নেহ সনাতন নাহি মানে॥

মহা বিরক্তে সনাতন ভ্রমে বনে বনে।
প্রতি বৃক্ষে প্রতি কুঞ্জে রহে রাত্রি দিনে॥
মথুরা মাহাত্ম্যশাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া।
লুপ্ততীর্থ প্রকট কৈল বনেতে ভ্রমিয়া॥
এইমত সনাতন বৃন্দাবনেতে রহিলা।
রূপগোসাঞি দুই ভাই কাশীতে আইলা॥
মহারাষ্ট্রীয় দ্বিজ শেখর মিশ্র তপন।
তিনজন সহ রূপ করিলা মিলন॥
শেখরের ঘরে বাসা মিশ্র-ঘরে ভিক্ষা।
মিশ্রমুখে শুনে সনাতনে প্রভুর শিক্ষা॥
কাশীতে প্রভুর চরিত্র শুনি তিনের মুখে।
সন্ন্যাসীরে কৃপা শুনি পাইল বড় সুখে॥
মহাপ্রভুর উপর লোকের প্রণতি দেখিয়া।
সুখী হৈলা লোকমুখে কীর্ত্তন শুনিয়া॥
দিন দশ রহি রূপ গৌড়ে যাত্রা কৈল।
সনাতন রূপের এই চরিত্র কহিল॥
এথা মহাপ্রভু যদি নীলাদ্রি চলিলা।
নির্জ্জনে বনপথে মহাসুখ পাইলা॥
সুখে চলি আইসে প্রভু বলভদ্র সঙ্গে।
পূর্ব্ববৎ মৃগাদি সঙ্গে কৈল নানা রঙ্গে॥
আঠারনালাতে আসি ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণে।
পাঠাইয়া বোলাইল নিজ ভক্তগণে॥
শুনিয়া ভক্তের গণ পুনরপি জীলা।
দেহে প্রাণ আইল যেন ইন্দ্রিয় উঠিলা॥
আনন্দে বিহ্বল ভক্ত ধাইয়া আইলা।
নরেন্দ্রে আসিয়া সবে প্রভুরে মিলিলা॥
পুরী-ভারতীর প্রভু বন্দিল চরণ।
দোঁহে মহাপ্রভুরে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন॥
দামোদরস্বরূপ পণ্ডিত গদাধর।
জগদানন্দ কাশীশ্বর গোবিন্দ বক্রেশ্বর॥

কাশীমিশ্র প্রদ্যুম্নমিশ্র পণ্ডিত দামোদর।
হরিদাসঠাকুর আর পণ্ডিত শঙ্কর॥
আর সব ভক্ত প্রভুর চরণে পড়িলা।
সবা আলিঙ্গিয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥
আনন্দ-সমুদ্রে ভাসে সব ভক্তগণে।
সবা লইয়া চলে প্রভু জগন্নাথ-দর্শনে॥
জগন্নাথ দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
ভক্তসঙ্গে বহুক্ষণ নৃত্য-গীত কৈলা॥
জগন্নাথ-সেবক আনি মালা-প্রসাদ দিলা।
তুলসী পড়িছা আসি চরণ বন্দিলা॥
মহাপ্রভু আইল গ্রামে কোলাহল হৈল।
সার্ব্বভৌম রামানন্দ বাণীনাথ মিলিল॥
সবা সঙ্গে লঞা প্রভু মিশ্র-বাসা আইলা।
সার্ব্বভৌমপণ্ডিত গোসাঞি নিমন্ত্রণ কৈলা॥
প্রভু কহে মহাপ্রসাদ আন এই স্থানে।
সবা সঙ্গে ইহাঁ আজি করিব ভোজনে॥
তবে দোঁহে জগন্নাথ-প্রসাদ আনিল।
সবা সঙ্গে মহাপ্রভু ভোজন করিল॥
এই ত কহিল প্রভু দেখি বৃন্দাবন।
পুনঃ করিলেন যৈছে নীলাদ্রি গমন॥
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্যচরণ॥
মধ্যলীলায় করিল এই দিগ্‌দরশন।
ছয় বৎসর করিল যৈছে গমনাগমন॥
শেষ অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে বাস।
ভক্তগণ সঙ্গে করে কীর্ত্তন-বিলাস॥
মধ্যলীলার ক্রম এবে করি অনুবাদ।
অনুবাদ কৈলে হয় কথার আস্বাদ॥
প্রথম পরিচ্ছেদে শেষ-লীলার সূত্রগণ।
তাহিঁ মধ্যে কোন ভাগের বিস্তার বর্ণন॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুর প্রলাপ-বর্ণন।
তহি মধ্যে নানা ভাবের দিগ্‌দরশন॥
তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রভু করিল সন্ন্যাস।
আচার্য্যের ঘরে যৈছে করিল বিলাস॥
চতুর্থে মাধবপুরীর চরিত্র আস্বাদন।
গোপাল-স্থাপন ক্ষীর-চুরির বর্ণন॥
পঞ্চমে সাক্ষিগোপাল চরিত্র বর্ণন।
নিত্যানন্দ কহে প্রভু করে আস্বাদন॥
ষষ্ঠে সার্ব্বভৌমের করিল উদ্ধার।
সপ্তমে তীর্থযাত্রা বাসুদেব-নিস্তার॥
অষ্টমে রামানন্দ-সংবাদ বিস্তার।
আপনে শুনিল সব সিদ্ধান্তের সার॥
নবমে করিল দক্ষিণ-তীর্থভ্রমণ।
দশমে করিল সব বৈষ্ণব-মিলন॥
একাদশে মন্দিরে বেড়া-সংকীর্ত্তন।
দ্বাদশে গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন ক্ষালন॥
ত্রয়োদশে রথ-আগে প্রভুর নর্ত্তন।
চতুর্দ্দশে হোরাপঞ্চমী-যাত্রা-দরশন॥
তার মধ্যে ব্রজদেবীর ভাবের শ্রবণ।
স্বরূপ কহিল প্রভু কৈল আস্বাদন॥
পঞ্চদশে ভক্তের গুণ শ্রীমুখে কহিল।
সার্ব্বভৌম-ঘরে ভিক্ষা অমোঘ তারিল॥
ষোড়শে বৃন্দাবন-যাত্রা গৌড়দেশ পথে।
পুনঃ নীলাচলে আইলা নাটশালা হৈতে॥
সপ্তদশে বনপথে মথুরা গমন।
অষ্টাদশে বৃন্দাবন-বিহার-বর্ণন॥
ঊনবিংশে মথুরা হৈতে প্রয়াগে গমন।
তার মধ্যে শ্রীরূপেরে শক্তি-সঞ্চারণ॥
বিংশতি পরিচ্ছেদে সনাতনের মিলন।
তার মধ্যে ভগবানের স্বরূপ-বর্ণন॥

একবিংশে কৃষ্ণৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-বর্ণন।
দ্বাবিংশে বিবিধ সাধনভক্তি বিবরণ॥
ত্রয়োবিংশে প্রেমভক্তি রসের কথন।
চতুর্ব্বিংশে আত্মারাম-শ্লোকার্থ-বর্ণন॥
পঞ্চবিংশে কাশীবাসী বৈষ্ণব করণ।
কাশী হৈতে পুনঃ নীলাচলে আগমন॥
পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদের এই কৈল অনুবাদ।
যাহার শ্রবণে হয় গ্রন্থার্থ আস্বাদ॥
সংক্ষেপে কহিল এই মধ্যলীলাসার।
কোটি গ্রন্থে বর্ণন না যায় ইহার বিস্তার॥
জীব নিস্তারিতে প্রভু ভ্রমিলা দেশে দেশে।
আপনি আস্বাদি ভক্তি করিল প্রকাশে॥
কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব আর।
ভাগবততত্ত্ব রসলীলা-তত্ত্বসার॥
শ্রীভাগবত-তত্ত্বরস করিল প্রচার।
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত জানাইল সংসার॥
ভক্তি লাগি বিস্তারিল আপন বদনে।
কাঁহো ভক্তমুখে কাঁহো শুনিলা আপনে॥
শ্রীচৈতন্য সম আর কৃপালু বদান্য।
ভক্তবৎসল না দেখি ত্রিজগতে অন্য॥
শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুন ভক্তগণ।
ইহার শ্রবণে পাবে চৈতন্যচরণ॥
ইহার প্রসাদে পাবে কৃষ্ণতত্ত্বসার।
সর্ব্বশাস্ত্র-সিদ্ধান্তের ইহা পাইবে পার॥

কৃষ্ণলীলামৃত সার তার শত শত ধার
দশ দিকে বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্য-লীলা হয় সরোবর অক্ষয়
মনোহংস চরাহ তাহাতে॥
ভক্তগণ শুন মোর দৈন্য-বচন।

তোমা সবার পদধূলি অঙ্গে বিভূষণ করি
কিছু মুঞি করি নিবেদন॥
কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তগণ যাতে প্রফুল্ল পদ্মবন
তার মধু কর আস্বাদন।
প্রেমরস কুমুদবনে প্রফুল্লিত রাত্রি দিনে
তাতে চরাও মনোভৃঙ্গগণ॥
নানা ভাবে ভক্তজন হংস চক্রবাকগণ
যাতে সব করেন বিহার।
কৃষ্ণকেলি-সুমৃণাল যাহা পাই সর্ব্বকাল
ভক্ত হংস করয়ে আহার॥
সেই সরোবরে গিয়া হংস চক্রবাক হইয়া
সদা তাহাঁ করহ বিলাস।
খণ্ডিবে সকল দুখ পাইবে পরম সুখ
অনায়াসে হবে প্রেমোল্লাস॥
এই অমৃত অনুক্ষণ সাধু-মহান্ত-মেঘগণ
বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ।
তাতে ফলে প্রেমফল ভক্ত খায় নিরন্তর
তার শেষে জীয়ে জগজন॥
চৈতন্যলীলামৃত পূর কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর
দোঁহে মিলি হয় সুমাধুর্য্য।
সাধুগুরু প্রসাদে তাহা যেই আস্বাদে
সেই জানে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য॥
সে লীলা-অমৃত বিনে খায় যদি অন্ন পানে
তবু ভক্তের দুর্ব্বল জীবন।
যার এক বিন্দু পানে উৎফুল্লিত তনু মনে
হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন॥
এ অমৃত কর পান যাহা সম নাহি আন
চিত্তে করি সুদৃঢ় বিশ্বাস।
না পড় কুতর্ক-গর্ত্তে অমেধ্য কর্কশাবর্ত্তে
যাতে পড়িলে হয় সর্ব্বনাশ॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত ভক্তবৃন্দ
আর যত শ্রোতা ভক্তগণ।
তোমা সবার শ্রীচরণ করি শিরে বিভূষণ
যাহা হৈতে অভীষ্ট-পূরণ।
শ্রীরূপ সনাতন রঘুনাথ-জীব-চরণ
শিরে ধরি করি যার আশ।
কৃষ্ণলীলামৃতান্বিত চৈতন্যচরিতামৃত
কহে কিছু দীন কৃষ্ণদাস॥

# অন্ত্যলীলা

## প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গুরুর করোঁ চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট-পূরণ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
মধ্যলীলা সংক্ষেপেতে করিল বর্ণন।
অন্ত্যলীলা বর্ণন কিছু শুন ভক্তগণ॥
মধ্যলীলা মধ্যে অন্ত্যলীলা সূত্রগণ।
পূর্ব্বগ্রন্থে সংক্ষেপেতে করিয়াছি বর্ণন॥
আমি জরাগ্রস্ত নিকট জানিয়া মরণ।
অন্ত্যলীলার কোন সূত্র করিয়াছি বর্ণন॥
পূর্ব্বলিখিত গ্রন্থসূত্র অনুসারে।
যেই নাহি লিখি তাহা লিখিয়ে বিস্তারে॥
বৃন্দাবন হৈতে প্রভু নীলাচলে আইলা।
স্বরূপগোসাঞি গৌড়ে বার্ত্তা পাঠাইলা॥
শুনি শচী আনন্দিত সব ভক্তগণ।
সবে মিলি নীলাচলে করিলা গমন॥
কুলীনগ্রামী ভক্ত আর যত খণ্ডবাসী।
আচার্য্য শিবানন্দ সনে মিলিলা সবে আসি॥
শিবানন্দ করে সব ঘাটি সমাধান।
সবাকে পালন করে দিয়া বাসাস্থান॥
এক কুক্কুর চলে শিবানন্দ সনে।
ভক্ষ্য দিয়া লঞা চলে করিয়া পালনে॥

একদিন এক স্থানে নদী পার হৈতে।
উড়িয়া নাবিক কুক্কুর না চড়ায় নৌকাতে॥
কুক্কুর রহিলা শিবানন্দ দুঃখী হৈলা।
দশপণ কড়ি দিয়া কুক্কুর পার কৈলা॥
একদিন শিবানন্দ ঘাটিতে রহিলা।
কুক্কুরকে ভাত দিতে সেবক পাসরিলা॥
রাত্রে আসি শিবানন্দ ভোজনের কালে।
কুক্কুর পাঞাছে ভাত সেবকে পুছিলে॥
কুক্কুর নাহি পায় ভাত শুনি দুঃখী হৈলা।
কুক্কুর চাহিতে দশ বিশ মনুষ্য পাঠাইলা॥
চাহিয়া না পাইল কুক্কুর লোক সব আইলা।
দুঃখী হঞা শিবানন্দ উপবাস কৈলা॥
প্রভাতে কুক্কুর চাহি কোথায় না পাইলা।
সকল বৈষ্ণব মনে চমৎকার হৈলা॥
উৎকণ্ঠায় চলি সবে আইলা নীলাচলে।
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু মিলিলা সকলে॥
সবা লঞা কৈল জগন্নাথ দরশন।
সবা লঞা মহাপ্রভু করেন ভোজন॥
পূর্ব্ববৎ সবারে প্রভু পাঠাইলা বাসাস্থানে।
প্রভুস্থানে আর একদিন সবার গমনে॥
আসিয়া দেখিল সবে সেই ত কুক্কুরে।
প্রভু কাছে বসি আছে কিছু অল্পদূরে॥
প্রসাদ নারিকেল-শস্য দেন ফেলাইয়া।
কৃষ্ণ রাম হরি কহ বলেন হাসিয়া॥
শস্য খায় কুক্কুর কৃষ্ণ কহে বারবার।
দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার॥
শিবানন্দ কুক্কুর দেখি দণ্ডবৎ কৈলা।
দৈন্য করি নিজ অপরাধ ক্ষমাইলা॥
আর দিন কেহ তার দেখা না পাইলা।
সিদ্ধদেহ পাঞা কুক্কুর বৈকুণ্ঠেতে গেলা॥

ঐছে দিব্য লীলা করে শচীর নন্দন।
কুক্কুরকে কৃষ্ণ কহাই করিল মোচন॥
এথা প্রভু-আজ্ঞায় রূপ আইলা বৃন্দাবন।
কৃষ্ণলীলা-নাটক করিতে হৈল মন॥
বৃন্দাবনে নাটকের আরম্ভ করিল।
মঙ্গলাচরণ নান্দী-শ্লোক তথাই লিখিল॥
পথে চলি আইসে নাটকের ঘটনা ভাবিতে।
কড়চা করিয়া কিছু লাগিলা লিখিতে॥
এইমত দুই ভাই গৌড়দেশে আইলা।
গৌড়ে আসি অনুপমের গঙ্গা-প্রাপ্তি হৈলা॥
রূপগোসাঞি প্রভু-পাশ করিলা গমন।
প্রভুকে দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন॥
অনুপমের লাগি তাঁর বিলম্ব হইল।
ভক্তগণ পাশ আইল লাগি না পাইল॥
উড়িষ্যাদেশে সত্যভামাপুর নামে গ্রাম।
এক রাত্রি সেই গ্রামে করিলা বিশ্রাম॥
রাত্রে স্বপ্নে দেখে এক দিব্যরূপা নারী।
সম্মুখে আসিয়া আজ্ঞা দিল কৃপা করি॥
আমার নাটক পৃথক্ করহ রচন।
আমার কৃপাতে নাটক হবে বিলক্ষণ॥
স্বপ্নে দেখি রূপগোসাঞি করিল বিচার।
সত্যভামার আজ্ঞা পৃথক্ নাটক করিবার॥
ব্রজ-পুরলীলা একত্র করিয়াছি ঘটনা।
দুই ভাগ করি এবে করিব রচনা॥
ভাবিতে ভাবিতে শীঘ্র আইলা নীলাচলে।
আসি উত্তরিলা হরিদাসের বাসাস্থলে॥
হরিদাস ঠাকুর তারে বহু কৃপা কৈলা।
তুমি আসিবে মোরে প্রভু যে কহিলা॥
উপলভোগ দেখি হরিদাসেরে দেখিতে।
প্রতিদিন আইসেন প্রভু আইলা আচম্বিতে॥

রূপ দণ্ডবৎ করে হরিদাস কহিলা।
হরিদাসে মিলি প্রভু রূপে আলিঙ্গিলা॥
হরিদাস রূপ লঞা প্রভু বসিলা এক স্থানে।
কুশলপ্রশ্ন ইষ্টগোষ্ঠী কৈল কতক্ষণে॥
সনাতন-বার্ত্তা যবে গোসাঞি পুছিল।
রূপ কহে তার সঙ্গে দেখা না হইল॥
আমি গঙ্গাপথে আইলাম তেঁহো রাজপথে।
অতএব আমার দেখা না হইল তাঁর সাথে॥
প্রয়াগে শুনিল তেঁহো গেলা বৃন্দাবন।
অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি কৈল নিবেদন॥
রূপে তাহাঁ বাসা দিয়া গোসাঞি চলিলা।
গোসাঞির সঙ্গী ভক্ত রূপেরে মিলিলা॥
আর দিন মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা।
রূপে মিলাইলা সবায় কৃপা ত করিয়া॥
সবার চরণ রূপ করিল বন্দন।
কৃপা করি রূপে সবে কৈল আলিঙ্গন॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ প্রভু দুইজনে।
প্রভু কহে রূপে কৃপা কর কায়মনে॥
তোমা দোঁহার কৃপাতে ইঁহার হউক শক্তি।
যাতে বিরচিতে পারেন কৃষ্ণরসভক্তি॥
গৌড়িয়া উড়িয়া যত প্রভুর ভক্তগণ।
সবার হইল রূপ স্নেহের ভাজন॥
প্রতিদিন আসি রূপ করেন মিলনে।
মন্দিরে যে প্রসাদ পান দেন দুই জনে॥
ইষ্টগোষ্ঠী দুই জনে করি কতক্ষণ।
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু করিলা গমন॥
এইমত প্রতিদিন প্রভুর ব্যবহার।
প্রভু-কৃপা পাঞা রূপের আনন্দ অপার॥
ভক্তগণ লঞা কৈল গুণ্ডিচা মার্জন।
আইটোটা আসি কৈল বন্যভোজন॥

প্রসাদ খায় হরি বলে সব ভক্তগণ।
দেখি হরিদাস-রূপের হরষিত মন॥
গোবিন্দ দ্বারা প্রভুর শেষ প্রসাদ পাইলা।
প্রেমে মত্ত দুইজন নাচিতে লাগিলা॥
আর দিন প্রভু রূপে মিলিয়া বসিলা।
সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি প্রভু কহিতে লাগিলা॥
কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ প্রভু না যান কাহাঁতে॥

এত কহি মহাপ্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা।
রূপগোসাঞি মনে কিছু বিস্ময় হইলা॥
পৃথক নাটক করিতে সত্যভামা আজ্ঞা দিল।
জানি পৃথক নাটক করিতে প্রভু আজ্ঞা হৈল॥
পূর্ব্বে দুই নাটক ছিল একত্র রচনা।
দুই ভাগ করি এবে করিব ঘটনা॥
দুই নান্দী প্রস্তাবনা দুই সংঘটনা।
পৃথক্ করিয়া লিখি করিয়া ভাবনা॥
রথযাত্রায় জগন্নাথ দর্শন করিলা।
রথ-অগ্রে প্রভুর নৃত্য কীর্ত্তন দেখিলা॥
প্রভুর নৃত্য-শ্লোক শুনি শ্রীরূপগোসাঞি।
সেই শ্লোকের অর্থে শ্লোক করিল তথাই॥
পূর্ব্বে সেই সব কথা করিয়াছি বর্ণন।
তথাপি কহিয়ে কিছু সংক্ষেপ কথন॥
সামান্য এক শ্লোক প্রভু পড়েন কীর্ত্তনে।
কেন শ্লোক পড়েন ইহা কেহ নাহি জানে॥
সবে একা স্বরূপগোসাঞি শ্লোকের অর্থ জানে।
শ্লোকানুরূপ পদ করান আস্বাদনে॥
শ্রীরূপগোসাঞি প্রভুর জানি অভিপ্রায়।
সেই অর্থে শ্লোক কৈল প্রভুরে যে ভায়॥—

তালপত্রে শ্লোক লিখি চালেতে রাখিলা।
সমুদ্র স্নান করিবারে রূপগোসাঞি গেলা॥
হেনকালে প্রভু আইলা তাহারে মিলিতে।
চালে শ্লোক পাঞা প্রভু লাগিলা পড়িতে॥
শ্লোক পড়ি প্রভু সুখে প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
হেনকালে স্বরূপগোসাঞি স্নান করি আইলা॥
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ প্রাঙ্গণে পড়িলা।
প্রভু তারে চাপড় মারি কহিতে লাগিলা॥
গূঢ় মোর হৃদয় তুমি জানিলে কেমনে।
এত কহি রূপে কৈল দৃঢ় আলিঙ্গনে॥
সেই শ্লোক লইয়া প্রভু স্বরূপে দেখাইল।
রূপের পরীক্ষা লাগি তাহারে পুছিল॥
মোর অন্তর-বার্ত্তা রূপ জানিলে কেমনে।
স্বরূপ কহে জানি কৃপা করিয়াছ আপনে॥
অন্যথা এ অর্থ কারো নাহি হয় জ্ঞান।
তুমি পূর্ব্বে কৃপা কৈলে করি অনুমান॥
প্রভু কহে ইহো আমায় প্রয়াগে মিলিলা।
যোগ্যপাত্র জানি ইহায় মোর কৃপা হইলা॥
তবে শক্তি সঞ্চারি আমি কৈল উপদেশ।
তুমিহ কহিও ইহায় রসের বিশেষ॥
স্বরূপ কহে যবে এই শ্লোক দেখিল।
তুমি করিয়াছ কৃপা তবহি জানিল॥

চাতুর্ম্মাস্য রহি গৌড়ে বৈষ্ণব চলিলা।
রূপগোসাঞি মহাপ্রভুর চরণে রহিলা॥
একদিন রূপ করেন নাটক লিখন।
আচম্বিতে মহাপ্রভুর হৈল আগমন॥
সম্ভ্রমে দোঁহে উঠি দণ্ডবৎ হৈলা।
দোঁহে আলিঙ্গিয়া প্রভু আসনে বসিলা॥
কাহাঁ পুঁথি লিখ বলি এক পত্র নিল।

অক্ষর দেখিয়া প্রভু মনে সুখী হৈল॥
শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাঁতি।
প্রীত হঞা করে প্রভু অক্ষরের স্তুতি॥
সেই পত্রে প্রভু এক শ্লোক দেখিলা।
পড়িতেই শ্লোক প্রেমে আবিষ্ট হইলা॥

শ্লোক শুনি হরিদাস হইল উল্লাসী।
নাচিতে লাগিলা শ্লোকের অর্থ প্রশংসি॥
কৃষ্ণনামের মহিমা শাস্ত্রে সাধু-মুখে জানি।
নামের মহিমা ঐছে কাহাঁ নাহি শুনি॥
তবে মহাপ্রভু দোঁহে করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্নে করিতে সমুদ্রে করিলা গমন॥
আর দিন মহাপ্রভু দেখি জগন্নাথ।
সার্ব্বভৌম রামানন্দ স্বরূপাদি সাথ॥
সবা মিলি চলি আইল শ্রীরূপে মিলিতে।
পথে তাঁর গুণ সবারে লাগিলা কহিতে॥
দুই শ্লোক কহি প্রভুর হৈল মহাসুখ।
নিজভক্তের গুণ কহে হঞা পঞ্চমুখ॥
সার্ব্বভৌম রামানন্দে পরীক্ষা করিতে।
শ্রীরূপের গুণ দোঁহারে লাগিলা কহিতে॥
ঈশ্বরস্বভাবে ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্প সেবা বহু মানে আত্ম পর্য্যন্ত প্রসাদ॥

ভক্ত সঙ্গে প্রভু আইলা দেখি দুইজন।
দণ্ডবৎ হৈয়া কৈল চরণবন্দন॥
ভক্ত সঙ্গে কৈল প্রভু দোঁহাকে মিলন।
পিণ্ডার উপরে বসিলা লঞা ভক্তগণ॥
রূপ হরিদাস দোঁহে বসিলা পিণ্ডাতলে।
সবার অগ্রে না উঠিলা পিণ্ডার উপরে॥
পূর্ব্ব শ্লোক পড় রূপ প্রভু আজ্ঞা কৈল।

লজ্জাতে না পড়ে রূপ মৌন ধরিল।
স্বরূপগোসাঞি তবে সে শ্লোক পড়িল।
শুনি সবাকার চিত্তে চমৎকার হৈল॥

রায় ভট্টাচার্য্য বলে তোমার প্রসাদ বিনে।
তোমার হৃদয় এই জানিল কেমনে॥
আমাতে সঞ্চারি পূর্ব্বে কহিলে সিদ্ধান্ত।
যে সব সিদ্ধান্তের ব্রহ্মা নাহি পায় অন্ত॥
তাতে জানি পূর্ব্বে তোমার পাইয়াছে প্রসাদ।
তাহা বিনা নহে তোমার হৃদয়ানুবাদ॥
প্রভু কহে কহ রূপ নাটকের শ্লোক।
যে শ্লোক শুনিলে লোকের যায় দুঃখ শোক॥
বারবার প্রভু তারে আজ্ঞা যদি দিল।
তবে সেই শ্লোক রূপ কহিতে লাগিল॥

যত ভক্তবৃন্দ আর রামানন্দ রায়।
শ্লোক শুনি সবার হইল আনন্দবিস্ময়॥
সবে বলে নামমহিমা শুনিয়াছি অপার।
এমন মাধুর্য্য কেহ নাহি বর্ণে আর॥
রায় কহে কোন গ্রন্থ কর হেন জানি।
যাহার ভিতরে এই সিদ্ধান্তের খনি॥
স্বরূপ কহে কৃষ্ণলীলার নাটক করিতে।
ব্রজলীলা পুরলীলা একত্র বর্ণিতে॥
আরম্ভিয়াছিলা এবে প্রভু-আজ্ঞা পাঞা।
দুই নাটক করিতেছেন বিভাগ করিয়া॥
বিদগ্ধমাধব আর ললিতমাধব।
দুই নাটকে প্রেমরস অদ্ভুত সব॥
রায় কহে নান্দীশ্লোক পড় দেখি শুনি।
শ্রীরূপ শ্লোক পড়ে প্রভু-আজ্ঞা মানি॥

রায় কহে কহ ইষ্টদেবের বর্ণন।
প্রভুর সঙ্কোচে রূপ না করে পঠন॥
প্রভু কহে কহ কেন কর সঙ্কোচ লাজে।
গ্রন্থের ফল শুনাইবে বৈষ্ণব-সমাজে॥
তবে স্বরূপগোসাঞি যদি শ্লোক পড়িল।
শুনি প্রভু কহে এই অতিস্তুতি হৈল॥

সব ভক্তগণ কহে শ্লোক শুনিয়া।
কৃতার্থ করিলা সবায় শ্লোক শুনাইয়া॥
রায় কহে কোন মুখে পাত্র সন্নিধান।
রূপ কহে কালসাম্যে প্রবর্ত্তক নাম॥

রায় কহে প্ররোচনাদি কহ দেখি শুনি।
রূপ কহে মহাপ্রভুর শ্রবণেচ্ছা জানি॥

রায় কহে কহ দেখি প্রেমোৎপত্তি-কারণ।
পূর্ব্বানুরাগ বিকার চেষ্টা কামলিখন॥
ক্রমে শ্রীরূপগোসাঞি সকলি কহিল।
শুনি প্রভুর ভক্তগণে চমৎকার হৈল॥

রায় কহে কহ দেখি ভাবের স্বভাব।
রূপ কহে ঐছে হয় কৃষ্ণবিষয়ভাব॥

রায় কহে কহ সহজপ্রেমের লক্ষণ।
রূপগোসাঞি কহে সাহজিক প্রেমধর্ম॥

রায় কহে তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার।
দ্বিতীয় নাটকের কহ নান্দী-ব্যবহার॥
রূপ কহে কাহাঁ তুমি সূর্য্যোপম ভাস।
মুঞি কোন ক্ষুদ্র যেন খদ্যোত প্রকাশ॥
তোমার আগে ধার্ষ্ট্য এই মুখব্যাদান।

এত বলি নান্দীশ্লোক করিলা ব্যাখ্যান॥
দ্বিতীয় নান্দী কহ দেখি রায় পুছিলা।
সঙ্কোচ পাইয়া রূপ কহিতে লাগিলা॥
শুনিয়া প্রভুর যদি অন্তরে উল্লাস।
বাহিরে কহেন কিছু করি রোষাভাস॥
কাহাঁ তোমার কৃষ্ণরস কাব্য-সুধাসিন্ধু।
তার মধ্যে মিথ্যা কেনে স্তুতি-ক্ষারবিন্দু॥
রায় কহে রূপের বাক্য অমৃতের পূর।
তার মধ্যে একবিন্দু দিয়াছে কর্পূর॥
প্রভু কহে রায় তোমার ইহাতে উল্লাস।
শুনিতেই লজ্জা লোকে করে উপহাস॥
রায় কহে লোকের সুখ ইহার শ্রবণে।
অভীষ্টদেবের স্মৃতি মঙ্গলাচরণে॥
রায় কহে কোন অঙ্গে পাত্রের প্রবেশ।
তবে রূপগোসাঞি কহে তাহার বিশেষ॥

উদ্ঘাত্যক নাম এই মুখ বীথী অঙ্গ।
তোমার আগে ইহা কহি ধার্ষ্ট্যের তরঙ্গ॥

রায় কহে কহ আগে অঙ্গের বিশেষ।
শ্রীরূপ কহেন কিছু সংক্ষেপ উদ্দেশ॥

এত শুনি রায় কহে প্রভুর চরণে।
রূপের কবিত্ব প্রশংসি সহস্র বদনে॥
কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার।
নাটক-লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার॥
প্রেমপরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন।
শুনি চিত্তকর্ণের হয় আনন্দঘূর্ণন॥
তোমার শক্তি বিনা জীবের নহে এই বাণী।
তুমি শক্তি দিয়া কহাও হেন অনুমানি॥

প্রভু কহে আমা সনে ইহার মিলন।
ইহার গুণে ইহায় আমার তুষ্ট হৈল মন॥
মধুর প্রসন্ন ইহার কাব্য সালঙ্কার।
ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার॥
সবে কৃপা করি ইহারে দেহ এই বর।
ব্রজলীলা প্রেমরস বর্ণে নিরন্তর॥
ইহার যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাম সনাতন।
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁর সম॥
তোমার যৈছে বিষয়ত্যাগ তৈছে তাঁর রীতি।
দৈন্য বৈরাগ্য পাণ্ডিত্যের তাহাতেই স্থিতি॥
এই দুই ভাই আমি পাঠাইল বৃন্দাবনে।
ভক্তি দিয়া ভক্তিশাস্ত্র করিতে প্রবর্ত্তনে॥
রায় কহে ঈশ্বর তুমি যে চাহ করিতে।
কাষ্ঠের পুতলি তুমি পার নাচাইতে॥
মোর মুখে যে সব রস করিলে প্রচারণে।
সেই রস দেখি এই ইহার লিখনে॥
ভক্তকৃপায় প্রকাশিতে চাহ ব্রজরস।
যারে করাও সে করিবে জগৎ তোমার বশ॥
তবে মহাপ্রভু রূপে কৈল আলিঙ্গন।
তাঁহারে করাইল সবার চরণবন্দন॥
অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি সব ভক্তগণ।
কৃপা করি রূপে সবে কৈল আলিঙ্গন॥
প্রভুর কৃপা রূপে তায় রূপের সদ্গুণ।
দেখি চমৎকার হৈল সবাকার মন॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত লৈয়া গেলা।
হরিদাসঠাকুর রূপে আলিঙ্গন কৈলা॥
হরিদাস কহে তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা।
যে সব বর্ণিলে ইহা কে জানে মহিমা॥
শ্রীরূপ কহেন আমি কিছুই না জানি।
যেই মহাপ্রভু কহেন সেই কহি বাণী।

এইমত দুই জন কৃষ্ণকথারঙ্গে।
সুখে কাল গোঙায় রূপ হরিদাস সঙ্গে॥
চারি মাস রহি সব প্রভুর ভক্তগণ।
গোসাঞি বিদায় দিল গৌড়ে করিল গমন॥
শ্রীরূপ প্রভুপদে নীলাদ্রি রহিলা।
দোলযাত্রা প্রভুসঙ্গে আনন্দে দেখিলা॥
দোলযাত্রা বই প্রভু রূপে আজ্ঞা দিল।
অনেক প্রসাদ করি শক্তি সঞ্চারিল॥
বৃন্দাবনে যাহ তুমি রহিও বৃন্দাবনে।
একবার ইহাঁ পাঠাইহ সনাতনে॥
ব্রজে যাই রসশাস্ত্র কর নিরূপণ।
লুপ্ত সব তীর্থ তার করিহ প্রচারণ॥
কৃষ্ণসেবা রসভক্তি করিহ প্রচার।
আমিহ দেখিতে তাহা যাব একবার॥
এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
রূপগোসাঞি শিরে ধরে প্রভুর চরণ॥
প্রভুর ভক্তগণ পাশে বিদায় লইয়া।
পুনরপি গৌড়পথে বৃন্দাবন আইলা॥
এই ত কহিল পুনঃ রূপের মিলন।
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্য-চরণ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
সর্ব্বলোক উদ্ধারিতে গৌর অবতার।
নিস্তারের হেতু তাঁর ত্রিবিধ প্রকার॥

সাক্ষাদ্দর্শন আর যোগ্য ভক্ত জীবে।
আবেশ করয়ে কাঁহা হয় আবির্ভাবে॥
সাক্ষাদ্দর্শনে প্রায় সব নিস্তারিলা।
নকুল ব্রহ্মচারী দেহে আবির্ভাব হৈলা॥
প্রত্যুম্ন নৃসিংহানন্দ কৈল আবির্ভাব।
লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বরস্বভাব॥
সাক্ষাদ্দর্শনে সব জগৎ তারিল।
একবার যে দেখিল সে কৃতার্থ হৈল॥
গৌড়দেশের ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া।
পুনঃ গৌড়দেশে যায় প্রভুকে মিলিয়া॥
আর নানা দেশের লোক দেখি জগন্নাথ।
চৈতন্য-চরণ দেখি হইল কৃতার্থ॥
সপ্তদ্বীপের লোক আর নবখণ্ডবাসী।
দেব গন্ধর্ব্ব সব মনুষ্যবেশে আসি॥
প্রভুকে দেখিয়া যায় বৈষ্ণব হইয়া।
কৃষ্ণ বলি নাচে সব প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥
এইমত দর্শনে ত্রিজগৎ নিস্তারি।
যে কেহ আসিতে নারে অনেক সংসারী॥
তা সবা তারিতে প্রভু সেই সব দেশে।
যোগ্য ভক্ত-জীবদেহ করেন আবেশে॥
সেই জীবে নিজভক্তি করেন প্রকাশে।
তাঁহার দর্শনে বৈষ্ণব হয় সর্ব্বদেশে॥
এইমত আবেশে তারিল ত্রিভুবন।
গৌড়ে যৈছে আবেশের দিগ্‌দরশন॥
আম্বুয়া মুলুকে হয় নকুল ব্রহ্মচারী।
পরম বৈষ্ণব তেঁহো বড় অধিকারী॥
গৌড়দেশে লোক নিস্তারিতে মন হৈল।
নকুল-হৃদয়ে প্রভু আবেশ করিল॥
গ্রহগ্রস্তপ্রায় নকুল প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
হাসে কান্দে নাচে গায় উন্মত্ত হইয়া॥

অশ্রুকম্প স্তম্ভ স্বেদ সাত্ত্বিক বিকার।
নিরন্তর প্রেমে নৃত্য সঘন হুঙ্কার॥
তৈছে গৌরকান্তি তৈছে সদা প্রেমাবেশ।
তাহাতে দেখিতে আইসে সর্ব্ব গৌড়দেশ।
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণনাম।
তাহার দর্শনে লোকে হয় প্রেমোদ্দাম।
চৈতন্য-আবেশ হয় নকুলের দেহে।
শুনি শিবানন্দ আইল করিয়া সন্দেহে॥
পরীক্ষা করিতে তার ঘরে ইচ্ছা হইল।
বাহিরে রহিয়া তবে বিচার করিল॥
আপনে বোলান মোরে ইহা আমি জানি।
আমার ইষ্টমন্ত্র জানি কহেন আপনি॥
তবে জানি ইহাতে হয় চৈতন্য-আবেশে।
এত চিন্তি শিবানন্দ রহিলা দূরদেশে॥
অসংখ্য লোকের ঘটা কেহ আইসে যায়।
লোকের সংঘট্টে কেহ দর্শন না পায়॥
ব্রহ্মচারী কহে শিবানন্দ আছে দূরে।
জন দুই চারি যাহ বোলাহ তাহারে॥
চারিদিকে ধায় লোক শিবানন্দ বলি।
শিবানন্দ কোন তোমায় বোলায় ব্রহ্মচারী॥
শুনি শিবানন্দ মনে আনন্দ হইল।
নমস্কার করি তাঁর নিকটে বসিল॥
ব্রহ্মচারী বলে তুমি যে কৈলে সংশয়।
একমন হইয়া তাহা শুনহ নিশ্চয়॥
গৌর-গোপাল মন্ত্র তোমার চারি অক্ষর।
অবিশ্বাস ছাড় যেই করিয়াছ অন্তর॥
তবে শিবানন্দ মনে প্রতীতি হইল।
অনেক সম্মান করি বহু ভক্তি কৈল॥
এইমত মহাপ্রভুর অচিন্ত্য প্রভাব।
এবে শুন প্রভুর যৈছে হয় আবির্ভাব॥

শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে।
শ্রীবাস-কীর্ত্তনে আর রাঘবভবনে॥
এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা আবির্ভাব।
প্রেমাবিষ্ট হয় প্রভুর সহজ স্বভাব॥
নৃসিংহানন্দের আগে আবির্ভূত হইয়া।
ভোজন করিল তাহা শুন মন দিয়া॥
শিবানন্দের ভাগিনা শ্রীকান্ত সেন নাম।
প্রভুর কৃপাতে তেঁহো বড় ভাগ্যবান্॥
এক বৎসর তেঁহো প্রথম একেশ্বর।
প্রভু দেখিবারে আইল উৎকণ্ঠা অন্তর॥
মহাপ্রভু দেখি তারে বড় কৃপা কৈলা।
মাস দুই মহাপ্রভুর নিকট রহিলা॥
তবে প্রভু তারে আজ্ঞা কৈলা গৌড় যাইতে।
ভক্তগণে নিষেধিহ ইহাকে আসিতে॥
এ বৎসর তাঁহা আমি যাইব আপনে।
তাঁহাই মিলিব সব অদ্বৈতাদি সনে॥
শিবানন্দে কহিও আমি এই পৌষমাসে।
আচম্বিতে অবশ্য যাইব তার পাশে॥
জগদানন্দ হয় তাঁহা তেঁহো ভিক্ষা দিবে।
সবাকে কহিও এ বৎসর কেহ না আসিবে॥
শ্রীকান্ত আসিয়া গৌড়ে সন্দেশ কহিল।
শুনি ভক্তগণ মনে আনন্দ হইল॥
চলিতেছিলা আচার্য্য রহিলা স্থির হইয়া।
শিবানন্দ জগদানন্দ রহে প্রত্যাশা করিয়া॥
পৌষ মাস আইল দোঁহে সামগ্রী করিয়া।
সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রহে অপেক্ষা করিয়া॥
এইমত মাস গেল গোসাঞি না আইলা।
জগদানন্দ শিবানন্দ দুঃখিত হইলা॥
আচম্বিতে নৃসিংহানন্দ তাঁহাই আইল।
দোঁহে তাঁরে মিলি তবে স্থানে বসাইল॥

দোঁহার দুঃখ দেখি কহে নৃসিংহানন্দ।
তোমা দোঁহাকারে কেন দেখি নিরানন্দ॥
তবে শিবানন্দ তাঁরে সকল কহিলা।
আসিতে আজ্ঞা দিয়া প্রভু কেন না আইলা॥
শুনি ব্রহ্মচারী কহে করহ সন্তোষে।
আমি ত আনিব তাঁরে তৃতীয় দিবসে॥
তাঁহার প্রভাব-প্রেম জানে দুই জনে।
আনিবে প্রভুরে এই নিশ্চয় কৈল মনে॥
প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী তাঁর ছিল নিজ নাম।
নৃসিংহানন্দ নাম তাঁর কৈল গৌরধাম॥
দুই দিন ধ্যান করি শিবানন্দেরে কহিল।
পানিহাটি গ্রামে আমি প্রভুরে আনিল॥
কালি মধ্যাহ্নে তেঁহো আসিবেন তোমার ঘরে।
পাকসামগ্রী আন আমি ভিক্ষা দিব তাঁরে॥
তবে তাঁকে এথা আমি আনিব সত্বর।
নিশ্চয় কহিল কিছু সন্দেহ না কর॥
যে চাহিয়ে তাহা কর হইয়া তৎপর।
অতি ত্বরায় করিব পাক শুন অতঃপর॥
পাকসামগ্রী আন আমি যেই চাই।
যে মাগিল শিবানন্দ আনি দিল তাই॥
প্রাতঃকালে হৈতে পাক করিল অপার।
নানা সূপ ব্যঞ্জন পিঠা ক্ষীর উপহার॥
জগন্নাথের ভিন্ন ভোগ কতক বাঢ়িল।
চৈতন্য প্রভুর লাগি আর ভোগ কৈল॥
ইষ্টদেব নৃসিংহ লাগি পৃথক্ বাঢ়িল।
তিনজনে সমর্পিয়া বাহিরে ধ্যান কৈল॥
দেখি শীঘ্র আসি বসিলা চৈতন্যগোসাঞি।
তিন ভোগ খাইল কিছু অবশিষ্ট নাই॥
আনন্দে বিহ্বল প্রদ্যুম্ন পড়ে অশ্রুধার।
হা হা কিবা কর বলি করয়ে ফুৎকার॥

জগন্নাথে তোমায় ঐক্য খাও তাঁর ভোগ।
নৃসিংহের ভোগ কেন কর উপযোগ॥
নৃসিংহের জানি হৈল আজি উপবাস।
ঠাকুর উপবাসী রহে জীয়ে কৈছে দাস॥
ভোজন দেখিয়া তার হৃদয়ে উল্লাস।
নৃসিংহে লক্ষ্য করি করে বাহিরে দুঃখাভাস॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ চৈতন্যগোসাঞি।
জগন্নাথ নৃসিংহ সহ কিছু ভেদ নাই॥
ইহা জানিবারে প্রদ্যুম্নের গূঢ় হৈতে মন।
তাহা দেখাইল প্রভু করিয়া ভোজন॥
ভোজন করিয়া প্রভু গেলা পানিহাটি।
সন্তোষ পাইল দেখি ব্যঞ্জন পরিপাটী॥
শিবানন্দ কহে কেনে করহ ফুৎকার।
ব্রহ্মচারী কহে তোমার প্রভুর ব্যবহার॥
তিনজনার ভোগ তেঁহো একলা খাইল।
জগন্নাথ-নৃসিংহের উপবাস হৈল॥
শুনি শিবানন্দ চিত্তে হইল সংশয়।
কিবা প্রেমাবেশে কহে কিবা সত্য হয়॥
তবে শিবানন্দে কিছু কহে ব্রহ্মচারী।
সামগ্রী আন নৃসিংহের পুনঃ পাক করি॥
তবে শিবানন্দ ভোগসামগ্রী আনিল।
পাক করি নৃসিংহের ভোগ লাগাইল॥
বর্ষান্তরে শিবানন্দ লইয়া ভক্তগণ।
নীলাচলে দেখে যাইয়া প্রভুর চরণ॥
একদিন সভাতে প্রভু বাত চালাইলা।
নৃসিংহানন্দের গুণ কহিতে লাগিলা॥
গত বর্ষে পৌষে মোরে করাইল ভোজন।
কভু নাহি খাই ঐছে মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন॥
শুনি ভক্তগণ মনে আশ্চর্য্য মানিল।
শিবানন্দের মনে তবে প্রত্যয় জন্মিল॥

এইমত শচী-গৃহে সতত ভোজন।
শ্রীবাসের গৃহে করেন কীর্ত্তন-দর্শন॥
নিত্যানন্দের নৃত্য দেখে আসি বারে বারে।
নিরন্তর আবির্ভাব রাঘবের ঘরে॥
প্রেমবশ গৌরপ্রভু যাঁহা প্রেমোত্তম।
প্রেমবশ হই তেঁহো দেন দরশন॥
শিবানন্দের প্রেম-সীমা কে কহিতে পারে।
যার প্রেমে বশ প্রভু আইসে বারে বারে॥
এই ত কহিল গৌরের আবির্ভাব।
ইহা যেই শুনে জানে চৈতন্য-প্রভাব॥
পুরুষোত্তমে প্রভুপাশে ভগবান আচার্য্য।
পরম বৈষ্ণব তেঁহো সুপণ্ডিত আর্য্য॥
সখ্যভাবাক্রান্ত চিত্ত গোপ-অবতার।
স্বরূপগোসাঞি সহ সখ্যব্যবহার॥
একান্তভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্য-চরণ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুকে তেঁহো করে নিমন্ত্রণ॥
ঘরে ভাত করি করে বিবিধ ব্যঞ্জন।
একলে প্রভুকে লইয়া করান ভোজন॥
তার পিতা বিষয়ী বড় শতানন্দ খান।
বিষয়বিমুখ আচার্য্য বৈরাগ্যপ্রধান॥
গোপাল ভট্টাচার্য্য নাম তার ছোট ভাই।
কাশীতে বেদান্ত পড়ি গেল তাঁর ঠাঁই॥
আচার্য্য তাহারে প্রভু-পদে মিলাইলা।
অন্তর্যামী প্রভু চিত্তে সুখ না পাইলা॥
আচার্য্য সম্বন্ধে বাহ্যে করে প্রীতিভাব।
কৃষ্ণভক্তি বিনা প্রভুর না হয় উল্লাস॥
স্বরূপেরে আচার্য্য কহে আর দিনে।
বেদান্ত পড়ি গোপাল আসিয়াছে এখানে॥
সবে মিলি আসি শুনি তাঙ্গ ইহার স্থানে।
প্রেম-ক্রোধ করি স্বরূপ বলয়ে বচনে॥

বুদ্ধিভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে।
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে॥
বৈষ্ণব হইয়া যেবা শারীরক ভাষ্য শুনে।
সেব্য সেবক ছাড়ি আপনাকে ঈশ্বর মানে॥
মহাভাগবত কৃষ্ণ প্রাণধন যার।
মায়াবাদ শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তার॥
আচার্য্য কহে আমা সবার কৃষ্ণনিষ্ঠ চিত্তে।
আমা সবার মন ভাষ্য নারে ফিরাইতে॥
স্বরূপ কহে তথাপি মায়াবাদ শ্রবণে।
চিদ্‌ব্রহ্ম মায়া মিথ্যা এইমাত্র শুনে॥
জীব জ্ঞান কল্পিত ঈশ্বরে সকল অজ্ঞান।
যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মন-প্রাণ॥
লজ্জা ভয় পাইয়া আচার্য্য মৌন হইলা।
আর দিন গোপালেরে দেশে পাঠাইলা॥
একদিন আচার্য্য প্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত করি করে বিবিধ ব্যঞ্জন॥
ছোট হরিদাস নাম প্রভুর কীর্ত্তনীয়া।
তাহারে কহেন ডাকি আপনে আসিয়া॥
মোর নামে শিখিমাহিতীর ভগিনী-স্থান গিয়া।
উত্তম চাল একমণ আনহ মাগিয়া॥
মাহিতীর ভগিনীর নাম মাধবী দেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরম বৈষ্ণবী॥
প্রভু লেখা করে যারে রাধিকার গণ।
জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিনজন॥
স্বরূপগোসাঞি আর রায় রামানন্দ।
শিখিমাহিতী তিন তার ভগিনী অর্দ্ধজন॥
তার ঠাঞি তণ্ডুল মাগি আনিল হরিদাস।
তণ্ডুল দেখি আচার্য্যের অধিক উল্লাস॥
স্নেহে রান্ধিল প্রভুর প্রিয় যে ব্যঞ্জন।
দেউল প্রসাদ আদা চাকি লেম্বু সলবণ॥

মধ্যাহ্নে আসিয়া প্রভু ভোজনে বসিলা।
শাল্যন্ন দেখি প্রভু আচার্য্যে পুছিলা॥
উত্তম অন্ন এত তণ্ডুল কাহাতে পাইলা।
আচার্য্য কহে মাধবী-পাশ মাগিয়া আনিল॥
প্রভু কহে কোন যাই মাগিয়া আনিল।
ছোট হরিদাসের নাম আচার্য্য কহিল॥
অন্ন প্রশংসিয়া প্রভু ভোজনে বসিলা।
নিজগৃহে আসি গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা॥
আজি হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা।
ছোট হরিদাসে ইহাঁ আসিতে না দিবা॥
দ্বার মানা হরিদাস দুঃখী হৈলা মনে।
কি লাগিয়া দ্বার মানা কেহ নাহি জানে॥
তিন দিন হরিদাস করে উপবাস।
স্বরূপাদি সবে পুছিল প্রভুর পাশ॥
কোন অপরাধ প্রভু কৈল হরিদাস।
কি লাগিয়া দ্বার মানা করে উপবাস॥
প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥

ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥
এত বলি মহাপ্রভু অভ্যন্তরে গেলা।
গোসাঞির আবেশ দেখি সবে মৌন হৈলা॥
আর দিন সবে মিলি প্রভুর চরণে।
হরিদাস লাগি কিছু কৈল নিবেদনে॥
অল্প অপরাধ প্রভু করহ প্রসাদ।
এবে শিক্ষা হইল না করিবে অপরাধ॥
প্রভু কহে কভু নহে বশ মোর মন।

প্রকৃতি সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন॥
নিজ কার্য্যে যাহ সবে ছাড় বৃথা কথা।
কহ যদি পুনঃ আমা না দেখিবে হেথা॥
এত শুনি সবে নিজ কর্ণে হস্ত দিয়া।
নিজ নিজ কার্য্যে সবে গেলা ত উঠিয়া॥
মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিতে চলি গেলা।
বুঝন না যায় এই মহাপ্রভুর লীলা॥
আর দিন সবে পরমানন্দপুরী স্থানে।
প্রভুকে প্রসন্ন কর কৈল নিবেদনে॥
তবে পুরী একা প্রভু-স্থানে আসিলা।
নমস্করি প্রভু তারে সম্ভ্রমে বসাইলা॥
পুছিল কি আজ্ঞা কেনে কৈলে আগমন।
হরিদাসে প্রসাদ লাগি কৈল নিবেদন॥
শুনিয়া কহেন প্রভু শুনহ গোসাঞি।
সব বৈষ্ণব লঞা তুমি রহ এই ঠাঞি॥
মোরে আজ্ঞা দেও মুঞি যাঙ আলালনাথ।
একলে রহিব তাঁহা গোবিন্দ মাত্র সাথ॥
এত বলি প্রভু যদি গোবিন্দে বোলাইলা।
পুরীকে নমস্কার করি উঠিয়া চলিলা॥
আস্তে ব্যস্তে পুরী তবে প্রভু-স্থানে গেলা।
অনুনয় করি প্রভুরে ঘরে ফিরাইলা॥
তোমার যে ইচ্ছা কর স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কেবা কি বলিতে পারে তোমার উপর॥
লোকহিত লাগি তোমার সব ব্যবহার।
আমি সব না জানি গম্ভীর হৃদয় তোমার॥
এত বলি পুরীগোসাঞি গেলা নিজস্থানে।
হরিদাস-স্থানে গেলা সব ভক্তগণে॥
স্বরূপগোসাঞি কহে শুন হরিদাস।
সবে তোমার হিত বাঞ্ছি করহ বিশ্বাস॥
প্রভু হঠ করিয়াছেন স্বতন্ত্র ঈশ্বর।

কভু কৃপা করিবেন দয়ালু অন্তর ॥
তুমি হঠ কৈলে আর হঠ সে বাড়িবে।
স্নান ভোজন কৈলে আপনে ক্রোধ যাবে ॥
এত বলি তারে স্নান ভোজন করাইয়া।
আপন ভবনে আইলা তারে আশ্বাসিয়া ॥
প্রভু যদি যান জগন্নাথ দরশনে।
দূরে রহি হরিদাস করেন দর্শনে ॥
মহাপ্রভু কৃপাসিন্ধু কে পারে বুঝিতে।
নিজ ভক্তে দণ্ড করে ধর্ম্ম বুঝাইতে ॥
দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে।
স্বপ্নেও ছাড়িল সবে স্ত্রী-সম্ভাষণে ॥
এইমতে হরিদাসের এক বৎসর গেল।
তবু মহাপ্রভু-মনে প্রসাদ নহিল ॥
রাত্রি শেষে প্রভুরে দণ্ডবৎ করিঞা।
প্রয়াগেতে গেল কারে কিছু না বলিয়া ॥
প্রভুপাদপ্রাপ্তি লাগি সঙ্কল্প করিল।
ত্রিবেণী প্রবেশ করি প্রাণ ছাড়িল ॥
সেইক্ষণে প্রভু-স্থানে দিব্যদেহে আইলা।
প্রভু-কৃপা পাঞা অন্তর্ধানে রহিলা ॥
রাত্র্যে প্রভুরে শুনায় অন্যে নাহি জানে।
একদিন মহাপ্রভু পুছিলা ভক্তগণে ॥
হরিদাস কাহাঁ তারে আনহ এখানে ॥
সবে কহে হরিদাস বর্ষপূর্ণ দিনে।
রাত্র্যে উঠি কাহাঁ গেলা কেহ নাহি জানে ॥
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা।
সব ভক্তগণ-মনে বিস্ময় জন্মিলা ॥
একদিন জগদানন্দ স্বরূপ গোবিন্দ।
কাশীশ্বর শঙ্কর দামোদর মুকুন্দ ॥
সমুদ্রস্নানে গেলা সবে শুনে কত দূরে।
হরিদাস গায়েন যেন ডাকি কণ্ঠস্বরে ॥

মনুষ্য না দেখে মধুর গীত মাত্র শুনে।
গোবিন্দাদি সবে মিলি কৈল অনুমানে॥
বিষাদি খাইয়া হরিদাস আত্মঘাত কৈল।
সেই পাপে জানি ব্রহ্মরাক্ষস হইল॥
আকার না দেখি মাত্র শুনি তার গান।
স্বরূপ কহেন এই মিথ্যা অনুমান॥
আজন্ম কৃষ্ণ-কীর্ত্তন প্রভুর সেবন।
প্রভুর কৃপাপাত্র আর ক্ষেত্রের মরণ॥
দুর্গতি না হয় তার সদ্‌গতি যে হয়।
প্রভুর ভঙ্গী এই পাছে জানিবে নিশ্চয়॥
প্রয়াগ হৈতে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপ আইলা।
হরিদাসের বার্ত্তা তেহো সবারে কহিলা॥
যৈছে সঙ্কল্প যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিলা।
শুনি শ্রীবাসাদি সবে বিস্ময় হইলা॥
বর্ষান্তরে শিবানন্দ সব ভক্ত লঞা।
প্রভুরে মিলিলা আসি আনন্দিত হঞা॥
হরিদাস কাহাঁ যদি শ্রীবাস পুছিল।
স্ব-কর্ম্মফলভুক্ পুমান্ প্রভু উত্তর দিল॥
তবে শ্রীবাস তার বৃত্তান্ত কহিল।
যৈছে সঙ্কল্প যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিল॥
শুনি প্রভু হাসি কহে সুপ্রসন্ন চিত্ত।
প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত॥
স্বরূপাদি মিলি তবে বিচার করিলা।
ত্রিবেণী প্রভাবে হরিদাস প্রভু-পাশে আইলা॥
এইমত লীলা করে শচীর নন্দন।
যাহা শুনি ভক্তগণের জুড়ায় কর্ণ-মন॥
আপন কারুণ্য লোকের বৈরাগ্য শিক্ষণ।
ভক্তের গাঢ় অনুরাগ প্রকটীকরণ॥
তীর্থের মহিমা নিজ ভক্তে আত্মসাৎ।
এক লীলায় করে প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত॥

মধুর চৈতন্যলীলা সমুদ্রগম্ভীর।
লোকে নাহি বুঝে বুঝে যেই ভক্ত ধীর॥
বিশ্বাস করিয়া শুন চৈতন্যচরিত।
তর্ক না করিহ তর্কে হৈবে বিপরীত॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
পুরুষোত্তমে এক উড়িয়া ব্রাহ্মণকুমার।
পিতৃশূন্য মহাসুন্দর মৃদু ব্যবহার॥
প্রভুস্থানে নিত্য আইসে করে নমস্কার।
প্রভুসনে বাত কহে প্রভু প্রাণ তার॥
প্রভুতে তাহার প্রীতি প্রভু দয়া করে।
দামোদর তার প্রীতি সহিতে না পারে॥
বারবার নিষেধ করে ব্রাহ্মণকুমারে।
প্রভু না দেখিলে সেই রহিতে না পারে॥
নিত্য আইসে প্রভু তারে করে মহাপ্রীতি।
যাঁহা প্রীতি তাঁহা আইসে বালকের রীতি॥
তাহা দেখি দামোদর দুঃখ পায় মনে।
বলিতে না পারে বালক নিষেধ না মানে॥
আর দিন সে বালক প্রভুস্থানে আইলা।
গোসাঞি তারে প্রীতি করি বার্ত্তা পুছিলা॥
কতক্ষণে সে বালক উঠি ঘরে গেলা।
সহিতে না পারি দামোদর কহিতে লাগিলা॥
অন্যোপদেশে পণ্ডিত কাহাঁ গোসাঞির ঠাঞি।
গোসাঞি গোসাঞি এবে জানিব গোসাঞি॥

এবে গোসাঞিঁর গুণ সব লোকে গাইবে।
গোসাঞিঁর প্রতিষ্ঠা সব পুরুষোত্তমে হৈবে॥
শুনি প্রভু কহে কাহাঁ কহ দামোদর।
দামোদর কহে তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
মুখর জগতের মুখ পার আচ্ছাদিতে॥
স্বচ্ছন্দ আচার কর কে পারে বলিতে।
পণ্ডিত হইয়া মনে কেন বিচার না কর।
রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেনে কর॥
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী।
তথাপি তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী॥
তুমিহ পরম যুবা পরম সুন্দর।
লোক-কাণাকাণি বাতে দেহ অবসর॥
এত বলি দামোদর মৌন হইলা।
অন্তরে সন্তোষ প্রভু হাসি বিচারিলা॥
ইহাকে কহিয়ে শুদ্ধ প্রেমের তরঙ্গ।
দামোদর সম মোর নাহি অন্তরঙ্গ॥
এতেক বিচারি প্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা॥
আর দিনে দামোদরে নিভৃতে বোলাইলা।
প্রভু কহে দামোদর চলহ নদীয়া॥
মাতার সমীপে তুমি রহ তাহা যাঞা।
তোমা বিনা তাহাকে রক্ষক নাহি আন।
আমাকেই যাতে তুমি কৈলে সাবধান॥
তোমা সম নিরপেক্ষ নাহি মোর গণে।
নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে॥
আমা হৈতে যে না হয় সে তোমা হৈতে হয়।
আমাকে করিলে দণ্ড আন কেবা হয়॥
মাতার গৃহে রহ যাহ মাতার চরণে।
তব আগে নাহি কার স্বচ্ছন্দাচরণে॥
মধ্যে মধ্যে কভু আসিও আমার দর্শনে।
শীঘ্র করি পুনঃ তাঁহা করিও গমনে॥

মাতাকে কহিও মোর কোটি নমস্কারে।
মোর সুখের কথা কহি সুখ দিহ তাঁরে॥
নিরন্তর নিজকথা তোমারে শুনাইতে।
এই লাগি প্রভু মোরে পাঠাইল ইহাতে॥
এত কহি মাতার মনে সন্তোষ জন্মাইও।
আর গুহ্য কথা তাঁরে স্মরণ করাইও॥
বারবার আসি আমি তোমার ভবনে।
মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন সব করিয়ে ভোজনে॥
ভোজন করি যে আমি তুমি তাহা জান।
বাহ্য বিরহে তাহা স্ফূর্ত্তি করি মান॥
এই মাঘ-সংক্রান্ত্যে তুমি রন্ধন করিলা।
নানা ব্যঞ্জন ক্ষীর পিঠা পায়স রান্ধিলা॥
কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়া যবে কৈলে ধ্যানে।
আমা স্ফূর্ত্তি হৈল অশ্রু ভরিল নয়ানে॥
আস্তে-ব্যস্তে আমি গিয়া সকল খাইল।
আমি খাই দেখি তোমার সুখ উপজিল॥
ক্ষণেক অশ্রু মুছিয়া শূন্য দেখি পাত।
স্বপ্ন দেখিলে যেন নিমাই খাইল ভাত॥
বাহ্য বিরহ দশায় পুনঃ ভ্রান্তি হৈল।
ভোগ না লাগাইল এই সব জ্ঞান হৈল॥
পাকপাত্রে দেখেন সব অন্ন আছে ভরি।
পুনঃ ভোগ লাগাইল স্থান সংস্কার করি॥
এইমত বারবার করাইয়ে ভোজন।
তব শুদ্ধ প্রেমে মোরে করে আকর্ষণ॥
তোমার আজ্ঞাতে আমি আছি নীলাচলে।
নিকটে লওয়ায় আমা তোমার প্রেমবলে॥
এইমত বারবার করাইহ স্মরণ।
মোর নাম লঞা তাঁর বন্দিহ চরণ॥
এত কহি জগন্নাথের প্রসাদ আনাইল।
মাতাকে বৈষ্ণবে দিতে পৃথক্ পৃথক্ কৈল॥

তবে দামোদর চলি নদীয়া আইলা।
মাতাকে মিলিয়া তাঁর চরণে রহিলা॥
আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে মহাপ্রসাদ দিল।
প্রভুর যৈছে আজ্ঞা তাহা আচরিল॥
দামোদর-আগে স্বাতন্ত্র্য না হয় কাহার।
তার ভয়ে সবে করে সঙ্কোচ ব্যবহার॥
প্রভুগণে যার দেখে মর্য্যাদা-লঙ্ঘন।
বাক্যদণ্ড করি করে মর্য্যাদা-স্থাপন॥
এই যে কহিল দামোদরের বাক্যদণ্ড।
যাহার শ্রবণে ভাগে অজ্ঞান-পাষণ্ড॥
চৈতন্যের লীলা গম্ভীর কোটিসমুদ্র হৈতে।
কি লাগি কি করে কেহ না পারে বুঝিতে॥
অতএব গূঢ় অর্থ কিছুই না জানি।
বাহ্য অর্থ করিবারে করি টানাটানি॥
একদিন প্রভু হরিদাসেরে মিলিলা।
তাঁহা লঞা গোষ্ঠী করি তাঁহারে পুছিলা॥
হরিদাস কলিকালে যবন অপার।
গো-ব্রাহ্মণ হিংসা করে মহাদুরাচার॥
ইহা সবার কোন মতে হইবে নিস্তার।
তাহার হেতু না দেখিয়ে এ দুঃখ অপার॥
হরিদাস কহে প্রভু চিন্তা না করিও।
যবনের সংসার দেখি দুঃখ না ভাবিও॥
যবন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে।
হারাম হারাম বলি কহে নামাভাসে॥
মহাপ্রেমে ভক্ত কহে হা রাম হা রাম।
যবনের ভাগ্য দেখ লয় সেই নাম॥
যত্তপি সঙ্কেতে তার হয় নামাভাস।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ॥

নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি।

শ্রীভাগবতে তাহা অজামিল সাক্ষী॥
শুনিয়া প্রভুর সুখ বাড়য়ে অন্তরে।
পুনরপি ভঙ্গী করি পুছয়ে তাহারে॥
পৃথিবীতে বহু জীব-স্থাবর-জঙ্গম।
ইহা সবার কি প্রকারে হইবে মোচন॥
হরিদাস কহে প্রভু সে কৃপা তোমার।
স্থাবর-জঙ্গম আগে করিয়াছ নিস্তার॥
তুমি যে করিয়াছ উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীর্ত্তন।
স্থাবর-জঙ্গমের সেই হয়ত শ্রবণ॥
শুনিয়া জঙ্গমের হয় সংসার ক্ষয়।
স্থাবরেরে শব্দ লাগে প্রতিধ্বনি হয়॥
প্রতিধ্বনি নহে সেই করয়ে কীর্ত্তন।
তোমার কৃপায় এই অকথ্যকথন॥
সকল জগতে হয় উচ্চ সংকীর্ত্তন।
শুনি প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর-জঙ্গম॥
যৈছে কৈলে ঝারিখণ্ডে বৃন্দাবন যাইতে।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য কহিয়াছে আমাতে॥
বাসুদেব জীব লাগি কৈল নিবেদন।
তবে অঙ্গীকার কৈলে জীবের মোচন॥
জগৎ নিস্তারিতে এই তোমার অবতার।
ভক্তগণ আগে তাতে কৈলে অঙ্গীকার॥
উচ্চ সংকীর্ত্তন তানে করিয়া প্রচার।
স্থির চর জীবের খণ্ডাইলে সংসার॥
প্রভু কহে সব জীব মুক্তি যবে পাইবে।
এই ত ব্রহ্মাণ্ড তবে সব শূন্য হৈবে॥
হরিদাস বলে তোমার যাবৎ মর্ত্ত্যে স্থিতি।
তাবৎ স্থাবর-জঙ্গম সর্ব্বজীবজাতি॥
সব মুক্তি করি তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইবে।
সূক্ষ্মজীবে পুনঃ কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিবে॥
সেই জীব হৈবে ইহা স্থাবর-জঙ্গম।

তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাণ্ড যেন পূর্ব্ব-সম ॥
রঘুনাথ যেন সব অযোধ্যা লইয়া।
বৈকুণ্ঠ গেলা অন্য জীবে অযোধ্যা ভরিয়া॥
অবতার তুমি ঐছে পাতিয়াছ হাট।
কেহ না বুঝিতে পারে তোমার গূঢ়নাট॥
পূর্ব্বে যেন ব্রজে কৃষ্ণ করি অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ড জীবের খণ্ডাইল সংসার॥

তবে মহাপ্রভু নিজ ভক্ত-পাশে যাইয়া।
হরিদাসের গুণ কহে শতমুখ হইয়া॥
ভক্তের গুণ কহিতে প্রভুর বাঢ়য়ে উল্লাস।
ভক্তগণশ্রেষ্ঠ তাতে শ্রীহরিদাস॥
হরিদাসের গুণগান অসংখ্য অপার।
কেহ কোন অংশে বর্ণে নাহি পায় পার॥
চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীবৃন্দাবনদাস।
হরিদাসের গুণ কিছু করিয়াছে প্রকাশ॥
সব কহা না যায় হরিদাসের অনন্ত চরিত্র।
কেহ কিছু কহে করিতে আপনাপবিত্র॥
বৃন্দাবনদাস যাহা না কৈল বর্ণন।
হরিদাসের গুণ কিছু শুন ভক্তগণ॥
হরিদাস যবে নিজে গৃহত্যাগ কৈলা।
বেনাপোলের বনমধ্যে কত দিন রহিলা॥
নির্জ্জন বনে কুটীর করি তুলসী-সেবন।
রাত্রিদিনে তিন লক্ষ নাম-সংকীর্ত্তন॥
ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষা-নির্ব্বাহন।
প্রভাবে সকল লোক করয়ে পূজন॥
সেই দেশাধ্যক্ষ নাম রামচন্দ্র খান।
বৈষ্ণবদ্বেষী সেই পাষণ্ড-প্রধান॥
হরিদাসে লোক পূজে সহিতে না পারে।
তার অপমান করিতে নানা উপায় করে॥

কোন প্রকারে হরিদাসের ছিদ্র নাহি পায়।
বেশ্যাগণে আনি করে ছিদ্রের উপায়॥
বেশ্যাগণে কহে এই বৈরাগী হরিদাস।
তুমি সব কর ইহার বৈরাগ্য-ধর্মনাশ॥
বেশ্যাগণ মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী।
সে কহে তিন দিনে হরিব তার মতি॥
খান কহে মোর পাইক যাউক তোমার সনে।
তোমার সহিত একত্র তারে ধরি যেন আনে॥
বেশ্যা কহে মোর সঙ্গ হউক একবার।
দ্বিতীয়বারে পাইক লইব তোমার॥
রাত্রিকালে সেই বেশ্যা সুবেশ ধরিয়া।
হরিদাসের বাসা গেল উল্লসিত হৈয়া॥
তুলসী নমস্করি হরিদাসের দ্বারে যাইয়া।
গোসাঞিরে নমস্করি রহিলা দাণ্ডাইয়া॥
অঙ্গ উঘাড়িয়া দেখায় বসিয়া দুয়ারে।
কহিতে লাগিল কিছু সুমধুর-স্বরে॥
ঠাকুর তুমি পরমসুন্দর প্রথম যৌবন।
তোমা দেখি কোন নারী ধরিতে নারে মন॥
তোমার সঙ্গম লাগি লুব্ধ মোর মন।
তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ॥
হরিদাস কহে তোমারে করিব অঙ্গীকার।
সংখ্যা নাম সংকীর্ত্তন যাবৎ না হয় আমার॥
তাবৎ তুমি বসি শুন নাম-সংকীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে করিব যে তোমার মন॥
এত শুনি সেই বেশ্যা বসিয়া রহিল।
কীর্ত্তন করে হরিদাস প্রাতঃকাল হৈল॥
প্রাতঃকাল দেখি বেশ্যা উঠিয়া চলিলা।
সমাচার রামচন্দ্র খানেরে কহিলা॥
আজি আমার সঙ্গ করিবে কহিলা বচনে।
অবশ্য তাঁহার সঙ্গে হইবে সঙ্গমে।

আর দিন রাত্রি হৈলে বেশ্যা আইল।
হরিদাস বহু তারে আশ্বাস করিল॥
কালি দুঃখ পাইলে অপরাধ না লইবে মোর।
অবশ্য করিব আমি তোমায় অঙ্গীকার॥
তাবৎ ইহা বসি শুন নাম সংকীর্ত্তন।
নাম পূর্ণ হৈল পূর্ণ হৈবে তোমার মন॥
তুলসীকে তবে বেশ্যা নমস্কার করি।
দ্বারে বসি নাম শুনে বলে হরি হরি॥
রাত্রিশেষ হৈল বেশ্যা উষিপিষি করে।
তার রীতি দেখি হরিদাস কহেন তাহারে॥
কোটি-নাম-গ্রহণ যজ্ঞ করি একমাসে।
এই দীক্ষা করিয়াছি হৈল রাত্রিশেষে॥
আজি সমাপ্ত হৈলে তবে হবে ব্রতভঙ্গ।
স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ॥
বেশ্যা গিয়া সমাচার খানেরে কহিলা।
আর দিন সন্ধ্যাকালে ঠাকুর-ঠাঞি আইলা॥
তুলসীকে ঠাকুরকে নমস্কার করি।
দ্বারে বসি নাম শুনে বলে হরি হরি॥
নাম পূর্ণ হৈবে আজি বলে হরিদাস।
তবে পূর্ণ করিব তোমার অভিলাষ॥
কীর্ত্তন করিতে ঐছে রাত্রি শেষ হৈল।
ঠাকুরের সনে বেশ্যার মন ফিরি গেল॥
দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে ঠাকুর-চরণে।
রামচন্দ্র খানের কথা কৈল নিবেদনে॥
বেশ্যা হইয়া মুঞি পাপ করিয়াছি অপার।
কৃপা করি মুঞি অধমে করহ নিস্তার॥
ঠাকুর কহে খানের কথা সব আমি জানি।
অজ্ঞ মূর্খ সেই তাহে দুঃখ নাহি মানি॥
সেইদিন যাইতাম এ স্থান ছাড়িয়া।
তিন দিন রহিলাম তোমার লাগিয়া॥

বেশ্যা কহে কৃপা করি কর উপদেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য যাতে যায় ভবক্লেশ॥
ঠাকুর কহে ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান।
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম॥
নিরন্তর নাম কর তুলসী-সেবন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥
এত বলি তারে নাম উপদেশ করি।
উঠীয়া চলিলা ঠাকুর বলি হরি হরি॥
তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল।
গৃহ-বিত্ত যেবা ছিল ব্রাহ্মণেরে দিল॥
মাথা মুড়ি একবস্ত্রে রহিলা সেই ঘরে।
রাত্রি-দিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে॥
তুলসী-সেবন করে চর্ব্বণ উপবাস।
ইন্দ্রিয়দমন হৈল প্রেমের প্রকাশ॥
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্ত।
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্ত॥
বেশ্যার চরিত্র দেখি লোকে চমৎকার।
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার॥
রামচন্দ্র খান অপরাধ-বীজ রুইল।
সেই বীজ বৃক্ষ হইয়া আগেতে ফলিল॥
মহদপরাধের হৈল ফল অদ্ভুত কথন।
প্রস্তাব পাইয়া কহি শুন ভক্তগণ॥
সহজেই অবৈষ্ণব রামচন্দ্র খান।
হরিদাসের অপরাধে হৈল অসুর সমান॥
বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নিন্দা করে বৈষ্ণব অপমান।
বহুদিনের অপরাধে পাইল পরিণাম॥
নিত্যানন্দগোসাঞি গৌড়ে যবে আইলা।
প্রেম প্রচারিতে তবে ভ্রমিতে লাগিলা॥
প্রেম-প্রচারণ আর পাষণ্ড দলন।
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥

পর্য্যটিয়া নিত্যানন্দ আইলা তার ঘরে।
আসিয়া বসিলা দুর্গা-মণ্ডপ ভিতরে॥
অনেক লোকজন সঙ্গে অঙ্গন ভরিল।
ভিতর হৈতে রামচন্দ্র সেবক পাঠাইল॥
সেবক বলে গোসাঞি মোরে পাঠাইল খান।
গৃহস্থের ঘরে তোমায় দিব বাসস্থান॥
গোয়ালার গো-শালা হয় অত্যন্ত বিস্তার।
ইহা সঙ্কীর্ণ স্থল তোমার মানুষ অপার॥
ভিতরে আছিলা ক্রোধে শুনি বাহির হইলা।
অট্ট অট্ট হাসি গোসাঞি কহিতে লাগিলা॥
সত্য কহে এই ঘরে মোর যোগ্য নয়।
ম্লেচ্ছ গো-বধ করে তার যোগ্য হয়।
এত বলি ক্রোধে গোসাঞি উঠিয়া চলিলা।
তারে দণ্ড দিতে সে গ্রামে না রহিলা॥
ইহা রামচন্দ্র খান সেবকে আজ্ঞা দিলা।
গোসাঞি যাঁহা বসিলা তাঁহা মাটি খোদাইলা॥
গোময়জলে লেপিলা সব মন্দিরপ্রাঙ্গণ।
তবু রামচন্দ্রের মন না হৈল প্রসন্ন॥
দস্যুবৃত্তি করে রামচন্দ্র রাজায় না দেয় কর।
ক্রুদ্ধ হইয়া ম্লেচ্ছ-উজীর আইল তার ঘর॥
আসি সেই দুর্গা-মণ্ডপে বাসা কৈল।
অবধ্য বধ করি ঘরে মাংস রান্ধাইল॥
স্ত্রী-পুত্র সহিতে রামচন্দ্রেরে বান্ধিয়া।
তার ঘর গ্রাম লুটে তিন দিন রহিয়া॥
সেই ঘরে তিন দিন অমেধ্য রন্ধন।
আর দিন সবা লইয়া করিল গমন॥
জাতি-ধন-জন খানের সকল লইল।
বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রাম উজাড় রহিল॥
মহান্তের অপমান যে দেশে-গ্রামে হয়।
একজনার দোষে সব দেশ উজাড়য়॥

হরিদাস ঠাকুর চলি আইলা চান্দপুরে।
আসিয়া রহিলা বলরাম আচার্য্যের ঘরে॥
হিরণ্য গোবর্দ্ধন মুলুকের মজুমদার।
তাঁর পুরোহিত বলরাম নাম তাঁর॥
হরিদাসের কৃপামাত্র তাতে ভক্তিমানে।
যত্ন করি ঠাকুরে রাখিল সেই গ্রামে॥
নির্জ্জনে পর্ণশালায় করেন কীর্ত্তন।
বলরাম আচার্য্য-গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ॥
রঘুনাথ দাস বালক করে অধ্যয়ন।
হরিদাস ঠাকুরে যাই করয়ে দর্শন॥
হরিদাস কৃপা করে তাহার উপরে।
সেই কৃপা কারণ হৈল চৈতন্য পাইবারে॥
তাঁহা যৈছে হৈল হরিদাসের কথন।
ব্যাখ্যান অদ্ভুত কথা শুন ভক্তগণ॥
একদিন বলরাম বিনতি করিয়া।
মজুমদারের সভায় আইলা ঠাকুর লইয়া॥
ঠাকুর দেখি দুই ভাই কৈল অভ্যুত্থান।
পায়ে পড়ি আসন দিল করিয়া সম্মান॥
অনেক পণ্ডিত সভায় ব্রাহ্মণ সজ্জন।
দুই ভাই মহাপণ্ডিত হিরণ্য গোবর্দ্ধন॥
হরিদাসের গুণ সবে কহে পঞ্চমুখে।
শুনিয়া ত দুই ভাই পাইল বড় সুখে॥
তিন লক্ষ নাম ঠাকুর করেন কীর্ত্তন।
নামের মহিমা উঠাইল পণ্ডিতগণ॥
কেহ বলে নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।
কেহ বলে নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়॥
হরিদাস কহে নামের এই দুই ফল নয়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়॥

আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপ নাশ।

তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ॥

গোপাল চক্রবর্ত্তী নামে একজন।
মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা ব্রাহ্মণ॥
গৌড়ে রহে পাৎশা আগে আরিন্দাগিরি করে।
বারলক্ষ মুদ্রা সেই পাৎশারে ভরে॥
পরমসুন্দর পণ্ডিত নূতন যৌবন।
নামাভাসে মুক্তি শুনি না হৈল সহন॥
ক্রুদ্ধ হইয়া বলে সে সরোষ বচন।
ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুন পণ্ডিতের গণ॥
কোটিজন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই মুক্তি নয়।
এই কহে নামাভাসে সেই মুক্তি হয়॥
হরিদাস কহে কেন করহ সংশয়।
শাস্ত্রে কহে নামাভাস মাত্রে মুক্তি হয়॥
ভক্তি-সুখ আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়।
অতএব ভক্তগণ মুক্তি নাহি লয়॥
বিপ্র কহে নামাভাসে যদি মুক্তি হয়।
তবে তোমার নাক কাটি করহ নিশ্চয়॥
হরিদাস কহে যদি নামভাসে নয়।
তবে আমার নাক কাটি এই সুনিশ্চয়॥
শুনি সভাসদ উঠে করি হাহাকার।
মজুমদার সেই বিপ্রে করিল ধিক্কার॥
বলাই পুরোহিত তারে করিল ভর্ৎসন।
ঘটপটিয়া মূর্খ তুমি কাঁহা তোমার জ্ঞান॥
হরিদাস ঠাকুরে তুঞি কৈলি অপমান।
সর্ব্বনাশ হবে তোর না হবে কল্যাণ॥
শুনি হরিদাস তবে উঠিয়া চলিলা।
মজুমদার সেই বিপ্রে ত্যাগ করিলা॥
সভা সহিত হরিদাসের পড়িল চরণে।
হরিদাস হাসি কহে মধুর বচনে॥

তোমা সবার দোষ নাহি এই অজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
তার দোষ নাহি তার একনিষ্ঠ মন॥
তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ত্ব।
কোথা হৈতে জানিবে সেই এইসব তত্ত্ব॥
যাহ ঘরে কৃষ্ণ করুন কুশল সবার।
আমার সম্বন্ধে দুঃখ না হউক কাহার॥
তবে সে হিরণ্যদাস নিজ ঘর আইল।
সেই ব্রাহ্মণে নিজ দ্বার মানা কৈল॥

বিপ্রদুঃখ শুনি হরিদাস মনে দুঃখী হৈলা।
বলাই পুরোহিতে কহি শান্তিপুর আইলা॥
আচার্য্যে মিলিয়া কৈল দণ্ডবৎ প্রণাম।
অদ্বৈত আলিঙ্গন করি করিল সম্মান॥
গঙ্গাতীরে গোফা করি নির্জ্জনে তারে দিল।
ভাগবত-গীতার ভক্তি-অর্থ শুনাইল॥
আচার্য্যের ঘরে নিত্য ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ।
দুইজনা মিলি কৃষ্ণকথা-আস্বাদন॥
হরিদাস কহে গোসাঞি করি নিবেদন।
মোরে প্রত্যহ অন্ন দেহ কোন প্রয়োজন॥
মহা মহা বিপ্র হেথা কুলীন-সমাজ।
আমার আদর কর না বাসহ লাজ॥
অলৌকিক আচার তোমার কহিতে পাই ভয়।
সেই কৃপা করিবে যাতে মোর রক্ষা হয়॥
আচার্য্য কহেন তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয়॥
তুমি খাইলে হয় কোটী ব্রাহ্মণ ভোজন।
এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন॥
জগৎ নিস্তার লাগি করেন চিন্তন।
অবৈষ্ণব জগৎ কেমনে হইবে মোচন॥
কৃষ্ণ অবতারিতে অদ্বৈত প্রতিজ্ঞা করিল।

জল তুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিল॥
হরিদাস করে গোফায় নামসংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন এই তাঁর মন॥
দুইজনের ভক্তে চৈতন্য কৈল অবতার।
নাম প্রেম প্রচারি কৈল জগৎ উদ্ধার॥
আর এক অলৌকিক চরিত্র তাঁহার।
যাহার শ্রবণে লোকে হয় চমৎকার॥
তর্ক না করিহ তর্ক-অগোচর রীতি।
বিশ্বাস করিয়া শুন করিয়া প্রতীতি॥
একদিন হরিদাস গোফাতে বসিয়া।
নামসংকীর্ত্তন করে উচ্চ করিয়া॥
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি দশ দিশা সুনির্ম্মল।
গঙ্গার লহরী জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল॥
দ্বারেতে তুলসী লেপা পিণ্ডার উপর।
গোফার শোভা দেখি লোকের জুড়ায় অন্তর॥
হেনকালে এক নারী অঙ্গনে আইলা।
তার অঙ্গকান্ত্যে স্থান পীতবর্ণ হৈলা॥
তাঁহার অঙ্গগন্ধে দশদিক আমোদিত।
ভূষণ-ধ্বনিতে কর্ণ হয় চমকিত॥
আসিয়া তুলসীকে সেই কৈল নমস্কার।
তুলসী-পরিক্রমা করি গেলা গোফা-দ্বার॥
যোড়হাতে হরিদাসের বন্দিল চরণ।
দ্বারে বসি কহে কিছু মধুরবচন॥
জগতের বন্ধু তুমি রূপ-গুণবান।
তব সঙ্গ লাগি মোর এথাকে প্রয়াণ॥
মোরে অঙ্গীকার কর হইয়া সদয়।
দীনে দয়া করে এই সাধু-স্বভাব হয়॥
এত বলি নানা ভাব করয়ে প্রকাশ।
যাহার দর্শনে মুনির হয় ধৈর্য্যনাশ॥
নির্ব্বিকার হরিদাস গম্ভীর-আশয়।

বলিতে লাগিলা তারে হইয়া সদয় ॥
সংখ্যা নামসংকীর্ত্তন এই মহাযজ্ঞ মনে।
তাহাতে দীক্ষিত আমি হই প্রতিদিনে ॥
যাবৎ কীর্ত্তন সমাপ্ত নহে না করি অন্যকাম।
কীর্ত্তন সমাপ্ত হৈলে হয় দীক্ষার বিশ্রাম ॥
দ্বারে বসি শুন তুমি নামসংকীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে করিব তোমার প্রীতি আচরণ ॥
এত বলি করেন তেঁহ নামসংকীর্ত্তন।
সেই নারী বসি নাম করিল শ্রবণ ॥
কীর্ত্তন করিতে আসি প্রাতঃকাল হৈল।
প্রাতঃকাল দেখি নারী উঠিয়া চলিল ॥
এইমত তিন দিন করে আগমন।
নানা ভাব দেখায় যাতে ব্রহ্মার হরে মন ॥
কৃষ্ণনামাবিষ্টমন সদা হরিদাস।
অরণ্যে রোদিত হৈল স্ত্রী ভাব-প্রকাশ ॥
তৃতীয় দিবসের রাত্রি শেষ যবে হৈল।
ঠাকুরের স্থানে নারী কহিতে লাগিল ॥
তিন দিন বঞ্চিলা আমা করি আশ্বাসন।
রাত্রি দিনে নহে তোমার নাম সমাপন ॥
হরিদাস ঠাকুর কহে আমি কি করিব।
নিয়ম করিয়াছি তাহা কেমনে ছাড়িব।
তবে নারী কহে তাঁরে করি নমস্কারে।
আমি মায়া আসিলাম পরীক্ষা করিতে তোমারে ॥
ব্রহ্মাদি জীবেরে আমি সবারে মোহিল।
একলা তোমারে আমি মোহিতে নারিল ॥
মহাভাগবত তুমি তোমার দর্শনে।
তোমার কীর্ত্তনে কৃষ্ণনাম শ্রবণে ॥
চিত্ত শুদ্ধ হৈল চাহি কৃষ্ণনাম লৈতে।
কৃষ্ণ উপদেশি কৃপা করহ আমাতে ॥
চৈতন্য-অবতারে বহে প্রেমামৃত-বন্যা।

সব জীব প্রেমে ভাসে পৃথিবী হৈল ধন্যা॥
এ বন্যায় যে না ভাসে সেই জীব ছার।
কোটি-কল্পে তবে তার নাহিক নিস্তার॥
পূর্ব্বে আমি রামনাম পাঞাছি শিব হৈতে।
তোমা সঙ্গে লোভ হৈল কৃষ্ণনাম লৈতে॥
মুক্তি হেতু তারকব্রহ্ম হয় রামনাম।
কৃষ্ণনাম পারক হয় করে প্রেমদান॥
কৃষ্ণনাম দেহ তুমি মোরে কর ধন্যা।
আমাকে ভাসায় যৈছে এই প্রেমবন্যা॥
এত বলি বন্দিল হরিদাসের চরণ।
হরিদাস কহে কর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন॥
উপদেশ পাঞা মায়া চলিলা হঞা প্রীত।
এ সব কথাতে যদি না জন্মে প্রতীত॥
প্রত্যয় করিতে কহি কারণ ইহার।
যাহার শ্রবণে হয় বিশ্বাস সবার॥
চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণ প্রেম-লুব্ধ হঞা।
ব্রহ্মা শিব সনকাদি পৃথিবীতে জন্মিয়া॥
কৃষ্ণনাম লঞা নাচে প্রেমবন্যায় ভাসে।
নারদ প্রহ্লাদ আসি মনুষ্য প্রকাশে॥
লক্ষ্মী-আদি করি কৃষ্ণপ্রেম-লুব্ধ হঞা।
নাম-প্রেম আস্বাদিল মনুষ্যে জন্মিয়া॥
অন্যের কা কথা আপনে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
অবতরি করে নাম-প্রেম আস্বাদন॥
মায়াদাসী প্রেম মাগে ইহাতে কি বিস্ময়।
সাধু-কৃপা না করিলে প্রেম না জন্ময়॥
চৈতন্যগোসাঞির লীলার এই ত স্বভাব।
ত্রিভুবন নাচে গায় পাঞা প্রেমভাব॥
কৃষ্ণ-আদি আর যত স্থাবর-জঙ্গম।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত করে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন॥
শ্রীরূপগোসাঞি কড়চায় লিখিল।

রঘুনাথদাস মুখে যে সব শুনিল।
সেই সব লীলা কহি সংক্ষেপ করিয়া।
চৈতন্যকৃপায় লিখি ক্ষুদ্রজীব হঞা॥
হরিদাস ঠাকুরের কহিল মহিমা-কথন।
যাহার শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় শ্রবণ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
নীলাচল হৈতে রূপ গৌড়ে যবে গেলা।
মথুরা হৈতে সনাতন নীলাচলে আইলা॥
ঝারিখণ্ডপথে আইলা একলা চলিয়া।
কভু উপবাস কভু চর্ব্বণ করিয়া॥
ঝারিখণ্ডের জলের দোষ উপবাস হৈতে।
গাত্রকণ্ডু হৈলা রসা পড়ে খাজুয়া হৈতে॥
নির্ব্বেদ হইল পথে করেন বিচার।
নীচজাতি দেহ মোর অত্যন্ত অসার॥
জগন্নাথে গেলে তাঁর দর্শন না পাইব।
প্রভুর দর্শন সদা করিতে নারিব॥
মন্দির-নিকটে শুনি তাঁর বাসা-স্থিতি।
মন্দির-নিকটে যাইতে মোর নাহি শক্তি॥
জগন্নাথের সেবক ফেরে কার্য্য-অনুরোধে।
তার স্পর্শ হৈলে মোর হইবে অপরাধে॥
তাতে যদি এই দেহ ভাল স্থানে দিয়ে।
দুঃখ-শান্তি হয় সদ্গতি পাইয়ে॥
জগন্নাথ রথযাত্রায় হইবেন বাহির।
তাঁর রথচাকায় এই ছাড়িব শরীর॥

মহাপ্রভু-আগে আর দেখি জগন্নাথ।
রথে দেহ ছাড়িব এই পরমপুরুষার্থ॥
এইত- নিশ্চয় করি নীলাচলে আইলা।
লোকে পুছি হরিদাস-স্থানে উত্তরিলা॥
হরিদাসের কৈল তেঁহো চরণবন্দন।
হরিদাস জানি তারে কৈল আলিঙ্গন॥
মহাপ্রভু দেখিতে তার উৎকণ্ঠিত মন।
হরিদাস কহে প্রভু আসিবে এখন॥
হেনকালে প্রভু উপলভোগ দেখিয়া।
হরিদাসে মিলিতে আইলা ভক্তগণ লঞা॥
প্রভু দেখি দোঁহে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা।
প্রভু আলিঙ্গিল হরিদাসেরে উঠাইয়া॥
হরিদাস কহে সনাতন করে নমস্কার।
সনাতন দেখি প্রভু হইল চমৎকার॥
সনাতন আলিঙ্গিতে প্রভু আগে হৈলা।
পাছে ভাগে সনাতন কহিতে লাগিলা॥
মোরে না ছুঁইবে প্রভু পড়োঁ তোমার পায়।
একে নীচজাতি অধম আর কণ্ডূরসা গায়॥
বলাৎকারে প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈল।
কণ্ডূ-ক্লেদ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল॥
সব ভক্তগণে প্রভু মিলাইল সনাতনে।
সনাতন কৈল সবার চরণবন্দনে॥
ভক্তগণ লঞা প্রভু বসিলা পিণ্ডার উপরে।
হরিদাস সনাতন বসিল পিণ্ডার তলে॥
কুশলবার্ত্তা মহাপ্রভু পুছেন সনাতনে।
তেঁহো কহেন পরমমঙ্গল দেখিনু চরণে॥
মথুরার বৈষ্ণব সবার কুশল পুছিল।
সবার কুশল সনাতন জানাইল॥
প্রভু কহে ইহাঁ রূপ ছিল দশমাস।
ইহাঁ হৈতে গৌড়ে গেলা হৈল দিন দশ॥

তোমার ভাই অনুপমের হৈল গঙ্গাপ্রাপ্তি।
ভাল ছিল রঘুনাথে দৃঢ় তার ভক্তি॥
সনাতন কহে নীচবংশে মোর জন্ম।
অধর্ম্ম অন্যায় যত আমার কুলধর্ম্ম॥
হেন বংশে ঘৃণা ছাড়ি কৈলে অঙ্গীকার।
তোমার কৃপাতে বংশের মঙ্গল আমার॥
সেই অনুপম ভাই শিশুকাল হইতে।
রঘুনাথ-উপাসনা করে দৃঢ়চিত্তে॥
রাত্রি দিন রঘুনাথের নাম আর ধ্যান।
রামায়ণ নিরবধি শুনে করে গান॥
আমি আর রূপ তার জ্যেষ্ঠ সহোদর।
আমা দোঁহা সঙ্গে তেঁহো রহে নিরন্তর॥
আমা সঙ্গে কৃষ্ণকথা ভাগবত শুনে।
তাঁহার পরীক্ষা আমি কৈল দুই জনে॥
শুনহ বল্লভ কৃষ্ণ পরম মধুর।
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রেম বিলাস প্রচুর॥
কৃষ্ণভজন কর তুমি আমা দোঁহার সঙ্গে।
তিন ভাই একত্র করি কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥
এইমত বারবার কহি দুইজন।
আমা দোঁহার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন॥
তোমা দোঁহার আজ্ঞা আমি কেমনে লঙ্ঘিব।
দীক্ষামন্ত্র দেহ কৃষ্ণ ভজন করিব॥
এত কহি রাত্রিকালে করয়ে চিন্তন।
কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ॥
সব রাত্রি ক্রন্দন করি কৈল জাগরণ।
প্রাতঃকালে আমা দোঁহার কৈল নিবেদন॥
রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাটিতে না পারোঁ মাথা পাও বড় ব্যথা॥
কৃপা করি মোরে আজ্ঞা দেহ দুইজন।
জন্মে জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ॥

রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ন না যায়।
ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি যায়॥
তবে আমি দোঁহে তারে আলিঙ্গন কৈলা।
সাধু দৃঢ় ভক্তি তোমার কহি প্রশংসিলা॥
যে বংশের উপরে তোমার হয় কৃপালেশ।
সকল মঙ্গল তাহে খণ্ডে সব ক্লেশ॥
গোসাঞি কহেন এইমত মুরারি গুপ্ত।
পূর্ব্বে আমি পরীক্ষিল তার এই রীত॥
সেই ভক্ত ধন্য যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য যে না ছাড়ে নিজ জন॥
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য তারে চুলে ধরি আনে॥
ভাল হৈল তোমার ইহঁ হৈল আগমনে।
এই ঘরে রহ ইহঁ হরিদাস সনে॥
কৃষ্ণভক্তি-রসে তেঁহো পরম প্রধান।
কৃষ্ণনাম আস্বাদন করে লয় কৃষ্ণনাম॥
এত বলি মহাপ্রভু উঠিয়া চলিলা।
গোবিন্দ দ্বারায় দোঁহায় প্রসাদ পাঠাইলা॥
এইমত সনাতন রহে প্রভু-স্থান।
জগন্নাথের চক্র দেখি করেন প্রণাম॥
প্রভু আসি প্রতিদিন মিলে দুইজনে।
ইষ্টগোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহে কতক্ষণে॥
দিব্য প্রসাদ পাইয়া নিত্য জগন্নাথ-মন্দিরে।
তাহা আনি নিত্য অবশ্য দেন দোঁহাকারে॥
একদিন আসি প্রভু দোঁহারে মিলিলা।
সনাতনে আচম্বিতে কহিতে লাগিলা॥
সনাতন দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাইয়ে।
কোটি দেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে॥
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই পাইয়ে ভজনে।
কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় কোন নাহি ভক্তি বিনে॥

দেহত্যাগাদি এই সব তমোধর্ম্ম।
তমো-রজোধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম॥
ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয়।
প্রেম বিনা কৃষ্ণ-প্রাপ্তি অন্য হইতে নয়॥

কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ-প্রেমধন॥
নীচজাতি হৈলে নহে ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥

এত শুনি সনাতনের হৈল চমৎকার।
প্রভুরে না ভায় মোর মরণ-বিচার॥
সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু নিষেধিল মোরে।
প্রভুর চরণ ধরি কহেন তাঁহারে॥
সর্ব্বজ্ঞ কৃপালু তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
যৈছে নাচাও তৈছে নাচি যেন কাষ্ঠযন্ত্র॥
নীচ অধম মুঞি পামরস্বভাব।
মোরে জীয়াইলে তোমার কিবা হবে লাভ॥
প্রভু কহে তোমার দেহ মোর নিজ ধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ॥
পরের দ্রব্য তুমি কেন চাহ বিনাশিতে
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার কিবা না পার করিতে।
তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন।
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন॥
ভক্ত ভক্তি কৃষ্ণপ্রেম তত্ত্বের নির্দ্ধার।
বৈষ্ণবের কৃত্য আর বৈষ্ণব-আচার॥

কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণপ্রেম সেবা-প্রবর্ত্তন।
লুপ্ততীর্থ উদ্ধার আর বৈরাগ্য-শিক্ষণ॥
নিজ প্রিয়স্থান মোর মথুরা বৃন্দাবন।
তাহাঁ এত কর্ম্ম চাহি করিতে সাধন॥
মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলাচলে।
তাহাঁ ধর্ম্ম শিক্ষাইতে নাহি জানি বলে॥
এত সব কর্ম্ম আমি যে দেহে করিব।
তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি কেমনে সহিব॥
তবে সনাতন কহে তোমারে নমস্কারে।
তোমার গম্ভীর হৃদয় কে বুঝিতে পারে॥
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়।
আপনে না জানে পুত্তলী কিবা নাচে গায়॥
যৈছে যারে নাচাই তৈছে সে করে নর্ত্তনে।
কৈছে নাচে কেবা নাচায় কেহ নাহি জানে॥
হরিদাসে কহে প্রভু শুন হরিদাস।
পরের দ্রব্য ইঁহো করিতে চাহেন বিনাশ॥
পরের স্থাপ্য দ্রব্য কেহ না খায় বিলায়।
নিষেধিহ ইঁহারে যেন না করে অন্যায়॥
হরিদাস কহে মিথ্যা অভিমান করি।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝিতে না পারি॥
কোন কোন কার্য্য তুমি কর কোন দ্বারে।
তুমি না জানাইলে কেহ জানিতে না পারে॥
এতাদৃশ তুমি ইঁহারে করিয়াছ অঙ্গীকার।
এ সৌভাগ্য ইহাঁ না হয় কাহার॥
তবে মহাপ্রভু করি দোঁহারে আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে উঠি করিলা গমন॥
সনাতনে কহে হরিদাস করি আলিঙ্গন।
তোমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন॥
তোমার দেহ কহে প্রভু মোর নিজধন।
তোমা সম ভাগ্যবান নাহি কোনজন॥

নিজ দেহে যে কার্য্য না পারেন করিতে।
সে কার্য্য করাইবেন তোমা সেই মথুরাতে॥
যে করাইতে চাহে ঈশ্বর সেই সিদ্ধ হয়।
তোমার সৌভাগ্য এই কহিল নিশ্চয়॥
ভক্তিসিদ্ধান্তশাস্ত্র আচার নির্ণয়।
তোমার দ্বারা করাইবেন বুঝিল আশয়॥
আমার এই দেহ প্রভুর কার্য্যে না লাগিল।
ভারতভূমে জন্ম এই দেহ ব্যর্থ হৈল॥
সনাতন কহে তোমা সম কেবা আছে আন।
মহাপ্রভু-গণে তুমি মহা ভাগ্যবান॥
অবতার কার্য্য প্রভুর নাম-প্রচারে।
সেই নিজ কার্য্য প্রভু করেন তোমা দ্বারে॥
প্রত্যহ কর তিন লক্ষ নাম-সংকীর্ত্তন।
সবার আগে কহ নামের মহিমা-কথন॥
আপনে আচরে কেহ না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ না করে আচার॥
আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু তুমি জগতের আর্য্য॥
এই মত দুইজনে নানা কথা-রঙ্গে।
কৃষ্ণকথা আস্বদয়ে রহি একসঙ্গে॥
যাত্রাকালে আইলা সব গৌরভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ কৈল রথযাত্রা-দরশন॥
রথ-অগ্রে প্রভু তৈছে করিল নর্ত্তন।
দেখি চমৎকার হৈল সনাতনের মন॥
চারি মাস রহিলা সব নিজ ভক্তগণ।
সবা-সঙ্গে প্রভু মিলাইল সনাতন॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ শ্রীবাস বক্রেশ্বর।
বাসুদেব মুরারি রাঘব দামোদর॥
পুরী ভারতী স্বরূপ পণ্ডিত গদাধর।
সার্ব্বভৌম রামানন্দ জগদানন্দ শঙ্কর॥

কাশীশ্বর গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ।
সবা সনে সনাতনের করাইল মিলন॥
যথাযোগ্য সবার কৈল চরণবন্দন।
তারে করাইল সবার কৃপার ভাজন॥
সদ্‌গুণে পাণ্ডিত্যে সবার প্রিয় সনাতন।
যথাযোগ্য কৃপা মৈত্রী গৌরব-ভাজন॥
সকল বৈষ্ণব তবে গৌড়দেশ গেলা।
সনাতন মহাপ্রভুর চরণ বন্দিলা॥
দোলযাত্রা আদি প্রভুর সঙ্গেতে দেখিল।
দিনে দিনে প্রভু-সঙ্গে আনন্দ বাঢ়িল॥
পূর্ব্বে বৈশাখ মাসে সনাতন যবে আইলা।
জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রভু তারে পরীক্ষা করিলা॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রভু যমেশ্বর-টোটা আইলা।
ভক্ত-অনুরোধে তাঁহা ভিক্ষা যে করিলা॥
মধ্যাহ্নে ভিক্ষাকালে সনাতনে বোলাইলা।
প্রভু বোলাইল তার আনন্দ বাঢ়িলা॥
মধ্যাহ্নে সমুদ্রে বালু হঞাছে অগ্নিসম।
সেই পথে সনাতন করিলা গমন॥
প্রভু বোলাঞাছে এই আনন্দিত মনে।
তপ্ত বালুকাতে পোড়ে পা তাহা নাহি জানে॥
দুই পায়ে ফোস্কা হৈল গেলা প্রভুস্থানে।
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিয়াছে বিশ্রামে॥
ভিক্ষা-অবশেষ পাত্র গোবিন্দ তারে দিল।
প্রসাদ পাইয়া সনাতন প্রভু-পাশে আইল॥
প্রভু কহে কোন পথে আইলে সনাতন।
তেঁহো কহে সমুদ্রপথে করিলা গমন॥
প্রভু কহে তপ্ত বালুকাতে কেমনে আইলা।
সিংহদ্বারের পথ শীতল কেন না আইলা॥
তপ্ত বালুকায় তোমার পায়ে হৈল ব্রণ।
চলিতে না পার কেমনে হইল সহন॥

সনাতন কহে দুঃখ বহু না পাইল।
পায়ে ব্রণ হইঞাছে তাহা না জানিল॥
সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার।
বিশেষ ঠাকুরের তাহাঁ সেবক প্রচার॥
সেবক গতাগতি করে নাহি অবসর।
তার স্পর্শ হৈলে সর্ব্বনাশ হইবে মোর॥
শুনি মহাপ্রভু মনে সন্তোষ পাইলা।
তুষ্ট হঞা তারে কিছু কহিতে লাগিলা॥
যদ্যপি তুমি হও জগৎ-পাবন।
তোমা স্পর্শে পবিত্র হয় দেব-মুনিগণ॥
তথাপি ভক্তস্বভাব মর্য্যাদারক্ষণ।
মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ॥
মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ॥
মর্য্যাদা রাখিলে তুষ্ট হয় মোর মন।
তুমি না করিলে ঐছে করে কোন জন॥
এত বলি প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈল।
তার কণ্ডূরসা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল॥
বারবার নিষেধে তবু করয়ে আলিঙ্গন।
অঙ্গে রসা লাগে দুঃখ পায় সনাতন॥
এইমতে সেবক-প্রভু দোঁহে ঘর গেলা।
আর দিন জগদানন্দ সনাতনেরে মিলিলা॥
দুই জন বসি কৃষ্ণকথা গোষ্ঠী কৈলা।
পণ্ডিতেরে সনাতন দুঃখ নিবেদিলা॥
ইহাঁ আইলাম প্রভু দেখি দুঃখ খণ্ডাইতে।
সেবা মনে বাঞ্ছা প্রভু না দিল করিতে॥
নিষেধিতে প্রভু আলিঙ্গন করে মোরে।
মোর কণ্ডূরসা লাগে প্রভুর শরীরে॥
অপরাধ হয় মোর নাহিক নিস্তার।
জগন্নাথ না দেখিয়ে এ দুঃখ অপার॥

হিত নিমিত্ত আইলাম আমি হৈল বিপরীতে।
কি করিলে হিত হয় নারি নির্দ্ধারিতে॥
পণ্ডিত কহে তোমার বাস-যোগ্য বৃন্দাবন।
রথযাত্রা দেখি তাহাঁ করহ গমন॥
প্রভু-আজ্ঞা হইয়াছে তোমার দুই ভাইয়ে।
বৃন্দাবনে বৈস তাহাঁ সর্ব্বসুখ পাইয়ে॥
যে কার্য্যে আইলে প্রভুর দেখিলে চরণ।
রথে জগন্নাথ দেখি করহ গমন॥
সনাতন কহে ভাল কৈলে উপদেশ।
তাহাঁ যাব সেই মম প্রভুদত্ত দেশ।
এত বলি দোঁহে নিজ কার্য্যে উঠি গেলা।
আর দিন মহাপ্রভু মিলিবারে আইলা॥
হরিদাস কৈল প্রভুর চরণ-বন্দন।
হরিদাসে কৈল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন॥
দূর হইতে পরণাম করে সনাতন।
প্রভু বোলায় বারবার করিতে আলিঙ্গন॥
অপরাধ-ভয়ে তেঁহো মিলিতে না আইলা।
মহাপ্রভু মিলিবারে সেই ঠাঞি আইলা॥
সনাতন ভাগি পাছে করেন গমন।
বলাৎকারে ধরি প্রভু কৈল আলিঙ্গন॥
দুইজনে লঞা প্রভু বসিলা পিণ্ডাতে।
নির্ব্বিণ্ণ সনাতন লাগিলা কহিতে॥
হিত লাগি আইনু মুঞি হৈল বিপরীত।
সেবা-যোগ্য নহে অপরাধ করোঁ নিত॥
সহজে নীচজাতি মুঞি দুষ্ট পাপাশয়।
মোরে তুমি ছুঁইলে মোর অপরাধ হয়॥
তাহাতে আমার অঙ্গে রক্ত-রসা চলে।
তোমার অঙ্গে লাগে তবু স্পর্শ তুমি বলে॥
বীভৎস অঙ্গ স্পর্শিতে না কর ঘৃণা লেশ।
এই অপরাধে মোর হৈবে সর্ব্বনাশ॥

তাতে ইহাঁ রহিলে মোর না হয় কল্যাণ।
আজ্ঞা দেহ রথ দেখি যাই বৃন্দাবন॥
জগদানন্দ পণ্ডিতে আমি যুক্তি পুছিল।
বৃন্দাবন যাইতে তেঁহো উপদেশ দিল॥
এত শুনি মহাপ্রভু সরোষ অন্তরে।
জগদানন্দে ক্রুদ্ধ হঞা করে তিরস্কারে॥
কালিকার বড়ুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হৈল।
তোমা সবাকারে উপদেশ করিতে লাগিল॥
ব্যবহারে পরমার্থে তুমি গুরুতুল্য।
তোমারে উপদেশ করে না জানে আপন মূল্য॥
আমার উপদেষ্টা তুমি প্রামাণিক আর্য্য।
তোমারে উপদেশে বালক করে ঐছে কার্য্য॥
শুনি সনাতন পায়ে ধরি প্রভুকে কহিল।
জগদানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জানিল॥
আপনার সৌভাগ্য আজি হৈল জ্ঞান।
জগতে নাহি জগদানন্দসম ভাগ্যবান্॥
জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা সুধারস।
মোরে পিয়াও গৌরব-স্তুতি নিম্ব-নিসিন্দা রস॥
আজিও নহিল মোরে আত্মীয়তা-জ্ঞান।
মোর অভাগ্য তুমি স্বতন্ত্র ভগবান্॥
শুনি মহাপ্রভুর কিছু লজ্জিত হইল মন।
তারে সন্তোষিতে কিছু বলেন বচন॥
জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোমা হৈতে।
মর্য্যাদা-লঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে॥
কাহাঁ তুমি প্রামাণিক শাস্ত্রেতে প্রবীণ।
কাহাঁ জগা কালিকার বড়ুয়া নবীন॥
আমাকেও বুঝাইতে তুমি ধর শক্তি।
কত ঠাঞি বুঝাঞাছ ব্যবহার-ভক্তি॥
তোমারে উপদেশ করে না যায় সহন।
অতএব তারে আমি করিয়ে ভৎর্সন॥

বহিরঙ্গ-জ্ঞানে তোমারে না করি স্তবন।
তোমার গুণে স্তুতি করায় ঐছে তোমার গুণ॥
যদ্যপি কাহার মমতা বহু জনে হয়।
প্রীতি-স্বভাবে কাহাকে কোন ভাবোদয়॥
তোমার দেহ তুমি কর বীভৎসতা জ্ঞান।
তোমার দেহ আমারে লাগে অমৃত-সমান॥
অপ্রাকৃত দেহ তোমার প্রাকৃত কভু নয়।
তথাপি তোমার তাতে প্রাকৃত বুদ্ধি হয়॥
প্রাকৃত হইলে তোমার বপু নারি উপেক্ষিতে।
ভদ্রাভদ্র বস্তুজ্ঞান নাহিক প্রাকৃতে॥

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম॥

আমি ত সন্ন্যাসী আমার সমদৃষ্টি ধর্ম্ম।
চন্দন-পঙ্কেতে আমার জ্ঞান হয় সম॥
এই লাগি তোমা ত্যাগ করিতে না জুয়ায়।
ঘৃণাবুদ্ধি করি যদি নিজ ধর্ম্ম যায়॥
হরিদাস কহে প্রভু যে কহিলে তুমি।
এই বাহ্য প্রতারণা নাহি মানি আমি॥
আমা সম অধমে যে করিয়াছ অঙ্গীকার।
দীন-দয়ালু-গুণ তোমার তাহাতে প্রচার॥
প্রভু হাসি কহে শুন হরিদাস সনাতন।
তত্ত্ব কহি তোমা বিষয়ে আমার যৈছে মন॥
তোমাকে লাল্য আপনাকে লালক অভিমান।
লালকের লাল্যে নহে দোষ পরিজ্ঞান॥
আপনাকে হয় মোর অমান্য সমান।
তোমা সবাকে করোঁ মুঞি বালক অভিমান॥
মাতার যৈছে বালকের অমেধ্য লাগে গায়।
ঘৃণা নাহি জন্মে তার মহাসুখ পায়॥

লালা-অমেধ্য লালকের চন্দন-সম ভায়।
সনাতনের ক্লেদে আমার ঘৃণা না উপজায়॥
হরিদাস কহে তুমি ঈশ্বর দয়াময়।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝন না হয়॥
বাসুদেব গলৎকুষ্ঠী তাতে কীড়াময়।
তারে আলিঙ্গন কৈলে হইয়া সদয়॥
আলিঙ্গিয়া কৈলে তার কন্দর্প সম অঙ্গ।
বুঝিতে না পারি তোমার কৃপার তরঙ্গ॥
প্রভু কহে বৈষ্ণব-দেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তাঁরে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করেন তাঁর চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥

সনাতনের দেহে কৃষ্ণ কণ্ডু উপজাঞা।
আমা পরীক্ষিতে ইহাঁ দিল পাঠাইয়া॥
ঘৃণা করি আলিঙ্গন না করিতাম যবে।
কৃষ্ণঠাঞি অপরাধী হইতাম তবে॥
পারিষদ-দেহ এই না হয় দুর্গন্ধ।
প্রথম দিবসে পাইল চতুঃসমের গন্ধ॥
বস্তুতঃ প্রভু যবে কৈল আলিঙ্গন।
তাঁর স্পর্শে গন্ধ হইল চন্দনের সম॥
প্রভু কহে সনাতন না ভাবিহ দুঃখ।
তোমা আলিঙ্গনে আমি পাই বড় সুখ॥
এ বৎসর তুমি ইহাঁ রহ আমা সনে।
এ বৎসর বৈ তোমাকে আমি পাঠাইব বৃন্দাবনে॥
এত বলি পুনঃ তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
কণ্ডু গেল অঙ্গ হৈল সুবর্ণের সম॥
দেখি হরিদাস মনে হৈল চমৎকার।

প্রভুকে কহেন এই ভঙ্গী যে তোমার॥
সেই ঝারিখণ্ডের পানী তুমি খাওয়াইলা।
সেই পানী লক্ষ্যে ইহার কণ্ডু উপজাইলা॥
কণ্ডু করি পরীক্ষা করিলা সনাতনে।
এই লীলা-ভঙ্গী তোমার কেহ নাহি জানে॥
দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু গেলা নিজালয়।
প্রভুর গুণ কহে দোঁহে হঞা প্রেমময়॥
এইমত সনাতন রহে প্রভুস্থানে।
কৃষ্ণচৈতন্য-গুণকথা হরিদাস সনে॥
দোলযাত্রা দেখি প্রভু তারে বিদায় দিলা।
বৃন্দাবনে যে করিবেন সব শিক্ষাইলা॥
যে কালে বিদায় হৈল প্রভুর চরণে।
দুইজনার বিচ্ছেদদশা না যায় বর্ণনে॥
যেই বনপথে প্রভু গেলা বৃন্দাবন।
সেই পথে যাইতে মন কৈল সনাতন॥
যে পথে যে গ্রাম নদী শৈল শিলা লীলা।
বলভদ্র ভট্ট-স্থানে সব লিখি নিলা॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণ সবারে মিলিয়া।
সেই পথে চলি যায় সে স্থান দেখিয়া॥
যে যে লীলা প্রভু পথে কৈল যে যে স্থানে।
তাহা দেখি প্রেমাবেশ হয় সনাতনে॥
এইমতে সনাতন বৃন্দাবনে আইলা।
পাছে আসি রূপগোসাঞি তাঁহারে মিলিলা॥
এক বর্ষ রূপগোসাঞির গৌড়ে বিলম্ব হৈল।
কুটুম্বের স্থিতি অর্থ বিভাগ করি দিল॥
গৌড়ে যে অর্থ ছিল তাহা আনাইল।
কুটুম্ব ব্রাহ্মণ দেবালয়ে বাঁটি দিল॥
সব মনঃকথা গোসাঞি করি নির্ব্বাহণ।
নিশ্চিন্ত হইয়া শীঘ্র আইলা বৃন্দাবন॥
দুই ভাই মিলি বৃন্দাবনে বাস কৈল।

প্রভুর যে আজ্ঞা দোঁহে সব নির্ব্বাহিল॥
নানাশাস্ত্র আনি লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারিলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রকাশ করিলা॥
সনাতন গ্রন্থ কৈল ভাগবতামৃতে।
ভক্ত ভক্তি কৃষ্ণতত্ত্ব জানি যাহা হৈতে॥
সিদ্ধান্তসার গ্রন্থ কৈল দশম-টিপ্পনী।
কৃষ্ণলীলা প্রেম-রস যাহা হৈতে জানি॥
হরিভক্তিবিলাস কৈল বৈষ্ণব-আচার।
বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য যাঁহা পাইয়ে পার॥
আর যত গ্রন্থ কৈল কে করে গণন।
মদনগোপাল গোবিন্দের সেবা প্রকাশন॥
রূপগোসাঞি কৈল রসামৃতসিন্ধু সার।
কৃষ্ণভক্তিরসের যাঁহা পাইয়ে বিস্তার॥
উজ্জ্বলনীলমণি নাম আর গ্রন্থ সার।
কৃষ্ণরাধালীলা-রসের তাঁহা পাইয়ে পার॥
দানকেলিকৌমুদী-আদি লক্ষ গ্রন্থ কৈল।
সেই সব গ্রন্থে ব্রজের রস বিচারিল॥
তাঁর লঘুভ্রাতা শ্রীবল্লভ অনুপাম।
তাঁর পুত্র মহাপণ্ডিত জীব গোস্বামী নাম॥
সর্ব্বত্যাগী তেঁহো পাছে আইলা বৃন্দাবন।
তেঁহো ভক্তিশাস্ত্র বহু কৈল প্রচারণ॥
ভাগবতসন্দর্ভ নাম কৈল গ্রন্থ সার।
ভাগবত-সিদ্ধান্তের তাহে পাইয়ে পার॥
গোপালচম্পূ নাম আর গ্রন্থ কৈল।
ব্রজ-প্রেমলীলা রস-সার দেখাইল॥
ষট্-সন্দর্ভ কৃষ্ণপ্রেম-তত্ত্ব প্রকাশিল।
চারি লক্ষ গ্রন্থ দোঁহে বিস্তার করিল॥
জীবগোসাঞি গৌড় হইতে মথুরা চলিলা।
নিত্যানন্দ প্রভু-ঠাঞি আজ্ঞা মাগিলা॥
প্রভু প্রীতে তার মাথে ধরিল চরণ।

রূপ-সনাতন সম্বন্ধে কৈল আলিঙ্গন ॥
আজ্ঞা দিলা শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবনে।
তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেই স্থানে ॥
তাঁর আজ্ঞা লঞা আইল আজ্ঞাফল পাইল।
শাস্ত্র করি কত কাল ভক্তি প্রচারিল ॥
এই তিন গুরু আর রঘুনাথ দাস।
ইহা সবার চরণ বন্দো যাঁর মুঞি দাস॥
এই ত কহিল পুনঃ সনাতন-সঙ্গমে।
প্রভুর আশয় জানি যাহার শ্রবণে ॥
চৈতন্যচরিত্র এই ইক্ষুদণ্ড সম।
চর্ব্বণ করিতে হয় রস-আস্বাদন॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জয় জয় শচীসুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় কৃপাময় প্রভু নিত্যানন্দ।

একদিন প্রদ্যুম্নমিশ্র প্রভুর চরণে।
দণ্ডবৎ করি কিছু করে নিবেদনে।
শুন প্রভু মুঞি দীন গৃহস্থ অধম।
কোন ভাগ্যে পাইয়াছি তোমার দুর্লভচরণ ॥
কৃষ্ণকথা শুনিবারে মোর ইচ্ছা হয়।
কৃষ্ণকথা কহ মোরে হইয়া সদয় ॥
প্রভু কহে কৃষ্ণকথা আমি নাহি জানি।
সবে রামানন্দ জানে তার মুখে শুনি ॥
ভাগ্যে তোমার কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন।
রামানন্দ পাশ যাই করহ শ্রবণ।

কৃষ্ণকথায় রুচি তোমার বড় ভাগ্যবান্।
যার কৃষ্ণকথায় রুচি সেই ভাগ্যবান্ ॥

তবে প্রদ্যুম্নমিশ্র গেলা রামানন্দের স্থানে।
রায়ের সেবক তারে বসাইল আসনে॥
রায়ের দর্শন না পাঞা সেবকে পুছিল।
রায়ের বৃত্তান্ত সেবক কহিতে লাগিল॥
দুই দেবকন্যা হয় পরমসুন্দরী।
নৃত্য-গীতে নিপুণতা বয়সে কিশোরী॥
তাহা দোঁহা লঞা রায় নিভৃতে উদ্যানে।
নিজ নাটক-গীতের গান শিখায় নর্ত্তনে॥
তুমি ইহা বসি রহ ক্ষণেকে আসিবেন।
তাঁরে যেই আজ্ঞা দেহ সেই করিবেন॥
তবে প্রদ্যুম্নমিশ্র তাহাঁ রহিলা বসিয়া।
রামানন্দ রায় সেই দুই জন লঞা॥
স্বহস্তে করান তাঁর অভ্যঙ্গ মর্দ্দন।
স্বহস্তে করান স্নান গাত্র-সংমার্জ্জন॥
স্বহস্তে পরান বস্ত্র সর্ব্বাঙ্গ মণ্ডন।
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন॥
কাষ্ঠপাষাণ-স্পর্শে হয় যৈছে ভাব।
তরুণী-স্পর্শে রামানন্দের তৈছে স্বভাব॥
সেব্যবুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন।
স্বাভাবিক দাসীভাব করে আরোপণ॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম মহিমা।
তাহে রামানন্দের ভাব ভক্তিপ্রেম-সীমা॥
তবে সেই দুইজনে নৃত্য শিখাইল।
গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইল॥
সঞ্চারী সাত্ত্বিক স্থায়ী ভাবের লক্ষণ।
মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন॥
ভাব প্রকটন লাস্য রায় যে শিক্ষায়।

জগন্নাথের আগে দোঁহে প্রকট দেখায়॥
তবে সেই দুই জনে প্রসাদ খাওয়াইল।
নিভৃতে দোঁহারে নিজ ঘরে পাঠাইল॥
প্রতিদিন রায় ঐছে করায় সাধন।
কোন জানে ক্ষুদ্র জীব কাহাঁ তাঁর মন॥
মিশ্রের আগমন রায় সেবক কহিলা।
শীঘ্র রামানন্দ তবে সভাতে আইলা॥
মিশ্রকে নমস্কার করে সম্মান করিয়া।
নিবেদন করে কিছু বিনীত হইয়া॥
বহুক্ষণ আইলা মোরে কেহ না কহিল।
তোমার চরণে মোর অপরাধ হৈল॥
তোমার আগমনে মোর পবিত্র হইল ঘর।
আজ্ঞা কর কাহাঁ করোঁ তোমার কিঙ্কর॥
মিশ্র কহে তোমা দেখিতে হৈল আগমনে।
আপনা পবিত্র কৈল তোমা দরশনে॥
অতিকাল দেখি মিশ্র কিছু না কহিলা।
বিদায় হইয়া মিশ্র নিজঘরে গেলা॥
আর দিন মিশ্র আইলা প্রভু-বিদ্যমানে।
প্রভু কহে কৃষ্ণকথা শুনিলে রায়-স্থানে॥
তবে মিশ্র রামানন্দের বৃত্তান্ত কহিলা।
শুনি মহাপ্রভু তবে কহিতে লাগিলা॥
আমি ত সন্ন্যাসী আপনায় বিরক্ত করি মানি।
দর্শন দূরে প্রকৃতির নাম যদি শুনি॥
তবহি বিকার পায় মোর তনু মন।
প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় কোন জন॥
রামানন্দ রায়ের কথা শুন সর্ব্বজন।
কহিবার কথা নহে আশ্চর্য্য কথন॥
একে দেবদাসী আরে সুন্দরী তরুণী।
তার সব অঙ্গ-সেবা করেন আপনি॥
স্নানাদি করায় পরায় বাস-বিভূষণ।

শুদ্ধ অঙ্গের হয় তার দর্শন স্পর্শন ॥
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দ-মন ।
নানাভাবোদ্‌গম তার করায় শিক্ষণ ॥
নির্ব্বিকার দেহ মন কাষ্ঠ-পাষাণ সম ।
আশ্চর্য্য তরুণী-স্পর্শে নির্ব্বিকার মন ॥
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার ।
তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার ॥
তাঁহার মনের ভাব তেঁহো জানে মাত্র ।
তাহা জানিবার দ্বিতীয় নাহি পাত্র ॥
কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্ট্যে করি এক অনুমান ।
শ্রীভাগবত শাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ ॥
ব্রজবধূ-সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস ।
যেই জনে কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস ॥
হৃদ্রোগ-কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয় ।
তিনগুণে ক্ষোভ নহে মহা ধীর হয় ॥
উজ্জ্বল মধুর রস প্রেমভক্তি পায় ।
আনন্দে কৃষ্ণ-মাধুর্য্যে বিহরে সদায় ॥

যে শুনে যে পড়ে তার ভাব এতাদৃশী ।
সেই ভাবাবিষ্ট যেই সবে অহর্নিশি ॥
তার ফল কি কহিব কহনে না যায় ।
নিত্য সিদ্ধ সেই প্রায় সিদ্ধ তার কায় ॥
রাগানুগা মার্গে জানি রায়ের ভজন ।
সিদ্ধ দেহ তুল্য তাতে প্রাকৃত নহে মন ॥
আমিহ রায়ের স্থানে শুনি কৃষ্ণ-কথা ।
শুনিতে ইচ্ছা হয় যদি পুনঃ যাহ তথা ॥
মোর নাম লইহ তিঁহ পাঠাইল মোরে ।
তোমার স্থানে কৃষ্ণ-কথা শুনিবার তরে ॥
শীঘ্র যাহ যাবৎ তিঁহ আছেন সভাতে ।
এত শুনি প্রদ্যুম্নমিশ্র চলিল ত্বরিতে ॥

রায়-পাশে গেলা রায় প্রণতি করিলা।
আজ্ঞা কর যে লাগিয়া আগমন হৈলা॥
মিশ্র কহে মহাপ্রভু পাঠাইল মোরে।
তোমার স্থানে কৃষ্ণ-কথা শুনিবার তরে॥
শুনি রামানন্দের মনে হইলা সন্তোষে।
কহিতে লাগিল কিছু মনের হরিষে॥
প্রভু-আজ্ঞায় কৃষ্ণ-কথা শুনিতে আইলা হেথা।
ইহা বই মহাভাগ্য আমি পাইব কোথা॥
এত কহি তারে লঞা নিভৃতে বসিলা।
কি কথা শুনিতে চাহ মিশ্রেরে পুছিলা॥
তেঁহ কহে যে কহিলা বিদ্যানগরেতে।
সেইকথা ক্রমে তুমি কহিবা আমাতে॥
অন্যের কি কথা তুমি প্রভু-উপদেষ্টা।
আমিত ভিক্ষুক বিপ্র তুমি মোর পোষ্টা॥
ভাল মন্দ কিছু আমি পুছিতে না জানি।
দীন দেখি কৃপা করি কহিবে আপনি॥
তবে রামানন্দ ক্রমে কহিতে লাগিলা।
কৃষ্ণকথা-রসামৃত-সিন্ধু উথলিলা॥
আপনে প্রশ্ন করি পাছে করেন সিদ্ধান্ত।
তৃতীয় প্রহর হৈল নহে কথা অন্ত॥
বক্তা শ্রোতা কহি শুনি দুঁহে প্রেমাবেশে।
আত্মস্মৃতি নাহি কাঁহা জানে দিন শেষে॥
সেবক কহিল দিন হৈল অবসান।
তবে রায় কৃষ্ণ-কথা করিল বিশ্রাম॥
বহু সম্মান করি মিশ্রে বিদায় করিল।
কৃতার্থ হইলাম বলি নাচিতে লাগিল॥
ঘরে গিয়া মিশ্র করিল স্নান-ভোজন।
সন্ধ্যাকালে দেখিতে আইল প্রভুর চরণ॥
প্রভুর চরণ বন্দে উল্লাসিত মন।
প্রভু কহে কৃষ্ণ-কথা করিলে শ্রবণ॥

মিশ্র কহে প্রভু মোরে কৃতার্থ করিলা।
কৃষ্ণ-কথামৃতার্ণবে মোরে ডুবাইলা॥
রামানন্দ রায় কথা কহিল না হয়।
মনুষ্য নহে রায় কৃষ্ণভক্তি-রসময়॥
আর এক কথা রায় কহিল আমারে।
কৃষ্ণকথা-বক্তা করি না জানিহ মোরে॥
মোর মুখে কথা কহে আপনি গৌরচন্দ্র।
যৈছে কহায় তৈছে কহি যেন বীণাযন্ত্র॥
মোর মুখে কথা ইহো করে পরচার।
পৃথিবীতে কে জানিবে এ লীলা তাঁহার॥
যে সব শুনিলে কৃষ্ণরসের সাগর।
ব্রহ্মাদি দেবের এসব না হয় গোচর॥
হেন রস পান মোরে করাইলে তুমি।
জন্মে জন্মে তোমার পায়ে বিকাইলাম আমি॥
প্রভু কহে রামানন্দ বিনয়ের খনি।
আপনার কথা পর-মুণ্ডে দেন আনি॥
মহানুভবের এইমত স্বভাব হয়।
আপনার গুণ নাহি আপনে কহয়॥
রামানন্দ রায়ের এই কহিল গুণলেশ।
প্রভুর মিশ্রেরে যৈছে কৈল উপদেশ॥
গৃহস্থ হইঞা নহে বড়্ বর্গের বশে।
বিষয়ী হইয়া সন্ন্যাসীরে উপদেশে॥
এই সব গুণ তাঁর প্রকাশ করিতে।
মিশ্রেরে পাঠাইল তাঁহা শ্রবণ করিতে॥
ভক্ত-গুণ প্রকাশিতে প্রভু ভাল জানে।
নানা ভঙ্গিতে প্রকাশি নিজ লাভ মানে॥
আর এক স্বভাব গৌরের শুন ভক্তগণ।
ঐশ্বর্য্য স্বভাব গূঢ় করে প্রকটন॥
সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্বনাশ।
নীচ শূদ্র দ্বারা করে ধর্ম্মের প্রকাশ॥

ভক্তিতত্ত্বপ্রেম কহে রায় করি বক্তা।
আপনি প্রদ্যুম্ন মিশ্র সহ তার শ্রোতা॥
হরিদাস দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য প্রকাশ।
সনাতন দ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিলাস॥
শ্রীরূপ দ্বারা ব্রজের রস প্রেমলীলা।
কে কহিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা॥
শ্রীচৈতন্য-লীলা এই অমৃতের সিন্ধু।
জগৎ ভাসাইতে পারে যাহার একবিন্দু॥
চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য কর পান।
যাহা হৈতে প্রেমানন্দ ভক্তিতত্ত্ব-জ্ঞান॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ লঞা।
নীলাচলে বিহরয়ে ভক্তি প্রচারিয়া॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লীলা অমৃতের সার।
এক লীলা প্রবাহে বহে শত শত ধার॥
শ্রদ্ধা করি এই লীলা যেই পড়ে শুনে।
গৌর-লীলা ভক্তি ভক্ত রস-তত্ত্ব জানে॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এই মত গৌরচন্দ্র ভক্তগণ সঙ্গে।
নীলাচলে নানা লীলা করে নানা রঙ্গে॥
যদ্যপি অন্তরে কৃষ্ণবিয়োগ বাধয়ে।
বাহিরে না প্রকাশয়ে ভক্তদুঃখ ভয়ে॥
উৎকট বিরহ-দুঃখ যবে বাহিরায়।
তবে যে বৈকল্য প্রভুর বর্ণন না যায়॥

রামানন্দের কৃষ্ণকথা স্বরূপের গান।
বিরহ-বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ॥
দিনে প্রভু নানা সঙ্গে হয় অন্যমনা।
রাত্রিকালে বাঢ়ে প্রভুর বিরহবেদনা॥
তাঁর সুখহেতু সঙ্গে রহে দুই জনা।
কৃষ্ণ-রস-শ্লোক-গীতে করেন সান্ত্বনা॥
সুবল যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণসুখের সহায়।
গৌরসুখদান হেতু তৈছে রাম রায়॥
পূর্ব্বে যৈছে রাধার সহায় ললিতা প্রধান।
তৈছে স্বরূপ গোসাঞি রাখে প্রভুর প্রাণ॥
দুই জনার সৌভাগ্য কহন না যায়।
প্রভুর অন্তরঙ্গ বলি যারে লোকে গায়॥
এই মত বিহরে গৌর লঞা ভক্তগণ।
রঘুনাথ-মিলন এবে শুন ভক্তগণ॥
পূর্ব্বে শান্তিপুরে রঘুনাথ যবে আইলা।
মহাপ্রভু কৃপা করি তারে শিক্ষাইলা॥
প্রভুর সাক্ষাতে তিঁহ নিজ ঘর যায়।
মর্কট-বৈরাগ্য ছাড়ি হইলা বিষয়ীর প্রায়॥
ভিতরে বৈরাগ্য বাহিরে করে সর্ব্বকর্ম্ম।
দেখিয়া ত মাতাপিতার আনন্দিত মর্ম্ম॥
মথুরা হইতে প্রভু আইলা বার্ত্তা পাইলা।
প্রভু-পাশে চলিবারে উদ্যোগ করিলা॥
হেনকালে মুলুকের এক ম্লেচ্ছ অধিকারী।
সপ্তগ্রাম মুলুকের যে হয় চৌধুরী॥
হিরণ্যদাস মুলুক নিল মকরা করিয়া।
তার অধিকার গেল মরে সে দেখিয়া॥
বারো লক্ষ দেন রাজায় সাধে বিশ লক্ষ।
সে তুরুক কিছু না পাইয়া হৈল প্রতিপক্ষ॥
রাজঘরে কৈফিতি দিয়া উজির আনিল।
হিরণ্যদাস পলাইল রঘুনাথেরে বান্ধিল॥

প্রতিদিন রঘুনাথে করয়ে ভর্ৎসনা।
বাপ জ্যেঠা আন নহে পাইবে যাতনা॥
মারিতে আনয়ে যদি দেখি রঘুনাথে।
মন ফিরি যায় তার না পারে মারিতে॥
বিশেষে কায়স্থবুদ্ধ্যে অন্তরে করে ডর।
মুখে তর্জ্জে গর্জ্জে মারিতে সভয় অন্তর॥
তবে রঘুনাথ কিছু চিন্তিল উপায়।
মিনতি করিয়া কহে সেই ম্লেচ্ছ-পায়॥
আমার পিতা জ্যেঠা হয় তোমার দুই ভাই।
ভাই ভাই কলহ করয়ে সর্ব্বথাই॥
কভু কলহ কভু প্রীতি নিশ্চয়তা নাই।
কালি পুনঃ তিন ভাই হৈবে এক ঠাঁই॥
আমি যৈছে পিতার তৈছে তোমার বালক।
আমি তোমার পাল্য তুমি আমার পালক॥
পালক হঞা পাল্যেরে তাড়িতে না জুয়ায়।
তুমি সর্ব্বশাস্ত্র জান জিন্দাপীর প্রায়॥
এত শুনি সেই ম্লেচ্ছের মন আর্দ্র হইল।
দাড়ি বহি অশ্রু পড়ে কান্দিতে লাগিল॥
ম্লেচ্ছ বলে আজি হইতে তুমি মোর পুত্র।
আজি ছাড়াইব তোমা করি এক সূত্র॥
উজিরে কহিয়া রঘুনাথে ছাড়াইল।
প্রীতি করি রঘুনাথে কহিতে লাগিল॥
তোমার নির্ব্বুদ্ধি জ্যেঠা অষ্ট লক্ষ খায়।
আমি ভাগী আমারে কিছু দিতে না জুয়ায়॥
যাহ তুমি তোমার জ্যেঠা মিলাহ আমারে।
যেমতে ভাল হয় করুন ভার দিল তারে॥
রঘুনাথ আসি তবে জ্যেঠা মিলাইল।
ম্লেচ্ছ সহিত বশ কৈল সব শান্ত হৈল॥
এইমত রঘুনাথের বৎসরেক গেল।
দ্বিতীয় বৎসরে পলাইতে মন কৈল॥

রাত্র্যে উঠি একেলা চলিল পলাইয়া।
দূর হৈতে পিতা তারে আনিল ধরিয়া॥
এইমত বারে বারে পলায় ধরি আনে।
তবে তার মাতা কহে তার পিতার স্থানে॥
পুত্র বাতুল হইল রাখহ বান্ধিয়া।
তার পিতা কহে তারে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া॥
ইন্দ্র সম ঐশ্বর্য্য স্ত্রী অপ্সরা সম।
এসব বান্ধিতে নারিলেক যার মন॥
দড়ির বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে।
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হইয়াছে ইহাতে।
চৈতন্যপ্রভুর বাতুল কে পারে রাখিতে॥
তবে রঘুনাথ কিছু বিচারিল মনে।
নিত্যানন্দগোসাঞির পাশ চলিলা আর দিনে॥
পানিহাটী গ্রামে পাইল প্রভুর দর্শন।
কীর্ত্তনীয়া সেবক সঙ্গে আর বহু জন॥
গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডার উপরি।
বসিয়াছে প্রভু যেন সূর্য্যোদয় করি॥
তলে উপরে বহু ভক্ত হইয়াছে বেষ্টিত।
দেখিয়া প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত॥
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা বহুদূরে।
সেবক কহে রঘুনাথ দণ্ডবৎ করে॥
শুনি প্রভু কহে চোরা দিলি দরশন।
আয় আয় আজি তোর করিব দণ্ডন॥
প্রভু বোলায় তেঁহ নিকটে না করে গমন।
আকর্ষিয়া তার মাথে ধরিল চরণ॥
কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময়।
রঘুনাথে কহে কিছু হইয়া সদয়॥
নিকটে না আইস চোর ভাগ দূরে দূরে।
আজি লাগি পাইয়াছি দণ্ডিব তোমারে॥

দধি চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে।
শুনিয়া আনন্দ হৈল রঘুনাথ-মনে॥
সেইক্ষণে নিজ লোক পাঠাইল গ্রামে।
ভক্ষ্যদ্রব্য লোক সব গ্রাম হইতে আনে॥
চিড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কলা।
সব দ্রব্য আনাইয়া চৌদিকে ধরিলা॥
মহোৎসব নাম শুনি ব্রাহ্মণ-সজ্জন।
আসিতে লাগিলা লোক অসংখ্য গণন॥
আর গ্রামান্তর হইতে সামগ্রী আনিল।
শত দুই চারি তবে হোলনা আনাইল॥
বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকা আনাইলা পাঁচ সাতে।
এক বিপ্র প্রভু লাগি চিড়া ভিজায় তাতে॥
এক ঠাঞি তপ্ত দুগ্ধে চিড়া ভিজাইয়া।
অর্দ্ধেক ছানিল দধি চিনি কলা দিয়া॥
অর্দ্ধেক ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধেতে ছানিল।
চাঁপা কলা চিনি ঘৃত কর্পূর তাতে দিল॥
ধুতি পরি প্রভু যদি পিণ্ডাতে বসিলা।
সাত কুণ্ডী বিপ্র তাঁর আগেতে ধরিলা॥
চবুতরা উপরে যত প্রভুর নিজগণ।
বড় বড় লোক বসিলা মণ্ডলী-রচন॥
রামদাস সুন্দরানন্দ দাস গদাধর।
মুরারি কমলাকর সদাশিব পুরন্দর॥
ধনঞ্জয় জগদীশ পরমেশ্বর দাস।
মহেশ গৌরদাস হোড় কৃষ্ণদাস॥
উদ্ধারণ-আদি যত আর নিজ জন।
উপরে বসিলা সব কে করে গণন॥
শুনি পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য যত বিপ্র আইলা।
মান্য করি প্রভু সবারে উপরে বসাইলা॥
দুই দুই মৃৎকুণ্ডিকা সবার আগে দিল।
একে দুগ্ধ-চিড়া আরে দধি-চিড়া কৈল॥

আর যত লোক সব চৌতরা তলাতে।
মণ্ডলীবন্ধনে বসিলা তার না হয় গণনে॥
এক এক জনারে দুই দুই হোলনা দিল।
দধি-চিড়া দুগ্ধ-চিড়া দুইতে ভিজাইল॥
কোন কোন বিপ্র উপরে স্থান না পাইয়া।
দুই হোলনায় চিড়া ভিজায় গঙ্গাতীরে গিয়া॥
তীরে স্থান না পাইয়া আর যত জন।
জলে নামি দধি-চিড়া করয়ে ভক্ষণ॥
কেহ উপরে কেহ জলে কেহ গঙ্গাতীরে।
বিশজন তিন ঠাঞি পরিবেশন করে॥
হেনকালে আইলা তথা রাঘব পণ্ডিত।
হাসিতে লাগিলা দেখি হইয়া বিস্মিত॥
নিসকড়ি নানামত প্রসাদ আনিলা।
প্রভুর অগ্রে দিয়া ভক্তগণে বাঁটি দিলা॥
প্রভুরে কহে তোমা লাগি ভোগ লাগাইল।
ইহা উৎসব কর ঘরে প্রসাদ রহিল॥
প্রভু কহে এ দ্রব্য দিনে করিয়ে ভোজন।
রাত্রো তোমার ঘরে প্রসাদ করিব ভক্ষণ॥
গোপ-জাতি আমি বহু গোপগণ সঙ্গে।
আমি সুখ পাই এই পুলিন-ভোজন-রঙ্গে॥
সেবকে বলিয়া দুই কুণ্ডী দেওয়াইল।
রাঘব দ্বিবিধ চিড়া তাহে ভিজাইল॥
সকল লোকের চিড়া পূর্ণ যবে হৈল।
ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল॥

তবে আসি নিত্যানন্দ বসিলা আসনে।
চারি কুণ্ডী আরোয়া চিড়া রাখিলা ডাহিনে॥
আসন দিয়া মহাপ্রভু তাহে বসাইলা।
দুই ভাই তবে চিড়া খাইতে লাগিলা॥
দেখি নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দিত হৈলা।

কত কত ভাবাবেশ প্রকাশ করিলা ॥
আজ্ঞা দিল হরি বলি করহ ভোজন।
হরি হরি ধ্বনি উঠি ভরিল ভুবন ॥
হরি হরি বলি বৈষ্ণব করয়ে ভোজন।
পুলিন-ভোজন সবার হৈল স্মরণ ॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কৃপালু উদার।
রঘুনাথের ভাগ্যে এত কৈল অঙ্গীকার ॥
নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা জানিবে কোন জন।
মহাপ্রভু আনি করায় পুলিন-ভোজন ॥
শ্রীরামদাসাদি গোপ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
গঙ্গাতীরে যমুনা-পুলিন জ্ঞান কৈলা ॥
মহোৎসব শুনি পসারি নানা গ্রাম হৈতে।
চিড়া দধি সন্দেশ কলা আনিল বেচিতে ॥
যত দ্রব্য লঞা আইসে সব মূল্যে লয়।
তারি দ্রব্য মূল্য দিয়া তাহারে খাওয়ায় ॥
কৌতুক দেখিতে আইল যত যত জন।
সেই চিড়া দধি কলা করিল ভক্ষণ ॥
ভোজন করি নিত্যানন্দ আচমন কৈল।
চারি কুণ্ডীর অবশেষ রঘুনাথে দিল ॥
আর তিন কুণ্ডিকার অবশেষ ছিল।
গ্রাস গ্রাস করি বিপ্র সব ভক্তে দিল ॥
পুষ্পমালা বিপ্র আনি প্রভু গলে দিল।
চন্দন আনিয়া প্রভুর সর্ব্বাঙ্গে লেপিল ॥
সেবক তাম্বূল লইয়া করে সমর্পণ।
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু করয়ে চর্ব্বণ ॥
মালা চন্দন তাম্বূল শেষ যে আছিল।
শ্রীহস্তে প্রভু সবাকারে বাঁটি দিল ॥
আনন্দিত রঘুনাথ প্রভুর শেষ পাঞা।
আপনার গণ সহিত খাইল বাঁটিয়া ॥
এই ত কহিল নিত্যানন্দের বিহার।

চিড়া-দধি-মহোৎসব সুখ্যাতি যাহার ॥
প্রভু বিশ্রাম কৈল দিন অবশেষ হৈল।
রাঘব-মন্দিরে তবে কীর্ত্তন আরম্ভিল ॥
ভক্তগণ সব নাচাইয়া নিত্যানন্দ রায়।
শেষে নৃত্য করে প্রেমে জগৎ ভাসায় ॥
মহাপ্রভু তাঁর নৃত্য করেন দর্শন।
সবে নিত্যানন্দ দেখে না দেখে কোন জন ॥
নিত্যানন্দের নৃত্য যেন তাঁহারি নর্ত্তন।
উপমা দিবারে নাহি এ তিন ভুবন ॥
নৃত্যের মাধুরী কেবা পারে বর্ণিবারে।
মহাপ্রভু আইসে যার নৃত্য দেখিবারে ॥
নৃত্য করি প্রভু যবে বিশ্রাম করিলা।
ভোজনের লাগি পণ্ডিত নিবেদন কৈলা ॥
ভোজনে বসিলা প্রভু নিজ-গণ লইয়া।
মহাপ্রভুর আসন ডাহিনে পাতিয়া ॥
মহাপ্রভু আসি সেই আসনে বসিলা।
দেখি রাঘবের মনে আনন্দ হইলা ॥
দুই ভাই আগে প্রসাদ আনিয়া ধরিল।
সকল বৈষ্ণবে শেষে পরিবেশন কৈল ॥
নানাপ্রকার পায়স পিঠা দিব্য শাল্যন্ন।
অমৃত নিন্দয়ে বৈছে বিবিধ ব্যঞ্জন ॥
রাঘব-ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার।
মহাপ্রভু যাহা খাইতে আইসে বারবার ॥
পাক করি রাঘব যবে ভোগ লাগায়।
মহাপ্রভু লাগি ভোগ পৃথক বাড়ায় ॥
প্রতিদিন মহাপ্রভু করেন ভোজন।
মধ্যে মধ্যে প্রভু তারে দেন দরশন ॥
দুই ভাইকে আনিয়া রাঘব পরিবেশে।
যত্ন করি খাওয়ায় না রহে অবশেষে ॥
কত উপহার আনে হেন নাহি জানি।

রাঘব-গৃহে পাক করে রাধা ঠাকুরাণী॥
দুর্ব্বাসা ঠাঞি তেঁহ পাইয়াছেন বরে।
অমৃত হইতে তোমার পাক অধিক মধুরে॥
সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ মাধুর্য্যের সার।
দুই ভাই তাহা খাইয়া সন্তোষ অপার॥
ভোজনে বসিতে রঘুনাথে কহে সর্ব্বজন।
পণ্ডিত কহে ইহা পাছে করিবে ভোজন॥
ভক্তগণ আকণ্ঠ ভরি করিল ভোজন।
হরিধ্বনি করি উঠি কৈল আচমন॥
ভোজন করি দুই ভাই কৈল আচমন।
রাঘব আনি পরাইল মাল্য চন্দন॥
বিড়া খাওয়াইয়া কৈল চরণ বন্দন।
ভক্তগণে দিলা বিড়া মাল্য আর চন্দন॥
রাঘবের কৃপা রঘুনাথের উপরে।
দুই ভাইয়ের অবশিষ্ট পাত্র দিল তারে॥
কহিল চৈতন্যপ্রভু করিয়াছেন ভোজন।
তাঁর শেষ পাইলে তোমার খণ্ডিবে বন্ধন॥
ভক্তচিত্তে ভক্তগৃহে সদা অবস্থান।
কভু গুপ্ত কভু ব্যক্ত স্বতন্ত্র ভগবান॥
সর্ব্বত্র ব্যাপক প্রভু সদা সর্ব্বত্র বাস।
ইহাতে সংশয় যার সেই যায় নাশ॥
প্রাতে নিত্যানন্দ গঙ্গাস্নান করিয়া।
সেই বৃক্ষমূলে বসিলা নিজগণ লইয়া॥
রঘুনাথ আসি কৈল চরণ-বন্দন।
রাঘব পণ্ডিত দ্বারা কৈল নিবেদন॥
অধম পামর মুঞি হীন জীবাধম।
মোর ইচ্ছা হয় পাই চৈতন্য-চরণ॥
বামন হইয়া চাঁদ ধরিবারে চায়।
অনেক যত্ন কৈনু তাতে সিদ্ধ কভু নয়॥
যতবার পলাই আমি গৃহাদি ছাড়িয়া।

পিতা মাতা দুই মোরে রাখয়ে বান্ধিয়া॥
তোমার কৃপা বিনা কেহ চৈতন্য না পায়।
তুমি কৃপা কৈলে তারে অধমেহ পায়॥
অযোগ্য মুঞি নিবেদন করিতে করোঁ ভয়।
মোরে চৈতন্য দেহ গোসাঞি হইয়া সদয়॥
মোর মাথে পদ ধরি করহ প্রসাদ।
নির্বিঘ্নে চৈতন্য পাই কর আশীর্বাদ॥
শুনি হাসি কহে প্রভু সব ভক্তগণে।
ইহার বিষয়সুখ ইন্দ্রের সমানে॥
চৈতন্য-পাইতে সে নাহি ভায় মনে।
সবে আশীর্বাদ কর পায় চৈতন্যচরণে॥
কৃষ্ণপাদপদ্মগন্ধ যেই জন পায়।
ব্রহ্মলোক-আদি সুখ তারে নাহি ভায়॥

তবে রঘুনাথে প্রভু নিকটে বোলাইলা।
তার মাথে পদ ধরি কহিতে লাগিলা॥
তুমি করাইলে এই পুলিন-ভোজন।
তোমায় কৃপা করি গৌর কৈল আগমন॥
কৃপা করি কৈলা চিড়া দুগ্ধ ভোজন।
নৃত্য দেখি রাত্রে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ॥
তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনে।
ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি বন্ধনে॥
স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে।
অন্তরঙ্গ ভৃত্য বলি রাখিবে চরণে॥
নিশ্চিন্ত হইয়া যাহ আপন ভবন।
অচিরে নির্বিঘ্নে পাবে চৈতন্য-চরণ॥
সব ভক্তগণের আশীর্বাদ করাইল।
তা সবার চরণ রঘুনাথ বন্দিল॥
প্রভু-আজ্ঞা লইয়া বৈষ্ণবের আজ্ঞা লইল।
রাঘব সহিতে নিভৃতে যুক্তি করিল॥

যুক্তি করি শতমুদ্রা সোনা তোলা সাতে।
নিভৃতে দিল প্রভুর ভাণ্ডারীর হাতে॥
তারে নিষেধিল প্রভুকে এবে না কহিবে।
নিজ ঘরে যাইবে যবে তবে নিবেদিবে॥
তবে রাঘব পণ্ডিত তারে ঘরে লৈয়া গেলা।
ঠাকুর দর্শন করাইয়া মালা-চন্দন দিলা॥
অনেক প্রসাদ দিল পথে খাইবারে।
তবে পুনঃ রঘুনাথ কহে পণ্ডিতেরে॥
প্রভুর সঙ্গে যত মহান্ত ভৃত্যাশ্রিত জন।
পূজিতে চাহি যে আমি সবার চরণ॥
বিশ পঞ্চদশ বার দশ পঞ্চ হয়।
মুদ্রা দেহ বিচারিয়া যোগ্য যত হয়॥
সব লিখা করিয়া রাঘব পাশ দিলা।
যার নামে যত রাঘব চিঠি লেখাইল॥
এক শত মুদ্রা আর সোনা তোলাদ্বয়।
পণ্ডিতের ভাগে দিলা করিয়া বিনয়॥
তার পদধূলি লইয়া স্ব-গৃহে আইলা।
নিত্যানন্দ-কৃপা পাইয়া কৃতার্থ মানিলা॥
সেই হইতে অভ্যন্তর না করে গমন।
বাহিরে দুর্গা-মণ্ডপে করেন শয়ন॥
তাঁহা জাগি রহে সব রক্ষকগণ।
পলাইতে করে নানা উপায় চিন্তন॥
হেনকালে গৌড়দেশের যত ভক্তগণ।
প্রভু দেখিতে নীলাচলে করিলা গমন॥
তা সবার সঙ্গে রঘু যাইতে না পারে।
প্রসিদ্ধ প্রকট সঙ্গ তবহি ধরা পড়ে॥
এইমত চিন্তিতে দৈবে একদিনে।
বাহিরে দেবী-মণ্ডপে করিয়াছে শয়নে॥
দণ্ড চারি রাত্রি যবে আছে অবশেষ।
যদুনন্দন আচার্য্য তবে করিল প্রবেশ॥

বাসুদেব দত্তের তিঁহ হয় অনুগৃহীত।
রঘুনাথের গুরু তিঁহ হয় পুরোহিত॥
অদ্বৈত আচার্য্যের তিঁহ শিষ্য অন্তরঙ্গ।
আচার্য্য-আজ্ঞাতে মানে চৈতন্য প্রাণধন॥
অঙ্গনে আসিয়ে তিঁহ যবে দাণ্ডাইলা।
রঘুনাথ আসি তবে দণ্ডবৎ কৈলা॥
তাঁর এক শিষ্য তাঁর ঠাকুরের সেবা করে।
সেবা ছাড়িয়াছে তারে সাধিবার তরে॥
রঘুনাথে কহে তার করহ সাধন।
সেবা যেন করে আর নাহিক ব্রাহ্মণ॥
এত কহি রঘুনাথে লইয়া চলিলা।
রক্ষক সব শেষরাত্রে নিদ্রায় পড়িলা॥
আচার্য্যের ঘর ইহার পূর্ব্ব দিশাতে।
কহিতে শুনিতে দুঁহে চলে সেই পথে॥
অর্দ্ধপথে রঘুনাথ কহে গুরুর চরণে।
আমি সেই বিপ্রে সাধি পাঠাইব তব স্থানে॥
তুমি ঘর যাহ সুখে মোরে আজ্ঞা হয়।
এই ছলে আজ্ঞা মাগি করিল নিশ্চয়॥
সেবক রক্ষক আর কেহ নাহি সঙ্গে।
পলাইতে আমার ভাল এইত প্রসঙ্গে॥
এত চিন্তি পূর্ব্বমুখে করিলা গমন।
উলটিয়া চাহে দেখে নাহি কোন জন॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চরণ চিন্তিয়া।
পথ ছাড়ি উপপথে যায়েন ধাইয়া॥
গ্রামের পথ ছাড়ি যায় বনে বনে।
কায়মনোবাক্যে চিন্তে চৈতন্য-চরণে॥
পঞ্চদশ ক্রোশ পথ চলি গেলা একদিনে।
সন্ধ্যাকালে রহিলা এক গোপের বাথানে॥
উপবাসী দেখি গোপ দুগ্ধ আনি দিলা।
সেই দুগ্ধ পান করি পড়িয়া রহিলা॥

সেবক রক্ষক এথা তাঁরে না দেখিয়া।
তাঁর গুরু-পাশে বার্ত্তা পুছিলেন গিয়া॥
তিঁহ কহে আজ্ঞা মাগি গেলা নিজঘর।
পলাইল রঘুনাথ উঠিল কোলাহল॥
তাঁর পিতা কহে গৌরের সব ভক্তগণ।
প্রভুস্থানে নীলাচলে করিলা গমন॥
সেই সঙ্গে রঘুনাথ গেল পলাইয়া।
দশ জন যাহ তারে আনহ ধরিয়া॥
শিবানন্দে পত্রী দিল বিনয় করিয়া।
আমার পুত্রেরে তুমি দিবে বাহুড়িয়া॥
ঝাঁকরা পর্য্যন্ত গেল সেই দশজন।
ঝাঁকরাতে পাইল গিয়া বৈষ্ণবের গণ॥
পত্রী দিয়া শিবানন্দে বার্ত্তা যে পুছিল।
শিবানন্দ কহে তিঁহ এথা না আইল॥
বাহুড়িয়া সেই দশজন আইল ঘরে।
তার পিতা মাতা হইল চিন্তিত অন্তরে॥
এথা রঘুনাথ দাস প্রভাতে উঠিয়া।
পূর্ব্বমুখ ছাড়িয়া দক্ষিণমুখ হঞা॥
ছত্রভোগ পার হঞা ছাড়িয়া সরাণ।
কুগ্রাম দিয়া তবে করিল প্রয়াণ॥
ভক্ষণ নাহি সমস্ত দিবস গমন।
ক্ষুধা নাহি বাধে চৈতন্যচরণ-প্রাপ্তে মন॥
কভু চর্ব্বণ কভু রন্ধন কভু দুগ্ধপান।
যবে যেই মিলে তাতে রাখে নিজপ্রাণ॥
বার দিনে চলি গেলা শ্রীপুরুষোত্তম।
পথে তিন দিন মাত্র করিল ভোজন॥
স্বরূপাদি সহ গোসাঞি আছেন বসিয়া।
হেনকালে রঘুনাথ মিলিলা আসিয়া॥
অঙ্গনেতে দূরে রহি করে প্রণিপাত।
মুকুন্দ দত্ত কহে এই আইল রঘুনাথ॥

প্রভু কহে আইস তিঁহ ধরিল চরণ।
উঠি প্রভু কৃপায় তারে কৈল আলিঙ্গন॥
স্বরূপাদি সব ভক্তের চরণ বন্দিল।
প্রভু-কৃপা দেখি সবে আলিঙ্গন কৈল॥
প্রভু কহে কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে।
তোমাকে কাড়িল বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্ত হৈতে॥
রঘুনাথ কহে মনে কৃষ্ণ নাহি জানি।
তব কৃপা কাড়িল আমা এই আমি জানি॥
প্রভু কহেন তোমার পিতা-জেঠা দুই জনে।
চক্রবর্ত্তী-সম্বন্ধে আমি আজা করি মানি॥
চক্রবর্ত্তীর দুঁহে হয় ভ্রাতৃরূপ দাস।
অতএব তারে আমি করি পরিহাস॥
ইহার বাপ-জেঠা বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তের কীড়া।
সুখ করি মানে বিষম বিষয়-মহাপীড়া॥
যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়।
শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে বৈষ্ণবের প্রায়॥
তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহাঅন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভববন্ধ॥
হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিল তোমা।
কহন না যায় কৃষ্ণ-কৃপার মহিমা॥
রঘুনাথের ক্ষীণতা মালিন্য দেখিয়া।
স্বরূপেরে কহে কৃপা-আর্দ্রচিত্ত হইয়া॥
এই রঘুনাথ আমি সঁপিনু তোমারে।
পুত্র-ভৃত্যরূপে তুমি কর অঙ্গীকারে॥
তিন রঘুনাথ নাম হয় মোর স্থানে।
স্বরূপের রঘু আজি হৈল ইহার নামে॥
এত কহি রঘুনাথের হস্তে ধরিলা।
স্বরূপের হস্তে তারে সমর্পণ কৈলা॥
স্বরূপ কহে মহাপ্রভুর যে আজ্ঞা হইল।
এত কহি রঘুনাথে পুনঃ আলিঙ্গিল॥

চৈতন্য-ভক্তবাৎসল্য কহিতে না পারি।
গোবিন্দেরে কহে রঘুনাথে দয়া করি॥
পথে ইঁহ করিয়াছে বহুত লঙ্ঘন।
কত দিন কর ইঁহার ভাল সন্তর্পণ॥
রঘুনাথে কহে যাঞা কর সিন্ধুস্নান।
জগন্নাথ দেখিয়া আসি করিহ ভোজন॥
এত বলি প্রভু মধ্যাহ্ন করিতে উঠিলা।
রঘুনাথ দাস সব ভক্তেরে মিলিলা॥
রঘুনাথে প্রভুর কৃপা দেখি ভক্তগণ।
বিস্মিত হইয়া করে ভাগ্য প্রশংসন॥
রঘুনাথ সমুদ্রে যাঞা স্নান করিলা।
জগন্নাথ দেখি গোবিন্দ-পাশ আইলা॥
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র গোবিন্দ তারে দিল।
আনন্দিত হঞা মহাপ্রসাদ পাইল॥
এইমত রহে তিঁহ স্বরূপ-চরণে।
গোবিন্দ প্রসাদ তারে দেন পঞ্চদিনে॥
আর দিন হইতে পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া।
সিংহদ্বারে ঠাড়া রহে আহার লাগিয়া॥
জগন্নাথের সেবক যত বিষয়ীর গণ।
সেবা সারি রাত্র্যে করে গৃহেতে গমন॥
সিংহদ্বারে অন্নার্থী বৈষ্ণব দেখিয়া।
পসারি ঠাঞি অন্ন দেন কৃপা ত করিয়া॥
এইমত সর্ব্বকাল আছে ব্যবহারে।
নিষ্কিঞ্চন ভক্ত খাড়া রহে সিংহদ্বারে॥
সর্ব্বদিন করে বৈষ্ণব নামসংকীর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন জগন্নাথ দরশন॥
কেহ ছত্রে যাঞা খায় যেবা কিছু পায়।
কেহ রাত্র্যে ভিক্ষা লাগি সিংহদ্বারে রয়॥
মহাপ্রভু-ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি প্রীত হন গৌর ভগবান্॥

প্রভুকে গোবিন্দ কহে রঘু প্রসাদ না লয়।
রাত্র্যে সিংহদ্বারে খাড়া হঞা মাগি খায়॥
শুনি তুষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা।
ভাল কৈল বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিলা॥
বৈরাগী করিবে সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন-রক্ষণ॥
বৈরাগী হইঞা যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্য-সিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হইঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় আর রসে হয় বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর ভরণ॥
জিহ্বার লালসায় ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥
আর দিন রঘুনাথ স্বরূপ-চরণে।
আপনার কৃত্য লাগি কৈল নিবেদনে॥
কি লাগি ছাড়াইলে ঘর না জানি উদ্দেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য প্রভু করেন উপদেশ॥
প্রভু-আগে কথা মাত্র না কহে রঘুনাথ।
স্বরূপ-গোবিন্দ দ্বারা কহে নিজ-বাত॥
প্রভু-আগে স্বরূপ নিবেদিল আর দিনে।
রঘুনাথ নিবেদয়ে প্রভুর চরণে॥
কি মোর কর্ত্তব্য মুঞি না জানি উদ্দেশ।
আপনি শ্রীমুখে মোরে করুন উপদেশ॥
হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথে কহিল।
তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব শিখ ইহার স্থানে।
আমি যত নাহি জানি ইহ তত জানে॥
তথাপি আমার আজ্ঞায় যদি শ্রদ্ধা হয়।
আমার এই বাক্যে তুমি করহ নিশ্চয়॥

গ্রাম্য কথা না শুনিবে গ্রাম্য কথা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধা-কৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥
এই ত সংক্ষেপে আমি কৈনু উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঞি ইহার পাইবে সবিশেষ॥
এত শুনি রঘুনাথ বন্দিল চরণ।
মহাপ্রভু কৈল তারে কৃপা-আলিঙ্গন॥
পুনঃ সমর্পিল তারে স্বরূপের স্থানে।
অন্তরঙ্গ সেবা করে স্বরূপের সনে॥
হেনকালে আইল গৌড়ের ভক্তগণে।
পূর্ব্ববৎ প্রভু সবায় করিল মিলনে॥
সবা লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা-মার্জ্জন।
সবা লঞা করিল প্রভু বন্য ভোজন॥
রথযাত্রা সবা লঞা করিল নর্ত্তন।
দেখি রঘুনাথের চমৎকার হৈল মন॥
রঘুনাথ দাস যবে সবারে মিলিলা।
অদ্বৈত আচার্য্য তারে বহু কৃপা কৈলা॥
শিবানন্দ সেন তারে কহে বিবরণ।
তোমা লইতে তোমার পিতা পাঠাইল দশজন॥
তোমারে পাঠাইতে পত্রী পাঠাইল আমারে।
ঝাঁকরা হইতে তোমা না পাইয়া গেল ঘরে॥
চারি মাস রহি ভক্তগণ গৌড়ে গেলা।
শুনি রঘুনাথের পিতা মনুষ্য পাঠাইলা॥
সে মনুষ্য শিবানন্দ সেনেরে পুছিলা।
মহাপ্রভুর স্থানে এক বৈষ্ণব দেখিলা॥
গোবর্দ্ধনের পুত্র তিঁহ নাম রঘুনাথ।
নীলাচলে পরিচয় আছে তোমার সাথ॥
শিবানন্দ কহে তিঁহ হয় প্রভুর স্থানে।
পরম বিখ্যাত তিঁহ কেবা নাহি জানে॥

স্বরূপের স্থানে তারে করিয়াছেন সমর্পণ।
প্রভুর ভক্তগণের তিঁহ হয় প্রাণসম॥
রাত্রিদিন করে তিঁহ নাম-সংকীর্ত্তন।
ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ॥
পরম বৈরাগ্য তাঁর নাহি ভক্ষ্য পরিধান।
যৈছে তৈছে আহার করি রাখয়ে পরাণ॥
দশদণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া।
সিংহদ্বারে খাড়া হয় আহার লাগিয়া॥
কেহ যদি দেয় তবে করয়ে ভক্ষণ।
কভু উপবাস কভু করেন চর্ব্বণ॥
এত শুনি সেই মনুষ্য গোবর্দ্ধন-স্থানে।
কহিল গিয়া সব রঘুনাথ-বিবরণে॥
শুনি তার মাতা-পিতা দুঃখিত হইলা।
পুত্র ঠাঞি দ্রব্য দিয়া মনুষ্য পাঠাইলা॥
চারিশত মুদ্রা দুই ভৃত্য এক ব্রাহ্মণ।
শিবানন্দের ঠাঞি পাঠাইল ততক্ষণ॥
শিবানন্দ কহে তুমি যাইতে নারিবা।
আমি যাই যবে আমার সঙ্গে ত যাইবা॥
এবে ঘরে যাহ সবে আমি যবে চলিব।
তবে তোমা সবাকারে সঙ্গে লইয়া যাইব॥
এই ত প্রস্তাবে শ্রীকবিকর্ণপুর।
রঘুনাথ-মহিমা গ্রন্থে লিখিলা প্রচুর॥
শিবানন্দ যৈছে সেই মনুষ্যে কহিল।
কর্ণপুর সেইরূপে শ্লোক বর্ণিল॥
বর্ষান্তরে শিবানন্দ চলে নীলাচলে।
রঘুনাথের সেবক বিপ্র তার সঙ্গে চলে॥
সেই বিপ্র ভৃত্য চারি শত মুদ্রা লঞা।
নীলাচলে রঘুনাথে মিলিলা আসিয়া॥
রঘুনাথ দাস অঙ্গীকার না করিল।
দ্রব্য লঞা দুইজন তথায় রহিল॥

তবে রঘুনাথ করি অনেক যতন।
মাস দুই দিন কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ॥
দুই নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি অষ্টপণ।
ব্রাহ্মণ ভৃত্য ঠাঞি করে এতেক গ্রহণ॥
এইমত নিমন্ত্রণ বর্ষ দুই কৈল।
পাছে রঘুনাথ নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল॥
মাস দুই রঘুনাথ না করে নিমন্ত্রণ।
স্বরূপে পুছিল তবে শচীর নন্দন॥
রঘু কেনে আমার নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল।
স্বরূপ কহে মনে কিছু বিচার করিল॥
বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ।
প্রসন্ন না হয় ইহায় জানি প্রভুর মন॥
মোর দ্রব্য লইতে চিত্ত না হয় নির্ম্মল।
এই নিমন্ত্রণে দেখি প্রতিষ্ঠামাত্র ফল॥
উপরোধে প্রভু মোর মানে নিমন্ত্রণ।
না মানিলে দুঃখী হইবেক মূর্খ জন॥
এত বিচারিয়া নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল।
শুনি মহাপ্রভু হাসি বলিতে লাগিল॥
বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥
বিষয়ীর অন্নে হয় রাজস নিমন্ত্রণ।
দাতা ভোক্তা দোঁহার মলিন হয় মন॥
ইহার সঙ্কোচে আমি এত দিন নিল।
ভাল হৈল জানিয়া সে আপনি ছাড়িল॥
কতদিনে রঘুনাথ সিংহদ্বার ছাড়িল।
ছত্রে যাই মাগি খাইতে আরম্ভ করিল॥
গোবিন্দ-পাশ শুনি প্রভু পুছে স্বরূপেরে।
রঘু ভিক্ষা লাগি ঠাড় না হয় সিংহদ্বারে।
স্বরূপ কহে সিংহদ্বারে দুঃখায় ভাবিয়া।
ছত্রে মাগি খায় মধ্যাহ্নকালে গিয়া॥

প্রভু কহে ভাল কৈল ছাড়িল সিংহদ্বার।
সিংহদ্বারে ভিক্ষা-বৃত্তি বেশ্যার আচার॥
ছত্রে গিয়া যথালাভ উদর-ভরণ।
মনঃকথা নাহি সুখে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন॥
এত বলি পুনঃ তারে প্রসাদ করিল।
গোবর্ধনের শিলা গুঞ্জামালা তারে দিল॥
শঙ্করানন্দ সরস্বতী বৃন্দাবন হৈতে আইলা।
তেঁহ সেই শিলা গুঞ্জামালা লইঞা গেলা॥
পার্শ্বে গাঁথা গুঞ্জামালা গোবর্দ্ধনের শিলা।
দুই বস্তু মহাপ্রভুর আগে আনি দিলা॥
দুই অপূর্ব্ব বস্তু পাঞা প্রভু তুষ্ট হইলা।
স্মরণের কালে গলে ধরে গুঞ্জামালা॥
গোবর্দ্ধনের শিলা প্রভু হৃদয়ে নেত্রে ধরে।
কভু নাসায় ঘ্রাণ লয় কভু শিরে ধরে॥
নেত্রজলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর।
শিলাকে কহেন প্রভু কৃষ্ণ-কলেবর॥
এইমত তিন বৎসর শিলা মালা ধরিল।
তুষ্ট হৈল শিলা মালা রঘুনাথে দিল॥
প্রভু কহে এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ॥
এই শিলা কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন।
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন॥
এক কুঁজা জল আর তুলসীমঞ্জরী।
সাত্ত্বিক সেবা এই শুদ্ধভাবে করি॥
দুই দিকে দুই পত্র মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এইমত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি॥
শ্রীহস্তে শিলা দিয়া এই আজ্ঞা দিলা।
আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা॥
এক বিতস্তি দুই বস্ত্র পিঁড়া একখানি।
স্বরূপ দিলেন কুঁজা আনিবারে পানি॥

এইমত রঘুনাথ করেন পূজন।
পূজাকালে দেখেন শিলা ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
প্রভুর স্বহস্তদত্ত গোবর্দ্ধনশিলা।
এত চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে ভাসি গেলা ॥
জল-তুলসী সেবায় তাঁর যত সুখোদয়।
ষোড়শোপচার পূজায় তত সুখ নয় ॥
এইমত কত দিন করেন পূজন।
তবে স্বরূপগোসাঞি তাঁরে কহিল বচন ॥
অষ্টকৌড়ির খাজা সন্দেশ কর সমর্পণ।
শ্রদ্ধা করি দিলে সেই অমৃতের সম ॥
তবে অষ্টকৌড়ির খাজা করে সমর্পণ।
স্বরূপ-আজ্ঞায় গোবিন্দ করে সমাধান ॥
রঘুনাথ সেই শিলা-মালা যবে পাইল।
গোসাঞির অভিপ্রায় এই ভাবনা করিল ॥
শিলা দিয়া মোরে গোসাঞি সমর্পিল গোবর্দ্ধনে।
গুঞ্জামালা দিয়া স্থান দিল রাধিকা-চরণে ॥
আনন্দে রঘুনাথের হৈল বাহ্য বিস্মরণ।
কায়মনে সেবিলেন গৌরাঙ্গ-চরণ ॥
অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা ॥
সাড়ে সাত প্রহর যায় যাঁহার স্মরণে।
সবে চারি দণ্ড আহার নিদ্রা নহে কোন দিনে ॥
বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন ॥
ছিণ্ডা কানি কাঁথা বিনা না পরে বসন।
সাবধানে প্রভুর কৈল আজ্ঞার পালন ॥
প্রাণরক্ষা লাগি যেবা করেন ভক্ষণ।
তাহা খাঞা আপনাকে কহে নির্ব্বেদবচন ॥
প্রসাদভাত পসারীর যত না বিকায়।
দুই তিন দিন হৈলে ভাত সড়ি যায় ॥

সিংহদ্বারে গাভী-আগে সেই ভাত ডারে।
সড়া গন্ধে তৈলঙ্গা গাই খাইতে না পারে॥
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্র্যে ঘরে আনি।
ভাত পাখালিয়া ফেলে দিয়া বহু পানি॥
ভিতরের মাজি যেই দড় ভাত পায়।
লোন দিয়া রঘুনাথ সেই ভাত খায়॥
একদিন স্বরূপ তাহা করিতে দেখিল।
হাসিয়া তাহার কিছু মাগিয়া খাইল॥
স্বরূপ কহে ঐছে অমৃত খাও নিতি নিতি।
আমা সবায় নাহি দেও কি তোমার প্রকৃতি॥
গোবিন্দের মুখে প্রভু সে বার্ত্তা শুনিল।
আর দিন আসি প্রভু কহিতে লাগিল॥
কিবা বস্তু খাও সবে আমারে না দেও কেনে।
এত বলি এক গ্রাস করিল ভক্ষণে॥
আর গ্রাস লইতে স্বরূপ হাতেতে ধরিল।
তব যোগ্য নহে বলি বলে কাড়ি নিল॥
প্রভু বলে নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই।
ঐছে স্বাদু আর কোন প্রসাদে না পাই॥
এইমত মহাপ্রভু নানা লীলা করে।
রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি সন্তোষ অন্তরে॥
এই ত কহিল রঘুনাথের মিলন।
যেই ইহা শুনে পায় চৈতন্য-চরণ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
বর্ষান্তরে যত গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।

পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু সবারে মিলিলা॥
এইমত বিলাস প্রভুর ভক্তগণ লইয়া।
হেনকালে বল্লভ ভট্ট মিলিলা আসিয়া॥
আসিয়া বন্দিল ভট্ট প্রভুর চরণে।
প্রভু ভাগবত বুদ্ধ্যে কৈল আলিঙ্গনে॥
মান্য করি প্রভু তারে নিকটে বসাইলা।
বিনয় করিয়া ভট্ট কহিতে লাগিলা॥
বহুদিন মনোরথ তোমা দেখিবারে।
জগন্নাথ পূর্ণ কৈল দেখিল তোমারে॥
তোমার দর্শন পায় সেই ভাগ্যবান।
তোমাকে দেখিয়ে যেন সাক্ষাৎ ভগবান॥
তোমাকে যে স্মরণ করে সে হয় পবিত্র।
দর্শনে পবিত্র হৈবে ইথে কি বিচিত্র॥

কলিকালে ধর্ম্ম কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-শক্তি বিনা নহে নামপ্রবর্ত্তন॥
তাহা প্রবর্ত্তাইলে তুমি এইত প্রমাণ।
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি ইথে নাহি আন॥
জগতে করিলে কৃষ্ণনাম-প্রকাশে।
যেই তোমা দেখে সেই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে॥
প্রেমপরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে।
কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা শাস্ত্রের প্রমাণে॥

মহাপ্রভু কহে শুন ভট্ট মহামতি।
মায়াবাদী সন্ন্যাসী আমি না জানি কৃষ্ণভক্তি॥
অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
তাঁর সঙ্গে আমার মন হইল নির্ম্মল॥
সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্ত নাহি যাঁর সম।
অতএব অদ্বৈত-আচার্য্য তাঁর নাম॥
যাঁহার কৃপাতে ম্লেচ্ছের হয় কৃষ্ণভক্তি।

কে কহিতে পারে তাঁর বৈষ্ণবতা-শক্তি ॥
নিত্যানন্দ অবধূত সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
ভাবোন্মাদে মত্ত কৃষ্ণপ্রেমের সাগর ॥
ষড়্দর্শনবেত্তা ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম।
ষড়্দর্শনে জগদ্‌গুরু ভাগবতোত্তম ॥
তিঁহ দেখাইল মোরে ভক্তিযোগ-পার।
তাঁর প্রসাদে জানিল কৃষ্ণভক্তি মাত্র সার ॥
রামানন্দ রায় কৃষ্ণরসের নিধান।
তিঁহ জানাইল কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান ॥
তাতে প্রেমভক্তি পুরুষার্থ শিরোমণি।
রাগমার্গে কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বাধিক জানি ॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
দাস সখা গুরু কান্তা আশ্রয় যাহার ॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত কেবলভাব আর।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে না পাইয়ে ব্রজেন্দ্রকুমার ॥

এসব শিখাইল মোরে রায় রামানন্দ।
সে সব শুনিতে হয় পরম আনন্দ ॥
কহন না যায় রামানন্দের প্রভাব।
রায়-প্রসাদে জানিল ব্রজের শুদ্ধভাব ॥
দামোদরস্বরূপ প্রেমরস মূর্ত্তিমান।
যার সঙ্গে হৈল ব্রজের মধুররস জ্ঞান ॥
শুদ্ধপ্রেম ব্রজদেবীর কামগন্ধহীন।
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য এই তার চিন ॥

সর্ব্বোত্তম ভজন ইহার সর্ব্ব ভক্তি জিনি।
অতএব কৃষ্ণ কহে আমি তার ঋণী ॥

ঐশ্বর্য্য হৈতে জানে কেবলাভাব পরম প্রধান।
পৃথিবীতে ভক্ত নাহি উদ্ধব সমান ॥

তিঁহ যার পদধূলি করেন প্রার্থন।
স্বরূপের সঙ্গে পাইল এসব শিক্ষণ॥
হরিদাস ঠাকুর মহাভাগবত প্রধান।
দিন প্রতি লয় তিঁহ তিন লক্ষ নাম॥
নামের মহিমা আমি তাঁহার ঠাঁই শিখিল।
তাঁহার প্রসাদে নামের মহিমা জানিল॥
আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি পণ্ডিত গদাধর।
জগদানন্দ দামোদর শঙ্কর বক্রেশ্বর॥
কাশীশ্বর মুকুন্দ বাসুদেব মুরারি।
আর যত ভক্তগণ গৌড়ে অবতরি॥
কৃষ্ণনাম প্রেম কৈল জগতে প্রচার।
ইহা সবার সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি সে আমার॥
ভট্টের হৃদয়ে দৃঢ় অভিমান জানি।
ভঙ্গি করি মহাপ্রভু কহে এত বাণী॥
আমি সে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সব জানি।
আমি সে ভাগবত-অর্থ উত্তম বাখানি॥
ভট্টের মনেতে এই ছিল দৃঢ় গর্ব্ব।
প্রভুর বচন শুনি সে হইল খর্ব্ব॥
প্রভু-মুখে বৈষ্ণবতা শুনিয়া সবার।
ভট্টের ইচ্ছা হইল সবারে দেখিবার॥
ভট্ট কহে এসব বৈষ্ণব রহে কোন স্থানে।
কোন প্রকারে পাইব ইহা সবার দর্শনে॥
প্রভু কহে কেহ গৌড়ে কেহ দেশান্তরে।
সব আসিয়াছে রথযাত্রা দেখিবারে॥
ইহাঞি রহেন সবে বাসা নানাস্থানে।
ইহাঞি পাইবে তুমি সবার দর্শনে॥
তবে ভট্ট কহে বহু বিনয়বচন।
বহু যত্ন করি প্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ॥
আর দিন সব বৈষ্ণব প্রভুর স্থানে আইলা।
সবা সনে মহাপ্রভু ভট্টে মিলাইলা॥

বৈষ্ণবের তেজ দেখি ভট্টের চমৎকার।
তাঁ সবার আগে ভট্ট খদ্যোত-আকার॥
তবে ভট্ট বহু মহাপ্রসাদ আনাইলা।
গণ সহ মহাপ্রভুকে ভোজন করাইলা॥
পরমানন্দ পুরী সঙ্গে সন্ন্যাসীর গণ।
একদিকে বৈসে সব করিতে ভোজন॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ পার্শ্বে দুইজন।
মধ্যে প্রভু বসিলা আগে পাছে ভক্তগণ॥
গৌড়ের ভক্ত যত কহিতে না পারি।
অঙ্গনে বসিল সব হঞা সারি সারি॥
প্রভুর ভক্তগণ দেখি ভট্ট চমৎকার।
প্রত্যক্ষে সবার পদে কৈল নমস্কার॥
স্বরূপ জগদানন্দ কাশীশ্বর শঙ্কর।
পরিবেশন করে আর রাঘব দামোদর॥
মহাপ্রসাদ বল্লভ ভট্ট বহুত আনাইলা।
প্রভু সহ সন্ন্যাসীগণ ভোজনে বসিলা॥
প্রসাদ পায় বৈষ্ণবগণ বলে হরি হরি।
হরিধ্বনি উঠিল সব ব্রহ্মাণ্ড ভরি॥
মালা চন্দন গুবাক পান অনেক আনিল।
সবা পূজা করি ভট্ট আনন্দিত হৈল॥
রথযাত্রা দিনে প্রভু কীর্ত্তন আরম্ভিল।
পূর্ব্ববৎ সাত সম্প্রদায় পৃথক্ করিল॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ হরিদাস বক্রেশ্বর।
শ্রীবাস রাঘব পণ্ডিত গদাধর॥
সাত জন সাত ঠাঁই করেন কীর্ত্তন।
হরিবোল বলি প্রভু করেন ভ্রমণ॥
চৌদ্দ মাদল বাজে উচ্চ সংকীর্ত্তন।
একেক নর্ত্তকের প্রেমে ভাসিল ভুবন॥
দেখি বল্লভ ভট্টের মনে হৈল চমৎকার।
আনন্দে বিহ্বল নাহি আপন সম্ভার॥

তবে মহাপ্রভু সবার নৃত্য রাখিল।
প্রভুর চরিত্রে ভট্টের চমৎকার হৈল॥
যাত্রান্তরে ভট্ট যায় মহাপ্রভুর স্থানে।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদনে॥
ভাগবতের টীকা কিছু করিয়াছি লিখন।
আপনি মহাপ্রভু যদি করেন শ্রবণ॥
প্রভু কহেন ভাগবতার্থ বুঝিতে না পারি।
ভাগবত-অর্থ শুনিতে নহি অধিকারী॥
কৃষ্ণনাম বসি মাত্র করিয়ে গ্রহণে।
সংখ্যা-নাম পূর্ণ মোর নহে রাত্রি-দিনে॥
ভট্ট কহে কৃষ্ণনামের অর্থ ব্যাখানে॥
বিস্তার করিয়াছি তাহা করহ শ্রবণে॥
প্রভু কহে কৃষ্ণ নামের বহু অর্থ না মানি।
শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন মাত্র জানি॥

এই অর্থ আমি মাত্র জানিয়ে নির্দ্ধার।
আর সব অর্থে মোর নাহি অধিকার॥
ফল্গুবল্গু প্রায় ভট্টের সব ব্যাখ্যা।
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানি করেন উপেক্ষা॥
বিমনা হইয়া ভট্ট গেলা নিজ-ঘর।
প্রভু-বিষয় ভক্তি কিছু হইল অন্তর॥
তবে ভট্ট গেলা পণ্ডিত গোসাঞির ঠাঞি।
নানামত প্রীতি করি করে আসি-যাই॥
প্রভুর উপেক্ষায় সব নীলাচলের জন।
ভট্টের ব্যাখ্যান কিছু না করে শ্রবণ॥
লজ্জিত হইল ভট্ট হৈল অপমানে।
দুঃখিত হইয়া গেলা পণ্ডিতের স্থানে॥
দৈন্য করি কহে দৈন্য তোমার শরণ।
তুমি কৃপা করি রাখ আমার জীবন॥
কৃষ্ণনামব্যাখ্যা যদি করহ শ্রবণ।

তবে মোর লজ্জা-পঙ্ক হয় প্রক্ষালন॥
সঙ্কটে পড়িল পণ্ডিত করয়ে সংশয়।
কি করিব এহ করিতে না পারি নিশ্চয়॥
যদ্যপি পণ্ডিত না কৈল অঙ্গীকার।
ভট্ট যাই তবু পড়ে করি বলাৎকার॥
আভিজাত্যে পণ্ডিত করিতে নারে নিষেধন।
এ সঙ্কটে রাখ কৃষ্ণ লইলাম শরণ॥
অন্তর্য্যামী প্রভু জানিবেন মোর মন।
তাঁরে ভয় নাহি কিছু বিষম তাঁর গণ॥
যদ্যপি বিচারে পণ্ডিতের নাহি দোষ।
তথাপি প্রভুর গণ করে তারে রোষ॥
প্রত্যহ বল্লভ ভট্ট আইসে প্রভু-স্থানে।
উদ্গ্রাহাদি প্রায় করে আচার্য্যাদি সনে॥
যেই কিছু করে ভট্ট সিদ্ধান্ত স্থাপন।
শুনিতেই আচার্য্য তাহা করেন খণ্ডন॥
আচার্য্যাদি আগে ভট্ট যবে যবে যায়।
রাজহংস মধ্যে যেন রহে বক প্রায়॥
একদিন বল্লভ ভট্ট পুছিল আচার্য্যেরে।
জীব-প্রকৃতি পতি করি মানয়ে কৃষ্ণেরে॥
পতিব্রতা হয়্যা পতির নাম নাহি লয়।
তোমরা কৃষ্ণ নাম লও কোন ধর্ম্ম হয়॥
আচার্য্য কহে আগে তোমার ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান।
ইঁহারে পুছহ ইঁহ করিবেন প্রমাণ॥
প্রভু কহে ভট্ট তুমি না জান ধর্ম্মমর্ম্ম।
স্বামী-আজ্ঞা পালে এই পতিব্রতার ধর্ম্ম॥
পতি-আজ্ঞা নিরন্তর তার নাম লৈতে।
পতি-আজ্ঞা পতিব্রতা না পারে লঙ্ঘিতে॥
অতএব নাম লয় নামের ফল পায়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়॥
শুনিয়া বল্লভ ভট্ট হৈল নির্ব্বচন।

ঘরে যাই দুঃখ-মনে করেন চিন্তন॥
নিত্য আমার এই সভায় হয় পক্ষপাত।
একদিন উপরে যদি পড়ে মোর বাত॥
তবে সুখ হয় আর সব লজ্জা যায়।
স্ব-বচন স্থাপিতে আমি কি করি উপায়॥
আর দিন আসি বসিলা প্রভুকে নমস্করি।
সভাতে কহেন কিছু মনে গর্ব্ব করি॥
ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যান করিয়াছি খণ্ডন।
লইতে না পারি তাঁর ব্যাখ্যার বচন॥
সেই ব্যাখ্যা করে যাঁহা যেই পড়ে জানি।
একবাক্যতা নাহি তাতে স্বামী নাহি মানি॥
প্রভু হাসি কহে স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥
এত কহি মহাপ্রভু মৌন করিলা।
শুনিয়া সবার মনে সন্তোষ হইলা॥
জগতের হিত লাগি গৌর অবতার।
অন্তরের অভিমান জানেন তাঁহার॥
নানা অপমানে ভট্টে শোধে ভগবান।
কৃষ্ণ যৈছে খণ্ডিলেন ইন্দ্রের অভিমান॥
অজ্ঞ জীব নিজ-হিতে অহিত করি মানে।
গর্ব্ব চূর্ণ হৈলে পাছে উঘাড়ে নয়নে॥
ঘরে আসি রাত্র্যে ভট্ট চিন্তিতে লাগিলা।
পূর্ব্বে প্রয়াগে মোরে মহাকৃপা কৈল॥
স্ব-গণ সহিতে মোর মানিল নিমন্ত্রণ।
এবে কেন প্রভুর মোরে ফিরি গেল মন॥
আমি জিতি এই গর্ব্বশূন্য হউক চিত্ত।
ঈশ্বরস্বভাব করে সবাকার হিত॥
আপনা জানাইতে আমি করি অভিমান।
সে গর্ব্ব খণ্ডাইতে মোর করে অপমান॥
আমার হিত করেন ইহো আমি মানি দুঃখ।

কৃষ্ণের উপরে যেন কৈল ইন্দ্র মূর্খ॥
এত চিন্তি প্রাতে আসি প্রভুর চরণে।
দৈন্য করি স্তুতি করি লইল শরণে॥
আমি অজ্ঞ জীব অজ্ঞোচিত কর্ম্ম কৈল।
তোমার অগ্রে মূর্খ হঞা পাণ্ডিত্য প্রকাশিল॥
তুমি ঈশ্বর নিজোচিত কৃপা যে করিলা।
অপমান করি সর্ব্ব গর্ব্ব খণ্ডাইলা॥
আমি অজ্ঞ হিতস্থানে মানি অপমান।
ইন্দ্র যেন কৃষ্ণের নিন্দা করিল অজ্ঞান॥
তোমার কৃপা-অঞ্জনে গর্ব্ব-অন্ধ গেল।
তুমি এত কৃপা কৈলে এবে জ্ঞান হৈল॥
অপরাধ কৈনু ক্ষম লইনু শরণ।
কৃপা করি মোর মাথে ধরহ চরণ॥
প্রভু কহে তুমি পণ্ডিত মহা-ভাগবত।
দুই গুণ যাহা তাঁহা নাহি গর্ব্ব-পর্ব্বত॥
শ্রীধর স্বামী নিন্দি নিজ টীকা কর।
শ্রীধর স্বামী নাহি মান এত গর্ব্ব ধর॥
শ্রীধর স্বামী প্রসাদে ভাগবত জানি।
জগৎগুরু শ্রীধর স্বামী গুরু করি মানি॥
শ্রীধর উপরে গর্ব্ব যে কিছু লিখিবে।
অর্থব্যর্থ লিখন সেই লোকে না মানিবে॥
শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন।
সব লোক মান্য করি করিবে গ্রহণ॥
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান॥
অপরাধ ছাড়ি কর কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
অচিরাতে পাইবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥
ভট্ট কহে যদি মোরে হইলা প্রসন্ন।
একদিন পুনঃ মোর মান নিমন্ত্রণ॥
প্রভু অবতীর্ণ হৈলা জগৎ তারিতে।

মানিলেন নিমন্ত্রণ তারে সুখ দিতে ॥
জগতের হিত হউক এই প্রভুর মন।
দণ্ড করি করে তার হৃদয় শোধন ॥
স্বগণ-সহিত প্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈলা।
মহাপ্রভু তারে তবে প্রসন্ন হইলা ॥
জগদানন্দ পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ় ভাব।
সত্যভামা প্রায় প্রেম বাম্য-স্বভাব ॥
বার বার প্রণয়কলহ করে প্রভু-সনে।
অন্যোন্যে খটখটি চলে দুইজনে ॥
গদাধর পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ়ভাব।
রুক্মিণী দেবীর যৈছে দক্ষিণস্বভাব ॥
তার প্রণয়-রোষ দেখিতে প্রভুর ইচ্ছা হয়।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে তাঁর রোষ না উপজয় ॥
এই লক্ষ্য পাঞা প্রভু কৈল রোষাভাষ।
শুনি পণ্ডিতের চিত্তে উপজিল ত্রাস ॥
পূর্ব্বে যেন কৃষ্ণ যদি উপহাস কৈল।
শুনি রুক্মিণীর মনে ত্রাস উপজিল ॥
বল্লভ ভট্টের হয় বাল্য-উপাসনা।
বালগোপাল-মন্ত্রে তেঁহো করেন সেবনা ॥
পণ্ডিতের সনে তাঁর মন ফিরি গেল।
কিশোর-গোপাল উপাসনায় মন দিল ॥
পণ্ডিতের ঠাঞি চাহে মন্ত্রাদি শিখিতে।
পণ্ডিত কহে এই কর্ম্ম নহে আমা হইতে ॥
আমি পরতন্ত্র মোর প্রভু গৌরচন্দ্র।
তাঁর আজ্ঞা বিনা আমি না হই স্বতন্ত্র ॥
তুমি যে আমার ঠাঞি কর আগমন।
তাহাতেই প্রভু মোরে দেন ওলাহন ॥
এইমত ভট্টের কতেক দিন গেল।
শেষে যদি প্রভু তারে সুপ্রসন্ন হইল ॥
নিমন্ত্রণের দিনে পণ্ডিতে বোলাইলা।

স্বরূপ জগদানন্দে গোবিন্দ পাঠাইলা॥
পথে পণ্ডিতেরে স্বরূপ কহেন বচন।
পরীক্ষিতে প্রভু তোমায় কৈল উপেক্ষণ॥
তুমি কেন আসি তাঁরে না দিলে ওলাহন।
ভীত প্রায় হঞা কেনে করিলে সহন॥
পণ্ডিত কহেন প্রভু সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি।
তাঁর সনে হঠ করি ভাল নাহি মানি॥
যেই কহেন সেই সহি নিজ শিরে ধরি।
আপনি করিবে কৃপা দোষ-গুণ বিচারি॥
এত বলি পণ্ডিত প্রভু-স্থানে আইলা।
রোদন করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলা॥
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
সবা শুনাইয়া কহেন মধুর বচন॥
আমি চালাইল তোমা তুমি না চলিলা।
ক্রোধে কিছু না কহিলা সকলি সহিলা॥
আমার ভঙ্গিতে তোমার মন না চলিলা।
সুদৃঢ় সরলভাবে আমারে কিনিলা॥
পণ্ডিতের ভাবমুদ্রা কহনে না যায়।
গদাধর-প্রাণনাথ নাম হইল যায়॥
পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কহনে না যায়।
গদাইর-গৌরাঙ্গ বলি যারে লোকে গায়॥
চৈতন্য প্রভুর লীলা কে বুঝিতে পারে।
এক লীলায় বহে গঙ্গার শত শত ধারে॥
পণ্ডিতের সৌজন্য ব্রহ্মণ্যতা গুণ।
দৃঢ় প্রেমমুদ্রা লোকে করিল খ্যাপন॥
অভিমানপঙ্ক ধুঞা ভট্টেরে শোধিল।
সেই দ্বারায় আর সব লোক শিক্ষাইল॥
অন্তরে অনুগ্রহ বাহ্যে উপেক্ষার প্রায়।
বাহ্যার্থ যেই লয় সেই নাশ যায়॥
নিগূঢ় চৈতন্যলীলা বুঝিতে কার শক্তি।

সেই বুঝে গৌরচন্দ্র দৃঢ় যার ভক্তি॥
দিনান্তরে পণ্ডিত কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।
প্রভু তাঁহা ভিক্ষা কৈল লয়্যা ভক্তগণ॥
তাহাঁই বল্লভ ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈলা।
পণ্ডিত ঠাঞি পূর্ব্বপ্রার্থিত সব সিদ্ধি হৈলা॥
এইত কহিল বল্লভ ভট্টের মিলন।
যাহার শ্রবণে পায় গৌর-প্রেমধন॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য করুণাসিন্ধু-অবতার।
ব্রহ্মা-শিবাদিক ভজে চরণ যাঁহার॥
জয় জয় শ্রীবাস-আদি জয় ভক্তগণ।
কৃষ্ণচৈতন্য প্রভু যার প্রাণধন॥
এইমত গৌরচন্দ্র নিজভক্ত সঙ্গে।
নীলাচলে ক্রীড়া করে কৃষ্ণপ্রেম-রঙ্গে॥
হেনকালে রামচন্দ্র পুরী গোসাঞি আইলা।
পরমানন্দ পুরী আর প্রভুরে মিলিলা॥
পরমানন্দ পুরী কৈল চরণবন্দন।
পুরী গোসাঞি কৈল তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন॥
মহাপ্রভু কৈল তাঁরে দণ্ডবৎ নতি।
আলিঙ্গন করি তিঁহ কৈল কৃষ্ণস্মৃতি॥
তিনজনে ইষ্ট-গোষ্ঠী কৈল কতক্ষণ।
জগদানন্দ পণ্ডিত তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ॥
জগন্নাথের প্রসাদ আনিল ভিক্ষার লাগিয়া।
যথেষ্ট ভিক্ষা করিল তেঁহো নিন্দার লাগিয়া॥
ভিক্ষা করি কহে পুরী জগদানন্দ শুন।
অবশেষ প্রসাদ তুমি করহ ভক্ষণ॥

আগ্রহ করিয়া তাঁরে বসি খাওয়াইল।
আপনি আগ্রহ করি পরিবেশন কৈল॥
আগ্রহ করিয়া পুনঃ পুনঃ খাওয়াইলা।
আচমন করি নিন্দা করিতে লাগিলা॥
শুনি চৈতন্যের গণ করে বহুত ভক্ষণ।
সত্য সেই বাক্য সাক্ষাৎ দেখিল এখন॥
সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াইয়া করে ধর্ম্মনাশ।
বৈরাগী হইয়া এত খায় বৈরাগ্যে নাহি ভাস॥
এইত স্বভাব তাঁর আগ্রহ করিয়া।
পিছে নিন্দা করে আগে বহুত খাওয়াইয়া॥
পূর্ব্বে যবে মাধবেন্দ্রপুরী করে অন্তর্দ্ধান।
রামচন্দ্র পুরী তবে আইলা তাঁর স্থান॥
পুরীগোসাঞি করে কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন।
মথুরা না পাইনু বলি করেন ক্রন্দন॥
রামচন্দ্র পুরী তবে উপদেশে তাঁরে।
শিষ্য হঞা গুরুকে কহে ভয় নাহি করে॥
তুমি পূর্ণব্রহ্মানন্দ করহ স্মরণ।
ব্রহ্মবিৎ হঞা কেনে করহ রোদন॥
শুনি মাধবেন্দ্র-মনে ক্রোধ উপজিল।
দূর দূর পাপী বলি ভর্ৎসনা করিল॥
কৃষ্ণ-কৃপা না পাইনু মথুরা না পাইলা।
আপন দুঃখে মরোঁ এই দিতে আইল জ্বালা॥
মোরে মুখ না দেখাবি তুঞি যাও যথি তথি।
তোরে দেখি মৈলে মোর হবে অসদ্গতি॥
কৃষ্ণ না পাইনু মরোঁ আপনার দুঃখে।
মোরে ব্রহ্ম উপদেশে এই ছার মূর্খে॥
এই যে শ্রীমাধবেন্দ্র উপেক্ষা করিল।
সেই অপরাধে ইহার বাসনা জন্মিল॥
শুষ্ক ব্রহ্মেতে নাহি কৃষ্ণের সম্বন্ধ।
সর্ব্বলোক নিন্দা করে নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ॥

ঈশ্বরপুরী করে শ্রীপাদ-সেবন।
স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি মার্জ্জন॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করয়ে স্মরণ।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ॥
তুষ্ট হইয়া পুরী তারে কৈল আলিঙ্গন।
বর দিল কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন॥
সেই হইতে ঈশ্বর পুরী প্রেমের সাগর।
রামচন্দ্র পুরী হইল সর্ব্বনিন্দাকর॥
মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের সাক্ষী দুইজন।
এই দুই দ্বারে শিক্ষাইল জগজন॥
জগদ্গুরু মাধবেন্দ্র করি প্রেমদান।
এই শ্লোক পড়ি তিঁহো করিল অন্তর্দ্ধান॥

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥

এই শ্লোকে কৃষ্ণ-প্রেম কর উপদেশ।
কৃষ্ণের বিরহে ভক্তের ভাব-বিশেষ॥
পৃথিবীতে রোপণ করি গেলা প্রেমাঙ্কুর।
সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ চৈতন্যঠাকুর॥
প্রস্তাবে কহিল পুরীগোসাঞির নির্য্যাণ।
যেই ইহা শুনে সেই বড় ভাগ্যবান॥
রামচন্দ্র পুরী ঐছে রহিলা নীলাচলে।
বিরক্তস্বভাব কভু রহে কোন স্থলে॥
অনিমন্ত্রণ ভিক্ষা করে নাহিক নির্ণয়।
অন্যের ভিক্ষার স্থিতি লয়েন নিশ্চয়॥
প্রভুর নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি চারিপণ।

প্রভু কাশীশ্বর গোবিন্দ খান তিনজন ॥
প্রত্যহ প্রভুর ভিক্ষা ইতি-উতি হয়।
কেহ যদি মূল্য আনে চারি পণ নির্ণয়॥
প্রভু স্থিতি রীতি ভিক্ষা শয়ন প্রয়াণ।
রামচন্দ্র পুরী করে সর্ব্বানুসন্ধান॥
প্রভুর যতেক গুণ স্পর্শিতে নারিল।
ছিদ্র চাহি বুলে কাহাঁ ছিদ্র না পাইল॥
সন্ন্যাসী হইয়া করে মিষ্টান্ন ভক্ষণ।
এই ভোগে হয় কৈছে ইন্দ্রিয়-বারণ॥
এই নিন্দা করি কহে সর্ব্বলোক-স্থানে।
প্রভুকে দেখিতে অবশ্য আইসে প্রতিদিনে॥
প্রভু গুরুবুদ্ধ্যে করে সম্ভ্রম সম্মান।
তিঁহো ছিদ্র চাঞা বুলে এই তার কাম॥
যত নিন্দা করে তাহা প্রভু সব জানে।
তথাপি আদর করে বড়ই সম্ভ্রমে॥
একদিন প্রাতঃকালে আইলা প্রভুর ঘর।
পিপীলিকা দেখি কিছু কহেন উত্তর॥

রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীৎ তেন পিপীলিকাঃ
সঞ্চরন্তি।
অহো বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনাম্ ইন্দ্রিয়লালসা
ইতি ব্রুবন্ উত্থায় গতঃ॥

প্রভু পরম্পরায় নিন্দা করিয়াছেন শ্রবণ।
এবে সাক্ষাৎ শুনিলেন কল্পিত নিন্দন॥
সহজেই পিপীলিকা সর্ব্বত্র বেড়ায়।
তাহাতে তর্ক উঠাইয়া দোষ লাগায়॥
শুনিতেই প্রভুর সঙ্কোচ হয় মনে।
গোবিন্দ বোলাইয়া কিছু কহেন বচনে॥
আজি হৈতে ভিক্ষা আমার এই নিয়ম।

পিঠাভোগের এক চৌঠি পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন।
ইহা বই অধিক আর কিছু না লইবা।
অধিক আনিলে আমা এথা না দেখিবা॥
সকল বৈষ্ণবে গোবিন্দ কহে এই বাত।
শুনি সবার মাথে যৈছে হৈল বজ্রাঘাত॥
রামচন্দ্র পুরীকে সবাই দেয় তিরস্কার।
এই পাপিষ্ঠ আসি প্রাণ লইল সবার॥
সেই দিন এক বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ।
এক চৌঠি ভাত পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন॥
এই মাত্র গোবিন্দ সবে কৈল অঙ্গীকার।
মাথায় ঘা মারে বিপ্র করে হাহাকার॥
সেই ভাত ব্যঞ্জন প্রভু অর্দ্ধেক খাইল।
যে কিছু রহিল তাহা গোবিন্দ পাইল॥
অর্দ্ধাশন করে প্রভু গোবিন্দ অর্দ্ধাশন।
সব ভক্তগণ তবে ছাড়িল ভোজন॥
গোবিন্দ-কাশীশ্বরে প্রভু কৈল আজ্ঞাপন।
দোঁহে অন্যত্র মাগি কর উদরভরণ॥
এইরূপ মহাদুঃখে দিন কত গেল।
শুনি রামচন্দ্র পুরী প্রভু-পাশ আইল॥
প্রণাম করি কৈল প্রভু চরণবন্দন।
প্রভুকে কহয়ে কিছু হাসিয়া বচন॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে ইন্দ্রিয়-তর্পণ।
যৈছে তৈছে করে মাত্র উদরভরণ॥
তোমা ক্ষীণ দেখি শুনি কর অর্দ্ধাশন।
এই শুষ্ক বৈরাগ্য নহে সন্ন্যাসীর ধর্ম॥
যথাযোগ্য উদর ভরে না করে বিষয়ভোগ।
সন্ন্যাসীর তবে সিদ্ধ হয় জ্ঞানযোগ॥

প্রভু কহে অজ্ঞ বালক মুঞি শিষ্য তোমার।
মোরে শিক্ষা দেহ এই ভাগ্য আমার॥

এত শুনি রামচন্দ্র পুরী উঠি গেলা।
ভক্তগণ অর্দ্ধাশন করে গোসাঞি শুনিলা॥
আর দিন ভক্তগণ পরমানন্দ পুরী।
প্রভু-পাশে নিবেদিল দৈন্য-বিনয় করি॥
রামচন্দ্র পুরী হয় নিন্দকস্বভাব।
তার বোলে অন্ন ছাড়ি কিবা হৈবে লাভ॥
পুরীর স্বভাব যথেষ্ট আহার করিয়া।
যে খায় তাহারে খাওয়ায় যতন করিয়া॥
খাওয়াইয়া পুনঃ তারে করেন নিন্দন।
এত অন্ন খাও তোমার কত আছে ধন॥
সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াও কর ধর্ম্মনাশ।
অতএব জানিনু তোমার কিছু নাহি ভাস॥
কে কৈছে ব্যবহারে কেবা কৈছে খায়।
এই অনুসার তেঁহো করেন সদায়॥
শাস্ত্রে যেই দুই ধর্ম্ম করিয়াছে বর্ণন।
সেই কর্ম্ম নিরন্তর ইহার করণ॥

তার মধ্যে পূর্ব্ববিধি প্রশংসা ছাড়িয়া।
পরবিধি নিন্দা করে বলিষ্ঠ জানিয়া॥

যার গুণ যত আছে না করে গ্রহণ।
গুণ মধ্যে ছলে করে দোষ আরোপণ॥
ইহার স্বভাব ইহা কহিতে না জুয়ায়।
তথাপি কহিয়ে কিছু মর্ম্মদুঃখ পাই॥
ইহার বচনে কেন অন্নত্যাগ কর।
পূর্ব্ববৎ নিমন্ত্রণ মান সবার বোল ধর॥
প্রভু কহে সবে কেন পুরীকে কর রোষ।
সহজধর্ম্ম কহে তিঁহো তার কিবা দোষ॥
যতী হঞা জিহ্বালম্পট অত্যন্ত অন্যায়।

যতিধর্ম্ম প্রাণ রাখিতে অল্পমাত্র খায়॥
তবে সবে মিলি প্রভুরে বহু যত্ন কৈল।
সবার আগ্রহে প্রভু অর্দ্ধেক রাখিল॥
দুই পণ কৌড়ি লাগে প্রভুর নিমন্ত্রণ।
কভু দুই জন ভোক্তা কভু তিন জন॥
অভোজ্যান্ন বিপ্র যদি নিমন্ত্রণ করে।
কিছু প্রসাদ আনে কিছু পাক করে ঘরে॥
পণ্ডিত গোসাঞি ভগবান্ আচার্য্য সার্ব্বভৌম।
নিমন্ত্রণের দিনে যদি করে নিমন্ত্রণ॥
তাঁহা সবার ইচ্ছায় প্রভু করেন ভোজন।
তাঁহা প্রভুর স্বাতন্ত্র্য যৈছে তাঁর মন॥
ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর অবতার।
যাহাঁ যৈছে যোগ্য তাহাঁ করেন ব্যবহার॥
কভু লৌকিক রীতি যেন ইতর জন।
কভু স্বতন্ত্র করেন ঐশ্বর্য্য প্রকটন॥
কভু রামচন্দ্র পুরীর হন ভৃত্যপ্রায়।
কভু তারে নাহি মানে দেখে তৃণপ্রায়॥
ঈশ্বরচরিত্র প্রভুর বুদ্ধি-অগোচর।
যবে যেই করে সেই সব মনোহর॥
এইমত রামচন্দ্র পুরী নীলাচলে।
দিন কত রহি গেল তীর্থ করিবারে॥
তিঁহো গেলে প্রভুর গণ হৈল হরষিত।
শিরের পাথর যেন পড়িল আচম্বিত॥
স্বচ্ছন্দে নিমন্ত্রণ প্রভুর কীর্ত্তন-নর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন তবে প্রসাদ ভোজন॥
গুরু উপেক্ষা কৈলে ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধ ঠেকয়॥
যদ্যপি গুরু-বুদ্ধ্যে প্রভু তাহার দোষ না লইল।
তার ফল দ্বারা লোকে শিক্ষা করাইল॥
শ্রীচৈতন্য-চরিত্র যেন অমৃতের পূর।

শুনিতে শ্রবণে মনে লাগয়ে মধুর॥
চৈতন্যচরিত্র লিখি শুন এক মনে।
অনায়াসে পাইবে প্রেম শ্রীকৃষ্ণচরণে॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## নবম পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণহৃদয়॥
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় জয় দয়াময়।
জয় গৌরভক্তগণ সব রসময়॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নীলাচলে বাস করে কৃষ্ণ-প্রেমরঙ্গে॥
অন্তর বাহিরে কৃষ্ণ-বিরহ-তরঙ্গ।
নানাভাবে ব্যাকুল প্রভুর মন আর অঙ্গ॥
দিনে নৃত্য কীর্ত্তন জগন্নাথ-দরশন।
রাত্র্যে রায় স্বরূপ সনে রস-আস্বাদন॥
ত্রিজগতের লোক আসি করে দরশন।
যেই দেখে সেই পায় কৃষ্ণপ্রেম-ধন॥
মনুষ্যের বেশে আসে গন্ধর্ব্ব-কিন্নর।
সপ্ত পাতালের যত দৈত্য বিষধর॥
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে বৈসে যত জন।
নানা বেশে আসি করে প্রভুর দর্শন॥
প্রহ্লাদ বলি ব্যাস শুক আদি মুনিগণ।
আসি প্রভু দেখে প্রেমে হয় অচেতন॥
বাহিরে ফুকারে লোক দর্শন না পাইয়া।
কৃষ্ণ কহ বলে প্রভু বাহিরে আসিয়া॥
প্রভুর দর্শনে সব লোক প্রেমে ভাসে।
এইমত যায় প্রভুর রাত্রিদিবসে॥

একদিন লোক আসি প্রভুরে নিবেদিল।
গোপীনাথকে বড় জানা চাঙ্গে চড়াইল॥
তলে খড়্গ পাতি উপরে ডারি দিবে।
প্রভু রক্ষা করেন যবে তবে নিস্তারিবে॥
সবংশে তোমার সেবক ভবানন্দ রায়।
তার পুত্র তোমার সেবক রাখিতে জুয়ায়॥
প্রভু কহে রাজা কেনে করয়ে তাড়ন।
তবে সেই লোক কহে সব বিবরণ॥
গোপীনাথ পট্টনায়ক রামানন্দের ভাই।
সর্ব্বকাল হয় সেই রাজবিষয়ী॥
মালজাঠ্যা দণ্ডপাটে তার অধিকার।
সাধি পাড়ি আনে দ্রব্য সেই রাজদ্বার॥
দুই লক্ষ কাহন তার ঠাঞি বাকী হৈল।
দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি রাজা ত মাগিল॥
তিঁহ কহে স্থূল দ্রব্য নাহি যেই দিব।
ক্রমে ক্রমে বেচি কিনি দ্রব্য যে ভরিব॥
ঘোড়া দশ বারো হয় লহ মূল্য করি।
এত বলি ঘোড়া আনি রাজদ্বারে ধরি॥
এক রাজপুত্র ঘোড়ার মূল্য ভাল জানে।
তারে পাঠাইল রাজা পাত্র-মিত্র-সনে॥
সেই রাজপুত্র মূল্য করে ঘাটাইয়া।
গোপীনাথের ক্রোধ হইল মূল্য শুনিয়া॥
সেই রাজপুত্রের স্বভাব গ্রীবা ফিরায়।
উর্দ্ধমুখে বারবার ইতি-উতি চায়॥
তারে নিন্দা করি কহে সগর্ব্ব বচনে।
রাজা কৃপা করে তারে ভয় নাহি মানে॥
আমার ঘোড়া গ্রীবা না ফিরায় উর্দ্ধে নাহি চায়।
তাতে ঘোড়ার ঘাটি মূল্য করিতে না জুয়ায়॥
শুনি রাজপুত্র-মনে ক্রোধ উপজিল।
রাজার ঠাঞি যাই বহু লাগানি করিল॥

কৌড়ি নাহি দিবে এই বেড়ায় ছদ্ম করি।
আজ্ঞা কর চাঙ্গে চড়াইয়া লই কৌড়ি॥
রাজা বলে যেই ভাল কর সেই হয়।
যে উপায়ে কৌড়ি পাই কর সে উপায়॥
রাজপুত্র আসি তারে চাঙ্গে চড়াইল।
খড়্গ উপরে ফেলাইতে তলে খড়্গ পাতিল॥
শুনি প্রভু কহে কিছু করি প্রণয়রোষ।
রাজ-কৌড়ি দিবার নহে রাজার কিবা দোষ॥
রাজ-বিলাত সাধি খায় নাহি রাজভয়।
দারী-নাটুয়াকে দিয়া করে নানা ব্যয়॥
যেই চতুর সেই করুক রাজবিষয়।
রাজদ্রব্য সাধি পায় তাহা করে ব্যয়॥
হেনকালে আর লোক আইলা ধাইয়া।
বাণীনাথাদি সবংশে লইয়া গেলা বাঁধিয়া॥
প্রভু কহে রাজা আপন লেখার দ্রব্য লৈব।
আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী তাহে কি করিব॥
তবে স্বরূপাদি যত প্রভুর ভক্তগণ।
প্রভুর চরণে সবে কৈল নিবেদন॥
রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠী সব তোমার দাস।
তোমার উচিত নহে করিতে উদাস॥
শুনি মহাপ্রভু কহে সক্রোধ বচনে।
মোরে আজ্ঞা দেহ সবে যাই রাজস্থানে॥
তোমা সবার এই মত রাজার ঠাঞি যাঞা।
কৌড়ি মাগি লই মুঞি আঁচল পাতিয়া॥
পাঁচ গণ্ডার পাত্র হয় সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ।
মাগিলে বা দিবে কেন দুই লক্ষ কাহন॥
হেনকালে আর লোক আইল ধাইয়া।
খড়্গের উপর গোপীনাথে দিতেছে ডারিয়া॥
শুনি প্রভুর গণ প্রভুকে করে অনুনয়।
প্রভু কহে আমি ভিক্ষুক আমা হৈতে নয়॥

তারে রক্ষা করিতে যদি হয় সবার মনে।
সবে মিলি যাহ জগন্নাথের চরণে॥
ঈশ্বর জগন্নাথ যাঁর হাতে সর্ব্ব অর্থ।
কর্তুমকর্তুমন্যথা করিতে সমর্থ॥
ইহাঁ যদি মহাপ্রভু এতেক কহিলা।
হরিচন্দন পাত্র যাই রাজারে কহিলা॥
গোপীনাথ পট্টনায়ক সেবক তোমার।
সেবকের প্রাণদণ্ড নহে ব্যবহার॥
বিশেষ তাহার ঠাঞি কৌড়ি বাকী হয়।
প্রাণ লৈলে কিবা লাভ নিজ ধন ক্ষয়॥
যথার্থ মূল্যে ঘোড়া লেহ যেবা বাকী হয়।
ক্রমে ক্রমে দিবে ব্যর্থ প্রাণ কেনে লয়॥
রাজা কহে এই বাত আমি নাহি জানি।
প্রাণ কেনে লৈব তার দ্রব্য চাহি আমি॥
তুমি যাহ কর তাহাঁ সর্ব্ব সমাধান।
দ্রব্য যৈছে আইসে আর রাখ তার প্রাণ॥
তবে হরিচন্দন আসি জানারে কহিল।
চাঙ্গে হইতে গোপীনাথে শীঘ্র নামাইল॥
দ্রব্য দেহ রাজা মাগে উপায় পুছিল।
যথার্থ মূল্যে ঘোড়া লেহ তেঁহ ত কহিল॥
ক্রমে ক্রমে দিব আর যত কিছু পারি।
অবিচারে প্রাণ লহ কি বলিতে পারি॥
যথার্থ মূল্য করি ঘোড়া মূল্য সব লইল।
আর দ্রব্যের মুদ্দতি করি ঘরে পাঠাইল॥
এথা প্রভু সেই মনুষ্যেরে প্রশ্ন কৈল।
গোপীনাথ কি করে যবে বাঁধিয়া আনিল॥
গোপীনাথ নির্ভয়েতে লয় কৃষ্ণনাম।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কহে অবিশ্রাম॥
সংখ্যা লাগি দুই হাতে অঙ্গুলিতে লেখা।
সহস্রাদি পূর্ণ হইলে অঙ্গে কাটে রেখা॥

শুনি মহাপ্রভুর হইল পরম আনন্দ।
কে বুঝিতে পারে গৌরের কৃপা ছন্নবন্ধ॥
হেনকালে কাশীমিশ্র আইলা প্রভু-স্থানে।
প্রভু তাহে কহে কিছু সোদ্বেগ বচনে॥
ইহাঁ রহিতে নারি যাইব আলালনাথ।
নানা উপদ্রবে ইহাঁ না পাই সোয়াথ॥
ভবানন্দ রায়ের গোষ্ঠী করে রাজবিষয়।
নানাপ্রকারে করে তারা রাজদ্রব্য ব্যয়॥
রাজার কি দোষ রাজা নিজ দ্রব্য চায়।
দিতে নারে দ্রব্য দণ্ড আমারে জানায়॥
রাজা গোপীনাথে যদি চাঙ্গে চড়াইল।
চারিবার লোক আসি মোরে জানাইল॥
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আমি নির্জ্জন-নিবাসী।
আমায় দুঃখ দেন নিজ দুঃখ কহি আসি॥
আজি তারে জগন্নাথ করিল রক্ষণ।
কালি কে রাখিবে যদি না দিবে রাজধন॥
বিষয়ীর বার্ত্তা শুনি ক্ষুব্ধ হয় মন।
তাতে ইহাঁ রহি মোর নাহি প্রয়োজন॥
কাশীমিশ্র কহে প্রভুর ধরিয়া চরণে।
তুমি কেন এই বাতে ক্ষোভ কর মনে॥
সন্ন্যাসী বিরক্ত তোমার কা সনে সম্বন্ধ।
ব্যবহার লাগি তোমা ভজে সেই জ্ঞান-অন্ধ॥
তোমার ভজনফল তোমাতে প্রেমধন।
বিষয় লাগি তোমায় ভজে সেই মূর্খজন॥
তোমা লাগি রামানন্দ রাজ্যত্যাগ কৈল।
তোমা লাগি সনাতন বিষয় ছাড়িল॥
তোমা লাগি রঘুনাথ সকল ছাড়িল।
হেথায় তাহার পিতা বিষয় পাঠাইল॥
তোমার চরণ-কৃপা হৈয়াছে তাহারে।
ছত্রে মাগি খায় বিষয় স্পর্শ নাহি করে॥

রামানন্দের ভাই গোপীনাথ মহাশয়।
তোমা হৈতে বিষয়-বাঞ্ছা তার ইচ্ছা নয়॥
তার দুঃখ দেখি তার সেবকাদিগণ।
তোমাকে জানাইল যাতে অনন্যশরণ॥
সেই শুদ্ধভক্ত তোমা ভজে তোমা লাগি।
আপনার সুখ-দুঃখ হয় ভোগ-ভোগী॥
তোমা অনুকম্পা চাহে ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাতে মিলে তারে তোমার চরণ॥

তুমি বসি রহ কেনে যাইবে আলালনাথ।
এথা কেহ না শুনাইবে বিষয়ীর বাত॥
যদি তোমার তারে রাখিতে হয় মন।
আজি যে রাখিল সেই করিবে রক্ষণ॥
এত বলি কাশীমিশ্র গেলা স্ব-মন্দিরে।
মধ্যাহ্নে প্রতাপরুদ্র আইল তার ঘরে॥
যতদিন রহে তিঁহ শ্রীপুরুষোত্তমে।
প্রতাপরুদ্রের এক আছয়ে নিয়মে॥
নিত্য আসি করে মিশ্রের পাদসংবাহন।
জগন্নাথ-সেবার করে বিধান শ্রবণ॥
রাজা মিশ্রের চরণ চাপিতে লাগিলা।
তবে মিশ্র তারে কিছু ভঙ্গিতে কহিলা॥
শুন রাজা আর এক অপরূপ বাত।
মহাপ্রভু ক্ষেত্র ছাড়ি যাইবেন আলালনাথ॥
শুনি রাজা দুঃখী হইয়া পুছিলেন কারণ।
তবে মিশ্র কহে তারে সব বিবরণ॥
গোপীনাথ পট্টনায়কে চাঙ্গে চড়াইলা।
তার সেবক আসি প্রভুরে কহিলা॥
শুনিয়া ক্ষোভিত হইল মহাপ্রভুর মন।
ক্রোধে গোপীনাথে কৈল বহুত ভর্ৎসন॥
অজিতেন্দ্রিয় হঞা করে রাজবিষয়।

নানা অসৎপথে করে রাজদ্রব্য ব্যয়॥
ব্রহ্মস্ব অধিক এই হয় রাজধন।
তাহা হরি ভোগ করে মহাপাপী জন॥
রাজার বর্ত্তন খায় আর চুরি করে।
রাজদণ্ডী হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে॥
নিজ কৌড়ি মাগে রাজা নাহি করে দণ্ড।
রাজা মহাধার্ম্মিক এই পাপী ভণ্ড॥
রাজারে কৌড়ি না দেয় আমাকে ফুকারে।
এই মহাদুঃখ ইহা কে সহিতে পারে॥
আলালনাথে যাই তাঁহা নিশ্চিন্তে রহিব।
বিষয়ীর ভালমন্দ বার্ত্তা না শুনিব॥
এত শুনি কহে রাজা পাঞা মনে ব্যথা।
সব দ্রব্য ছাড়ি যদি প্রভু রহে এথা॥
একক্ষণ প্রভুর যদি পাইয়ে দরশন।
কোটি চিন্তামণি লাভ নহে তার সম॥
কোন ছার অর্থ এই দুই লক্ষ কাহন।
প্রাণ রাজ্য করি প্রভুপদে নির্ম্মঞ্ছন॥
মিশ্র কহে কৌড়ি ছাড়িবে নহে প্রভুর মন।
তারা দুঃখ পায় এই না যায় সহন॥
রাজা কহে তারে আমি দুঃখ নাহি দিয়ে।
চাঙ্গে চড়া খড়্গে ডারা আমি না জানিয়ে॥
পুরুষোত্তম জানারে তিঁহ কৈল পরিহাস।
সেই জানা তাহারে দেখাইল মিথ্যা ত্রাস॥
তুমি যাহ প্রভুরে রাখহ যত্ন করি।
সেই মুঞি তাহারে ছাড়িনু সব কৌড়ি॥
মিশ্র কহে কৌড়ি ছাড়িবে নহে প্রভুর মনে।
কৌড়ি ছাড়িলে প্রভু কদাচিৎ সুখ মানে॥
রাজা কহে কৌড়ি ছাড়ি ইহা না কহিবা।
সহজে মোর প্রিয় তারা ইহা জানাইবা॥
ভবানন্দ রায় আমার পূজ্য গরবিত।

তার পুত্রগণে আমার সহজেই প্রীত॥
এত বলি মিশ্রে নমস্করি ঘরে গেলা।
গোপীনাথে বড় জানা ডাকিয়া আনিলা॥
রাজা কহে সব কৌড়ি তোমারে ছাড়িল।
মালজাঠ্যা দণ্ডপাঠ তোমায় বিষয় দিল॥
আরবার ঐছে না খাইহ রাজধন।
আজি হইতে দিল তোমায় দ্বিগুণ বর্ত্তন॥
এত বলি নেতধটী তারে পরাইল।
প্রভু-আজ্ঞা লয়ে যাহ বিদায় তোমা দিল॥
পরমার্থে প্রভুর কৃপা সেই রহু দূরে।
অনন্ত তাহার ফল কে বলিতে পারে॥
রাজ্য-বিষয় ফল এই কৃপার আভাসে।
তাহার গণনা করি মনে নাহি আইসে॥
কাঁহা চাঙ্গে চড়াইয়া লয় প্রাণধন।
কাঁহা সব ছাড়ি দেই রাজ্যাধিক দান॥
কাঁহা সর্ব্বস্ব বেচি লয় দেয় তাহার কৌড়ি।
কাঁহা দ্বিগুণ বর্ত্তন করি পরায় নেতধড়ি॥
প্রভুর ইচ্ছা নাহি তারে কৌড়ি ছাড়ি দিব।
দ্বিগুণ বর্ত্তন করি পুনঃ বিষয় দিব॥
তথাপি তার সেবক আসি কৈল নিবেদন।
তাতে ক্ষুব্ধ হইল যবে মহাপ্রভুর মন॥
বিষয়-সুখ দিতে প্রভুর নাহি মনোবল।
নিবেদনের প্রভাবে তবু ফলে এত ফল॥
কে কহিতে পারে গৌরের আশ্চর্য্য স্বভাব।
ব্রহ্মা-শিব-আদি যার না পায় অনুভাব॥
এথা কাশীমিশ্র আসি প্রভুর চরণে।
রাজার চরিত্র সব কৈল নিবেদনে॥
প্রভু কহে কাশীমিশ্র কি তুমি করিলা।
রাজপ্রতিগ্রহ তুমি আমা করাইলা॥
মিশ্র কহে শুন প্রভু রাজার বচন।

অকপটে রাজা এই কৈল নিবেদন॥
প্রভু যেন নাহি জানে আমার লাগিয়া।
দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি দিলেন ছাড়িয়া॥
ভবানন্দের পুত্র সব মোর প্রিয়তম।
ইহা সবাকারে আমি দেখি আত্মসম॥
অতএব যাহা যাহা দেও অধিকার।
খায় পিয়ে লুটে বিলায় না করে বিচার॥
রাজমহেন্দ্রীর রাজা কৈনু রামরায়।
যে খাইল যেবা দিল নাহি লেখাদায়॥
গোপীনাথ এইমত বিষয় করিয়া।
দুই চারি লক্ষ কাহন রহেত খাইয়া॥
কিছু দেয় কিছু না দেয় না করোঁ বিচার।
জানা সহিত অপ্রীতে দুঃখ পাইল এইবার॥
জানা এত কৈল ইহা মুঞি নাহি জানোঁ।
ভবানন্দের পুত্র সব আত্মসম মানোঁ॥
তাহা লাগি দ্রব্য ছাড়ি ইহা মতিমানে।
সহজেই মোর প্রীতি হয় তাঁহা সনে॥
শুনিয়া রাজার বিনয় প্রভুর আনন্দ।
হেনকালে আইল তথা রায় ভবানন্দ॥
পঞ্চ পুত্র সহিতে আসি পড়িল চরণে।
উঠাইয়া প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গনে॥
রামানন্দ রায় আদি সবাই মিলিলা।
ভবানন্দ রায় তবে বলিতে লাগিলা॥
তোমার কিঙ্কর এই সবে মোর কুল।
এ বিপদে রাখি প্রভু পুনঃ নিলে মূল॥
ভক্তবৎসল এবে প্রকট করিলে।
পূর্ব্বে যেন পঞ্চপাণ্ডবে বিপদে তারিলে॥
নেতধটী মাথে গোপীনাথ চরণে পড়িলা।
রাজার বৃত্তান্ত কৃপা সকলি কহিলা॥
বাকী কৌড়ি বাদ দ্বিগুণ বর্ত্তন করিল।

পুনঃ বিষয় দিয়া নেতধটী পরাইল॥
কাহা চাঙ্গের উপর সেই মরণ প্রমাদ।
কাঁহা নেতধটী পুনঃ এ সব প্রসাদ॥
চাঙ্গের উপরে তোমার চরণ ধ্যান কৈল।
চরণ-স্মরণ-প্রভাবে এই ফল পাইল॥
লোকে চমৎকার মোর এ সব দেখিয়া।
প্রশংসে তোমার কৃপা মহিমা গাইয়া॥
কিন্তু তোমা স্মরণে নহে এ মুখ্য ফল।
ফলাভাস এই যাতে বিষয় চঞ্চল॥
রামরায়ে বাণীনাথে কৈলে নির্ব্বিষয়।
সে কৃপা আমাকে নাহি যাতে ঐছে হয়॥
শুদ্ধ কৃপা কর গোসাঞি ঘুচাহ বিষয়।
নির্ব্বিণ্ণ হইনু মোতে বিষয় না হয়॥
প্রভু কহে সন্ন্যাসী যবে হবে পঞ্চজন।
কুটুম্ববাহুল্য তোমার কে করে ভরণ॥
মহাবিষয় কর কিম্বা বিরক্ত উদাস।
জন্মে জন্মে তুমি পঞ্চ মোর নিজ দাস॥
কিন্তু মোর করিহ এক আজ্ঞা পালন।
ব্যয় না করিহ কিছু রাজার মূলধন॥
রাজার মূলধন দিয়া যে কিছু লভ্য হয়।
সেই ধন করিহ নানা ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যয়॥
অসদ্ব্যয় না করিহ যাতে দুই লোক যায়।
এত বলি সবাকারে দিলেন বিদায়॥
রায়ের ঘরে প্রভুর কৃপা বিবর্ত্ত কহিল।
ভক্তবাৎসল্য গুণ যাতে ব্যক্ত হৈল॥
সবায় আলিঙ্গিয়া প্রভু বিদায় যবে দিলা।
হরিধ্বনি করি সব ভক্ত উঠি গেলা॥
প্রভুর কৃপা দেখি সবার হৈল চমৎকার।
তাহারা বুঝিতে নারে প্রভুর ব্যবহার॥
তারা সব যদি কৃপা করিতে সাধিল।

আমা হৈতে কিছু নহে প্রভু তবে কৈল॥
গোপীনাথের নিন্দা আর আপন নির্ব্বেদ।
এই মাত্র কহি ইহার না বুঝিল ভেদ॥
কাশীমিশ্রে না সাধিল রাজারে না সাধিল।
উদ্যোগ বিনা মহাপ্রভু এত ফল দিল॥
চৈতন্যচরিত্র এই পরম গম্ভীর।
সেই বুঝে তাঁর পদে যার মন ধীর॥
যেই শুনে প্রভুর ভক্ত-বাৎসল্য প্রকাশ।
প্রেমভক্তি পায় তার বিপদ যায় নাশ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## দশম পরিচ্ছেদ

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
বর্ষান্তরে সব ভক্ত প্রভুরে দেখিতে।
পরম আনন্দ সবে নীলাচলে যাইতে॥
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সর্ব্ব অগ্রগণ্য।
আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি শ্রীবাস-আদি ধন্য॥
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়ে রহিতে।
তথাপি নিত্যানন্দ প্রেমে চলিলা দেখিতে॥
অনুরাগের লক্ষণ এই বিধি নাহি মানে।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গি তাঁর সঙ্গের কারণে॥
রাসে যৈছে ঘর যাইতে গোপীরে আজ্ঞা দিলা।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গি তাঁর সঙ্গে সে রহিলা॥
আজ্ঞা-পালনে কৃষ্ণের যৈছে পরিতোষ।
প্রেমে আজ্ঞা ভাঙ্গিলে হয় কোটি সুখপোষ॥
বাসুদেব দত্ত মুরারি গুপ্ত গঙ্গাদাস।
শ্রীমান সেন পণ্ডিত আকিঞ্চন কৃষ্ণদাস॥

মুরারি পণ্ডিত গরুড় পণ্ডিত বুদ্ধিমন্ত খান।
সঞ্জয় পুরুষোত্তম পণ্ডিত ভগবান॥
শুক্লাম্বর নৃসিংহানন্দ আর যত জন।
সবাই চলিলা নাম না যায় লিখন॥
কুলীনগ্রামী খণ্ডবাসী মিলিলা আসিয়া।
শিবানন্দ সেন চলিলা সবারে লইয়া॥
রাঘব পণ্ডিত চলে ঝালি সাজাইয়া।
দময়ন্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া॥
নানা অপূর্ব্ব ভক্ষ্য দ্রব্য প্রভুর যোগ্য ভোগ।
বৎসরেক মহাপ্রভু করিবেন উপযোগ॥
আম্রকাসন্দি আদা ঝাল কাসন্দি নাম।
নেম্বু-আদা আম্রকলি বিবিধ বিধান॥
আমসি আম্রখণ্ড তৈলাম্র আমতা।
যত্ন করি গুণ্ডা করি পুরাণ সুকুতা॥
সুকুতা বলি অবজ্ঞা না করিহ চিত্তে।
সুক্তায় যে সুখ প্রভুর নহে পঞ্চামৃতে॥
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহমাত্র লয়।
সুক্তা-পাতা কাসন্দিতে মহাসুখ হয়॥
মনুষ্যবুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায়।
গুরু ভোজনে উদরে কভু আম হঞা যায়॥
সুক্তা খাইলে সেই আম হইবেক নাশ।
সেই স্নেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস॥

ধনিয়া মৌহরী তণ্ডুল গুণ্ডি করিয়া।
নাড়ু বান্ধিয়াছে চিনির পাক করিয়া॥
শুণ্ঠিখণ্ড নাড়ু আর আমপিত্তহর।
পৃথক্ পৃথক্ বান্ধি বস্ত্রের কুথলী ভিতর॥
কোলিশুণ্ঠি কোলিচূর্ণ কোলিখণ্ড আর।
কতনাম লব আর শত প্রকার আচার॥
নারিকেল-খণ্ড আর নাড়ু গঙ্গাজল।

চিরস্থায়ী খণ্ড বিকার করিল সকল॥
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার।
অমৃত কর্পূর-আদি অনেক প্রকার॥
শালি কাচটি ধান্তের আতপ চিড়া করি।
নূতন বস্ত্রের বড় থলী সব ভরি॥
কথোক চিড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি পাকে নাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া॥
শালি তণ্ডুল ভাজা চূর্ণ করিয়া।
ঘৃত স্থক্তা চূর্ণ কৈল চিনিপাক দিয়া॥
কর্পূর মরিচ লবঙ্গ এলাচি রসবাস।
চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈল পরম স্থবাস॥
শালি ধান্তের খই ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনিপাক উখড়া কৈল কর্পূরাদি দিয়া॥
ফুটকলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভাজাইল।
চিনিপাকে কর্পূর দিয়া নাড়ু পাক কৈল॥
কহিতে না জানি নাম এ জন্মে যাহার।
ঐছে নানা ভক্ষ্য দ্রব্য সহস্র প্রকার॥
রাঘবের আজ্ঞা আর করে দময়ন্তী।
দোঁহার প্রভুতে স্নেহ পরম শকতি॥
গঙ্গামৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে ছানিয়া।
পাপড়ি করিয়া দিল গন্ধদ্রব্য দিয়া॥
পাতল মৃৎপাত্রে সন্ধানাদি নিল ভরি।
আর সব বস্তু ভরে বস্ত্রের কুথলী॥
সামান্ত ঝালি হৈতে দ্বিগুণ ঝালি কৈল।
পরিপাটী করি সব ঝালি ভরাইল॥
ঝালি বান্ধি মোহর দিল আগ্রহ করিয়া।
তিন বোঝারি ঝালি বহে ক্রমশঃ করিয়া॥
সংক্ষেপে কহিল এই ঝালির বিচার।
রাঘবের ঝালি বলি বিখ্যাত যাহার॥
ঝালির উপরে মৌসান মকরধ্বজ কর।

প্রাণরূপে ঝালি রাখে হইয়া তৎপর ॥
এইমতে বৈষ্ণব সব নীলাচলে আইলা।
দৈবে জগন্নাথের সে দিন জল-লীলা ॥
নরেন্দ্রের জলে গোবিন্দ নৌকাতে চড়িয়া।
জলক্রীড়া করে সব ভক্তগণ লঞা ॥
সেইকালে মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নরেন্দ্রে আইলা দেখিতে জল-কেলি রঙ্গে ॥
সেইকালে আইলা গৌড়ের ভক্তগণ।
নরেন্দ্রেতে প্রভুসঙ্গে হইল মিলন ॥
ভক্তগণ পড়ে আসি প্রভুর চরণে।
উঠাইয়া প্রভু সবারে কৈল আলিঙ্গনে ॥
গৌড়িয়া সম্প্রদায় সব করেন কীর্ত্তন।
প্রভুর মিলনে উঠে প্রেমের ক্রন্দন ॥
জলক্রীড়া বাদ্য-গীত নর্ত্তন-কীর্ত্তন।
মহা কোলাহল তীরে সলিলে খেলন ॥
গৌড়িয়া সংকীর্ত্তন আর রোদন মিলিয়া।
মহা কোলাহল শব্দ ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া ॥
সব ভক্ত লঞা প্রভু নামিলেন জলে।
সবা লয়ে জলক্রীড়া করে কুতূহলে ॥
প্রভুর এই জলক্রীড়া দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তারি করিয়াছে বর্ণন ॥
পুনঃ ইহা বর্ণিলে পুনরুক্তি হয়।
ব্যর্থ লিখন হয় আর গ্রন্থ বাড়য় ॥
জললীলা করি গোবিন্দ চলিলা আলয়।
নিজগণ লঞা প্রভু গেলা দেবালয় ॥
জগন্নাথ দেখি পুনঃ নিজ ঘরে আইলা।
প্রসাদ আনাইয়া ভক্তগণে খাওয়াইলা ॥
ইষ্টগোষ্ঠী সবা লঞা কথোক্ষণ কৈল।
নিজ নিজ পূর্ব্ব বাসায় সবায় পাঠাইল ॥
গোবিন্দ ঠাঞি রাঘব ঝালি সমর্পিলা।

ভোজনগৃহের কোণে ঝালি গোবিন্দ রাখিলা॥
পূর্ব্ব বৎসরের ঝালি আজাড় করিয়া।
দ্রব্য ভরিবারে রাখে অন্য গৃহে লঞা॥
আর দিন মহাপ্রভু নিজগণ লঞা।
জগন্নাথ দেখিলেন শয্যোত্থানে যাঞা॥
বেড়া কীর্ত্তনের তাঁহা আরম্ভ করিল।
সাত সম্প্রদায় তবে গাইতে লাগিল॥
সাত সম্প্রদায়ে নৃত্য করে সাত জন।
অদ্বৈত আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ॥
বক্রেশ্বর অচ্যুতানন্দ পণ্ডিত শ্রীনিবাস।
সত্যরাজ খান আর নরহরি দাস॥
সাত সম্প্রদায়ে প্রভু করেন ভ্রমণ।
মোর সম্প্রদায়ে প্রভু ঐছে সবার মন॥
সংকীর্ত্তন-কোলাহলে আকাশ ভেদিল।
সব জগন্নাথবাসী দেখিতে আইল॥
রাজা আসি দূরে দেখে নিজগণ লইয়া।
রাজপত্নী সব দেখে অট্টালী চড়িয়া॥
কীর্ত্তন আবেশে পৃথিবী করে টলমল।
হরিধ্বনি করে লোক হৈল কোলাহল॥
এইমত কথোক্ষণ করাইল কীর্ত্তন।
আপনে নাচিতে তবে প্রভুর হৈল মন॥
সাত দিকে সাত সম্প্রদায় গায় বাজায়।
মধ্যে মহাপ্রেমাবেশে নাচে গৌররায়॥
উড়িয়া-পদ মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল।
স্বরূপেরে সেই পদ গাইতে আজ্ঞা দিল॥
এই পদে নৃত্য করে পরম আবেশে।
সব লোক চৌদিকে প্রভুর প্রেমে ভাসে॥
বোল বোল বলেন প্রভু বাহু তুলিয়া।
হরিধ্বনি করে লোক আনন্দে ভাসিয়া॥
প্রভু পড়ি মূর্চ্ছা যায় শ্বাস নাহি আর।

আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া হুঙ্কার ॥
সঘন পুলক যেন শিমুলের তরু।
কভু প্রফুল্লিত অঙ্গ কভু হয় সরু ॥
প্রতি রোমে হয় প্রস্বেদ রক্তোদ্গম।
জজ গগ জজ গগ গদগদ বচন ॥
এক দন্ত যেন সব পৃথক্ পৃথক্ নড়ে।
ঐছে নড়ে দন্ত যেন ভূমে খসি পড়ে ॥
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে প্রভুর আনন্দ আবেশ।
তৃতীয় প্রহর হৈল নৃত্য নহে শেষ ॥
সব লোকের উথলিল আনন্দ সাগর।
সব লোক পাসরিল দেহ-আত্ম-পর ॥
তবে নিত্যানন্দ প্রভু সৃজিল উপায়।
ক্রমে ক্রমে কীর্ত্তনীয়া রাখিল সবায় ॥
স্বরূপের সঙ্গে ছিল যেই সম্প্রদায়।
স্বরূপের সঙ্গে সেই মন্দস্বরে গায় ॥
কোলাহল নাহি প্রভুর কিছু বাহ্য হৈল।
তবে নিত্যানন্দ সবার শ্রম জানাইল ॥
ভক্তশ্রম জানি কৈল কীর্ত্তন সমাপন।
সবা লঞা আসি কৈল সমুদ্রে স্নপন ॥
সবা লঞা প্রভু কৈল প্রসাদ ভোজন।
সবারে বিদায় দিল করিতে শয়ন ॥
গম্ভীরার দ্বারে করে আপনে শয়ন।
গোবিন্দ আসিয়ে করে পাদ-সংবাহন ॥
সর্ব্বকাল আছে এই সুদৃঢ় নিয়ম।
প্রভু যদি প্রসাদ পাঞা করেন শয়ন ॥
গোবিন্দ আসিয়া করে পাদ-সংবাহন।
তবে যাই প্রভুর শেষ করেন ভোজন ॥
সব দ্বার জুড়ি প্রভু করিয়াছেন শয়ন।
ভিতরে যাইতে নারে গোবিন্দ করে নিবেদন ॥
এক পাশ হও মোরে দেহ ভিতরে যাইতে।

প্রভু কহে শক্তি নাহি অঙ্গ চালাইতে॥
বারবার গোবিন্দ কহে এক দিক হৈতে।
প্রভু কহে আমি অঙ্গ নারি চালাইতে॥
গোবিন্দ কহে করিতে চাহি পাদ-সংবাহন।
প্রভু কহে কর বা না কর যেই তোমার মন॥
তবে গোবিন্দ তাঁর বহির্বাস উপরে দিয়া।
ভিতর ঘরে গেলা গোবিন্দ প্রভুকে লঙ্ঘিয়া॥
পাদ-সংবাহন কৈল কটি পৃষ্ঠ চাপিল।
মধুর মর্দ্দনে প্রভুর পরিশ্রম গেল॥
সুখে নিদ্রা হৈলা প্রভুর গোবিন্দ চাপে অঙ্গ।
দণ্ড দুই বই প্রভুর হৈল নিদ্রা ভঙ্গ॥
গোবিন্দ দেখিয়া প্রভু বলে ক্রুদ্ধ হঞা।
অদ্যাপিহ এতক্ষণ আছিস্ বসিয়া॥
নিদ্রা হৈলে কেনে নাঞি গেলে প্রসাদ লইতে।
গোবিন্দ কহে দ্বারে শুইলা যাইতে নাহি পথে॥
প্রভু কহে ভিতরে তবে আইলে কেমনে।
তৈছে কেনে প্রসাদ লইতে না কৈলে গমনে॥
গোবিন্দ কহে আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক কিম্বা নরকে গমন॥
সেবা লাগি কোটি অপরাধ নাহি গণি।
স্ব-নিমিত্ত অপরাধাভাসে ভয় মানি॥
এত সব মনে করি গোবিন্দ রহিলা।
প্রভু যে পুছিলা তার উত্তর না দিলা॥
প্রত্যহ প্রভুর নিদ্রায় যায় প্রসাদ লইতে।
সে দিবসের শ্রম দেখি লাগিল চাপিতে॥
যাইতে পথ নাহি যাইব কেমনে।
মহা অপরাধ হয় প্রভুর লঙ্ঘনে॥
এই সব হয় ভক্তিশাস্ত্র-সূক্ষ্ম-ধর্ম্ম।
চৈতন্যের কৃপায় জানে সেই সব মর্ম্ম॥
ভক্তগুণ প্রকাশিতে প্রভু বড় রঙ্গী।

এই সব প্রকাশিতে কৈল এত ভঙ্গী॥
সংক্ষেপে কহিল এই পরিমুণ্ডা নৃত্য।
অন্তাপি গায় যাহা চৈতন্তের ভৃত্য॥
এইমত মহাপ্রভু লঞা নিজগণ।
গুণ্ডিচা গৃহে কৈল ক্ষালন মার্জ্জন॥
পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু কীর্ত্তন-নর্ত্তন।
পূর্ব্ববৎ টোটাতে কৈল বহু ভোজন॥
পূর্ব্ববৎ রথ আগে করিল নর্ত্তন।
হোরাপঞ্চমী যাত্রা কৈল দরশন॥
চারি মাস বর্ষা রহিলা সব ভক্তগণ।
জন্মাষ্টমী আদি যাত্রা কৈল দরশন॥
পূর্ব্বে যদি গৌড় হৈতে ভক্তগণ আইলা।
প্রভুরে কিছু খাওয়াইতে সবার ইচ্ছা হৈলা॥
কেহ কোন প্রসাদ আনি দিল গোবিন্দ ঠাঞি।
ইহা যেন অবশ্য ভক্ষণ করেন গোসাঞি॥
কেহ পেড়া কেহ নাড়ু কেহ পিঠাপানা।
বহুমুল্য উত্তম প্রসাদ প্রকার যার নানা॥
অমুক এই দিয়াছেন গোবিন্দ করেন নিবেদন।
ধরি রাখ বলি প্রভু না করেন ভক্ষণ॥
ধরিতে ধরিতে ঘরের ভরিল এক কোণ।
শত জনের ভক্ষ্য যত হৈল সঞ্চয়ন॥
গোবিন্দেরে সবে পুছে করিয়া যতন।
আমা দত্ত প্রসাদ প্রভুকে করাইলে ভক্ষণ॥
কাঁহো কিছু কহি গোবিন্দ করেন বঞ্চন।
আর দিন প্রভুকে কহে নির্ব্বেদ বচন॥
আচার্য্যাদি মহাশয় করিয়া যতনে।
তোমাকে খাওয়াইতে বস্তু দেন মোর স্থানে॥
তুমি সে না খাও তারা পুছে বারবার।
কত বঞ্চনা করিব কেমনে আমার নিস্তার॥
প্রভু কহে আদিবস্থা দুঃখ কাহে মনে।

কেবা কি দিয়াছে তাহা আনহ এখানে ॥
এত বলি মহাপ্রভু বসিলা ভোজনে।
নাম ধরি ধরি গোবিন্দ করে নিবেদনে ॥
আচার্য্যের এই পেড়া পানা রসপুপি।
এই অমৃতগুটিকা মণ্ডা কর্পূরকূপী ॥
শ্রীবাস পণ্ডিতের এই অনেক প্রকার।
পিঠা পানা অমৃতমণ্ডা পদ্মচিনি আর ॥
আচার্য্যরত্নের এই সব উপহার।
আচার্য্যনিধির এই অনেক প্রকার ॥
বাসুদেব দত্তের এই মুরারি গুপ্তের আর।
বুদ্ধিমন্ত খানের এই বিবিধ প্রকার ॥
শ্রীমান্ সেন শ্রীমান্ পণ্ডিত আচার্য্য নন্দন।
তাহা সবার দত্ত এই করহ ভোজন ॥
কুলীনগ্রামের এই আগে দেখ যত।
খণ্ডবাসী লোকের এই দেখ তত ॥
ঐছে সবার নাম লঞা প্রভুর আগে ধরে।
সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু সব ভোজন করে ॥
যদ্যপি মাসেকের বাসি খকরা নারিকেল।
অমৃত গুটিকাদি পানাদি সকল ॥
তথাপি নূতন প্রায় সব দ্রব্যের স্বাদ।
বাসি বিস্বাদ নহে সেই প্রভুর প্রসাদ ॥
শত জনের ভক্ষ্য প্রভু দণ্ডেকে খাইল।
আর কিছু আছে বলি গোবিন্দে পুছিল ॥
গোবিন্দ বলে রাঘবের ঝালি মাত্র আছে।
প্রভু কহে আজি রহু তাহা দেখিব পাছে ॥
আর দিন প্রভু যদি নিভৃতে ভোজন কৈল।
রাঘবের ঝালি খুলি সকল দেখিল ॥
সব দ্রব্যের কিছু কিছু উপযোগ কৈল।
স্বাদু সুগন্ধি দেখি বহু প্রশংসিল ॥
বৎসরের তরে আর রাখিলা ধরিয়া।

ভোজনকালে স্বরূপ পরিবেশে খসাইয়া ॥
কভু রাত্রিকালে কিছু করায় উপযোগ।
ভক্তের শ্রদ্ধার দ্রব্য অবশ্য করে উপভোগ ॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
চাতুর্ম্মাস্য গোঙাইল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥
মধ্যে মধ্যে আচার্য্যাদি করে নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত রান্ধে আর বিবিধ ব্যঞ্জন ॥
শাক দুই চারি আর সুকুতার ঝোল।
নিম্ববার্ত্তাকু আর ভৃষ্ট পটোল ॥
মরিচের ঝাল অম্ল মধুরাম্ল আর।
আদা লবণ লেম্বু দুগ্ধ দধি খণ্ডসার ॥
ভৃষ্ট কুলবড়ী আর মুদ্গ-দালি সূপ।
বিবিধ ব্যঞ্জন রান্ধে প্রভুর রুচি অনুরূপ ॥
জগন্নাথের প্রসাদ আনে করিতে মিশ্রিত।
কাঁহা একা যায়েন কাঁহা গণের সহিত ॥
আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি নন্দন রাঘব।
শ্রীবাস-আদি যত ভক্ত বিপ্র সব ॥
এই মত নিমন্ত্রণ করে যত্ন করি।
বাসুদেব গদাধর দাস গুপ্ত মুরারি ॥
কুলীনগ্রামী খণ্ডবাসী আর যত জন।
জগন্নাথের প্রসাদ আনি করে নিমন্ত্রণ ॥
শিবানন্দ সেনের শুন নিমন্ত্রণাখ্যান।
শিবানন্দের বড় পুত্র চৈতন্যদাস নাম ॥
প্রভুকে মিলাইতে তারে সঙ্গেই আনিল।
মিলাইলে প্রভু তারে নাম পুছিল ॥
চৈতন্যদাস নাম শুনি কহে গৌররায়।
কিবা নাম ধরাঞাছ বুঝন না যায় ॥
সেন কহে যে জানিল সেই নাম ধরিল।
এত বলি মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল ॥
জগন্নাথের বহুমূল্য প্রসাদ আনাইলা।

ভক্তগণে লঞা প্রভু ভোজনে বসিলা ॥
শিবানন্দের গৌরবে প্রভু করিল ভোজন।
অতি গুরু ভোজনে প্রভুর প্রসন্ন নহে মন ॥
আর দিন চৈতন্যদাস কৈল নিমন্ত্রণ।
প্রভুর অভীষ্ট বুঝি আনিল ব্যঞ্জন ॥
দধি লেম্বু আদা আর ফুলবড়ী লবণ।
সামগ্রী দেখি প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন।
প্রভু কহে এ বালক আমার মত জানে।
সন্তুষ্ট হইলাম আমি ইহার নিমন্ত্রণে ॥
এত বলি দধি ভাত করিল ভোজন।
চৈতন্যদাসেরে দিল উচ্ছিষ্ট ভাজন ॥
চারি মাস এই মত নিমন্ত্রণে যায়।
কোন কোন বৈষ্ণব দিবস নাহি পায় ॥
গদাধর পণ্ডিত আচার্য্য সার্ব্বভৌম।
ইহা সবার আছে ভিক্ষার দিবস নিয়ম ॥
গোপীনাথাচার্য্য জগদানন্দ কাশীশ্বর।
ভগবান্ রামভদ্রাচার্য্য শঙ্কর বক্রেশ্বর ॥
মধ্যে মধ্যে ঘরভাতে করে নিমন্ত্রণ।
অন্যের নিমন্ত্রণে প্রসাদে কৌড়ি দুই পণ ॥
প্রথমে আছিল নির্ব্বন্ধ কৌড়ি চারি পণ।
রামচন্দ্রপুরী ভয়ে ঘাটাইল নিমন্ত্রণ ॥
চারি মাস রহি গৌড়ের ভক্ত বিদায় দিলা।
নীলাচলের সঙ্গী ভক্ত সঙ্গেই রহিলা ॥
এইত কহিল প্রভুর ভিক্ষা নিমন্ত্রণ।
ভক্তদত্ত বস্তু যৈছে কৈল আস্বাদন ॥
তার মধ্যে রাঘবের ঝালি-বিবরণ।
তার মধ্যে পরিমুণ্ডা নৃত্যের কথন ॥
শ্রদ্ধা করি শুনে যেই চৈতন্যের কথা।
চৈতন্যচরণে প্রেম পাইবে সর্ব্বথা ॥
শুনিতে অমৃত সম জুড়ায় কর্ণ মন।

সেই ভাগ্যবান্ যেই করে আস্বাদন।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## একাদশ পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়।
জয়াদ্বৈতপ্রিয় নিত্যানন্দ-প্রিয় জয়॥
জয় শ্রীনিবাসেশ্বর হরিদাস-নাথ।
জয়-গদাধর প্রিয় স্বরূপ-প্রাণনাথ॥
জয় কাশীশ্বর-জগদানন্দ-প্রাণেশ্বর।
জয় রূপ-সনাতন-রঘুনাথেশ্বর॥
জয় গৌরদেহ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
কৃপা করি দেহ প্রভু নিজ পদ দান।
জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র চৈতন্যের আর্য্য।
স্বচরণে ভক্তি দেহ জয়াদ্বৈতাচার্য্য॥
নিত্যানন্দচন্দ্র জয় চৈতন্যের প্রাণ।
তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি দেহ দান॥
জয় গৌর ভক্তগণ গৌররায়-প্রাণ।
সব ভক্ত মিলি মোরে ভক্তি দেহ দান।
জয় রূপ সনাতন জীব রঘুনাথ।
রঘুনাথ গোপাল ছয় মোর প্রাণনাথ॥
এসব প্রসাদে লিখি চৈতন্যলীলাগুণ।
যৈছে তৈছে লিখি করি আপনা পাবন।
এই মত মহাপ্রভুর নীলাচলে বাস।
সঙ্গে ভক্তগণ লঞা কীর্ত্তন-বিলাস॥
দিনে নৃত্য কীর্ত্তন ঈশ্বর-দরশন।
রাত্রে রায় স্বরূপ সনে রস আস্বাদন॥
এই মত মহাপ্রভুর সুখে কাল যায়।
কৃষ্ণের বিরহবিকার অঙ্গে নানা হয়॥

দিনে দিনে বাড়ে বিকার রাত্রে অতিশয়।
চিন্তা উদ্বেগ প্রলাপাদি যত শাস্ত্রে কয়॥
স্বরূপ গোসাঞি আর রামানন্দ রায়।
রাত্রিদিনে করে দোঁহে প্রভুর সহায়॥
একদিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ লইয়া।
হরিদাসে গেলা দিতে আনন্দিত হঞা॥
দেখে হরিদাস ঠাকুর করিয়াছেন শয়ন।
মন্দ মন্দ করিতেছেন সংখ্যা সংকীর্ত্তন॥
গোবিন্দ কহে উঠ আসি করহ ভোজন।
হরিদাস কহে আজি করিব লঙ্ঘন॥
সংখ্যা-কীর্ত্তন পূরে নাহি কেমনে খাইব।
মহাপ্রসাদ আনিয়াছ কিমতে উপেক্ষিব॥
এত বলি মহাপ্রসাদ করিল বন্দন।
এক রঞ্চ লঞা তার করিল ভক্ষণ॥
আর দিন মহাপ্রভু তার ঠাঞি আইলা।
সুস্থ হও হরিদাস তাহারে পুছিলা॥
নমস্কার করি তিঁহ কৈল নিবেদন।
শরীর সুস্থ হয় মোর অসুস্থ বুদ্ধি মন॥
প্রভু কহে কোন ব্যাধি কহত নির্ণয়।
তিঁহ কহে সংখ্যা-কীর্ত্তন না পূরয়॥
প্রভু কহে বৃদ্ধ হৈলা সংখ্যা অল্প কর।
সিদ্ধদেহ তুমি সাধনে আগ্রহ কেনে কর॥
লোক নিস্তারিতে এই তোমার অবতার।
নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার॥
এবে অল্প সংখ্যা করি কর সংকীর্ত্তন।
হরিদাস কহে শুন মোর নিবেদন॥
হীনজাতিতে জন্ম মোর নিন্দ্য কলেবর।
হীন কর্ম্মে রত মুই অধম পামর॥
অদৃশ্য অস্পৃশ্য মোরে অঙ্গীকার কৈলে।
রৌরব হইতে মোরে বৈকুণ্ঠে চড়াইলে॥

স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হও ইচ্ছাময়।
জগৎ নাচাও যারে যৈছে ইচ্ছা হয়॥
অনেক নাচাইলে মোরে প্রসাদ করিয়া।
বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র খাইনু ম্লেচ্ছ হইয়া॥
এক বাঞ্ছা হয় মোর বহু দিন হইতে।
লীলা সম্বরিবে তুমি লয় মোর চিত্তে॥
সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা।
আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা॥
হৃদয়ে ধরিব তোমার কমল-চরণ।
নয়নে দেখিব তোমার চাঁদবদন॥
জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণচৈতন্য নাম।
এই মত মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ॥
মোর ইচ্ছা এই যদি তোমার কৃপা হয়।
এই নিবেদন মোর কর দয়াময়॥
এই নীচ দেহ মোর পড়ে তব আগে।
এই বাঞ্ছা-সিদ্ধি মোর তোমাতেই লাগে॥
প্রভু কহে হরিদাস যে তুমি মাগিবে।
কৃষ্ণ কৃপাময় তাহা অবশ্য করিবে॥
কিন্তু আমার যে কিছু সুখ সব তোমা লঞা।
তোমার যোগ্য নহে যাবে আমারে ছাড়িঞা॥
চরণে ধরি হরিদাস কহে না করিহ মায়া।
অবশ্য মো অধমে প্রভু কর এই দয়া॥
মোর শিরোমণি যেই কত মহাশয়।
তোমার লীলায় সহায় কোটি ভক্ত হয়॥
আমা হেন যদি এক কীট মরি গেল।
এক পিপীলিকা মৈলে পৃথ্বীর কাঁহা হানি হৈল॥
ভক্তবৎসল প্রভু তুমি মুঞি ভক্তাভাস।
অবশ্য পূরিবে প্রভু মোর এই আশ॥
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু চলহ আপনে।
ঈশ্বর দেখিয়া কালি দিবে দরশনে॥

তবে মহাপ্রভু তারে করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন॥
প্রাতঃকালে ঈশ্বর দেখি সব ভক্ত লঞা।
হরিদাসে দেখিতে আইলা শীঘ্র করিঞা॥
হরিদাসের আগে আসি দিল দরশন।
হরিদাস বন্দিল প্রভুর আর বৈষ্ণব চরণ॥
প্রভু কহে হরিদাস কহ সমাচার।
হরিদাস কহে প্রভু যে আজ্ঞা তোমার॥
অঙ্গনে আরম্ভিল মহা সংকীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত তাঁহা করেন নর্ত্তন॥
স্বরূপ গোসাঞি আদি যত প্রভুর গণ।
হরিদাসে বেড়ি করে নামসংকীর্ত্তন॥
রামানন্দ সার্ব্বভৌম সবার অগ্রেতে।
হরিদাসের গুণ প্রভু লাগিল কহিতে॥
হরিদাসের গুণ কহিতে হৈল পঞ্চমুখ।
কহিতে কহিতে প্রভুর বাড়ে মহাসুখ॥
হরিদাসের গুণে সবার বিস্মিত হয় মন।
সর্ব্ব ভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ॥
হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইল।
নিজ নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখপদ্মে দিল॥
স্বহৃদয়ে আনি ধরিল প্রভুর চরণ।
সর্ব্বভক্ত-পদ-রেণু মস্তকভূষণ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু বলে বারবার।
প্রভুমুখ-মাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ করিল উৎক্রামণ॥
মহাযোগেশ্বর প্রায় স্বচ্ছন্দে মরণ।
ভীষ্মের নির্ব্বাণ সবার হইল স্মরণ॥
হরি হরি কৃষ্ণ শব্দে করে কোলাহল।
প্রেমানন্দে মহাপ্রভু হইল বিহ্বল॥

হরিদাসের তনু প্রভু কোলে উঠাইয়া।
অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা॥
প্রভুর আবেশ দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ।
প্রেমাবেশে সবে নাচে করেন কীর্ত্তন॥
এই মত নৃত্য প্রভু কৈল কতক্ষণ।
স্বরূপ গোসাঞি প্রভুকে কৈল নিবেদন॥
হরিদাস ঠাকুরে তবে বিমানে চড়াইয়া।
সমুদ্রে লইয়া গেলা কীর্ত্তন করিয়া॥
আগে প্রভু চলিলা নৃত্য করিতে করিতে।
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ সাথে॥
হরিদাসে সমুদ্রজলে স্নান করাইল।
প্রভু কহে সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈল॥
হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদচন্দন॥
ডোর কড়ার প্রসাদবস্ত্র অঙ্গে দিল।
বালুকার গর্ত্ত করি তাহে শোয়াইল॥
চারিদিকে ভক্তগণ করেন নর্ত্তন।
বক্রেশ্বরপণ্ডিত করেন আনন্দে কীর্ত্তন॥
হরিবোল হরিবোল বলে গৌররায়।
আপনি শ্রীহস্তে বালু দিল তার গায়॥
তাঁরে বালু দিয়ে উপরে পিণ্ডা বান্ধাইল।
চৌদিকে পিণ্ডার মহা আবরণ কৈল॥
তাঁহা বেঢ়ি প্রভু করে কীর্ত্তন-নর্ত্তন।
হরিধ্বনি কোলাহলে ভরিল ভুবন॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তগণ সঙ্গে।
সমুদ্রে করিলা স্নান জলকেলি-রঙ্গে॥
হরিদাসে প্রদক্ষিণ করি আইলা সিংহদ্বারে।
হরিকীর্ত্তন কোলাহল সকল নগরে॥
সিংহদ্বারে আসি প্রভু পসারির ঠাঞি।
আঁচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিল তথাই॥

হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব তরে।
প্রসাদ মাগিয়ে ভিক্ষা দেহ ত আমারে॥
শুনিয়া পাসরি সব চাঙ্গড়া উঠাইয়া।
প্রসাদ দিল প্রভুকে আনন্দিত হইয়া॥
স্বরূপগোসাঞি পসারিরে নিষেধিল।
চাঙ্গড়া লইয়া পসারি পসারে বসিল॥
স্বরূপগোসাঞি প্রভুরে ঘরে পাঠাইল।
চারি বৈষ্ণব চারি পিছোড়া সঙ্গে রাখিল॥
স্বরূপগোসাঞি কহিলেন সব পসারিরে।
একেক দ্রব্যের একেক পুঞ্জা আনি দেহ মোরে॥
এইমতে নানা প্রসাদ বোঝা বান্ধিয়া।
লঞা আইলা চারিজনের মস্তকে চড়াইয়া॥
বাণীনাথ পট্টনায়ক প্রসাদ আনিলা।
কাশীমিশ্র অনেক প্রসাদ পাঠাইলা॥
সব বৈষ্ণবেরে প্রভু বসাইলা সারি সারি।
আপনে পরিবেশে প্রভু লৈয়া জনা চারি॥
মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্প নাহি আইসে।
একেক পাতে পঞ্চজনার ভক্ষ্য পরিবেশে॥
স্বরূপ কহে প্রভু বসি কর দরশন।
আমি ইঁহা সবা লঞা করি পরিবেশন॥
স্বরূপ জগদানন্দ কাশীশ্বর শঙ্কর।
চারিজন পরিবেশন করে নিরন্তর॥
প্রভু না খাইলে কেহো না করে ভোজন।
প্রভুকে সেদিনে কাশীমিশ্রের নিমন্ত্রণ॥
আপনে কাশীমিশ্র আইলা প্রসাদ লইয়া।
প্রভুকে ভিক্ষা করাইল আগ্রহ করিয়া॥
পুরী-ভারতীর সঙ্গে প্রভু ভিক্ষা কৈল।
সকল বৈষ্ণব তবে ভোজন করিল॥
আকণ্ঠ পূরিয়া সবায় করাইল ভোজন।
দেহ দেহ বলি প্রভু বোলেন বচন॥

ভোজন করিয়া সবে কৈল আচমন।
সবারে পরাইল প্রভু মাল্য-চন্দন॥
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু করে বরদান।
শুনি ভক্তগণের জুড়ায় মন প্রাণ॥
হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দর্শন।
যেই তাঁহা নৃত্যে কৈল যে কৈল কীর্ত্তন॥
যে তাঁরে বালুকা দিতে করিল গমন।
তাঁর মহোৎসবে যেই করিল ভোজন॥
অচিরে হইবে তা সবার কৃষ্ণপ্রাপ্তি।
হরিদাস-দরশনে ঐছে হয় শক্তি॥
কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈল সঙ্গভঙ্গ॥
হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে।
আমার শকতি তারে নারিল রাখিতে॥
ইচ্ছামত কৈল নিজ প্রাণ নিষ্ক্রামণ।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি ভীষ্মের মরণ॥
হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি।
তাঁহা বিনু রত্নশূন্য হইল মেদিনী॥
জয় হরিদাস বলি কর জয়ধ্বনি।
এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি॥
সবে গায় জয় জয় জয় হরিদাস।
নামের মহিমা যেই করিল প্রকাশ॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিল।
হর্ষ-বিষাদে প্রভু বিশ্রাম করিল॥
এই ত কহিল হরিদাসের বিজয়।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণে প্রেমভক্তি হয়॥
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য ইহাতেই জানি।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কৈল ন্যাসি-শিরোমণি॥
শেষকালে দিল তাঁরে দর্শন স্পর্শন।
তাঁরে কোলে করি কৈল আপনে নর্ত্তন॥

আপনে শ্রীহস্তে তাঁরে কৃপায় বালু দিল।
আপনে প্রসাদ মাগি মহোৎসব কৈল॥
মহাভাগবত হরিদাস পরম বিদ্বান।
এ সৌভাগ্য লাগি আগে করিল প্রয়াণ॥
চৈতন্যচরিত্র এই অমৃতের সিন্ধু।
কর্ণ মন তৃপ্ত করে যার একবিন্দু॥
ভবসিন্ধু তরিবারে আছে যার চিত্ত।
শ্রদ্ধা করি শুন তবে চৈতন্যচরিত॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ কৃপাসিন্ধু জয়॥
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় করুণাসাগর।
জয় গৌরভক্তগণ কৃপাপূর্ণান্তর॥
অতঃপর মহাপ্রভু বিষণ্ণ-অন্তর।
কৃষ্ণের বিয়োগদশা স্ফুরে নিরন্তর॥
হা কৃষ্ণ হা প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা যাঙ কাঁহা পাঙ মুরলীবদন॥
রাত্রি দিন এই দশা স্বাস্থ্য নাহি মনে।
কষ্টে রাত্রি গোঙায় স্বরূপ রামানন্দ সনে॥
এথা গৌড়দেশে প্রভুর যত ভক্তগণ।
প্রভু দেখিবারে সবে করিলা গমন॥
শিবানন্দ সেন আর আচার্য্য গোসাঞি।
নবদ্বীপে সব ভক্ত হৈলা এক ঠাঞি॥
কুলীনগ্রামবাসী আর যত খণ্ডবাসী।
একত্র মিলিলা সব নবদ্বীপে আসি॥
নিত্যানন্দ প্রভুর যদ্যপি আজ্ঞা নাই।

তথাপি দেখিতে চলে চৈতন্যগোসাঞি ॥
শ্রীনিবাস চারি ভাই সঙ্গেতে মালিনী।
আচার্য্যরত্নের সঙ্গে তাহার গৃহিণী ॥
শিবানন্দ-পত্নী চলে তিন পুত্র লঞা।
রাঘব পণ্ডিত চলে ঝালি সাজাইয়া ॥
দত্ত গুপ্ত বিদ্যানিধি আর যত জন।
দুই তিন শত ভক্ত করিল গমন ॥
শচী মাতা দেখি সবে তাঁর আজ্ঞা লঞা।
আনন্দে চলিলা কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিয়া ॥
শিবানন্দ সেন করে ঘাটি সমাধান।
সবাকে পালন করি সুখে লঞা যান ॥
সবার সব কার্য্য করে দেন বাসাস্থান।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া পথের সন্ধান ॥
এক দিন সব লোক ঘাটিতে রাখিলা।
সবা ছাড়াইয়া শিবানন্দ একেলা রহিলা ॥
সবে গিয়া রহিলা গ্রাম ভিতর বৃক্ষতলে।
শিবানন্দ বিনা বাসাস্থান নাহি মিলে ॥
নিত্যানন্দ প্রভু ভোখে ব্যাকুল হইয়া।
শিবানন্দে গালি পাড়ে বাসা না পাইয়া ॥
তিন পুত্র মরুক শিবার এখন না আইল।
ভোখে মরি গেনু মোরে বাসা না দেয়াইল ॥
শুনি শিবানন্দের পত্নী কান্দিতে লাগিল।
হেনকালে শিবানন্দ ঘাটি হইতে আইল ॥
শিবানন্দের পত্নী তারে কহেন কান্দিয়া।
পুত্রে শাপ দিছে গোসাঞি বাসা না পাইয়া ॥
তিঁহো কহে বাউলি কেনে মরিস কান্দিয়া।
মরুক আমার তিন পুত্র তাঁর বালাই লইয়া ॥
এত বলি প্রভু পাশে গেলা শিবানন্দ।
উঠি তারে লাথি মারিল প্রভু নিত্যানন্দ ॥
আনন্দিত হইল শিবাই পাদ-প্রহার পাঞা।

শীঘ্র বাসা ঘর কৈল গৌড় ঘরে গিয়া॥
চরণে ধরিয়া প্রভুকে বাসায় লঞা গেলা।
বাসা দিয়া হৃষ্ট হঞা কহিতে লাগিলা॥
আজি মোরে ভৃত্য করি অঙ্গীকার কৈলা।
যেমন অপরাধ ভৃত্যের যোগ্য ফল দিলা॥
শাস্তি-ছলে কৃপা কর এ তোমার করুণা।
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন জনা॥
ব্রহ্মার দুর্লভ তোমার শ্রীচরণ-রেণু।
হেন চরণস্পর্শ পাইল মোর অধম তনু॥
আজি মোর সফল হৈল জন্ম-কুল-কর্ম্ম।
আজি পাইনু কৃষ্ণ-ভক্তি অর্থ-কাম-ধর্ম্ম॥
শুনি নিত্যানন্দ প্রভুর আনন্দিত মন।
উঠি শিবানন্দে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন॥
আনন্দিত শিবানন্দ করে সমাধান।
আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে দিল বাসাস্থান॥
নিত্যানন্দ প্রভুর সব চরিত্র বিপরীত।
ক্রুদ্ধ হঞা লাথি মারি করে তার হিত॥
শিবানন্দের ভাগিনা শ্রীকান্ত সেন নাম।
মামার অগোচরে কহে করি অভিমান॥
চৈতন্যের পারিষদ মোর মাতুলের খ্যাতি।
ঠাকুরালি করে গোসাঞি তারে মারে লাথি॥
এত বলি শ্রীকান্ত বালক আগে চলি যান।
সঙ্গ ছাড়ি আগে গেলা মহাপ্রভুর স্থান॥
পেটাঙ্গি গায় করে দণ্ডবৎ নমস্কার।
গোবিন্দ কহে শ্রীকান্ত আগে পেটাঙ্গি উতার॥
প্রভু কহে শ্রীকান্ত আসিয়াছে পাঞা মনোদুঃখ।
কিছু না বলিহ করুক যাতে ইহার সুখ॥
বৈষ্ণবের সমাচার গোসাঞি পুছিল।
একে একে সবার নাম শ্রীকান্ত জানাইল॥
দুঃখ পাঞা আসিয়াছে এই প্রভুর বাক্য শুনি।

জানিলা সর্ব্বজ্ঞ প্রভু এত অনুমানি ॥
শিবানন্দে লাথি মারিলা ইহা না কহিলা।
এথায় সব বৈষ্ণবগণ আসিয়া মিলিলা ॥
পূর্ব্ববৎ প্রভু কৈল সবার মিলন।
স্ত্রী-সব দূর হৈতে কৈল প্রভু-দরশন ॥
বাসাঘর পূর্ব্ববৎ সবারে দেয়াইল।
মহাপ্রসাদ ভোজনে সবারে বোলাইল ॥
শিবানন্দ তিন পুত্র গোসাঞিকে মিলাইল।
শিবানন্দ সম্বন্ধে সবায় বহু কৃপা কৈল ॥
ছোট পুত্র দেখি প্রভু নাম পুছিল।
পরমানন্দদাস নাম সেন জানাইল ॥
পূর্ব্বে যবে শিবানন্দ প্রভুস্থানে আইলা।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে লাগিলা ॥
এবার তোমার যেই হইবে কুমার।
পুরীদাস বলি নাম ধরিহ তাহার ॥
তবে মায়ের গর্ভে হয় সেই ত কুমার।
শিবানন্দ ঘরে গেলে জন্ম হৈল তার ॥
প্রভু-আজ্ঞায় ধরিল নাম পরমানন্দদাস।
পুরীদাস করি প্রভু করে উপহাস ॥
শিবানন্দ যবে সেই বালক মিলাইলা।
মহাপ্রভু পাদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিলা ॥
শিবানন্দের ভাগ্যসিন্ধু কে পাইবে পার।
যার সব গোষ্ঠীকে প্রভু কহে আপনার ॥
তবে সব ভক্ত লঞা করিল ভোজন।
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা করি আচমন ॥
শিবানন্দের প্রকৃতি পুত্র যাবৎ এথায়।
আমার অবশেষ পাত্র তারা যেন পায় ॥
নদীয়াবাসী মোদক তার নাম পরমেশ্বর।
মোদক বেচে প্রভুর বাটীর নিকট তার ঘর ॥
বালককালে প্রভু তার ঘরে বারবার যান।

ভৃষ্টখণ্ড মোদক দেয় প্রভু তাহা খান॥
প্রভুবিষয় স্নেহ তার বালককাল হৈতে।
সে বৎসর সেহো আইল প্রভুকে দেখিতে॥
পরমেশ্বরা মুঞি বলি দণ্ডবৎ কৈল।
তারে দেখি প্রীতে প্রভু তাহারে পুছিল॥
পরমেশ্বর কুশলে হও ভাল হৈল আইলা।
মুকুন্দার মাতা আসিয়াছে প্রভুকে কহিলা॥
মুকুন্দার মাতৃনাম শুনি প্রভু সঙ্কোচ হৈলা।
তথাপি তাহার প্রীতে কিছু না বলিলা॥
প্রশ্রয়পাগল শুদ্ধ বৈদগ্ধী না জানে।
অন্তরে সুখী হৈলা প্রভু তার সেই গুণে॥
পূর্ব্ববৎ সবা লঞা গুণ্ডিচা-মার্জ্জন।
রথ-আগে পূর্ব্ববৎ করিল নর্ত্তন॥
চাতুর্ম্মাস্য সব যাত্রা কৈল দরশন।
মালিনী প্রভৃতি প্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ॥
প্রভুর প্রিয় নানা দ্রব্য আনিয়াছে দেশ হৈতে।
সেই ব্যঞ্জন করি ভিক্ষা দেন ঘরে ভাতে॥
দিনে নানা ক্রীড়া করে লঞা ভক্তগণ।
রাত্রে কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রভু করেন রোদন॥
এইমত নানা লীলায় চাতুর্ম্মাস্য গেল।
গৌড়দেশে যাইতে তবে ভক্তে আজ্ঞা দিল॥
সব ভক্ত করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ।
সর্ব্ব ভক্তে কহে প্রভু মধুর বচন॥
প্রতি বর্ষ আইস সবে আমারে দেখিতে।
আসিতে যাইতে দুঃখ পাহ বহুমতে॥
তোমা সবার দুঃখ জানি নারি নিষেধিতে।
তোমা সবার সঙ্গ-সুখ-লোভ বাড়ে চিত্তে॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিলা গৌড়েতে রহিতে।
আজ্ঞা লঙ্ঘি আইসেন কি পারি বলিতে॥
আইসেন আচার্য্য গোসাঞি মোরে কৃপা করি।

প্রেম-ঋণে বদ্ধ আমি শুধিতে না পারি॥
মোর লাগি স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদি ছাড়িয়া।
নানা দুর্গম পথ লঙ্ঘি আইসেন ধাঞা॥
আমি এই নীলাচলে রহি যে বসিয়া।
পরিশ্রম নাহি মোর সবার লাগিয়া॥
সন্ন্যাসী মানুষ মোর নাহি কোন ধন।
কি দিয়া সবার ঋণ করিব শোধন॥
দেহমাত্র ধন আমায় কৈল সমর্পণ।
তাঁহাই বিকাও যাঁহা বেচিতে তোমার মন॥
প্রভুর বচনে সবার প্রীত হৈল মন।
অঝোর নয়নে সবে করেন ক্রন্দন॥
প্রভু সবার গলা ধরি করেন রোদন।
কাঁদিতে কাঁদিতে সবায় কৈল আলিঙ্গন॥
সবাই রহিল কেহ চলিতে নারিল।
আর দিন পাঁচ সাত এই মতে গেল॥
অদ্বৈত আচার্য্য কিছু কহে প্রভুর পায়।
সহজে তোমার গুণে জগৎ বিকায়॥
আর তাতে বান্ধ ঐছে কৃপাবাক্যডোরে।
তোমা ছাড়ি কেবা কাঁহা যাইবারে পারে॥
তবে প্রভু সবাকারে প্রবোধ করিয়া।
সবারে বিদায় দিল সুস্থির হইয়া॥
নিত্যানন্দে কহিল তুমি না আইস বারবার
তথাই আমার সঙ্গ হইবে তোমার॥
চলে সব ভক্তগণ রোদন করিয়া।
মহাপ্রভু রহিলা ঘরে বিষণ্ণ হইয়া॥
নিজ কৃপাগুণে প্রভু বান্ধিল সবারে।
মহাপ্রভু কৃপা-ঋণ কে শুধিতে পারে॥
যারে যৈছে নাচায় প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
তাতে তাহা ছাড়ি লোক যায় দেশান্তর॥
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়।

ঈশ্বর-চরিত্র কিছু বুঝন না যায়॥
পূর্ব্ববর্ষ জগদানন্দ আইসে দেখিবারে।
প্রভু-আজ্ঞা লঞা আইলা নদীয়া নগরে॥
আয়ীর চরণ যাই করিল বন্দন।
জগন্নাথের বস্ত্র প্রসাদ কৈল নিবেদন॥
প্রভুর নাম করি মাতাকে দণ্ডবৎ কৈলা।
প্রভুর বিনতি স্তুতি মাতাকে কহিলা॥
জগদানন্দ পাইয়া মাতা আনন্দিত মনে।
তিঁহ প্রভুর কথা কহে শুনে রাত্রি দিনে॥
জগদানন্দ কহে মাতা কোন কোন দিনে।
তোমার এথা আসি প্রভু করেন ভোজনে॥
ভোজন করিয়া কহে আনন্দিত হঞা।
মাতা আজি খাওয়াইল আকণ্ঠ পূরিয়া॥
আমি যাই ভোজন করি মাতা নাহি জানে।
সাক্ষাতে খাই আমি তিঁহো স্বপ্নে হেন মানে॥
মাতা কহে কভু রান্ধি উত্তম ব্যঞ্জন।
নিমাই ইহা খায় ইচ্ছা হয় মোর মন॥
পাছে জ্ঞান হয় মুঞি দেখিনু স্বপন।
পুনঃ না দেখিয়া মোর ঝরয়ে নয়ন॥
এই মত জগদানন্দ শচীমাতা সনে।
চৈতন্যের সুখ-কথা কহে রাত্রি-দিনে॥
নদীয়ার ভক্তগণ সবারে মিলিলা।
জগদানন্দ পাঞা সবে আনন্দিত হৈলা॥
আচার্য্যে মিলিতে তবে গেলা জগদানন্দ।
জগদানন্দ পাঞা হৈল আচার্য্য আনন্দ॥
বাসুদেব মুরারি গুপ্ত জগদানন্দ পাঞা।
আনন্দে রাখিল ঘরে না দেন ছাড়িয়া॥
চৈতন্যের মর্ম্মকথা শুনে তাঁর মুখে।
আপনা পাসরে সবে চৈতন্য-কথা-সুখে॥
জগদানন্দ মিলিতে যায় যেই ভক্ত ঘরে।

সেই সেই ভক্ত সুখে আপনা পাসরে॥
চৈতন্যের প্রেম-পাত্র জগদানন্দ ধন্য।
যারে মিলে সেই মানে পাইল চৈতন্য॥
শিবানন্দ-সেন গৃহে যাইয়া রহিল।
চন্দনাদি তৈল তাঁহা একমাত্রা কৈল॥
সুগন্ধি করিয়া তৈল গাগরি ভরিয়া।
নীলাচলে লঞা আইল যতন করিয়া॥
গোবিন্দের ঠাঞি তৈল ধরিয়া রাখিল।
প্রভু-অঙ্গে দিহ তৈল গোবিন্দে কহিল॥
তবে প্রভু-ঠাঞি গোবিন্দ কৈল নিবেদন।
জগদানন্দ চন্দনাদি তৈল আনিয়াছেন॥
তার ইচ্ছা প্রভু অল্প মস্তকে লাগায়।
পিত্ত-ব্যাধি-প্রকোপ শান্ত হঞা যায়॥
এক কলস সুগন্ধি তৈল গৌড়েতে করিয়া।
ইহা আনিয়াছে বহু যতন করিয়া॥
প্রভু কহে সন্ন্যাসীর তৈলে নাহি অধিকার।
তাহাতে সুগন্ধি তৈল পরম ধিক্কার॥
জগন্নাথে দেহ তৈল দীপ যেন জ্বলে।
তার পরিশ্রম হৈবে পরম সফলে॥
এই কথা গোবিন্দ জগদানন্দেরে কহিল।
মৌন করি রহিল পণ্ডিত কিছু না কহিল॥
দিন দশ গেলে গোবিন্দ জানাইল আবার।
পণ্ডিতের ইচ্ছা তৈল প্রভু করে অঙ্গীকার॥
শুনি প্রভু কহে কিছু সক্রোধ বচনে।
মর্দ্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দ্দনে॥
এই সুখ লাগি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
আমার সর্ব্বনাশ তোমা সবার পরিহাস॥
পথে যাইতে তৈলগন্ধ মোর যে পাইবে।
দারি-সন্ন্যাসী করি আমারে কহিবে॥
শুনি প্রভুর বাক্য গোবিন্দ মৌন করিলা।

প্রাতঃকালে জগদানন্দ প্রভুস্থানে আইলা॥
প্রভু কহে পণ্ডিত তৈল আনিলা গৌড় হৈতে।
আমি ত সন্ন্যাসী তৈল না পারি লইতে॥
জগন্নাথে দেহ লঞা দীপ যেন জলে।
তোমার সকল শ্রম হইবে সফলে॥
পণ্ডিত কহে কে তোমারে কহে মিথ্যা-বাণী।
আমি গৌড় হৈতে তৈল কভু নাহি আনি॥
এত বলি ঘর হৈতে তৈল কলস আনিয়া।
প্রভুর আগে আঙ্গিনাতে ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥
তৈল ভাঙ্গি সেই পথে নিজ ঘরে গিয়া।
শুইয়া রহিল ঘরে কপাটে খিল দিয়া॥
তৃতীয় দিবসে প্রভু তার দ্বারে যাঞা।
উঠহ পণ্ডিত কহি কহেন ডাকিয়া॥
আজি ভিক্ষা দিবে আমায় করিয়া রন্ধনে।
মধ্যাহ্নে আসিব এবে যাই দরশনে॥
এত বলি প্রভু গেলা পণ্ডিত উঠিলা।
স্নান করি নানা ব্যঞ্জন রন্ধন করিলা॥
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু আইলা ভোজনে।
পাদ প্রক্ষালন করি বসিলা আসনে॥
সঘৃত শাল্যন্ন কলাপাতে স্তূপ কৈল।
কলার ডোঙ্গা ভরি ব্যঞ্জন চৌদিকে ধরিল॥
অন্ন-ব্যঞ্জনোপরি তুলসী মঞ্জরী।
জগন্নাথের প্রসাদ পিঠাপানা আগে আনি ধরি॥
প্রভু কহে দ্বিতীয় পাতে বাড় অন্ন-ব্যঞ্জন।
তোমায় আমায় আজি একত্র করিব ভোজন॥
হস্ত তুলি রহে প্রভু না করে ভোজন।
তবে পণ্ডিত কহে কিছু সপ্রেম বচন॥
আপনে প্রসাদ লয়েন পাছে মুঞি লইব।
তোমার আগ্রহ আমি কেমনে খণ্ডিব॥
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজনে বসিলা।

ব্যঞ্জনের স্বাদ পাঞা কহিতে লাগিলা॥
ক্রোধাবেশে পাকের ঐছে হয় স্বাদ।
এই ত জানিয়ে তোমায় কৃষ্ণের প্রসাদ॥
আপনে খাইবে কৃষ্ণ তাহার লাগিয়া।
তোমার হস্তে পাক করায় উত্তম করিয়া॥
ঐছে অমৃত অন্ন কৃষ্ণে কর সমর্পণ।
তোমার ভাগ্যের সীমা কে করে বর্ণন॥
পণ্ডিত কহে যে খাইবে সেই পাককর্ত্তা।
আমি সব কেবলমাত্র সামগ্রী-আহর্ত্তা॥
পুনঃ পুনঃ পণ্ডিত নানা ব্যঞ্জন পরিবেশে।
ভয়ে কিছু না বলেন প্রভু খায়েন হরিষে॥
আগ্রহ করিয়া পণ্ডিত করাইল ভোজন।
আর দিন হৈতে ভোজন হৈল দশগুণ॥
বারবার প্রভু উঠিতে করেন মন।
সেই কালে পণ্ডিত পরিবেশে ব্যঞ্জন॥
কিছু বলিতে নারেন প্রভু খায়েন তরাসে।
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাসে॥
তবে প্রভু কহে করি বিনয় সম্মান।
দশগুণ খাওয়াইলে এবে কর সমাধান॥
তবে মহাপ্রভু উঠি কৈল আচমন।
পণ্ডিত আনিল মুখবাস মাল্য চন্দন॥
চন্দনাদি লঞা প্রভু বসিলা সেই স্থানে।
আমার আগে আজি তুমি করহ ভোজনে॥
পণ্ডিত কহে প্রভু যাই করেন বিশ্রাম।
মুঞি এবে লইব প্রসাদ করি সমাধান॥
রসুই কার্য্য করিয়াছে রামাই রঘুনাথ।
ইহা সবায় দিতে চাহি কিছু ব্যঞ্জন ভাত॥
প্রভু কহেন গোবিন্দ তুমি ইহাই রহিবে।
পণ্ডিত ভোজন কৈলে আমারে কহিবে॥
এত কহি মহাপ্রভু করিল গমন।

গোবিন্দেরে পণ্ডিত কিছু কহেন বচন॥
তুমি শীঘ্র যাই কর পাদ-সংবাহনে।
কহিও পণ্ডিত এবে বসিল ভোজনে॥
তোমার তরে প্রভুর শেষ রাখিব ধরিয়া।
প্রভু নিদ্রা গেলে তুমি খাইহ আসিয়া॥
রামাই নন্দাই আর গোবিন্দ রঘুনাথ।
সবারে বাঁটিয়া দিল প্রভুর ব্যঞ্জন ভাত॥
আপনে প্রভুর প্রসাদ করিল ভোজন।
তবে গোবিন্দেরে প্রভু পাঠাইল পুনঃ॥
দেখ জগদানন্দ প্রসাদ পায় কি না পায়।
শীঘ্র সমাচার তুমি কহিবে আমায়॥
গোবিন্দ আসি দেখি কহিল পণ্ডিতের ভোজন।
তবে মহাপ্রভু কৈল স্বচ্ছন্দে শয়ন॥
জগদানন্দে প্রভুর প্রেমা চলে এইমতে।
সত্যভামা কৃষ্ণে যেন শুনি ভাগবতে॥
জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে কহিবে সীমা।
জগদানন্দের সৌভাগ্যের তেঁহই উপমা॥
জগদানন্দের প্রেম-বিবর্ত্ত শুনে যেই জন।
প্রেমের স্বরূপ জানে পায় প্রেমধন॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
হেনমতে মহাপ্রভু জগদানন্দ সঙ্গে।
নানামতে আস্বাদয়ে প্রেমের তরঙ্গে॥
কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে দুঃখে ক্ষীণ মন কায়।
ভাবাবেশে প্রভু কভু প্রফুল্লিত হয়॥

কলার শরলাতে শয়ন অতি ক্ষীণ কায়।
শরলাতে হাড় লাগে ব্যথা লাগে গায়॥
দেখি সব ভক্তগণ মহাদুঃখ পায়।
সহিতে নারে জগদানন্দ সৃজিল উপায়॥
সূক্ষ্ম বস্ত্র আনি গেরি দিয়া রাঙ্গাইল।
শিমুলীর তুলা দিয়া তাহা ভরাইল॥
এক তুলী গাণ্ডু গোবিন্দের হাতে দিল।
প্রভুকে শোয়াইহ ইহায় তাহারে কহিল॥
স্বরূপ গোসাঞিকে কহে জগদানন্দ।
আজি আপনে যাঞা প্রভুকে করাইহ শয়ন॥
শয়নের কালে স্বরূপ তাঁহাই রহিলা।
তুলী গাণ্ডু দেখি প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হৈলা॥
গোবিন্দেরে পুছে ইহা করাইল কোনজন।
জগদানন্দের নাম শুনি সঙ্কোচ হৈল মন॥
গোবিন্দেরে কহি সেই তুলী দূর কৈল।
কলার শরলা উপর শয়ন করিল॥
স্বরূপ কহে তোমার ইচ্ছা কি করিতে পারি।
শয্যা উপেক্ষিলে তেঁহ দুঃখ পাইবে ভারি॥
প্রভু কহেন খাট এক আনহ পাড়িতে।
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে॥
সন্ন্যাসী মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন।
আমারে খাট তুলী বালিশ মস্তক মুণ্ডন॥
স্বরূপ গোসাঞি আসি পণ্ডিত কহিল।
শুনি জগদানন্দ মহা দুঃখ পাইল॥
স্বরূপ গোসাঞি তবে সৃজিল প্রকার।
কদলীর শুষ্কপত্র আনিল অপার॥
নখে চিরি চিরি তাহা অতি সূক্ষ্ম কৈল।
প্রভুর বহির্বাসেতে সে সব ভরিল॥
এইমত দুই কৈল ওড়ন পাড়নে।
অঙ্গীকার কৈল প্রভু অনেক যতনে॥

তাতে শয়ন করে প্রভু দেখি সবে সুখী।
জগদানন্দ মনে ক্রোধ বাহিরে মহাদুঃখী॥
পূর্ব্বে জগদানন্দের ইচ্ছা বৃন্দাবন যাইতে।
প্রভু আজ্ঞা না দেন তারে না পারে চলিতে॥
ভিতরের দুঃখ বাহে প্রকাশ না কৈল।
মথুরা যাইতে প্রভু-স্থানে আজ্ঞা মাগিল॥
প্রভু কহে মথুরা যাইবে আমায় ক্রোধ করি।
আমায় দোষ লাগাইয়া হইবে ভিখারী॥
জগদানন্দ কহে প্রভুর ধরিয়া চরণ।
পূর্ব্ব হইতে ইচ্ছা মোর যাইতে বৃন্দাবন॥
প্রভু-আজ্ঞা নাহি তাতে না পারি যাইতে।
এবে আজ্ঞা দেহ অবশ্য যাইব নিশ্চিতে॥
প্রভু প্রীতে তারে গমন না করে অঙ্গীকার।
তিঁহো প্রভু ঠাঞি আজ্ঞা মাগে বারবার॥
স্বরূপ গোসাঞির ঠাঞি পণ্ডিত কৈল নিবেদন।
পূর্ব্ব হইতে বৃন্দাবন যাইতে মোর মন॥
প্রভু-আজ্ঞা বিনা তাঁহা যাইতে না পারি।
এবে আজ্ঞা না দেন মোরে ক্রোধে যাই বলি।
তবে স্বরূপ গোসাঞি কহে প্রভুর চরণে।
জগদানন্দের ইচ্ছা বড় যাইতে বৃন্দাবনে॥
তোমার ঠাঞি আজ্ঞা তিঁহো মাগে বারবার।
আজ্ঞা দেহ মথুরা দেখি আইসে একবার॥
আই দেখিতে যৈছে গৌড়দেশে যায়।
তৈছে একবার বৃন্দাবন দেখি আয়॥
স্বরূপগোসাঞির বোলে প্রভু আজ্ঞা দিল।
জগদানন্দে বোলাইয়া তারে শিখাইল॥
বারাণসী পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে যাবে পথে।
আগে সাবধানে যাবা ক্ষত্রিয়াদি সাথে॥
কেবল গৌড়িয়া পাইলে বাটপাড় করি বান্ধে।
সব লুটি বান্ধি রাখে যাইতে বিরোধে॥

মথুরা গেলে সনাতন-সঙ্গেই রহিবা।
মথুরার স্বামী সবের চরণ বন্দিবা॥
দূরে রহি ভক্তি করি সঙ্গে না রহিবা।
তা সবার আচার চেষ্টা লৈতে না পারিবা॥
সনাতন সঙ্গে করিহ বন-দরশন।
সনাতনের সঙ্গ না ছাড়িবে একক্ষণ॥
শীঘ্র আসিহ তাঁহা না রহিও চিরকাল।
গোবর্দ্ধনে না চড়িহ হেরিতে গোপাল॥
আমিহ আসিতেছি কহিও সনাতনে।
আমার তরে এক স্থান যেন করে বৃন্দাবনে॥
এত বলি জগদানন্দে কৈল আলিঙ্গন।
জগদানন্দ চলিলা প্রভুর বন্দিয়া চরণ॥
সব ভক্তগণ ঠাঞি আজ্ঞা মাগিলা।
বন পথে চলি চলি বারাণসী আইলা॥
তপন মিশ্র চন্দ্রশেখর দোঁহারে মিলিলা।
তাঁর ঠাঞি প্রভুর কথা সকলি শুনিলা॥
মথুরায়ে আসি শীঘ্র মিলিলা সনাতনে।
দুই জন সঙ্গে দোঁহে আনন্দিত মনে॥
সনাতন করাইল তারে দ্বাদশাদি বন।
গোকুলে রহিলা দোঁহে দেখি মহাবন॥
সনাতনের গোফাতে দোঁহে রহে এক ঠাঞি।
পণ্ডিত করেন পাক দেবালয়ে যাই॥
সনাতন ভিক্ষা করে যাই মহাবনে।
কভু দেবালয়ে কভু ব্রাহ্মণ-সদনে॥
সনাতন পণ্ডিতেরে করে সমাধান।
মহাবনে দেন আনি মাগি অন্ন পান॥
একদিন সনাতনে পণ্ডিত নিমন্ত্রিল।
নিত্য-কৃত্য করি তিঁহ পাক চড়াইল॥
মুকুন্দ সরস্বতী নাম সন্ন্যাসী মহাজনে।
এক বহির্বাস তিঁহ দিল সনাতনে॥

সনাতন সেই বস্ত্র মস্তকে বান্ধিয়া।
জগদানন্দের বাসা-দ্বারে বসিলা আসিয়া॥
রাতুল বস্ত্র দেখি পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
মহাপ্রভুর প্রসাদ জানি তাহারে পুছিলা॥
কাঁহাতে পাইলে এই রাতুল বসন।
মুকুন্দ সরস্বতী দিল কহে সনাতন॥
শুনি পণ্ডিতের মনে ক্রোধ উপজিলা।
ভাতের হাণ্ডি হাতে লঞা মারিতে আইলা॥
সনাতন তারে জানি লজ্জিত হইল।
বলিতে লাগিলা পণ্ডিত হাণ্ডি চুলাতে ধরিল॥
তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ প্রধান।
তোমা সম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন॥
অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে।
কোন ঐছে হয় ইহা পারে সহিবারে॥
সনাতন কহে সাধু পণ্ডিত মহাশয়।
চৈতন্যের তোমা সম প্রিয় কেহ নয়॥
ঐছে চৈতন্যনিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে।
তুমি না দেখাইলে ইহা শিখিব কেমতে॥
যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিল।
সেই অপূর্ব্ব প্রেম এই প্রত্যক্ষে দেখিল॥
রক্ত-বস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না জুয়ায়।
কোন প্রাদশিকে দিব কি কাজ উহায়॥
পাক করি জগদানন্দ চৈতন্যে সমর্পিল।
দুই জন বসি তবে প্রসাদ পাইল॥
প্রসাদ পাই দুই জনে কৈল আলিঙ্গন।
চৈতন্য-বিরহে দোঁহে করিলা ক্রন্দন॥
এই মত মাস দুই রহিলা বৃন্দাবনে।
চৈতন্য-বিরহ-দুঃখ না যায় সহনে॥
মহাপ্রভুর সন্দেশ কহিল সনাতনে।
আমিহ আসিতেছি রহিতে করিহ একস্থানে॥

জগদানন্দ পণ্ডিত তবে আজ্ঞা মাগিলা।
সনাতন প্রভুকে কিছু ভেট বস্ত্র দিলা॥
রাসস্থলীর বালু আর গোবর্দ্ধনের শিলা।
শুষ্ক পক্ক পীলু ফল আর গুঞ্জামালা॥
জগদানন্দ পণ্ডিত চলিলা সব লঞা।
ব্যাকুল হৈলা সনাতন তারে বিদায় দিয়া॥
প্রভুর নিমিত্ত এক স্থান মনে বিচারিল।
দ্বাদশাদিত্য টীলায় এক মাঠ পাইল॥
সেই স্থানে রাখিল গোসাঞি সংস্কার করিয়া।
মাঠের আগে রাখিল এক চালা বান্ধিয়া॥
শীঘ্র চলি নীলাচলে গেল জগদানন্দ।
সব ভক্ত সহ গোসাঞি পরম আনন্দ॥
প্রভুর চরণ বন্দি সবারে মিলিলা।
মহাপ্রভু তারে দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা॥
সনাতনের নামে পণ্ডিত দণ্ডবৎ কৈল।
রাসস্থলীর ধূলি আদি সব ভেট দিল॥
সব দ্রব্য রাখিলেন পীলু দিলেন বাঁটিয়া।
বৃন্দাবনের ফল বলি খাইল হৃষ্ট হঞা॥
যে কেহ জানে সে আঁটি সহিত গিলিল।
যে না জানে গৌড়িয়া পীলু চিবাঞা খাইল॥
মুখে তার ছাল গেল জিহ্বা করে জ্বালা।
বৃন্দাবনের পীলু খাইতে এই এক লীলা॥
জগদানন্দের আগমনে সবার উল্লাস।
এই মতে নীলাচলে প্রভুর বিলাস॥
একদিন প্রভু যমেশ্বর টোটা যাইতে।
সেই কালে দেবদাসী লাগিলা গাইতে॥
গুর্জ্জরী রাগ লঞা সুমধুর স্বরে।
গীতগোবিন্দ-পদ গায় জগমন হরে।
দূরে গান শুনি প্রভুর হইল আবেশ।
স্ত্রী-পুরুষ কে গায় না জানি বিশেষ॥

তারে মিলিবারে প্রভু আবেশে ধাইল।
পথে সিজের বাড়ী হয় ফুটিয়া চলিলা॥
অঙ্গে কাঁটা লাগিল কিছু না জানিলা।
আস্তে ব্যস্তে গোবিন্দ তাঁর পিছেতে ধাইলা॥
ধাইয়া যায়েন প্রভু স্ত্রী আছে অল্প দূরে।
স্ত্রী গায় বলি গোবিন্দ প্রভু কৈল কোলে॥
স্ত্রী-নাম শুনি মহাপ্রভুর বাহ্য হইলা।
পুনরপি সেই পথে বাহুড়ি চলিলা॥
প্রভু কহে গোবিন্দ আজি রাখিলে জীবন।
স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ॥
এ ঋণ শোধিতে আমি নারিব তোমার।
গোবিন্দ কহে জগন্নাথ রাখে মুঞি কোন ছার॥
প্রভু কহে গোবিন্দ মোর সঙ্গে রহিবা।
যাহা তাঁহা মোর রক্ষায় সাবধান হইবা॥
এত বলি নেউটী প্রভু গেলা নিজ-স্থানে।
শুনি মহা ভয় পাইলা স্বরূপাদি মনে॥
এথা তপনমিশ্র-পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য।
প্রভুকে দেখিতে চলিলা ছাড়ি সর্ব্ব কার্য্য॥
কাশী হৈতে চলিলা তিঁহো গৌড়পথ দিয়া।
সঙ্গে সেবক চলে ঝালি সাজাইয়া॥
পথে তারে মিলিলা বিশ্বাস রামদাস।
বিশ্বাসখানার কায়স্থ তিঁহো রাজার বিশ্বাস॥
সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ কাব্য-প্রকাশ অধ্যাপক।
পরম বৈষ্ণব রঘুনাথ-উপাসক॥
অষ্ট প্রহর রামচন্দ্র জপে রাত্রিদিনে।
সর্ব্বত্যাগী চলিলা জগন্নাথ-দরশনে॥
রঘুনাথ ভট্টের সহ পথেতে মিলিলা।
ভট্টের ঝালি মাথে করি বহিয়া চলিলা॥
নানা সেবা করি করে পাদসংবাহন।
তাতে রঘুনাথের হয় সংকোচিত মন॥

তুমি বড়লোক পণ্ডিত মহাভাগবত।
সেবা না করিহ সুখে চল মোর সাথ॥
রামদাস কহে আমি শূদ্র অধম।
ব্রাহ্মণের সেবা এই মোর নিজ কর্ম্ম॥
সঙ্কোচ না কর তুমি আমি তোমার দাস।
তোমার সেবা করিলে হয় হৃদয়ে উল্লাস॥
এত বলি ঝালি বহে করেন সেবনে।
রঘুনাথের তারক মন্ত্র জপে রাত্রিদিনে॥
এই মতে রঘুনাথ আইলা নীলাচলে।
প্রভুর চরণে যাঞা মিলিলা কুতূহলে॥
দণ্ডপ্রণাম করি ভট্ট পড়িলা চরণে।
প্রভু রঘুনাথ বলি কৈল আলিঙ্গনে॥
মিশ্র শেখরের দণ্ডবৎ জানাইলা।
মহাপ্রভু তা সবার বার্ত্তা পুছিলা॥
ভাল হৈল আইলা দেখ কমললোচন।
আজি আমার এথা করিবে প্রসাদ ভোজন॥
গোবিন্দেরে কহি এক বাসা দেওয়াইলা।
স্বরূপাদি ভক্তগণ সনে মিলাইলা॥
এই মত প্রভু-সঙ্গে রহিলা অষ্টমাস।
দিনে দিনে প্রভুর কৃপা বাড়য়ে উল্লাস॥
মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর করে নিমন্ত্রণ।
ঘর-ভাত করে আর বিবিধ ব্যঞ্জন॥
রঘুনাথ ভট্ট পাকে অতি সুনিপুণ।
যেই রান্ধে সেই হয় অমৃতের সম॥
পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন।
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র ভট্টের ভক্ষণ॥
রামদাস প্রথম যবে প্রভুরে মিলিলা।
মহাপ্রভু অধিক তারে কৃপা না করিলা॥
অন্তরে মুমুক্ষু তেঁহো বিদ্যাগর্ব্ববান্।
সর্ব্বচিত্ত-জ্ঞাতা প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্॥

রামদাস কৈল তবে নীলাচলে বাস।
পট্টনায়ক গোষ্ঠীকে পড়ায় কাব্যপ্রকাশ॥
অষ্ট মাস রহি প্রভু ভট্টে বিদায় দিল।
বিবাহ না করিহ বলি নিষেধ করিল॥
বৃদ্ধ মাতা পিতা যাহ করহ সেবন।
বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন॥
পুনরপি একবার আসিহ নীলাচলে।
এত বলি কণ্ঠমালা দিল তার গলে॥
আলিঙ্গন করি প্রভু বিদায় তারে দিলা।
প্রেমে গর গর ভট্ট কান্দিতে লাগিলা॥
স্বরূপ-আদি ভক্ত ঠাঞি আজ্ঞা মাগিয়া।
বারাণসী আইলা ভট্ট প্রভু-আজ্ঞা পাঞা॥
চারি বৎসর ঘরে পিতা মাতা সেবা কৈলা।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ঠাঞি ভাগবত পড়িলা॥
পিতা মাতা কাশী পাইলে উদাসীন হঞা।
পুনঃ প্রভুর ঠাঞি আইলা গৃহাদি ছাড়িয়া॥
পূর্ব্ববৎ অষ্টমাস প্রভু-পাশ ছিলা।
অষ্টমাস রহি পুনঃ প্রভু আজ্ঞা দিলা॥
আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ যাহ বৃন্দাবনে।
তাঁহা যাঞা রহ রূপসনাতন-স্থানে॥
ভাগবত পড় সদা লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্॥
এত বলি প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈলা।
প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈলা॥
চৌদ্দ হাত জগন্নাথের তুলসীর মালা।
ছুটা পানবিড়া মহোৎসবে পাঞা ছিলা॥
সেই মালা ছুটাপান প্রভু তারে দিলা।
ইষ্টদেব করি মালা ধরিয়া রাখিলা॥
প্রভুর ঠাঞি আজ্ঞা লঞা গেলা বৃন্দাবনে।
আশ্রয় করিল আসি রূপ-সনাতনে॥

রূপ-গোসাঞির সভায় করে ভাগবত পঠন।
ভাগবত পঠিতে প্রেমে আউলায় তাঁর মন॥
অশ্রু কম্প গদগদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্র কণ্ঠ রোধ বাষ্প না পারে পড়িতে॥
পিকস্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ॥
কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য যবে পড়ে শুনে।
প্রেমেতে বিহ্বল তবে কিছুই না জানে॥
গোবিন্দ-চরণে কৈল আত্মসমর্পণ।
গোবিন্দ-চরণারবিন্দ যার প্রাণধন॥
নিজশিষ্যে কহি গোবিন্দের মন্দির করাইল।
বংশী-মকর-কুণ্ডলাদি ভূষণ করি দিল॥
গ্রাম্যবার্ত্তা নাহি শুনে না কহে জিহ্বায়।
কৃষ্ণকথা-পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায়॥
বৈষ্ণবের নিন্দা কর্ম্ম নাহি শুনে কাণে।
সবে কৃষ্ণভজন করে এই মাত্র জানে॥
মহাপ্রভুর দত্ত মালা মরণের কালে।
প্রসাদ কড়ার সহ বান্ধিলেক গলে॥
মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম অনর্গল।
এই ত কহিল তাতে চৈতন্যের কৃপাফল॥
জগদানন্দের কহিল বৃন্দাবন-আগমন।
তার মধ্যে দেবদাসীর গান শ্রবণ॥
মহাপ্রভুর রঘুনাথে কৃপা মহাফল।
এক পরিচ্ছেদে তিন কথা কহিল সকল॥
যে এই সকল কথা শুনে শ্রদ্ধা করি।
তারে কৃষ্ণপ্রেমধন দেন গৌরহরি॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভগবান্।
জয় জয় গৌরচন্দ্র ভক্তগণ-প্রাণ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য-জীবন।
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় গৌরপ্রিয়তম॥
জয় স্বরূপ শ্রীবাসাদি প্রভুর ভক্তগণ।
শক্তি দেহ করি যেন চৈতন্যবর্ণন॥
প্রভুর বিরহোন্মাদ ভাব গম্ভীর।
বুঝিতে না পারে কেহ যদ্যপি হয় ধীর॥
বুঝিতে না পারি যাহা বর্ণিতে কে পারে।
সেই বুঝে বর্ণে চৈতন্য শক্তি দেন যারে॥
স্বরূপাদি গোসাঞি আর রঘুনাথ দাস।
এই দুই কড়চাতে এ লীলা প্রকাশ॥
সেকালে এ দুই রহে মহাপ্রভুর পাশে।
আর সব কড়চাকর্ত্তা রহে দূরদেশে॥
তাতে বিশ্বাস করি শুন ভাবের বর্ণন।
হইবে ভাবের জ্ঞান পাইবে প্রেমধন॥
কৃষ্ণ মথুরা গেলে গোপীর যে দশা হইল।
কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল॥
উদ্ধব-দর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ।
ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর সে উন্মাদবিলাপ॥
রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান।
সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধাজ্ঞান॥
দিব্যোন্মাদে ঐছে হয় কি ইহা বিস্ময়।
অধিরূঢ়ভাবে দিব্যোন্মাদ প্রলাপ হয়॥

একদিন মহপ্রভু করিয়াছেন শয়ন।
কৃষ্ণ রাসলীলা করে দেখিল স্বপন॥

ত্রিভঙ্গ সুন্দর দেহ মুরলীবদন।
পীতাম্বর বনমালা মদনমোহন॥
মণ্ডলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্ত্তন।
মধ্যে রাধাসহ নাচে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
দেখি প্রভু সেই রসে আবিষ্ট হইলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইনু এই জ্ঞান হৈলা॥
প্রভুর বিলম্ব দেখি গোবিন্দ জাগাইলা।
জাগিলে স্বপ্ন জ্ঞান হৈল প্রভু দুঃখী হৈলা॥
দেহাভ্যাসে নিত্যকৃত্য করি সমাপন।
কালে যাই করিল জগন্নাথ দরশন॥
যাবৎকাল দর্শন করে গরুড়ের পাছে।
প্রভুর আগে দর্শন করে লোক লাখে লাখে॥
উড়িয়া এক স্ত্রী ভিড়ে দর্শন না পাঞা।
গরুড়ে চড়ি দেখে প্রভুর স্কন্ধে পদ দিয়া॥
দেখিয়া গোবিন্দ আস্তে-ব্যস্তে সেই স্ত্রীকে বর্জ্জিলা।
তারে নামাইতে প্রভু গোবিন্দে নিষেধিলা॥
আদিবস্যা এই স্ত্রীকে না কর বর্জ্জন।
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন॥
আস্তে-ব্যস্তে সেই নারী ভূমিতে নামিলা।
মহাপ্রভু দেখি তাঁর চরণ বন্দিলা॥
তার আর্ত্তি দেখি প্রভু কহিতে লাগিলা।
এত আর্ত্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা॥
জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু-মন-প্রাণে।
মোর স্কন্ধে পদ দিয়াছে তাহা নাহি জানে॥
অহো ভাগ্যবতী এই বন্দি ইহার পায়।
ইহার প্রসাদে ঐছে আর্তি আমার বা হয়॥
পূর্ব্বে আসি যবে কৈল জগন্নাথ দরশন।
জগন্নাথে দেখি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
স্বপ্নের দর্শনাবেশে তদ্রূপ হৈল মন।
যাহা তাঁহা দেখি সর্ব্বত্র মুরলীবদন॥

এবে যদি স্ত্রীকে দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।
জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের স্বরূপ দেখিল॥
কুরুক্ষেত্রে দেখি কৃষ্ণ ঐছে হৈল মন।
কাঁহা কুরুক্ষেত্রে আইলাম কাঁহা বৃন্দাবন॥
প্রাপ্ত রত্ন হারাইলা ঐছে ব্যগ্র হৈলা।
বিষণ্ণ হইয়া প্রভু নিজ-বাসা আইলা॥
ভূমি-উপর বসি নিজ-নখে ভূমি লিখে।
অশ্রু-গঙ্গা নেত্রে বহে কিছুই না দেখে॥
পাইনু বৃন্দাবননাথ পুনঃ হারাইনু।
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ কাঁহা মুনি আইনু॥
স্বপ্নাবেশে প্রেমে প্রভুর গরগর মন।
বাহ্য হৈলে হয় হেন হারাইনু ধন॥
উন্মত্তের প্রায় প্রভু করে গান-নৃত্য।
দেহের স্বভাবে করে স্নান-ভোজন-কৃত্য॥
রাত্রি হৈলে স্বরূপ-রামানন্দ লইয়া।
আপন মনের ভাব কহে উঘাড়িয়া॥

প্রাপ্ত রত্ন হারাইয়া তার গুণ সঙরিয়া
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।
রায়-স্বরূপের কণ্ঠ ধরি কহে হা হা হরি হরি
ধৈর্য্য গেল হইল চপল॥
শুন বান্ধব কৃষ্ণের মাধুরী।
যার লোভে মোর মন ছাড়িলেক বেদধর্ম
যোগী হঞা হইল ভিখারী॥ ধ্রু॥
কৃষ্ণলীলা-মণ্ডল শুদ্ধ শঙ্খকুণ্ডল
গড়িয়াছে শুক কারিকর।
সেই কুণ্ডল কাণে পরি তৃষ্ণা-লাউ থালি ধরি
আশা-ঝুলি স্কন্ধের উপর॥
চিন্তা-কাঁথা উড়ি গায় ধূলি-বিভূতিমলিনকায়
হা হা কৃষ্ণ প্রলাপ-উত্তর।

উদ্বেগ দ্বাদশ হাতে লোভ ঝুলি নিল মাথে
ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর॥
ব্যাস শুকাদি যোগিগণ কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন
ব্রজে তাঁর যত লীলাগণ।
ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে করিয়াছে বর্ণনে
সেই তর্জ্জা পড়ে অনুক্ষণ॥
দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি মহা-বাউল নাম ধরি
শিষ্য লঞা করিল গমন।
মোর দেহ স্বসদন বিষয়ভোগ মহা-ধন
সব ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবনে প্রজাগণ যত স্থাবর-জঙ্গম
বৃক্ষলতা গৃহস্থ-আশ্রমে।
তার ঘরে ভিক্ষাটন ফল-মূল-পত্রাশন
এই বৃত্তি করে শিষ্যগণে॥
কৃষ্ণগুণ রূপরস গন্ধ শব্দ পরশ
যে সুধা আস্বাদে গোপীগণ।
তা সবার গ্রাস শেষে আনি পঞ্চেন্দ্রিয় শিষ্যে
সে ভিক্ষায় রাখেন জীবন॥
শূন্য কুঞ্জমণ্ডপকোণে যোগাভ্যাসে কৃষ্ণধ্যানে
তাহা রহে লঞা শিষ্যগণ।
কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন সাক্ষাৎ দেখিতে মন॥
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ॥
মন কৃষ্ণ-বিয়োগী দুঃখে মন হৈল যোগী
সে বিয়োগে দশদশা হয়।
সে দশায় ব্যাকুল হঞা মন গেল পলাইয়া
শূন্য মোর শরীর আলয়॥
কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশদশা হয়।
সেই দশদশা হয় প্রভুর উদয়॥

এই দশদশায় প্রভু ব্যাকুল রাত্রিদিন।

কভু কোন দশা উঠে স্থির নহে মন ॥
এত কহি মহাপ্রভু মৌন করিলা।
রামানন্দ রায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥
স্বরূপগোসাঞি করে কৃষ্ণলীলা গান।
দুইজনে কিছু কৈল প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ॥
এই মত অর্দ্ধ রাত্রি কৈল নির্ব্যাপণ।
ভিতর-প্রকোষ্ঠে প্রভুকে করাইল শয়ন ॥
রামানন্দ রায় তবে গেলা নিজ-ঘরে।
স্বরূপ গোবিন্দ শুইলেন বহির্দ্বারে ॥
সব রাত্রি মহাপ্রভু করে জাগরণ।
উচ্চ করি করে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন ॥
প্রভুর শব্দ না পাঞা স্বরূপ কপাট কৈল দূরে।
তিন দ্বার দেওয়া আছে প্রভু নাহি ঘরে ॥
চিন্তিত হইল সবে প্রভু না দেখিয়া।
প্রভু চাহি বুলে সবে ব্যাকুল হইয়া ॥
সিংহদ্বারের উত্তর দিশায় এক ঠাঞি।
তার মধ্যে পড়ি আছে চৈতন্য গোসাঞি ॥
দেখি স্বরূপ গোসাঞি-আদি আনন্দিত হইল।
প্রভুর দশা দেখি পুনঃ চিন্তিতে লাগিল ॥
প্রভু পড়ি আছে দীর্ঘ হাত পাঁচ ছয়।
অচেতন দেহ নাসায় শ্বাস নাহি বয় ॥
একেক হস্ত পদ দীর্ঘ তিন তিন হাত।
অস্থি-গ্রন্থি ভিন্ন চর্ম্ম আছে মাত্র তাত ॥
হস্ত পদ গ্রীবা কটি অস্থিসন্ধি যত।
একেক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত ॥
চর্ম্ম মাত্র উপরে সন্ধি আছে দীর্ঘ হঞা।
দুঃখিত হইল সবে প্রভুকে দেখিয়া ॥
মুখে লালাফেন প্রভুর উত্তান নয়ন।
দেখিয়া সকল ভক্তের দেহে ছাড়ে প্রাণ ॥
স্বরূপগোসাঞি তবে উচ্চ করিয়া।

প্রভুর কাণে কৃষ্ণনাম কহে ভক্তগণ লঞা॥
বহুক্ষণে কৃষ্ণনাম হৃদয়ে পশিলা।
হরিবোল বলি প্রভু গর্জ্জিয়া উঠিলা॥
চেতনা পাইতে অস্থি সন্ধি লাগিলা।
পূর্ব্বপ্রায় যথাযোগ্য শরীর হইল॥
সিংহদ্বারে দেখি প্রভুর বিস্ময় হইল।
কাঁহা কর কি এই স্বরূপে পুছিল॥
স্বরূপ কহে উঠ প্রভু চল নিজ ঘর।
তথাই তোমারে সব করিব গোচর॥
এত বলি প্রভু ধরি ঘরে লঞা গেল।
তাঁহার অবস্থা সব কহিতে লাগিল॥
শুনি মহাপ্রভুর বড় হৈল চমৎকার।
প্রভু কহে কিছু স্মৃতি নাহিক আমার॥
সবে দেখি হয় মোর কৃষ্ণ বিদ্যমান।
বিদ্যুৎ প্রায় দেখা দিয়া হয় অন্তর্দ্ধান॥
হেনকালে জগন্নাথের পানিশঙ্খ বাজিল।
স্নান করি মহাপ্রভু দরশনে গেল॥
এই ত কহিল প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার॥
লোকে নাহি দেখি ঐছে শাস্ত্রে নাহি শুনি।
হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসি-চূড়ামণি॥
শাস্ত্রলোকাতীত যেই যেই ভাব হয়।
ইতর লোকের তাতে না হয় নিশ্চয়।
রঘুনাথদাসের সদা প্রভু-সঙ্গে স্থিতি।
তাঁর মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি॥
একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতে।
চটক পর্ব্বত দেখিলেন আচম্বিতে॥
গোবর্দ্ধনশৈল-জ্ঞানে আবিষ্ট হইলা।
পর্ব্বত-দিশাতে প্রভু ধাইয়া চলিলা॥
হুকার পড়িল মহা কোলাহল হৈল।

যেই যাহা ছিল সেই উঠিয়া ধাইল ॥
স্বরূপ জগদানন্দ পণ্ডিত গদাধর।
রামাই নন্দাই নীলাই পণ্ডিত শঙ্কর ॥
পুরী ভারতী গোসাঞি আইলা সিন্ধুতীরে।
ভগবানচার্য্য খঞ্জ চলিলা ধীরে ধীরে ॥
প্রথমে চলিলা প্রভু যেন বায়ুগতি।
স্তম্ভভাব পথে হৈল চলিতে নাহি শক্তি ॥
প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার।
তার উপরে রোমোদ্গম কদম্বপ্রকার ॥
প্রতি রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার।
কণ্ঠ ঘর্ঘর করে নাহি বর্ণের উচ্চার ॥
দুই নেত্র ভরি অশ্রু বহয়ে অপার।
সমুদ্রে মিলিলা যেন গঙ্গাযমুনাধার ॥
বৈবর্ণ্য শঙ্খ-প্রায় শ্বেত হৈল অঙ্গ।
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্রতরঙ্গ ॥
কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
তবে ত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা ॥
করঙ্গের জলে করে সর্ব্বাঙ্গ সিঞ্চন।
বহির্বাস লঞা করে অঙ্গসংবীজন ॥
স্বরূপাদিগণ তাহা আসিয়া মিলিলা।
প্রভুর অবস্থা দেখি কান্দিতে লাগিলা ॥
প্রভুর অঙ্গে দেখি অষ্টসাত্ত্বিক বিকার।
আশ্চর্য্য সাত্ত্বিক দেখি হৈল চমৎকার ॥
উচ্চ সংকীর্ত্তন করে প্রভুর শ্রবণে।
শীতল জলে করে প্রভুর অঙ্গ সম্মার্জ্জনে ॥
এইরূপে বহুবার কীর্ত্তন করিতে।
হরিবোল বলি প্রভু উঠে আচম্বিতে।
আনন্দে সকল বৈষ্ণব বলে হরি হরি।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি চতুর্দ্দিক ভরি ॥
উঠি মহাপ্রভু বিস্মিত ইতি-উতি চায়।

যে দেখিতে চায় তাহা দেখিতে না পায়॥
বৈষ্ণব দেখিয়া প্রভুর অর্দ্ধ বাহ্য হৈল।
স্বরূপগোসাঞিকে কিছু কহিতে লাগিল॥
গোবর্দ্ধন হৈতে মোরে কে ইহাঁ আনিল।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল॥
ইহাঁ হৈতে আজি মুঞি গেনু গোবর্দ্ধন।
দেখোঁ যদি কৃষ্ণ করে গোধন চারণ॥
গোবর্দ্ধনে চড়ি কৃষ্ণ বাজাইল বেণু।
গোবর্দ্ধনের চৌদিকে চরে সব ধেনু॥
বেণুনাদ শুনি আইলা মাতাঠাকুরাণী।
তার রূপ ভাব সখি বর্ণিতে না জানি॥
রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে।
সখীগণ চাহে কেহ ফুল উঠাইতে॥
হেনকালে তুমি সব কোলাহল কৈলা।
তাহা হৈতে ধরি মোরে ইহাঁ লঞা আইলা॥
কেন বা আনিলে মোরে বৃথা দুঃখ দিতে।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইনু দেখিতে॥
এত বলি মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন।
তাঁর দশা দেখি বৈষ্ণব করেন রোদন।
হেনকালে আইলা পুরী ভারতী দুইজন॥
দোঁহা দেখি মহাপ্রভুর হইল সম্ভ্রম॥
নিপট্ট বাহ্য হইল প্রভুর দোঁহাকে বন্দিলা।
মহাপ্রভুকে দুইজন প্রেমালিঙ্গন কৈলা॥
প্রভু কহে দোঁহে কেন আইলা এত দূরে।
পুরী গোসাঞি কহে তোমার নৃত্য দেখিবারে॥
লজ্জিত হইলা প্রভু পুরীর বচনে।
সমুদ্রঘাটে আইলা সব বৈষ্ণব-সনে॥
স্নান করি মহাপ্রভু ঘরেতে আইলা।
সবা লঞা মহাপ্রসাদ ভোজন করিলা॥
এই ত করিল প্রভুর দিব্যোন্মাদ ভাব।

ব্রহ্মাহো কহিতে নারে যাহার প্রভাব॥
এবে প্রভু যত কৈল অলৌকিক লীলা।
কে বুঝিতে পারে তাহা মহাপ্রভুর খেলা॥
সংক্ষেপে কহিয়া করি দিগ্‌দরশন।
ইহা যেই শুনে পায় কৃষ্ণের চরণ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অধীশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ পূর্ণানন্দ কলেবর॥
জয়াদ্বৈতাচার্য্য কৃষ্ণচৈতন্য প্রিয়তম।
জয় জয় শ্রীনিবাস-আদি ভক্তগণ॥
এইমত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
আত্মস্ফূর্ত্তি নাহি রহে কৃষ্ণ ভাবাবেশে॥
কভু ভাবে মগ্ন কভু অর্দ্ধবাহ্যস্ফূর্ত্তি।
কভু বাহ্যস্ফূর্ত্তি তিন রীতে প্রভু স্থিতি॥
স্নান দর্শন ভোজন দেহ স্বভাবে হয়।
কুমারের চাক যেন সতত ফিরায়॥
একদিন করে প্রভু জগন্নাথ দরশন।
জগন্নাথে দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
একেবারে স্ফুরে প্রভুকে কৃষ্ণের পঞ্চগুণ।
পঞ্চগুণে করে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ॥
এক মন পঞ্চদিকে পঞ্চগুণ টানে।
টানাটানি প্রভুর মন হৈল আগেয়ানে॥
হেনকালে ঈশ্বরের উপলভোগ সারিল।
ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ঘরে লঞা আইল॥
স্বরূপ রামানন্দ এই দুই জন লঞা।
বিলাপ করেন দোঁহার কণ্ঠেতে ধরিয়া॥
কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকণ্ঠিত মন।

বিশাখাকে কহে আপন উৎকণ্ঠা কারণ॥
এই শ্লোক পড়ি আপনে করে মনস্তাপ।
শ্লোকের অর্থ শুনায় দোঁহাকে করিয়া বিলাপ॥

কৃষ্ণ-রূপ-শব্দ-স্পর্শ সৌরভ্য অধর-রস
যার মাধুর্য্য কহন না যায়।
দেখি লোভী পঞ্চজন এক অশ্ব মোর মন
চড়ি পঞ্চ পাঁচ দিকে ধায়॥
সখি হে শুন মোর দুঃখের কারণ।
মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ মহা লম্পট দস্যুগণ
সবে কহে হর পরধন॥ ধ্রু॥
এক অশ্বে একক্ষণে পাঁচ পাঁচ দিকে টানে
এক মন কোন্ দিকে যায়।
এককালে সবে টানে গেল ঘোড়ার পরাণে
এই দুঃখ সহন না যায়॥
ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ ইহা সবার কাঁহা দোষ
কৃষ্ণ-রূপাদি মহা-আকর্ষণ।
রূপাদি পাঁচ পাঁচে টানে গেল ঘোড়ার পরাণে
মোর দেহে না রহে জীবন॥

এত কহি গৌরহরি দুইজনার কণ্ঠ ধরি
কহে শুন স্বরূপ রামরায়।
কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ
দোঁহে মোরে কহ সে উপায়॥
এই মত গৌর প্রভু প্রতি দিনে দিনে।
বিলাপ করেন স্বরূপ-রামানন্দ সনে॥
সেই দুই জন প্রভুকে করে আশ্বাসন।
স্বরূপ গায় রায় করে শ্লোক পঠন।
কর্ণামৃত বিদ্যাপতি শ্রীগীতগোবিন্দ।
ইহার শ্লোকগীতে প্রভুর করায় আনন্দ॥

এক দিন মহাপ্রভু সমুদ্রতীরে যাইতে।
পুষ্পের উদ্যান তাহা দেখিল আচম্বিতে॥
বৃন্দাবন-ভ্রমে তাঁহা পশিল ধাইয়া।
প্রেমাবেশে বুলে তাঁহা কৃষ্ণ অন্বেষিয়া॥
রাসে রাধা লঞা কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান কৈল।
পাছে সখীগণ যৈছে চাহি বেড়াইল॥
সেই ভাবাবেশে প্রভু প্রতি তরুলতা।
শ্লোক পড়ি পড়ি চাহি বুলে যথা তথা॥

নবঘন স্নিগ্ধবর্ণ দলিতাঞ্জন চিক্কণ
ইন্দীবর নিন্দি সুকোমল।
জিনি উপমার গণ হরে সবার নেত্র-মন
কৃষ্ণ-কান্তি পরম প্রবল॥
কহ সখি, কি করি উপায়।
কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক মোর নেত্র-চাতক
না দেখি পিয়াসে মরি যায়॥ ধ্রু॥
সৌদামিনী পীতাম্বর স্থির নহে নিরন্তর
মুক্তাহার বকপাঁতি ভাল।
ইন্দ্রধনু শিখি-পাখা উপরে দিয়াছে দেখা
আর ধনু বৈজয়ন্তী-মাল॥
মুরলীর কলধ্বনি মধুর গর্জ্জন শুনি
বৃন্দাবনে নাচে ময়ূরচয়।
অকলঙ্ক পূর্ণকল লাবণ্য জ্যোৎস্না ঝলমল
চিত্রচন্দ্র তাহাতে উদয়॥
লীলামৃত বরিষণে সিঞ্চে চৌদ্দ ভুবনে
হেন মেঘ যবে দেখা দিল।
দুর্দ্দৈব ঝঞ্ঝা-পবনে মেঘ নিল অন্যস্থানে
মরে চাতক পিতে না পাইল॥
পুনঃ কহে হায় হায় পড় পড় রামরায়
কহে প্রভু গদগদ আখ্যানে।

রামানন্দ পড়ে শ্লোক শুনি প্রভুর হর্ষ শোক
আপনে প্রভু করেন ব্যাখ্যানে ॥

কৃষ্ণ জিনি পদ্ম-চান্দ পাতিয়াছে মুখফান্দ
তাতে অধর মধুর স্মিতাচার।
ব্রজনারী আসি আসি ফান্দে পড়ি হয় দাসী
ছাড়ি লাজ পতি-ঘর-দ্বার ॥
বান্ধব কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার।
নাহি মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম হরে নারী-মৃগীমর্ম্ম
করে নানা উপায় তাহার ॥
গণ্ডস্থল ঝলমল নাচে মকর-কুণ্ডল
সেই নৃত্যে হরে নারীচয়।
সস্মিত কটাক্ষবাণে তা সবার হৃদয়ে হানে
নারী-বধে নাহি কিছু ভয় ॥
অতি উচ্চ সুবিস্তার লক্ষ্মী শ্রীবৎস অলঙ্কার
কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ।
ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ তা সবার মনোবক্ষঃ
হরি দাসী করিবারে দক্ষ ॥
সুললিত দীর্ঘার্গল কৃষ্ণের ভুজ যুগল
ভুজ নহে কৃষ্ণসর্প-কায়।
তুই শৈল ছিদ্র পৈশে নারীর হৃদয় দংশে
মরে নারী সে বিষ-জ্বালায়।
কৃষ্ণ-করপদতল কোটিচন্দ্র সুশীতল
জিনি কর্পূর বেনামূল চন্দন।
একবার যারে স্পর্শে স্মরজ্বালা-বিষ নাশে
যার স্পর্শে লুব্ধ নারী-মন ॥
এতেক বিলাপ করি বিষাদে শ্রীগৌরহরি
এই অর্থে পড়ে এই শ্লোক।
এই শ্লোক পাইয়া রাধা বিশাখাকে কহে বাধা
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক ॥

প্রভু কহে কৃষ্ণ মুঞি এখনি দেখিনু।
আপনার দুর্দ্দৈবে পুনঃ হারাইনু॥
চঞ্চল স্বভাব কৃষ্ণের না রয় একস্থানে।
দেখা দিয়া মন হরি করে অন্তর্ধানে॥
স্বরূপ গোসাঞিকে কহে গাও একগীত।
যাতে আমার হৃদয়ের হয় ত সংবিৎ॥
শুনি স্বরূপগোসাঞি তবে মধুর করিঞা।
গীতগোবিন্দের পদ গায় প্রভুকে শুনাঞা॥

রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্।
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্॥

স্বরূপ গোসাঞি যবে এই পদ গাইলা।
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু নাচিতে লাগিলা॥
অষ্ট সাত্ত্বিক অঙ্গে প্রকট হইল।
হর্ষ আদি ব্যভিচারী সব উথলিল॥
ভাবোদয় ভাবসন্ধি ভাব-সাবল্য।
ভাবে ভাবে মহাযুদ্ধ সবার প্রাবল্য॥
সেই পদ পুনঃ পুনঃ করায় গায়ন।
পুনঃ পুনঃ আস্বাদয়ে বাড়য়ে নর্ত্তন॥
এই মত নৃত্য যদি হৈল বহুক্ষণ।
স্বরূপ গোসাঞি পদ কৈল সমাপন॥
বোল বোল বলি প্রভু কহে বারবার।
না গায় স্বরূপ গোসাঞি প্রেম দেখি তাঁর॥
বোল বোল প্রভু বোলে ভক্তগণ শুনি।
চৌদিকে সবে মিলি করে হরিধ্বনি॥
রামানন্দ রায় তবে প্রভুকে বসাইল।
ব্যজনাদি করি প্রভুর শ্রম ঘুচাইল॥
প্রভু লঞা গেল সবে সমুদ্রের তীরে।

স্নান করাইয়া পুনঃ লঞা আইলা ঘরে॥
ভোজন করাইয়া প্রভুকে করাইল শয়ন।
রামানন্দ আদি সবে গেলা নিজস্থান॥
এই ত কহিল প্রভুর উদ্যান-বিহার।
বৃন্দাবনভ্রমে যাঁহা প্রবেশ তাঁহার॥

অনন্ত চৈতন্য-লীলা না যায় লিখন।
দিঙ্মাত্র দেখাইয়া করয়ে সূচন॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এইমত মহাপ্রভু রহে নীলাচলে।
ভক্তগণ সঙ্গে সদা প্রেম-বিহ্বলে॥
বর্ষান্তরে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ আসি কৈল প্রভুর মিলন॥
তা সবার সঙ্গে প্রভুর চিত্তে বাহ্য হৈল।
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রায় নৃত্যাদি করিল॥
তা সবার সঙ্গে আইল কালিদাস নাম।
কৃষ্ণনাম বিনা তিঁহো নাহি জানে আন॥
মহাভাগবত তিঁহো সরল উদার।
কৃষ্ণনাম সঙ্কেতে চালায় ব্যবহার॥
কৌতুকেতে তিঁহো যদি পাশক খেলায়।
হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি পাশক চালায়॥
রঘুনাথ দাসের তিঁহো হয় জ্ঞাতি খুড়া।
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইতে তিঁহ হৈল বুড়া॥
গৌড়দেশে হয় যত বৈষ্ণবের গণ।
সবার উচ্ছিষ্ট তিঁহ করিলা ভোজন॥

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যত ছোট বড় হয়।
উত্তম বস্তু ভেট লঞা তাঁর ঠাঞি যায়॥
তার ঠাঞি শেষ পাত্র লয়েন মাগিয়া।
কাঁহাও না পায় তবে রহে লুকাইয়া॥
ভোজন করিলে পাত্র ফেলাইয়া যায়।
লুকাইয়া সেই পাত্র আনি চাটি খায়॥
শূদ্র বৈষ্ণবের ঘর যায় ভেট লঞা।
এই মত তার উচ্ছিষ্ট খায় লুকাইয়া॥
ভূমিমালি জাতি বৈষ্ণব ঝড়ু তার নাম।
আম্রফল লঞা তিঁহো গেলা তার স্থান॥
আম্র ভেট দিয়া তাঁর চরণ বন্দিল।
তাহার পত্নীকে তবে নমস্কার কৈল॥
পত্নী সহিতে তেঁহো আছেন বসিয়া।
বহু সম্মান কৈল কালিদাসেরে দেখিয়া॥
ইষ্টগোষ্ঠী কতক্ষণ করি তাহা সনে।
ঝড়ু ঠাকুর কহে তারে মধুর বচনে॥
আমি নীচ জাতি তুমি অতিথি সর্ব্বোত্তম।
কোন্ প্রকারে করিব তোমার সেবন॥
আজ্ঞা দেহ ব্রাহ্মণ-ঘরে অন্ন লঞা দিয়ে।
তাহা তুমি প্রসাদ পাও তবে আমি জীয়ে॥
কালিদাস কহে ঠাকুর কৃপা কর মোরে।
তোমার দর্শনে আইনু মুঞি পতিত পামরে॥
পবিত্র হইনু মুঞি পাইনু দর্শন।
কৃতার্থ হইনু মোর সফল জীবন॥
এক বাঞ্ছা হয় যদি কৃপা করি কর।
পদরজ দেহ পাদ মোর মাথে ধর॥
ঠাকুর কহে ঐছে বাত কহিতে না জুয়ায়।
আমি নীচজাতি তুমি সুসজ্জন রায়॥
তবে কালিদাস শ্লোক পড়ি শুনাইল।
শুনি ঝড়ু ঠাকুরের বড় সুখ হৈল॥

শুনি ঠাকুর কহে শাস্ত্রে এই সত্য কয়।
সেই নীচ নহে যাতে কৃষ্ণভক্তি হয়॥
আমি নীচজাতি আমার নাহি কৃষ্ণভক্তি।
অন্যে ঐছে হয় আমার নাহি ঐছে শক্তি॥
তারে নমস্করি কালিদাস বিদায় মাগিলা।
ঝড়ু ঠাকুর তবে তারে অনুব্রজি আইলা॥
তাঁরে বিদায় দিয়া ঠাকুর যদি ঘরে আইলা।
তাঁর চরণচিহ্ন যেই ঠাঞি পড়িলা॥
সেই ধূলি লঞা কালিদাস সর্ব্বাঙ্গে লেপিলা।
তাঁর নিকট এক স্থানে লুকাঞা রহিলা॥
ঝড়ু ঠাকুর ঘর যাঞা দেখি আম্রফল।
মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রে অর্পিল সকল॥
কলার পাটুয়া খোলা হৈতে আম্র নিকশিয়া।
তাঁর পত্নী তারে দেন খায়েন চুষিয়া॥
চুষি চুষি চোকা আঁটি ফেলিল পাটুয়াতে।
তাঁরে খাওয়াইয়া তাঁর পত্নী খায়েন পশ্চাতে॥
আঁটি চোকা সেই পাটুয়া খোলাতে ভরিয়া।
বাহিরে উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে ফেলাইল লঞা॥
সেই খোলা আঁটি চোকা চুষে কালিদাস।
চুষিতে চুষিতে হয় প্রেমের উল্লাস॥
এইমত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌড়দেশে।
কালিদাস ঐছে সবার নিল অবশেষে॥
সেই কালিদাস যবে নীলাচলে আইলা।
মহাপ্রভু তার উপর মহাকৃপা কৈলা॥
প্রতিদিন প্রভু যদি যান দরশনে।
জলকরঙ্গ লঞা গোবিন্দ যায় প্রভু সনে॥
সিংহদ্বারে উত্তরদিকে কপাটের আড়ে।
বাইশ পশার তলে আছে এক নিম্ন গাড়ে॥
সেই গাড়ে করে প্রভু পাদপ্রক্ষালন।
তবে করিবারে যায় ঈশ্বর দর্শন॥

গোবিন্দেরে মহাপ্রভু করিয়াছে নিয়ম।
মোর পাদজল যেন না লয় কোন জন॥
প্রাণিমাত্র লইতে না পায় সেই জল।
অন্তরঙ্গ ভক্ত লয় করি কোন ছল॥
একদিন প্রভু তাঁহা পাদ প্রক্ষালিতে।
কালিদাস আসি তাঁহা পাতিলেন হাতে॥
এক অঞ্জলি দুই অঞ্জলি তিন অঞ্জলি পিল।
তবে মহাপ্রভু তারে নিষেধ করিল॥
অতঃপর আর না করিহ পুনর্ব্বার।
এতাবতা বাঞ্ছা পূর্ণ করিল তোমার॥
সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি চৈতন্য ঈশ্বর।
বৈষ্ণবে তাঁহার বিশ্বাস জানেন অন্তর॥
সেই গুণ লঞা প্রভু তারে তুষ্ট হৈল।
অন্যের দুর্ল্লভ প্রসাদ তাঁহারে করিল॥

তবে প্রভু কৈল জগন্নাথ দরশন।
ঘরে আসি মধ্যাহ্নে করি করিল ভোজন॥
বহির্দ্বারে আছে কালিদাস প্রত্যাশা করিয়া।
গোবিন্দেরে ঠারে প্রভু কহেন জানিয়া॥
প্রভুর ইঙ্গিত গোবিন্দ সব জানে।
কালিদাসে দিল প্রভুর শেষপাত্র দানে॥
বৈষ্ণবের শেষ ভক্ষণের এতেক মহিমা।
কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপা-সীমা॥
তাতে বৈষ্ণবের ঝুটা খাও ছাড়ি ঘৃণা লাজ।
যাহা হৈতে পাবে নিজ বাঞ্ছিত সব কাজ॥
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্ত শেষে হৈল মহা মহাপ্রসাদাখ্যান॥
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল।
ভক্ত-ভুক্ত-অবশেষ এই তিন মহাবল॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেম হয়।

পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়।
তাতে বারবার কহি শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন॥
তিন হৈতে কৃষ্ণ-নাম প্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ তাতে সাক্ষী কালিদাস॥
নীলাচলে মহাপ্রভু রহে এইমতে।
কালিদাসে মহাকৃপা কৈল অলক্ষিতে॥
সে বৎসর শিবানন্দ পত্নী লঞা আইল।
পুরীদাস ছোট পুত্রে সঙ্গেতে আনিল॥
পুত্র সঙ্গে লঞা তেঁহ আইলা প্রভুস্থানে।
পুত্রেরে করাইলা প্রভুর চরণবন্দনে॥
কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু বলে বারবার।
তবু কৃষ্ণনাম বালক না করে উচ্চার॥
শিবানন্দ বালকেরে বহু যত্ন কৈল।
তবু সেই বালক কৃষ্ণনাম না কহিল॥
প্রভু কহে আমি নাম জগতে লওয়াইল।
স্থাবর পর্য্যন্ত কৃষ্ণনাম কহাইল॥
ইহারে নারিল কৃষ্ণনাম কহাইতে।
শুনিয়া স্বরূপ গোসাঞি লাগিলা কহিতে॥
তুমি কৃষ্ণনাম-মন্ত্র কৈলে উপদেশে।
মন্ত্র পাঞা কারো আগে না করে প্রকাশে।
মনে মনে জপে মুখে না করে আখ্যান।
এই ইহার মনঃকথা করি অনুমান।
আর দিন কহে প্রভু পড় পুরীদাস।
এই শ্লোকে করি তিঁহ করিল প্রকাশ॥

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণো রঞ্জনমুরসো
মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জ্জয়তি॥

সাত বৎসরের শিশুর নাহি অধ্যয়ন।
ঐছে শ্লোক করে লোকের চমৎকার মন॥
চৈতন্যপ্রভুর এই কৃপার মহিমা।
ব্রহ্মাদি দেব যার নাহি পায় সীমা॥
ভক্তগণ প্রভু-সঙ্গে রহে চারি মাসে।
প্রভু আজ্ঞা দিল সবে গেল গৌড়দেশে॥
তা সবার সঙ্গে প্রভুর ছিল বাহ্যজ্ঞান।
তারা গেলে পুনঃ হৈল উন্মাদ প্রধান॥
রাত্রিদিনে স্ফুরে কৃষ্ণের রূপ-গন্ধ-রস।
সাক্ষাদনুভবে যেন কৃষ্ণের পরশ॥
একদিন প্রভু গেলা জগন্নাথ দরশনে।
সিংহদ্বারের দলই আসি করিল বন্দনে॥
তারে বলে কোথা কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
মোরে কৃষ্ণ দেখাও বলি ধরে তার হাত॥
সেই কহে ইঁহা হয় ব্রজেন্দ্রনন্দন।
আইস তুমি মোর সঙ্গে করাও দর্শন॥
তুমি মোরে দেখাও কাহাঁ প্রাণনাথ।
এত বলি জগমোহন গেলা ধরি তার হাত।
সেই বলে এই দেখ শ্রীপুরুষোত্তম।
নেত্র ভরিয়া তুমি করহ দর্শন॥
গরুড়ের পাছে রহি করে দরশন।
দেখে জগন্নাথ হয় মুরলীবদন॥
এই লীলা নিজগ্রন্থে রঘুনাথ দাস।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ॥

হেনকালে গোপালবল্লভ ভোগ লাগাইল।
শঙ্খ-ঘণ্টা-আদি-সহ আরতি বাজিল॥
ভোগ সরিলে জগন্নাথের সেবকগণ।
প্রসাদ লঞা প্রভু ঠাঞি কৈল আগমন॥
মালা পরাইয়া প্রসাদ দিল প্রভুর হাতে।

আস্বাদ রহুক যার গন্ধে মন মাতে॥
বহুমূল্য প্রসাদ সেই বস্তু সর্ব্বোত্তম।
তার অল্প খাওয়াইতে করিল যতন॥
তার অল্প লঞা প্রভু জিহ্বাতে যদি দিল।
আর সব গোবিন্দের আঁচলে বান্ধিল॥
কোটি অমৃত স্বাদ পাঞা প্রভুর চমৎকার।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক নেত্রে বহে অশ্রুধার॥
এই দ্রব্যে এত স্বাদ কাঁহা হৈতে আইল।
কৃষ্ণের অধরামৃত ইথে সঞ্চারিল॥
এই বুদ্ধ্যে মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হৈল।
জগন্নাথের সেবক দেখি সংবরণ কৈল॥
সুকৃতিলভ্য ফেলা-লব বলে বারবার।
ঈশ্বরসেবক পুছে কি অর্থ ইহার॥
প্রভু কহে এই যে দিলে কৃষ্ণাধরামৃত।
ব্রহ্মাদি-দুর্লভ এই নিন্দয়ে অমৃত॥
কৃষ্ণের যে ভুক্ত-শেষ তার ফেলা নাম।
তার এক লব পায় সেই ভাগ্যবান্॥
সামান্য ভাগ্য হৈতে প্রাপ্তি নাহি হয়।
কৃষ্ণের যাতে পূর্ণ কৃপা সেই তাহা পায়॥
সুকৃতি শব্দে কহে কৃপা-হেতু পুণ্য।
সেই যার হয় ফেলা পায় সেই ধন্য॥
এত বলি প্রভু তা সবারে বিদায় দিল।
উপলভোগ দেখিয়া প্রভু নিজ বাসায় আইল।
মধ্যাহ্ন করিয়া কৈল ভিক্ষা নির্ব্বাহণ।
কৃষ্ণাধরামৃত সদা অন্তরে স্মরণ॥
বাহ্যে কৃত্য করে প্রেমে গরগর মন।
কষ্টে সম্বরণ করে আবেশ সঘন॥
সন্ধ্যাকৃত্য করি পুনঃ নিজগণ সঙ্গে।
নিভৃতে বসিল নানা কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥
প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ প্রসাদ আনিল।

পুরী ভারতীকে প্রভু কিছু পাঠাইল ॥
রামানন্দ সার্ব্বভৌম স্বরূপাদিগণ।
সবাকে প্রসাদ দিল করিয়া বণ্টন ॥
প্রসাদের সৌরভ মাধুর্য্য করি আস্বাদন।
অলৌকিক আস্বাদে সবার বিস্ময় হৈল মন ॥
প্রভু কহে এই সব হয় প্রাকৃত দ্রব্য।
ঐক্ষব কর্পূর মরিচ এলাইচ লবঙ্গ গব্য ॥
রসবাস-গুড়ত্বক-আদি যত সব।
প্রাকৃত বস্তুর স্বাদ সবার অনুভব ॥
এই দ্রব্যে এত আস্বাদ গন্ধ লোকাতীত।
আস্বাদ করিয়া দেখ সবার প্রতীত ॥
আস্বাদ দূরে রহু গন্ধে মাতে মন।
আপনা বিনা অন্য মাধুর্য্য করায় বিস্মরণ ॥
তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধর স্পর্শ হৈল।
অধরের গুণ সব ইহারে সঞ্চারিল ॥
অলৌকিক গন্ধ স্বাদু অন্য বিস্মরণ।
মহামাদক হয় এই কৃষ্ণাধর-গুণ ॥
অনেক সুকৃতে ইহা হঞাছে সম্প্রাপ্তি।
সবে এই আস্বাদ করে করি মহাভক্তি ॥
হরিধ্বনি করি সবে কৈল আস্বাদন।
আস্বাদিতে প্রেমে মত্ত হৈল সবার মন ॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু যবে আজ্ঞা দিলা।
রামানন্দ রায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা।

শ্লোক শুনি মহাপ্রভু মহাতুষ্ট হৈলা।
রাধার উৎকণ্ঠা শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥

এত কহি মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা।
দুই শ্লোকের অর্থ করে প্রলাপ করিয়া ॥

কহিতে কহিতে প্রভুর মন ফিরি গেল।
ক্রোধ মন শান্ত হৈল উৎকণ্ঠা বাড়িল॥
পরম দুর্লভ এই কৃষ্ণাধরামৃত।
তাহা যেই পায় তার সফল জীবিত॥
যোগ্য হঞা কেহ করিতে না পায় পান।
তথাপি সে নির্লজ্জ বৃথা ধরে প্রাণ॥
অযোগ্য হঞা তাহা কেহ সদা পান করে।
যোগ্যজন নাহি পায় লোভে মাত্র মরে॥
তাহা জানি নাহি কোন তপস্যার আছে বল।
অযোগ্যেরে দেওয়ায় কৃষ্ণাধরামৃত ফল॥
কহ রাম রায় কিছু শুনিতে হয় মন।
ভাব জানি পড়ে রায় গোপীর বচন॥

এই শ্লোক শুনি প্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা।
উৎকণ্ঠাতে অর্থ করে প্রলাপ করিয়া॥

গোপীগণ, কহ সব করিয়া বিচারে।
কোন তীর্থে কোন তপ কোন সিদ্ধিমন্ত্র জপ
এই বেণু কৈল জন্মান্তরে॥
হেন কৃষ্ণাধর-সুধা যে কৈল অমৃত সুধা
যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ।
এই বেণু অযোগ্য অতি একে স্থাবর পুরুষজাতি
সে সুধা সদাই করে পান॥
যার ধন না কহে তারে পান করে বলাৎকারে
পিতে তারে ডাকিয়া জানায়।
তার তপস্যার ফল দেখ ইহার ভাগ্যবল
ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে খায়॥
মানসগঙ্গা কালিন্দী ভুবনপাবন নদী
কৃষ্ণ যদি তাতে করে স্নান।
বেণু ঝুটাধর রস হঞা লোভে পরবশ

সেই কালে হর্ষে করে পান ॥
এত নদী রহু দূরে বৃক্ষ সব তার তীরে
তপ করে পর-উপকারী।
নদীর শেষ রস পাঞা মূলদ্বারে আকর্ষিয়া
কেনে পিয়ে বুঝিতে না পারি ॥
নিজাঙ্কুরে পুলকিত পুষ্পহাস্য বিকসিত
মধু মিশে বহে অশ্রুধার।
বেণুকে মানি নিজজাতি আর্য্যের যেন পুত্র-নাতি
বৈষ্ণব হৈলে আনন্দবিকার ॥
বেণুর তপ জানি যবে সেই তপ করি তবে
এ অযোগ্য আমরা যোগ্য নারী।
যাহা না পাঞা দুঃখে মরি অযোগ্য পিয়ে সহিতে নারি
তাহা লাগি তপস্যা বিচারি ॥
এতেক বিলাপ করি প্রেমাবেশে গৌরহরি
সঙ্গে লঞা স্বরূপ রামরায়।
কভু নাচে কভু গায় ভাবাবেশে মূর্চ্ছা যায়
এইরূপে রাত্রিদিন যায় ॥
স্বরূপ রূপ সনাতন রঘুনাথের শ্রীচরণ
শিরে ধরি করি যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত অমৃত হৈতে পরামৃত
গায় দীন হীন কৃষ্ণদাস ॥

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এইমত মহাপ্রভু রাত্রি-দিবসে।
উন্মাদের চেষ্টা প্রলাপ করে প্রেমাবেশে ॥
একদিন প্রভু স্বরূপ রামানন্দ সঙ্গে।
অর্দ্ধরাত্রি গোঙাইল কৃষ্ণ-কথা-রঙ্গে ॥

যবে যেই ভাব প্রভুর করয়ে উদয়।
ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ মহাশয়॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ॥
মধ্যে মধ্যে আপনে প্রভু শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ করে প্রভু বিলাপ করিয়া॥
এইমতে নানাভাবে অর্দ্ধরাত্রি হৈলা।
গোসাঞি শয়ন করাই দুঁহে ঘর গেলা॥
গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ করিয়া শয়ন।
সব রাত্রি প্রভু করে উচ্চ সংকীর্ত্তন॥
আচম্বিতে শুনে প্রভু কৃষ্ণ-বেণু-গান।
ভাবাবেগে প্রভু তাঁহা করিল পয়ান॥
তিন দ্বারে কপাট ঐছে আছে ত লাগিয়া।
ভাবাবেশে প্রভু গেলা বাহির হইয়া॥
সিংহদ্বার দক্ষিণে আছে তেলেঙ্গা গাভীগণ।
তাঁহা যাই পড়িলা প্রভু হঞা অচেতন॥
এথা গোবিন্দ প্রভুর শব্দ না পাইয়া।
স্বরূপেরে বোলাইল কপাট খুলিয়া॥
তবে স্বরূপগোসাঞি সঙ্গে লঞা ভক্তগণ।
দেউটি জ্বালিয়া করে প্রভু অন্বেষণ॥
ইতি-উতি অন্বেষিয়া সিংহদ্বারে গেলা।
গাভীগণ মধ্যে যাই প্রভুরে পাইলা॥
পেটের ভিতর হস্তপদ কূর্ম্মের আকার।
মুখে ফেন পুলকাঙ্গ নেত্রে অশ্রুধার॥
অচেতন পড়ি আছে যেন কুষ্মাণ্ডফল।
বাহিরে জড়িমা অন্তরে আনন্দবিহ্বল॥
গাভী সব চৌদিকে শুঁকে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ।
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে প্রভুর সঙ্গভঙ্গ॥
অনেক করিল যত্ন না হয় চেতন।
প্রভু উঠাইয়া ঘরে আনিল ভক্তগন॥

উচ্চ করি শ্রবণে করে নামসংকীর্ত্তন।
অনেকক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চেতন॥
চেতন হইলে হস্তপদ বাহিরে আইল।
পূর্ব্ববৎ যথাযোগ্য শরীর হইল॥
উঠিয়া বসিলেন প্রভু চাহেন ইতি-উতি।
স্বরূপে কহেন তুমি আমা আনিলে কতি॥
বেণুশব্দ শুনি আমি গেলাঙ বৃন্দাবন।
দেখি গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সঙ্কেত-বেণুনাদে রাধা গেল কুঞ্জঘরে।
কুঞ্জেতে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে॥
তার পাছে পাছে আমি করিনু গমন।
তাঁর ভূষণ-ধ্বনিতে আমার হরিল পরাণ॥
গোপীগণ সহ বিহার হাস্যপরিহাস।
কণ্ঠধ্বনি উক্তি শুনি মোর কর্ণোল্লাস॥
হেনকালে তুমি সব কোলাহল করি।
আমা ইহা লঞা আইলা বলাৎকারে ধরি॥
শুনিতে না পাইনু সে অমৃত-সম বাণী।
শুনিতে না পাইনু ভূষণ-মুরলীর ধ্বনি॥
ভাবাবেশে স্বরূপে কহে গদগদ বাণী।
কর্ণ-তৃষ্ণায় মরি পড় রসায়ন শুনি॥
স্বরূপ গোসাঞি প্রভুর ভাব জানিয়া।
ভাগবতের শ্লোক পড়ে মধুর করিয়া॥

কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি নবঘনধ্বনি জিনি
যার গানে কোকিল লাজ পায়।
তার এক শ্রুতিকণে ডুবায় জগতের কাণে
পুনঃ কাণ বাহুড়ি না আয়॥
কহ সখি কি করি উপায়।
কৃষ্ণের মাধুরী গানে হরিল আমার কাণে
এবে না পায় তৃষ্ণায় মরি যায়॥ ধ্রু॥

নূপুর-কিঙ্কিণী-ধ্বনি হংস-সারস জিনি
কঙ্কণধ্বনি চটক লাগায়।
একবার যেই শুনে ব্যাপি রহে তার কাণে
অন্য শব্দ সে কাণে না যায়॥
সে শ্রীমুখ-ভাষিত অমৃত হৈতে পরামৃত
স্মিত-কর্পূর তাহাতে মিশ্রিত।
শব্দ-অর্থ দুই শক্তি নানা রস করে ব্যাপ্তি
প্রত্যক্ষরে নর্ম্ম বিভূষিত॥
সে অমৃতের এক কণ কর্ণচকোর-জীবন
কর্ণচকোর জীয়ে সেই আশে।
ভাগ্যবশে কভু পায় অভাগ্যে কভু না পায়
না পাইলে মরয়ে পিয়াসে॥

এই শব্দামৃত চারি যার হয় ভাগ্য ভারি
সেই কর্ণে ইহা করে পান।
ইহা যেই নাহি শুনে সে কাণ জন্মিল কেনে
কাণাকড়ি সম সেই কাণ॥
করিতে ঐছে বিলাপ উঠিল উদ্বেগ ভাব
মনে কাঁহো নাহি আলম্বন।
উদ্বেগ বিষাদ মতি ঔৎসুক্য ত্রাস ধৃতি স্মৃতি
নানা ভাবের হইল মিলন॥
ভাবশাবল্যে রাধার উক্তি লীলাশুখে হৈল স্ফূর্ত্তি
সেই ভাবে পড়ে এক শ্লোক।
উন্মাদের সামর্থ্যে সেই শ্লোকের করে অর্থে
যেই অর্থ না জানে সব লোক॥

এই কৃষ্ণের বিরহে উদ্বেগে মন স্থির নহে
প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায়।
যেবা তুমি সখীগণ বিষাদে বাউল মন
কারে পুছোঁ কে কহে উপায়॥

হা হা সখি কি করি উপায়।
কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ
কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর যায়॥
ক্ষণে মন স্থির হয় তবে মনে বিচারয়
বলিতে হৈল অতি ভাবোদ্গম।
পিঙ্গলার বচন স্মৃতি করাইল ভাবমতি
তাতে করে অর্থ-নির্দ্ধারণ॥
দেখি এই উপায়ে কৃষ্ণের আশা ছাড়ি দিয়ে
আশা ছাড়িলে সুখী হয় মন।
ছাড় কৃষ্ণকথা অধন্য কহ অন্য কথা ধন্য
যাতে কৃষ্ণের হয় বিস্মরণ॥
কহিতে হইল স্মৃতি চিত্তে হৈল কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি
সখীকে কহে হইয়া বিস্মিতে।
যারে চাহি ছাড়িতে সে শুইয়া আছে চিতে
কোন রীতে না পারি ছাড়িতে॥
রাধাভাবের স্বভাব আন কৃষ্ণে করায় কামজ্ঞান
কামজ্ঞানে ত্রাস হৈল চিত্তে।
কহে যে জগৎ মারে সে পশিল অন্তরে
এই বৈরী না দেয় পাসরিতে॥
ঔৎসুক্যের প্রাধান্য জিনি অন্যভাব-সৈন্য
উদয় কৈল নিজ-রাজ্য-মনে।
মনে হৈল লালস না হয় আপন বশ
দুঃখে মনে করয়ে ভর্ৎসনে॥
মন মোর বাম দীন জল বিনা যেন মীন
কৃষ্ণ বিনা ক্ষণে মরি যায়।
মধুর হাস্য বদনে মনে নেত্রে রসায়নে
কৃষ্ণে তৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়ায়॥
হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন হা হা পদ্মলোচন
হা হা দিব্য সদ্গুণসাগর।
হা হা শ্যামসুন্দর হা হা পীতাম্বরধর

হা হা রাস-বিলাস-নাগর ॥
কাঁহা গেলে তোমা পাই তুমি কাঁহা তাঁহা যাই
এত কহি চলিলা ধাইয়া।
স্বরূপ উঠি কোলে করি প্রভুরে আনিল ধরি
নিজস্থানে বসাইল নিয়া ॥
ক্ষণে প্রভুর বাহ্য হৈল স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল
স্বরূপ কিছু কর মধুর গান।
স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি গীতগোবিন্দের গীতি
শুনি প্রভুর জুড়াইল কাণ ॥
এই মত মহাপ্রভু প্রতি রাত্রি দিনে।
উন্মাদ-চেষ্টিত হয় প্রলাপবচনে ॥
একদিনে যত হয় ভাবের বিকার।
সহস্রমুখে বর্ণে যদি নাহি পায় পার ॥
জীব দীন কি করিবে তাহার বর্ণন।
শাখাচন্দ্র ন্যায় করি দিগ্‌দরশন ॥
ইহা যেই শুনে তার জুড়ায় মন কাণ।
অলৌকিক গূঢ় প্রেম হয় চেষ্টা জ্ঞান ॥
অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য্য মহিমা।
আপনি আস্বাদি প্রভু দেখাইল সীমা ॥
অদ্ভুত দয়ালু চৈতন্য অদ্ভুত বদান্য।
ঐছে দয়ালু দাতা লোকে শুনি নাহি অন্য ॥
সর্ব্বভাবে ভজ লোক চৈতন্য-চরণ।
যাহা হৈতে পাবে কৃষ্ণপ্রেমামৃত ধন ॥
এই ত কহিল প্রভুর কূর্ম্মাকৃতি ভাব।
উন্মাদ-চেষ্টিত তাতে উন্মাদ প্রলাপ ॥
এই লীলা স্বগ্রন্থে রঘুনাথ দাস।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

## অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এইমত মহাপ্রভু নীলাচলে বৈসে।
রাত্রিদিনে কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-অর্ণবে ভাসে॥
শরৎকালের রাত্রি সব চন্দ্রিকা-উজ্জ্বল।
প্রভু নিজগণ লঞা বেড়ান রাত্রি সকল॥
উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমে কৌতুক দেখিতে।
রাসলীলার গীতশ্লোক পড়িতে শুনিতে॥
কভু প্রেমাবেশে করেন গায়ন নর্ত্তন।
কভু প্রেমাবেশে রাসলীলানুকরণ॥
কভু ভাবোন্মাদে কভু ইতি-উতি ধায়।
ভূমে পড়ি কভু মূর্চ্ছা কভু গড়ি যায়॥
রাসলীলার এক শ্লোক যবে পড়ে শুনে।
পূর্ব্ববৎ তবে অর্থ করেন আপনে॥
এইমত রাসলীলার হয় যত শ্লোক।
সবার অর্থ করি পায় কভু হর্ষ-শোক॥
সে সব শ্লোকের অর্থ সে সব বিকার।
সে বর্ণিতে গ্রন্থ হয় অতি বিস্তার॥
দ্বাদশ বৎসরে যে যে লীলা ক্ষণে ক্ষণে।
অতি বাহুল্য ভয়ে গ্রন্থ না কৈল লিখনে॥
পূর্ব্বে যে দেখাঞাছি দিগদরশন।
তৈছে জানিহ বিকার-প্রলাপ বর্ণন॥
সহস্রবদনে যবে কহয়ে অনন্ত।
একদিনের লীলার কভু নাহি পায় অন্ত॥
কোটি যুগ পর্য্যন্ত যদি লিখয়ে গণেশ।
একদিনের লীলার তবু নাহি পায় শেষ॥
ভক্তের প্রেম-বিকাশ দেখি কৃষ্ণের চমৎকার।

কৃষ্ণ যার না পায় অন্ত কেবা ছার আর॥
ভক্ত-প্রেমের যে দশা যে গতি প্রকার।
যত দুঃখ যত সুখ যতেক বিকার॥
কৃষ্ণ তাহা সম্যক্ না পারে জানিতে।
ভক্তভাব অঙ্গীকারে তাহা আস্বাদিতে॥
কৃষ্ণেরে নাচায়ে প্রেমা ভক্তেরে নাচাই।
আপনি নাচয়ে তিনে নাচে এক ঠাঞি॥
প্রেমের বিকার বর্ণিতে চাহে যেই জন।
চান্দ ধরিতে চাহে যেন হইয়া বামন॥
বায়ু যৈছে সিন্ধুজলের হরয়ে এক কণ।
কৃষ্ণপ্রেমের কণ তৈছে জীবের স্পর্শন॥
ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমের তরঙ্গ অনন্ত।
জীব ছার কাহা তাঁর পাইবেক অন্ত॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা করে আস্বাদন।
সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদি গণ॥
জীব হঞা করে যেই তাঁহার বর্ণন।
আপনা শোধিতে তাহা ছোঁয় এক কণ॥
এই মত রাসের শ্লোক সকলি পড়িলা।
শেষে জলকেলির শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥

এই মত মহাপ্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আইটোটা হৈতে সমুদ্র দেখে আচম্বিতে॥
চন্দ্রকান্ত্যে উথলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল।
ঝলমল করে যেন যমুনার জল॥
যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিলা॥
পড়িতেই হৈল মূর্চ্ছা কিছুই না জানে।
কভু ডুবায় কভু ভাসায় তরঙ্গের গণে॥
তরঙ্গে বহিয়া ফিরে যেন শুষ্ক কাঠ।
কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট॥

কোনার্কের দিকে প্রভুকে তরঙ্গে লঞা যায়।
কভু ডুবাইয়া রাখে কভু ভাসায়্যা লৈয়া যায় ॥
যমুনাতে জল-কেলি গোপীগণ সঙ্গে।
কৃষ্ণ করে মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে ॥
ইহা স্বরূপাদিগণ প্রভু না দেখিয়া।
কাঁহা গেলা প্রভু কহে চমকিত হঞা ॥
মনোবেগে গেলা প্রভু দেখিতে নারিলা।
প্রভু না দেখিয়া সংশয় করিতে লাগিলা ॥
জগন্নাথ দেখিতে কিবা দেবালয়ে গেলা।
অন্য উদ্যানে কিবা দেবালয়ে গেলা ॥
গুণ্ডিচা মন্দিরে কিবা গেলা নরেন্দ্ররে।
চটক পর্ব্বতে কিবা গেলা কোনার্কেরে ॥
এত বলি সবে বুলে প্রভুকে চাহিয়া।
সমুদ্রের তীরে আইলা কত জন লঞা ॥
চাহিয়া বেড়াইতে ঐছে শেষরাত্রি হৈল।
অন্তর্দ্ধান কৈল প্রভু নিশ্চয় করিল ॥
প্রভুর বিচ্ছেদে কারো দেহে নাহি প্রাণ।
অনিষ্ট আশঙ্কা বিনা মনে নাহি আন ॥

সমুদ্রের তীরে আসি যুকতি করিলা।
চিরায়া পর্ব্বত দিকে কত জন গেলা ॥
পূর্ব্বদিশায় চলে স্বরূপ লঞা কত জন।
সিন্ধুতীরে নীরে করে প্রভুর অন্বেষণ ॥
বিষাদে বিহ্বল সবে নাহিক চেতন।
তবু প্রেমবলে করে প্রভুর অন্বেষণ ॥
দেখে এক জালিয়া আইসে কান্ধে জাল করি।
হাসে কান্দে নাচে গায় বলে হরি হরি ॥
জালিয়ার চেষ্টা দেখি সবার চমৎকার।
স্বরূপ গোসাঞি তারে পুছিল সমাচার ॥
কহ জালিয়া এই দিকে দেখিলে একজন।

তোমার এ দশা কেন কহ ত কারণ॥
জালিয়া কহে ইহা এক মনুষ্য না দেখিল।
জাল বাহিতে এক মৃত মোর জালে আইল॥
বড় মৎস্য বলি আমি উঠাইনু যতনে।
মৃতক দেখিতে মোর ভয় হৈল মনে॥
জাল খসাইতে তার অঙ্গস্পর্শ হৈল।
স্পর্শমাত্র সেই ভূত হৃদয়ে পশিল॥
ভয়ে কম্প হৈল মোর নেত্রে বহে জল।
গদগদ বাণী মোব উঠিল সকল॥
কিবা ব্রহ্মদৈত্য কিবা ভূত কহনে না যায়।
দর্শনমাত্রে মনুষ্যের পৈশে সেই কায়॥
শরীর দীঘল তার হাত পাঁচ সাত।
এক এক হস্তপদ তার তিন তিন হাত॥
অস্থি সন্ধি ছুটিল চর্ম্ম করে নডবডে।
তাহারে দেখি প্রাণ কার নাহি রহে ধড়ে॥
মরা রূপ ধরি রহে উত্তাননয়ন।
কভু গোঁ গোঁ করে কভু দেখি অচেতন॥
সাক্ষাৎ দেখিয়ে মোরে পাইল সেই ভূত।
মুঞি মৈলে মোর কৈছে জীয়ে স্ত্রী-পুত॥
সেই ত ভূতের কথা কহন না যায়।
ওঝা ঠাঞি যাই যদি সে ভূত ছাড়ায়॥
একা রাত্র্যে বুলি মৎস্য মারিয়ে নির্জ্জনে।
ভূত প্রেত আমায় না লাগে নৃসিংহস্মরণে॥
এই ভূত নৃসিংহ-নামে চাপয়ে দ্বিগুণে।
তাহার আকার দেখিতে ভয় লাগে মনে॥
ওথা না যাইহ আমি নিষেধি তোমারে।
তাঁহা গেলে সেই ভূত লাগিবে সবারে॥
এত শুনি স্বরূপ গোসাঞি সব তত্ত্ব জানি।
জালিয়াকে কিছু কয় সুমধুর বাণী॥
আমি বড় ওঝা জানি ভূত ছাড়াইতে।

মন্ত্র পড়ি শ্রীহস্ত দিল তার মাথে॥
তিন চাপড় মারি কহে ভূত পালাইল।
ভয় না পাইহ বলি সুস্থির করিল॥
একে প্রেম আরে ভয় দ্বিগুণ অস্থির।
ভয় অংশ গেল সেই হৈল কিছু ধীর॥
স্বরূপ কহে যারে তুমি কর ভূত জ্ঞান।
ভূত নহে তেঁহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্॥
প্রেমাবেশে পড়িল তিঁহ সমুদ্রের জলে।
তাঁরে তুমি উঠাইলে আপনার জালে॥
তাঁর স্পর্শে হৈল তোমার কৃষ্ণ-প্রেমোদয়।
ভূত-প্রেত জ্ঞানে তোমার হৈল মহাভয়॥
এবে ভয় গেল তোমার মন হৈল স্থিরে।
কাঁহা তাঁরে উঠাঞাছ দেখাহ আমারে॥
জালিয়া কহে প্রভুকে মুঞি দেখিয়াছি বারবার।
তিঁহ নহে এই অতি বিকৃত-আকার॥
স্বরূপ কহে তাঁর হয় প্রেমের বিকার।
অস্থিসন্ধি ছাড়ি হয় অতি দীর্ঘাকার॥
শুনি সেই জালিয়া আনন্দিত হৈল।
সবা লঞা গেলা মহাপ্রভুকে দেখাইল॥
ভূমিতে পড়ি আছে প্রভু দীর্ঘ সব কায়।
জলে শ্বেত তনু বালু লাগিয়াছে গায়॥
অতি দীর্ঘ শিথিল তনু চর্ম্ম নটকায়।
দূর পথ উঠাইয়া ঘরে আনন না যায়॥
আর্দ্র কৌপীন দূর করি শুষ্ক পরাইয়া।
বহির্বাসে শোয়াইল বালুকা ছাড়াইয়া॥
সবে মিলি উচ্চ করি করে সঙ্কীর্ত্তনে।
উচ্চ করি কৃষ্ণনাম কহে প্রভুর কাণে॥
কতক্ষণে প্রভুর কাণে শব্দ পরশিল।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহি উঠিল॥
উঠিতেই অস্থি সব লাগিল নিজস্থানে।

অৰ্দ্ধবাহ্য ইতি উতি করে দরশনে॥
তিন দশায় মহাপ্রভু রহে সর্ব্বকাল।
অন্তর্দ্দশা বাহ্যদশা অৰ্দ্ধবাহ্য আর॥
অন্তর্দ্দশায় কিছু ঘোর কিছু বাহ্যজ্ঞান।
সেই দশা কহে ভক্ত অৰ্দ্ধবাহ্য নাম॥
অৰ্দ্ধবাহ্যে কহে প্রভু প্রলাপবচন।
আকাশে কহেন প্রভু শুনে ভক্তগণ॥
কালিন্দী দেখিয়ে আমি গেলাঙ বৃন্দাবন।
দেখি জলক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে একত্র মেলি।
যমুনার জলে মহারঙ্গে করে কেলি॥
তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে।
এক সখী সখীগণে দেখায় সে রঙ্গে॥
এতেক কহিতে প্রভুর কেবল বাহ্য হৈল।
স্বরূপগোসাঞিকে দেখি তাহাকে পুছিল॥
ইহাঁ কেনে তোমরা সব আমা লঞা আইলা।
স্বরূপ গোসাঞি তবে কহিতে লাগিলা॥
যমুনার ভ্রমে তুমি সমুদ্রে পড়িলা।
সমুদ্রের তরঙ্গে ভাসি এত দূর আইলা॥
এই জালিয়া জালে করি তোমায় উঠাইলা।
তোমার পরশে এই প্রেমে মত্ত হৈলা॥
সব রাত্রি সবে বেড়াই তোমারে অন্বেষিয়া।
জালিয়ার মুখে শুনি পাইলাম আসিয়া॥
তুমি মূর্চ্ছাছলে বৃন্দাবনে দেখ ক্রীড়া।
তোমার মূর্চ্ছা দেখি সবে মনে পায় পীড়া॥
কৃষ্ণনাম লৈতে তোমার অৰ্দ্ধবাহ্য হৈল।
তাতে যে আলাপ কৈল তাহা যে শুনিল॥
প্রভু কহে স্বপ্ন দেখিলাঙ বৃন্দাবনে।
দেখি কৃষ্ণ রাস করেন গোপীগণ সনে॥
জলক্রীড়া করি কৈল বন্যভোজনে।

দেখি আমি প্রলাপ কৈল হেন লয় মনে॥
তবে স্বরূপগোসাঞি তাঁরে স্নান করাইয়া।
প্রভুরে লঞা ঘর আইলা আনন্দিত হঞা॥
এই ত কহিলা প্রভুর সমুদ্রপতন।
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্যচরণ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

## ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এইমতে মহাপ্রভু কৃষ্ণ প্রেমাবেশে।
উন্মাদপ্রলাপ করে রাত্রি-দিবসে॥
প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত জগদানন্দ।
যাহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ॥
প্রতি বৎসর প্রভু তারে পাঠান নদীয়াতে।
বিচ্ছেদ-দুঃখিত জানি জননী আশ্বাসিতে॥
নদীয়া চলহ মাতাকে কহিয় নমস্কার।
আমার নামে পাদপদ্মে ধরিহ তাঁহার॥
কহিয়া মাতাকে তুমি করাইহ স্মরণ।
নিত্য আসি আমি তোমার বন্দিয়ে চরণ॥
যেদিনে তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন।
যে দিনে অবশ্য আমি করিয়ে ভক্ষণ॥
তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস।
বাতুল হইয়া আমি কৈল ধর্ম্মনাশ॥
এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার।
তোমার অধীন আমি পুত্র সে তোমার॥
নীলাচলে আছি আমি তোমার আজ্ঞাতে।
যাবৎ জীব তাবৎ তোমায় নারিব ছাড়িতে॥

গোপলীলায় পায় যেই প্রসাদবসনে।
মাতাকে পাঠান তাহা পুরীর বচনে॥
জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ আনিয়া যতনে।
মাতাকে পৃথক্ পাঠায় আর ভক্তগণে॥
মাতৃভক্তগণের প্রভু হয় শিরোমণি।
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী॥
জগদানন্দ নদীয়াতে গিয়া মাতাকে মিলিলা।
প্রভুর যত নিবেদন সকল কহিলা॥
আচার্য্যাদি ভক্তগণে মিলিলা প্রসাদ দিয়া।
মাতার ঠাঞি আজ্ঞা লৈল মাসেক রহিয়া॥
আচার্য্যের ঠাঞি গিয়া আজ্ঞা মাগিল।
আচার্য্যগোসাঞি প্রভুকে সন্দেশ কহিল॥
তরজা প্রহেলী আচার্য্য কহে ঠারে ঠোরে।
প্রভুমাত্র বুঝে কেহ বুঝিতে না পারে॥
প্রভুকে কহিয় আমার কোটী নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার॥

বাউলকে কহিয় লোক হইল আউল।
বাউলকে কহিয় হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিয় কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিয় ইহা কহিয়াছে বাউল॥

এত শুনি জগদানন্দ হাসিতে লাগিলা।
নীলাচলে আসি তবে প্রভুকে কহিলা॥
তরজা শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিল।
তাঁর যেই আজ্ঞা বলি মৌন করিলা॥
জানিয়া স্বরূপগোসাঞি প্রভুকে পুছিল।
এই তরজার অর্থ বুঝিতে নারিল॥
প্রভু কহে আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।
আগমশাস্ত্রের বিধিবিধানে কুশল॥

উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন।
পূজা লাগি কতেক কাল করে নিরোধন॥
পূজা নির্ব্বাহণ হৈলে পাছে করে বিসর্জ্জন।
তরজার না জানি অর্থ কিবা তাঁর মন॥
মহাযোগেশ্বর আচার্য্য তরজাতে সমর্থ।
আমিহ বুঝিতে নারি তরজার অর্থ॥
শুনিয়া বিস্মিত হৈলা সব ভক্তগণ।
স্বরূপগোসাঞি কিছু হইলা বিমন॥
সেইদিন হৈতে প্রভুর আর দশা হৈল।
কৃষ্ণের বিরহ দশা দ্বিগুণ বাড়িল॥
উন্মাদপ্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রিদিনে।
রাধা-ভাবাবেশে বিরহ বাড়ে অনুক্ষণে॥
আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণ-মথুরা গমন।
উদ্‌ঘূর্ণা দশা হৈল উন্মাদলক্ষণ॥
রামানন্দের গলা ধরি করেন আলাপন।
স্বরূপে পুছেন জানি নিজ সখীজন॥
পূর্ব্বে যেন বিশাখাকে রাধিকা পুছিলা।
সেই শ্লোক পড়ি প্রলাপ করিতে লাগিলা॥

ব্রজেন্দ্র-কুল-দুগ্ধ-সিন্ধু কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু
জন্মি কৈল জগৎ উজোর।
কান্ত্যমৃত যেবা পীয়ে নিরন্তর পীয়া জীয়ে
ব্রজজনের নয়ন-চকোর॥
সখি হে কোথা কৃষ্ণ করাহ দরশন।
ক্ষণেকে যাহার মুখ না দেখিলে ফাটে বুক
শীঘ্র দেখাও না রহে জীবন॥ ধ্রু॥
এই ব্রজের রমণী কামার্কতপ্ত কুমুদিনী
নিজ-করামৃত দিয়া দান।
প্রফুল্লিত করে যেই কাঁহা মোর চন্দ্র সেই
দেখাও সখি রাখ মোর প্রাণ॥

কাঁহা সে চূড়ার ঠাম শিখিপুচ্ছের উড়ান
নবমেঘ যেন ইন্দ্রধনু।
পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি মুক্তামালা বকপাঁতি
নবাম্বুদ জিনি শ্যামতনু॥
একবার যার নয়নে লাগে সদা তার হৃদয়ে জাগে
কৃষ্ণ-তনু যেন আম্র-আঠা।
নারী মনে পশি যায় যত্নে নাহি বাহিরায়
তনু নহে সেয়াকুলের কাঁটা॥
জিনিয়া তমাল-দ্যুতি ইন্দ্রনীলসম কান্তি
সে কান্তিতে জগৎ মাতায়।
শৃঙ্গার-রস ছানি তাতে চন্দ্রজ্যোৎস্না সানি
জানি বিধি নিরমিল তায়॥
কাঁহা সে মুরলীধ্বনি নবাম্বুদ-গর্জ্জিত জিনি
জগৎ আকর্ষে শ্রবণে যাহার।
উঠি ধায় ব্রজজন তৃষিত চাতকগণ
আসি পীয়ে কান্ত্যমৃতধার॥
মোর সেই কলানিধি প্রাণরক্ষা-মহৌষধি
সখি মোর তেঁহ সুহৃত্তম।
দেহ জীয়ে তাঁহা বিনে ধিক্ এই জীবনে
বিধি করে এত বিড়ম্বন॥
যে জন জীতে নাহি চায় তারে কেনে জীয়ায়
বিধি প্রতি উঠে ক্রোধ-শোক।
বিধিরে করে ভর্ৎসন কৃষ্ণে দেন ওলাহন
পড়ি ভাগবতের এক শ্লোক॥
না জানিস প্রেমমর্ম্ম ব্যর্থ করিস পরিশ্রম
তোর চেষ্টা বালক সমান।
তোর যদি লাগ পাইয়ে তবে তোরে শিক্ষা দিয়ে
এমন যেন না করিস বিধান॥
অহো বিধি তো বড় নিঠুর।
অন্যোন্য দুর্লভ-জন প্রেমে করাঞা সম্মিলন

অকৃতার্থান্ কেনে করিস দূর ॥ ধ্রু ॥

অরে বিধি অকরুণ দেখাইয়া কৃষ্ণানন
নেত্র-মন লোভাইলি আমার।
ক্ষণেক করিতে পান কাড়ি নিলি অন্য স্থান
পাপ কৈলি দত্ত-অপহার ॥
অক্রূর কহে তোর দোষ আমায় কেনে কর রোষ
ইহা যদি কহ দুরাচার।
তুঞি অক্রূর-মূর্ত্তি ধরি কৃষ্ণে নিলি চুরি করি
অন্যের কহ ঐছে ব্যবহার ॥
আপনার কর্ম্মদোষ তোরে কিবা করি রোষ
তোর মোর সম্বন্ধ বিদুর।
যে আমার প্রাণনাথ একত্র রহি যার সাথ
সেই কৃষ্ণ হইলা নিঠুর।
সব ত্যজি ভজি যারে সেই আপন হাতে মারে
নারীবধে কৃষ্ণের নাহি ভয়।
তার লাগি আমি মরি উলটি না চাহে হরি
ক্ষণমাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয়।
কৃষ্ণেরে কেনে করি রোষ আপন দুর্দ্দৈব দোষ
পাকিল মোর এই পাপফল।
যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাধীন তারে কৈল উদাসীন
এই মোর অভাগ্য প্রবল ॥
এইমত গৌররায় বিষাদে করে হায় হায়
হা-হা কৃষ্ণ তুমি গেলে কতি।
গোপীভাব হৃদয়ে তার বাক্য বিলাপয়ে
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥
তবে স্বরূপ রামরায় করি নানা উপায়
মহাপ্রভুর করে আশ্বাসন।
গায়েন মঙ্গল-গীত প্রভুর ফিরাইতে চিত্ত
প্রভুর কিছু স্থির হৈল মন ॥

এই মত প্রলাপিতে অর্দ্ধ রাত্রি গেল।
গম্ভীরাতে স্বরূপগোসাঞি প্রভুকে শোয়াইল॥
প্রভুকে শোয়াইয়া রামানন্দ গেল ঘরে।
স্বরূপ গোবিন্দ শুইলা গম্ভীরার দ্বারে॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর গরগর মন।
নামসংকীর্ত্তন বসি করে জাগরণ॥
বিরহে ব্যাকুল প্রভু উদ্বেগে উঠিলা।
গম্ভীরার ভিতরে মুখ ঘষিতে লাগিলা॥
মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার।
ভাবাবেশে না জানে প্রভু পড়ে রক্তধার॥
সর্ব্ব রাত্রি করে ভাবে মুখ-সঙ্ঘর্ষণ।
গোঁ গোঁ শব্দ করে স্বরূপ শুনিলা তখন॥
দীপ জ্বালি ঘরে গেলা দেখি প্রভুর মুখ।
স্বরূপ গোবিন্দ দুঁহার হৈল বড় দুঃখ॥
প্রভুকে শয্যাতে আনি শয়ন করাইল।
কাঁহা কৈলে এই তুমি স্বরূপ পুছিল॥
প্রভু কহে উদ্বেগে ঘরে না পারি রহিতে।
দ্বার চাহি বুলি শীঘ্র বাহির হইতে॥
দ্বার নাহি পাইয়া মুখ লাগে চারিভিতে।
ক্ষত হয় রক্ত পড়ে না পারি যাইতে॥
উন্মাদদশায় প্রভুর স্থির নহে মন।
যেই করে যেই বোলে উন্মাদলক্ষণ॥
স্বরূপ গোসাঞি তবে চিন্তা পাইল মনে।
ভক্তগণ লঞা বিচার কৈল আর দিনে॥
সব ভক্ত মেলি তবে প্রভুরে সাধিল।
শঙ্কর পণ্ডিতে প্রভুর সঙ্গে শোয়াইল॥
প্রভুর পাদতলে শঙ্কর করেন শয়ন।
প্রভু তার উপরে করে পাদ-প্রসারণ॥
প্রভুপাদোপধান বলি তার নাম হৈল।
পূর্ব্বে বিদুরে যেন শ্রীশুক বর্ণিল॥

শঙ্কর করেন প্রভুর পাদসংবাহন।
ঘুমাইয়া পড়েন তৈছে করেন শয়ন॥
উঘাড় অঙ্গে পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায়।
প্রভু উঠি আপন কাঁথা তাহারে জড়ায়॥
নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর শীঘ্রচেতন।
বসি পাদ চাপি করে রাত্রি জাগরণ॥
তার ভয়ে নারে প্রভু বাহিরে যাইতে।
তার ভয়ে নারে ভিত্ত্যে মুখাব্জ ঘষিতে॥
এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথ দাস।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ॥

এইমত মহাপ্রভু রাত্রিদিবসে।
প্রেমসিন্ধুমগ্ন রহে কভু ডুবে ভাসে॥
এককালে বৈশাখের পৌর্ণমাসী দিনে।
রাত্রিকালে মহাপ্রভু চলিলা উদ্যানে॥
জগন্নাথবল্লভ নাম উদ্যান-প্রধানে।
প্রবেশ করিলা প্রভু লঞা ভক্তগণে॥
প্রফুল্লিত বৃক্ষবল্লী যেন বৃন্দাবন।
শুকশারী পিক ভৃঙ্গ করে আলাপন॥
পুষ্পগন্ধ লঞা বহে মলয়পবন।
গুরু হঞা তরুলতা শিখায় নাচন॥
পূর্ণচন্দ্র-চন্দ্রিকায় পরম উজ্জ্বল।
তরুলতা আদি জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল॥
ছয় ঋতুগণ যাঁহা বসন্তপ্রধান।
দেখি আনন্দিত হৈল গৌর ভগবান্॥
ললিতলবঙ্গলতা পদ গাওয়াইয়া।
নৃত্য করি বুলে প্রভু নিজগণ লঞা॥
প্রতি বৃক্ষবল্লী ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অশোকের তলে কৃষ্ণ দেখি আচম্বিতে॥
কৃষ্ণ দেখি মহাপ্রভু ধাইয়া চলিলা।

আগে দেখি হাসি কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হৈলা॥
আগে পাইল কৃষ্ণ তারে পুনঃ হারাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া॥
কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে ভরিয়াছে উদ্যান।
সেই গন্ধ পাইয়া প্রভু হৈল অচেতন॥
নিরন্তর নাসায় পৈশে কৃষ্ণ-পরিমল।
গন্ধ আস্বাদিতে প্রভু হইলা পাগল॥
কৃষ্ণগন্ধলুব্ধ রাধা সখীকে যে কহিলা।
সেই শ্লোক পড়ি প্রভু অর্থ করিলা॥

কস্তুরীলিপ্ত নীলোৎপল তার যেই পরিমল
তাহা জিনি কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ।
ব্যাপে চৌদ্দ ভুবনে করে সর্ব্ব আকর্ষণে
নারীগণের আঁখি করে অন্ধ॥
সখি হে কৃষ্ণগন্ধে জগৎ মাতায়
নারীর নাসাতে পৈশে সর্ব্বকাল তাঁহা বৈসে
কৃষ্ণপাশে ধরি লঞা যায়॥

সেই গন্ধবশ নাসা সদা করে গন্ধের আশা
কভু পায় কভু নাহি পায়।
পাইলে পীয়া পেট ভরে পীঙ পীঙ তবু করে
না পাইলে তৃষ্ণায় মরি যায়॥
মদনমোহন নাট পসারি চাঁদের হাট
জগৎ-নারী গ্রাহক লোভায়।
বিনা মূল্যে দেয় গন্ধ গন্ধ দিয়া করে অন্ধ
ঘরে যাইতে পথ নাহি পায়॥
এই মত গৌরহরি মন গন্ধে কৈল চুরি
ভৃঙ্গপ্রায় ইতি উতি ধায়।
যায় বৃক্ষলতা-পাশে কৃষ্ণ স্ফুরে সেই আশে
কৃষ্ণ না পায় গন্ধমাত্র পায়॥

স্বরূপ রামানন্দ গায় প্রভু নাচে সুখ পায়
এইরূপে প্রাতঃকাল হৈল।
স্বরূপ রামানন্দরায় করি নানা উপায়
মহাপ্রভুর বাহ্যস্ফূর্ত্তি কৈল॥
মাতৃভক্তি প্রলাপন ভিত্ত্যে মুখ ঘর্ষণ
কৃষ্ণগন্ধে স্ফূর্ত্ত্যে দিব্য নৃত্য।
এই চারি লীলা ভেদে গাইল এই পরিচ্ছেদে
কৃষ্ণদাস রূপগোসাঞির ভৃত্য॥

এইমতে মহাপ্রভু পাইয়া চেতন।
স্নান করি কৈল জগন্নাথ-দরশন॥
অলৌকিক কৃষ্ণলীলা দিব্যশক্তি তার।
তর্কের গোচর নহে চরিত্র যাহার॥
এই প্রেম সদা জাগে যাহার অন্তরে।
পণ্ডিতেও তার চেষ্টা বুঝিতে না পারে॥
অলৌকিক প্রভুর চেষ্টা প্রলাপ শুনিয়া।
তর্ক না করিহ শুন বিশ্বাস করিয়া॥
ইহার সত্যত্বে প্রমাণ শ্রীভাগবতে।
শ্রীরাধার প্রেম-প্রলাপ ভ্রমরগীতাতে॥
মহিষীর গীত যেন দশমের শেষে।
পণ্ডিতে না বুঝে তার অর্থ সবিশেষে॥
মহাপ্রভু নিত্যানন্দ দুঁহার দাসের দাস।
যারে কৃপা করে তার ইহাতে বিশ্বাস॥
শ্রদ্ধা করি শুন ইহা শুনিতে মহাসুখ।
খণ্ডিবে আধ্যাত্মিকাদি কুতর্কাদি দুঃখ॥
চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য নূতন।
শুনিতে শুনিতে জুড়ায় হৃদয়শ্রবণ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

# বিংশ পরিচ্ছেদ

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এই মত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে।
রজনী দিবসে কৃষ্ণবিরহ-বিহ্বলে॥
স্বরূপ রামানন্দ এই দুই জনার সনে।
রাত্রিদিনে রসগীত শ্লোক-আস্বাদনে॥
নানা ভাব উঠে প্রভুর হর্ষ শোক রোষ।
দৈন্য উদ্বেগ আদি উৎকণ্ঠা সন্তোষ॥
সেই সেই ভাবে নিজ শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে দুই বন্ধু লঞা॥
কোন দিনে কোন ভাবে শ্লোক-পঠন।
সেই শ্লোক আস্বাদিতে রাত্রি জাগরণ॥
হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়।
নাম-সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে করে কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নাম-সংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থনাশ।
সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ-কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং॥

সংকীর্ত্তন হৈতে পাপসংসারনাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্ব ভক্তি সাধন উদ্‌গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্‌গম প্রেমামৃত-আস্বাদন।

কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন॥
উঠিল বিষাদ দৈন্য পড়ে আপন শ্লোক।
যাহার অর্থ শুনি সব যায় দুঃখ শোক॥

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল দেশ নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ॥
যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তার লক্ষণ-শ্লোক শুন স্বরূপ রামরায়॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুখাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হৈবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান॥
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে তার প্রেম উপজয়॥

কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাড়িলা।
শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণ ঠাঞি মাগিতে লাগিলা॥
প্রেমের স্বভাব যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি প্রেমগন্ধ॥

ন ধনং জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধ ভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি॥
অতি দৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্যভক্তি দান।
আপনাকে করে সংসারী জীব অভিমান॥

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে
ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয়॥

তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হৈঞা॥
কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন॥
পুনঃ অতি উৎকণ্ঠা দৈন্য হৈল উদ্‌গম।
কৃষ্ণ ঠাঞি মাগে প্রেম নাম-সংকীর্ত্তন॥

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে
ভবিষ্যতি॥

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥
রসান্তরাবেশে হৈল বিয়োগ স্ফুরণ।
উদ্বেগ বিষাদ দৈন্য করে প্রলাপন॥

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥

উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণ হৈল যুগ সম।
বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রু বর্ষে দ্বিনয়ন॥
গোবিন্দবিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন॥
কৃষ্ণ উদাসীন হৈল করিতে পরীক্ষণ।
সখী সব কহে কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ॥
এতেক চিন্তিতে রাধার নির্ম্মল হৃদয়।
স্বাভাবিক প্রেমের স্বভাব করিল উদয়॥
ঈর্ষ্যা উৎকণ্ঠা দৈন্য প্রৌঢ়ি বিনয়।
এতভাব একঠাঞি করিল উদয়॥
এতভাবে শ্রীরাধার মন স্থির হৈল।
সখীগণ আগে প্রৌঢ়ি-শ্লোক যে পড়িল॥
সেই ভাবে প্রভু এই শ্লোক উচ্চারিল।
শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রূপ আপনে হইল॥

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্
অদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

আমি কৃষ্ণপদ-দাসী তিঁহ রসসুখরাশি
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ।

কিবা না দেন দরশন জারে আমার তনু মন
তবু তেঁহ মোর প্রাণনাথ॥
সখি হে শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে কিবা দুঃখ দিয়া মারে
মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ অন্য নয়॥ ধ্রু॥
না গণি আপন দুখ সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুখ তাঁর হৈল মহাসুখ
সেই দুঃখ মোর সুখ বর্য্য॥
কৃষ্ণ মোর জীবন কৃষ্ণ মোর প্রাণধন
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ।
হৃদয় উপরে ধরোঁ সেবা করি সুখী করোঁ
এই মোর সদা রহে ধ্যান॥
এই রাধার বচন শুদ্ধ প্রেমলক্ষণ
আস্বাদয়ে শ্রীগৌররায়।
ভাবে মন নহে স্থির সাত্ত্বিকে ব্যাপে শরীর
মন দেহ ধারণ না যায়॥
ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম যেন জাম্বুনদ হেম
আত্মসুখের যাহে নাহি গন্ধ।
সে প্রেম জানাতে লোকে প্রভু কৈল এই শ্লোকে
পদে কৈল অর্থের নির্ব্বন্ধ॥

এইমত মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা।
প্রলাপ করিল কিছু শ্লোক পড়িয়া॥
পূর্ব্বে অষ্ট শ্লোক করি লোকে শিক্ষা দিল।
সেই অষ্ট শ্লোক অর্থ আপনে আস্বাদিল॥
প্রভুর শিক্ষাষ্টক শ্লোক যেই পড়ে শুনে।
কৃষ্ণে প্রেমভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে॥
যদ্যপিহ প্রভু কোটি সমুদ্র গম্ভীর।
নানা ভাব-চন্দ্রোদয়ে হয়েন অস্থির॥

যেই যেই শ্লোক জয়দেব ভাগবতে।
রায়ের নাটকে যেই আর কর্ণামৃতে॥
সেই সেই ভাবে শ্লোক করিয়া পঠন।
সেই সেই ভাবাবেশে করে আস্বাদন॥
দ্বাদশ বৎসর ঐছে দশা রাত্রি দিনে।
কৃষ্ণরস আস্বাদয়ে দুই বন্ধু সনে॥
সেই সব লীলা-রস আপনে অনন্ত।
সহস্র বদনে বর্ণে নাহি পায় অন্ত॥
জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি তাহা কে পারে বর্ণিতে।
তার এক কণ স্পর্শি আপনা শোধিতে॥
যত চেষ্টা যত প্রলাপ নাহি পারাপার।
সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় সুবিস্তার॥
বৃন্দাবনদাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল।
সেই সব লীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল॥
তাঁর ত্যক্ত অবশেষ সংক্ষেপে কহিল।
লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাড়িল॥
অতএব সে সব লীলা নারি বর্ণিবারে।
সমাপ্তি করিল লীলা করি নমস্কারে॥
যে কিছু কহিল এই দিগ্‌দরশন।
এই অনুসারে হবে আর আস্বাদন॥
প্রভুর গম্ভীর লীলা না পারি বুঝিতে।
বুদ্ধিপ্রবেশ নাহি তাতে না পারি বর্ণিতে॥
সব শ্রোতা বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ।
চৈতন্যচরিত্র-বর্ণন কৈল সমাপন॥
আকাশ অনন্ত তাতে যৈছে পক্ষিগণ।
যার যত শক্তি তত করে আরোহণ॥
ঐছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওর-পার।
জীব হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার॥
যাবৎ বুদ্ধির গতি তাবৎ বর্ণিল।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইল॥

নিত্যানন্দ-কৃপাপাত্র বৃন্দাবনদাস।
চৈতন্যলীলায় তেঁহো হয় আদি ব্যাস॥
তাঁর আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার।
তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর॥
যে কিছু বর্ণিল সেই সংক্ষেপ করিয়া।
লিখিতে না পারি গ্রন্থ রাখিল ধরিয়া॥
চৈতন্যমঙ্গলে তেঁহো লিখিয়াছে স্থানে স্থানে।
সেই বচন শুন সেই পরম প্রমাণে॥
সংক্ষেপে কহিল বিস্তার না যায় কথনে।
বিস্তারিয়া বেদব্যাস করিব বর্ণনে॥
চৈতন্যমঙ্গলে ইহা লিখিয়াছে স্থানে স্থানে।
সত্য কহে আগে ব্যাস করিব বর্ণনে॥
চৈতন্যলীলামৃতসিন্ধু দুগ্ধাব্ধি সমান।
তৃষ্ণানুরূপ ঝারি ভরি তেঁহো কৈল পান॥
তাঁর ঝারি-শেষামৃত কিছু মোরে দিল।
ততেকে ভরিল পেট তৃষ্ণা মোর গেল॥
আমি অতিক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গাটুনি।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পীয়ে সমুদ্রের পানি॥
তৈছে আমি এক কণ ছুঁইল লীলার।
এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার॥
আমি লিখি এহো মিথ্যা করি অভিমান।
আমার শরীর কাষ্ঠপুত্তলী সমান॥
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির॥
নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চরোগ-পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রিদিনে মরি॥
পূর্ব্বে গ্রন্থে ইহা করিয়াছি নিবেদন।
তথাপি লিখিয়ে শুন ইহার কারণ॥
শ্রীগোবিন্দ শ্রীচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত শ্রীভক্ত আর শ্রীশ্রোতাবৃন্দ॥

শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথ দাস শ্রীগুরু শ্রীজীবচরণ॥
ইঁহা সবার চরণকৃপা লেখায় আমারে।
আর এক হয় তিঁহো অতি কৃপা করে॥
শ্রীমদনগোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি।
কহিতে না জুয়ায় তবু রহিতে না পারি॥
না কহিলে হয় মোর কৃতঘ্নতা দোষ।
দম্ভ করি বলি শ্রোতা না করিহ রোষ॥
তোমা সবার চরণধূলি করিনু বন্দন।
তাতে চৈতন্যলীলা হৈল যে কিছু লিখন॥
এবে অন্ত্যলীলাগণের করি অনুবাদ।
অনুবাদ কৈলে পাই লীলার আস্বাদ॥
প্রথম পরিচ্ছেদে রূপের দ্বিতীয় মিলন।
তার মধ্যে দুই নাটকের বিধান শ্রবণ॥
তার মধ্যে শিবানন্দ-সঙ্গে কুকুর আইল।
প্রভু তারে কৃষ্ণ কহাইয়া মুক্ত কৈল॥
দ্বিতীয়ে ছোট হরিদাসে করাইল শিক্ষণ।
তার মধ্যে শিবানন্দের আচার্য্যদর্শন॥
তৃতীয়ে শ্রীহরিদাসের মহিমা প্রচণ্ড।
দামোদর পণ্ডিত কৈল প্রভুরে বাক্যদণ্ড॥
প্রভু নাম দিয়া কৈল ব্রহ্মাণ্ড মোচন।
হরিদাস করিল নামের মহিমা স্থাপন॥
চতুর্থে শ্রীসনাতনের দ্বিতীয় মিলন।
দেহত্যাগ হইতে তারে করিল রক্ষণ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসের তাতে তারে কৈল পরীক্ষণ।
শক্তি সঞ্চারিয়া পুনঃ পাঠাইলা বৃন্দাবন॥
পঞ্চমে প্রদ্যুম্ন মিশ্রে প্রভু কৃপা কৈল।
রায়ের দ্বারে তারে কৃষ্ণকথা শুনাইল॥
তার মধ্যে বাঙ্গাল কবির নাটক উপেক্ষণ।
স্বরূপ গোসাঞি কৈল বিগ্রহমহিমা স্থাপন॥

ষষ্ঠে রঘুনাথ দাস প্রভুরে মিলিলা।
নিত্যানন্দ-আজ্ঞায় চিড়া-মহোৎসব কৈলা॥
দামোদরস্বরূপ ঠাঞি তারে সমর্পিলা।
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জামালা তারে দিলা॥
সপ্তম পরিচ্ছেদে বল্লভভট্টের মিলন।
নানা মতে কৈল তার গর্ব্ব খণ্ডন॥
অষ্টমে রামচন্দ্র পুরীর আগমন।
তার ভয়ে কৈল প্রভু ভিক্ষা-সঙ্কোচন॥
নবমে গোপীনাথ পট্টনায়ক বিমোচন।
ত্রিজগতের লোক প্রভুর পাইল দর্শন॥
দশমে করিল ভক্তদত্ত আস্বাদন।
রাঘব পণ্ডিতের তাঁহা ঝালির সাজন॥
তার মধ্যে গোবিন্দের কৈল পরীক্ষণ।
তার মধ্যে পরিমুণ্ডা নৃত্যের বর্ণন॥
একাদশে হরিদাস ঠাকুরের নির্যাণ।
ভক্তবাৎসল্য যাহাঁ দেখাইল গৌর ভগবান্॥
দ্বাদশে জগদানন্দের তৈলভঞ্জন।
নিত্যানন্দ কৈল শিবানন্দেরে তাড়ন॥
ত্রয়োদশে জগদানন্দ মথুরা যাঞা আইলা।
মহাপ্রভু দেবদাসীর গীত শুনিলা॥
রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের তাঁহাই মিলন।
প্রভু তারে কৃপা করি পাঠাইলা বৃন্দাবন॥
চতুর্দ্দশে দিব্যোন্মাদ-আরম্ভ বর্ণন।
শরীর এথা প্রভুর মন গেলা বৃন্দাবন॥
তার মধ্যে সিংহদ্বারে প্রভুর পতন।
অস্থিসন্ধিত্যাগ অনুভাবের উদ্গম॥
চটক পর্ব্বত দেখি প্রভুর ধাবন।
তার মধ্যে প্রভুর কিছু প্রলাপ বর্ণন॥
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে উদ্যানবিলাস।
বৃন্দাবন ভ্রমে যাহাঁ করিল প্রবেশ॥

তার মধ্যে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয়-আকর্ষণ।
তার মধ্যে করিল রাসে কৃষ্ণ-অন্বেষণ॥
ষোড়শে কালিদাসে প্রভু কৃপা কৈলা।
বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট খাইবার ফল দেখাইলা॥
শিবানন্দের বালকেরে শ্লোক করাইল।
সিংহদ্বারের দ্বারী প্রভুকে কৃষ্ণ দেখাইল॥
মহাপ্রসাদের তাঁহা মহিমা বর্ণিল।
কৃষ্ণাধরামৃতের ফল শ্লোক আস্বাদিল॥
সপ্তদশে গাবী-মধ্যে প্রভুর পতন।
কূর্মাকার অনুভাবের তাহাই উদ্গম॥
কৃষ্ণের শব্দ-গুণে প্রভুর মন আকর্ষিল।
কাস্ত্র্যঙ্গ তে শ্লোকের অর্থ আবেশে করিল॥
ভাবসাবল্যে পুনঃ কৈল প্রলাপন।
কর্ণামৃত-শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ॥
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে সমুদ্রে পতন।
কৃষ্ণ-গোপী জলকেলি তাঁহা দরশন॥
তাহাঞি দেখিল কৃষ্ণের বন্য-ভোজন।
জালিয়া উঠাইল প্রভু আইল স্বভবন॥
উনবিংশে ভিত্ত্যে প্রভুর মুখ-সঙ্ঘর্ষণ।
কৃষ্ণের বিরহস্ফূর্ত্তি প্রলাপ বর্ণন॥
বসন্ত-রজনী পুষ্পোদ্যানে বিহরণ।
কৃষ্ণের সৌরভ্য শ্লোকের অর্থ বিবরণ॥
বিংশ পরিচ্ছেদে নিজ শিক্ষাষ্টক পড়িয়া।
তার অর্থ আস্বাদিল প্রেমাবিষ্ট হইয়া॥
ভক্ত শিক্ষাইতে যেই শিক্ষাষ্টক কৈল।
সেই শ্লোকাষ্টকের অর্থ পুনঃ আস্বাদিল॥
মুখ্য মুখ্য লীলার অর্থ করিল কথন।
অনুবাদ হৈতে স্মরে গ্রন্থ বিবরণ॥
একেক পরিচ্ছেদের কথা অনেক প্রকার।
মুখ্য মুখ্য গণিল শুনিবে জানিবে অপার॥

শ্রীরাধাসহ শ্রীমদনমোহন।
শ্রীরাধাসহ শ্রীগোবিন্দচরণ॥
শ্রীরাধাসহ শ্রীল গোপীনাথ।
এই তিন ঠাকুর হয় গৌড়িয়ার নাথ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য শ্রীগৌরাঙ্গভক্তবৃন্দ॥
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীগুরু শ্রীরঘুনাথ শ্রীজীবচরণ॥
নিজ শিরে ধরি এই সবার চরণ।
যাহা হৈতে হয় সব বাঞ্ছিত পূরণ॥
সবার চরণ কৃপা গুরু-উপাধ্যায়ী।
তার বাণী শিষ্যা তারে বহুত নাচাই॥
শিষ্যার শ্রম দেখি গুরু নাচন রাখিল।
কৃপা না নাচায় বাণী বসিয়া রহিল॥
অনিপুণা বাণী আপনে নাচিতে না জানে।
যত নাচাইল তত নাচি করিল বিশ্রামে॥
সব শ্রোতাগণের করি চরণবন্দন।
যা সবার চরণকৃপা শুভের কারণ॥
চৈতন্যচরিতামৃত যেই জনে শুনে।
তাহার চরণ ধুঞা করোঁ মুঞি পানে॥
শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তকভূষণ।
তোমরা এ অমৃত পীলে সফল হৈল শ্রম॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

# টিপ্পনী

( প্রথম সংখ্যা পৃষ্ঠা আর দ্বিতীয় সংখ্যা পত্র বুঝিতে হইবে )

১°১১ গুরুদ্বয় : দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু।

১°২৩ নিত্যানন্দ রায় : রায়—প্রভু, গোসাঞি, ঠাকুর।

২°৫ সাবরণে : আবরণ অর্থাৎ গুরুজন-পরিজন সমেত।

২°১৩ গুরু চৈত্ত্য : অন্তর্যামী জ্ঞানদাতা।

২°২১ শক্ত্যাবেশ অবতার : যাঁহাতে ঈশ্বরশক্তির আবেশ হইয়াছে সেইজন্য অবতাররূপে যিনি গণ্য।

২°২২ মৎস্যাদিক যত : মৎস্য, কূর্ম, বরাহ প্রভৃতি অবতারসকল।

৩°৩ মহিষী-বিবাহে : দ্বারকায় কৃষ্ণ কর্তৃক পত্নীসমূহ গ্রহণের কালে।

৩°১০ পূর্বশৈলে : উদায়াচলে, উদয়গিরিতে ( আলঙ্কারিক অর্থে )।

৫°২ বিধেয়-চিহ্ন : মূলে সম্ভবত "বিধেয়-চিন" পাঠ ছিল।

৭°২১ ডুভৃঞ্‌ ধাতুর : ভৃ ধাতুর।

৮°২১-২২ অর্থাৎ 'যিনি কৃষ্ণবর্ণ ( অথচ ) গাত্রবর্ণে কৃষ্ণ নহেন, যিনি সাঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র-পারিষদ যুক্ত, সঙ্কীর্তন যাহাতে প্রধান এমন যজ্ঞসমূহের দ্বারা যাঁহাকে সুবুদ্ধি ব্যক্তিরা উপাসনা করেন।'

৯°৬ অজ্ঞান-তমস্ততি : অজ্ঞানরূপ তমোবিস্তার।

১৫°২৮ গৌরববর্জিত : গর্বহীন।

১৭°২ অত্যন্ত মর্ম যাতে : যেহেতু তিনি অত্যন্ত মর্মজ্ঞ।

২৪°৩ বৃন্দাবনে আয় : বৃন্দাবনে আসিয়া।

২৪°৮ শেষ : শেষ নাগ, অনন্ত।

২৮°১১ মহাদক্ষ : মহাযক্ষ, যক্ষ-দানবের মতো অত্যন্ত দুষ্টপ্রকৃতি।

২৯°১৩ লেখক : লিখনবৃত্তি অনুজীবী, আঁখরিয়া।

৩১°১৫-১৬ অর্থাৎ 'হরির নাম হরির নাম হরির নামই কেবল ( লইতে হইবে ), কলিতে অন্য উপায় নাই-ই নাই-ই নাই-ই।'

৩১°২২ জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল : জ্ঞান আচ্ছন্ন হইল।

৩৫°৫ নিত্যানন্দরামে : নিত্যানন্দ যিনি বলরামের অবতার তাঁহাকে।

৩৬°২১ ছুটে : ছুটি দেয়, মুক্তি দেয়, খুলিয়া যায়।

৩৬°২৪ কা কথা : সাস্কৃত ভাষা অনুযায়ী বাক্যাংশ।

৩৭°১৭ চৈতন্যমঙ্গল : বৃন্দাবনদাসের রচিত চৈতন্যজীবনী, এখন চৈতন্যভাগবত নামে প্রসিদ্ধ।

৩৮°২২ মহাযোগপীঠ : বৃন্দাবনে গোবিন্দদেবের রাধা-সহ অধিষ্ঠানভূমি, বেদী।

৩৯°৭ পণ্ডিতগোসাঞির : গদাধর পণ্ডিতের।

৩৯°২৭ গোবিন্দ-পূজক : গোবিন্দদেবের পূজারী।

৪৩°৭ উঠাঞা দিতে : খাইয়া বিলাইয়া শেষ করিতে।

৪৩°৮ "হয় মনে ভ্রম" : পঠিতব্য।

৪৬°২২ প্রঅব : "প্রহর" পঠিতব্য।

৪৬°৩৩ অপতিত : ব্যতিক্রমবিহীন।

৪৭°২ ভুঞ্জায় শ্রাদ্ধপাত্র : শ্রাদ্ধে মুখ্য সদ্‌ব্রাহ্মণকে দাতব্য অন্ন-নৈবেদ্য ভোজন করাইয়াছিলেন।

৪৮°৭ খোলাবেচা : কলাপাতা কলার খোলা ইত্যাদি হাটে বিক্রয় যাঁহার জীবিকা।

৪৮°২৯ খণ্ডবাসী : শ্রীখণ্ড-গ্রামনিবাসী।

৪৯°১৭ আসিন্ধুনদীতীর : সিন্ধুনদীর তীর পর্যন্ত।

৫০°১৫ অপতিত স্নান : দুই অর্থ হইতে পারে, ( ১ ) জলে পা না দিয়া, অথবা ( ২ ) ব্যতিক্রম না করিয়া।

৫৩°৭ অর্থাৎ 'প্রভু লোকের ভিড়ের মধ্যে যাহাতে ঠেলাঠেলি না করিয়া জগন্নাথ দর্শনে যান।'

৫৪°২৬ বিস্তার : "বিস্তর" পঠিতব্য।

৫৫°১৮ অর্থাৎ 'যিনি ষোল জনের বহনযোগ্য ভারি কাষ্ঠখণ্ডকে তুলিয়া মুখের কাছে বাঁশির মতো ধরিয়াছিলেন।'

৫৬°২৩ "নিত্যানন্দৈকশরণ" পঠিতব্য।

৫৬°৬ "যাঁর দেহে বহে" পঠিতব্য।

৫৬°১২ "নিত্যানন্দগোসাঞি" পঠিতব্য।

৫৬°২৬ "সুলোচন" পঠিতব্য।

৫৬°৩০ "জ্ঞানদাস মনোহর" পঠিতব্য।

৬১°১ বশিষ্ঠ ব্যাখ্যান : যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের উপদেশব্যাখ্যা।

৬২°২৪ "সেইজলে জীয়ে শাখা" পঠিতব্য।

৬৩.২৮ কাঠকাটা : কাঠকাটা-গ্রামবাসী।

৬৩.২৯ সাদিপুরিয়া : সাদিপুর-গ্রামবাসী।

৬৪.২ রঙ্গবাটী : রঙ্গবাটী-গ্রামবাসী।

৬৯.২৬ অদ্বৈতরায়ে : অদ্বৈত প্রভু।

৮১.২ আজ্ঞা পেয়ে : "আজ্ঞা পাঞা" পঠিতব্য।

৮৩.৮ নিত্যানন্দস্বরূপের : নিত্যানন্দের অবধূত অবস্থায় পূর্ণনাম ছিল নিত্যানন্দ-স্বরূপ। তুলনীয়

"সন্ন্যাস করিল শিখাসূত্র-ত্যাগ রূপ।

যোগপট্ট না লইল নাম হইল স্বরূপ॥"

৮৩.২৩ পুনরেবকার : পুনরায় "এব" শব্দের ব্যবহার।

৮৩.২৭ এবকার : "এব" শব্দের প্রয়োগ।

৮৪.১১-১২ : অর্থাৎ 'তৃণ অপেক্ষাও বেশি নীচু হইয়া, তরুর মতো সহিষ্ণু হইয়া সম্মান প্রত্যাখ্যান করিয়া, অপরকে সম্মান দিয়া, সর্বদা হরিনাম কীর্তন করিতে হইবে॥'

৮৪.২৫ ভবানীপূজার : তন্ত্রমতে শক্তিপূজায়।

৮৪.২৭ ওড্র ফুল : ওড় ফুল, জবা ফুল।

৮৫.৩০ ভোগে : ভোগ করে।

৮৬.২৪ "দুঃখমতি" পঠিতব্য।

৯২.১ "সম্বোধন" পঠিতব্য।

৯৪.৮ পাষণ্ড সঞ্চারি : নাস্তিকতা প্রচার করিয়া।

৯৯.৪ : "গৌরভক্তবৃন্দ" পঠিতব্য।

১০১.৮ গুণ্ডিচা : জগন্নাথের রথযাত্রায় উদ্যানবাটিকায় গমন মহোৎসব।

১০২.১৪ দণ্ডভঞ্জন : দণ্ড ভাঙ্গা।

১০৩.৬ বিদ্যাবাচস্পতি : সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা।

১০৩.২৫ কানাইর নাটশালা : গৌড়-রাজধানীর অদূরবর্তী গ্রাম।

১০৪.১২ গৌড়েশ্বর যবনরাজ : হুসেন শাহ্‌।

১০৪.২৬ দবীর খাশেরে : রূপকে।

১০৫.১৫ সাকর মল্লিক : সনাতন।

১০৬.৫-৬ অর্থাৎ 'পরপ্রণয়াসক্ত নারী গৃহকর্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও মনে মনে নব নাগরের সঙ্গসুখই চাখিতে থাকে॥'

১০৮.১৮ ক্ষেত্রে : জগন্নাথ-ক্ষেত্রে, নীলাচলে।

১০৮.২৯ পণ্ডিত গোসাঞি : গদাধর পণ্ডিত।

১০৯.৩ ক্ষেত্রবাসী : নীলাচল-বাসী।

১১১.৪ "সমর্পিল" পঠিতব্য।

১১৪.১৫ ঘটী ক্ষণ পল : ঘণ্টা শুভসময় মুহূর্ত।

১১৫.৫ রামরায় : রামানন্দ রায়।

১১৫.১৫ বাসিয়ে লাজ : লজ্জা বোধ হয়।

১১৫.১৬ লাজবীজ খাইঞা : লজ্জার মূলোচ্ছেদ করিয়া, অত্যন্ত নির্লজ্জ হইয়া।

১১৫.১৭-২০ : অর্থাৎ 'বিশুদ্ধ প্রেমের গন্ধমাত্র নাই। আমার আগ্রহ যে প্রেমের সে প্রেম কপট অর্থাৎ স্বার্থপর। আমার সে প্রেম কৃষ্ণকে স্পর্শও করিতে পারিতেছে না। তবে আমি কাঁদি কেন? সে শুধু আমি যে কৃষ্ণের প্রেমিকা সেই আত্মগৌরব প্রচার করিবার জন্য,—এই কথাই ঠিক জানিও॥'

১১৬.১৫ গরুড়ের : পুরীতে জগন্নাথের মন্দির অভ্যন্তরে গরুড়-স্তম্ভে।

১১৯.২ কর্ণামৃত : কৃষ্ণকর্ণামৃত ( বিল্বমঙ্গল রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ )।

১১৯.৫ পুরীর : পরমানন্দ পুরীর।

১১৯.৯ লীলাশুক : বিল্বমঙ্গল। কৃষ্ণকর্ণামৃতের রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

১২০.৭-১০ অর্থাৎ, 'কাহারও সহিত বিরোধ নাই, কাহারও সহিত খাতির নাই। যাহা "সহজ বস্তু" ( নির্দ্বন্দ্ব, স্বতঃসিদ্ধ, স্বাভাবিক অর্থাৎ আত্মস্থ ) তাহাই বিবেচনা ( অর্থাৎ আলোচনা ) করিতেছি। যদি রাগ-বিরাগ ঘটে তবে চিত্ত বিকার হয়, তখন "সহজ বস্তু"র বর্ণনা ( ও ধারণা ) করা যায় না॥"

১২১.২৩-২৬ : অর্থাৎ 'পরমাত্মার উপর এই নিষ্ঠা যাহা পূর্বতন মহর্ষিরা আশ্রয় করিয়াছিলেন তাহা সম্যক্‌রূপে অবলম্বন করিয়া এই ( অজ্ঞান ) অন্ধকার মুকুন্দের পদ অনুধ্যান করিয়াই আমি পার হইব।'

১২২.৫ পরাত্মনিষ্ঠা : পরমাত্মায় গাঢ় অনুরাগ।

১২৩.২৪ : "বঞ্চিল" পঠিতব্য।

১২৪.৫ শুখা রুখা ব্যঞ্জন : শুখনা রুটি ও তৈলঘৃতহীন তরকারি।

১২৪.১৩ বত্রিশা আঠিয়া কলার আঙটিয়া পাতে : বত্রিশ ছড়া কাঁদি ফলে এমন বীজপূর্ণ কলার অখণ্ডিত পত্রে।

১২৪.১৫- নিরামিষ ভোজনের তালিকা।

১২৪°১৬ ব্যঞ্জন-ভোঙ্গা : তরকারি রাখিবারে ঠোঙ্গা (কলা গাছের খোলায় তৈয়ারি)।

১২৪°২৫ বড়াম্লাদি : বড়া দিয়া রাঁধা অম্লরসের ব্যঞ্জন প্রভৃতি।

১২৭°১ মুষ্ট্যেক অন্ন : একমুঠা ভাত।

১৩৮°১৮ বজ্রের স্থাপিত : বিষ্ণুপুরাণে ও ভাগবতে বর্ণিত বজ্রনাভ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

১৪১°৫ বিড়ার সঞ্চয় : পানের যোগাড়, অর্থাৎ পান সুপারি খয়ের মশলা ইত্যাদি।

১৪৮°১৪ বুঝিতেহো : বুঝিতেও

১৪৮°২৪ চৌঠ জন : চতুর্থ ব্যক্তি।

১৪৮°২৭-৩০ : অর্থাৎ 'ওগো দীনের প্রতি কৃপালু প্রভু, ওহে মথুরানাথ, কবে দেখা দিবে? (আমার) হৃদয় তোমাকে না দেখিয়া কাতর হইয়া ছটফট করিতেছে। প্রিয়, কী করি আমি!'

১৪৯°১২ প্রেমনাট : প্রেমের অদ্ভুত প্রকাশ।

১৪৯°১৯ বাহুড়িয়া : ফিরাইয়া।

১৫০°১৮ অতঃপর সাক্ষিগোপালের কাহিনী বিস্তৃতভাবে দেওয়া আছে।

১৫১°২৬ তোমা লাগে : তোমার সঙ্গে।

১৫১°৩০ ইহেঁত দোষায় : ইহাঁকে দোষ দেয়।

১৫২°২ "যার ভক্তি ধীর" পঠিতব্য।

১৫৫°২৬ বিশারদ : সার্বভৌমের পিতা।

১৫৭°২১ ঈশ্বরত্ব সাধি অনুমানে : যুক্তির দ্বারাই ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করা যায়।

১৫৮°৬ বস্তুতত্ত্বজ্ঞান হয় কৃপাতে প্রমাণ : বস্তুতত্ত্বের জ্ঞান ঈশ্বর (বা দৈব) কৃপায় লব্ধ হয়, যুক্তির দ্বারা হয় না।

১৫৮°১৩ ইষ্টগোষ্ঠী বিচার : আত্মীয়বন্ধুর সহিত আলাপ আলোচনা।

১৫৯°১২ ঐছে মৎ কহ : ওরকম বলিও না। (হিন্দী বাক্য।)

১৬২°৩ প্রাদেশিক বাক্য : সাধারণ, অর্থাৎ আংশিক সত্য, বাক্য।

১৬২°৭ বিতর্ক-ছল-নিগ্রহাদি : বিতর্ক, বাজে আপত্তি, আংশিক সত্যগোপন ইত্যাদি।

১৬২°২১-২২ অর্থাৎ 'আত্মরাম মুনিরা এবং নিগ্রন্থেরাও (অর্থাৎ জৈনেরাও) বিষ্ণুকে অকারণ ভক্তি করেন,—এমনি হরির গুণ।'

১৬৪°১৭ প্রসাদপত্রী : প্রসাদ ও পত্র।

১৬৮°১১ না পড় হঠরঙ্গে : দুষ্টের চক্রান্ত পাছে না পড়।

১৬৯°২ ইহারে না ভায় : ইহার ভাল লাগে না।

১৭৭·৯ উপদেশি : উপদেশ দিয়া।

১৭৮·২ জিয়ড় নৃসিংহক্ষেত্র : আধুনিক সীমাচলম্।

১৮০·৩ না করিল : "না করিলে" পঠিতব্য।

১৮০·২৯ হর্ষ : "হয়" পঠিতব্য।

১৮২·৫ এহোত্তম : এহ ( অর্থাৎ ইহা ) উত্তম।

১৮৪·১৭ শুকের পাঠ : পাখি-পড়া।

১৮৭·৬ ধীরাধীরাত্মক গুণ : যে নায়িকা কখনো তুষ্ট কখনো রুষ্ট হয়, অর্থাৎ যে মাঝে মাঝে টানিয়া ও ছাড়িয়া নায়কের মন সর্বদা বশে রাখে অলঙ্কারশাস্ত্রে সে নায়িকাকে ধীরাধীরা বলে। তাহার গুণ।

১৮৭·৯ সঞ্চারী : যেভাব মনে দীর্ঘকাল স্থিতি পায় না।

১৮৭·১১ কিলকিঞ্চিতাদি ভাব : কিলকিঞ্চিত প্রভৃতি। প্রেমভরে প্রেমিকার যে আনন্দবিকার—হাস্য, রোদন, ক্রোধ, উল্লাস—তাহার নাম কিলকিঞ্চিত।

১৮৮·১৪-২৫ রামানন্দ রায়ের পদটি ব্রজবুলিতে লেখা। সরল বাংলায় অনুবাদ করিলে এইরকম হয় :

প্রথমেই অনুরাগ নয়নভঙ্গে হইল,
দিনে দিনে বাড়িল, ( সে বাড়ার ) শেষ হইল না॥
সে প্রেমিক নয়, আমিও প্রেমিক নই।
দুইজনের মন মন্মথ যে পিশিয়া ফেলিল॥
হে সখী, সে সব প্রেমের কথা
কানুর কাছে কহিও। যেন ভুলিও না॥
আমি দূতী খুঁজি নাই, অন্য ( উপায়ও ) খুঁজি নাই।
দুইজনকার মিলনে পঞ্চবাণ মধ্যস্থ॥
এখন সে বীতরাগ। তাই তুমি দূতী হইলে।
সুপুরুষের প্রেমের এমনিই রীতি।
( প্রতাপ- ) রুদ্র রাজার মান বাড়াইয়া
কবি রামানন্দরায় বলিতেছে॥

১৮৮·২২ সেই : "সোই" পঠিতব্য।

১৯০·২৭ কা কথা : সংস্কৃত প্রয়োগ।

১৯৬·১ মল্লিকার্জুন তীর্থ : এই নামে দুইটি স্থান আছে। ( ১ ) কুর্নুল হইতে ৭০ মাইল দূরে, কৃষ্ণার তীরে, ( ২ ) তাঞ্জোরের কাছে।

১৯৬'৫ অহোবল নৃসিংহ : কর্ণুল জেলায়।

১৯৯'১ ত্রিপদী ত্রিমল্ল : তিরুপতি ও তিরুমলই।

১৯৯'৬ পানা নরসিংহ : কৃষ্ণার ধারে, বেজোয়াড়ার নিকটে।

১৯৯'৯ শিবকাঞ্চী : আধুনিক কঞ্জীবরম।

১৯৯'১৫ ত্রিকালহস্তী : তিরুপতি হইতে প্রায় এগার ক্রোশ দূরে।

১৯৯'১৭ পক্ষিতীর্থ : চিঙ্গলপটের কাছে।

১৯৯'১৮ বৃদ্ধকোল তীর্থ : মহাবলিপুরমের কাছে।

১৯৯'২১ শিয়ালী : চিদম্বরমের কাছে।

২০৩'৩ কামকোষ্ঠী : মাদুরার নিকটে।

২০৩'৪ দক্ষিণ মথুরা : মাদুরা ( মদুরাই )।

২১৮'২৯ খণ্ড হৈতে : বৈদ্যখণ্ড ( পরে শ্রীখণ্ড ) গ্রাম হইতে।

২২৪'১ কাঁহাতে : কি কারণে, কেন।

২২৫'৫ হইল অন্তর : দূরীভূত হইল।

২২৬'১ উহার সহিত আমার ন্যায় : ইহার সহিত আমার তর্ক যুক্তি।

২২৬'৬-৭ অর্থাৎ 'সোনার মতো রং, সুন্দর কায়, চন্দন কাঠের অঙ্গদযুক্ত, সন্ন্যাস-অবলম্বনকারী, শান্তিপ্রিয়, শান্ত, নিষ্ঠাভক্তিপরায়ণ॥'

২২৮'৯ পুরুষোত্তমে : জগন্নাথক্ষেত্রে।

২২৮'১০ গজপতি-সঙ্গে : উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের সহিত।

২২০'২৩ কৃষ্ণ-রাসপঞ্চাধ্যায়ী : ভাগবতের দশমস্কন্ধের অন্তর্গত।

২৩২'১৮,১৯,২০,২১,২২ 'ইহো' পঠিতব্য।

২৩৩'১৮ অর্থাৎ, সেই ব্যক্তি সুবুদ্ধি, অন্য ব্যক্তিরা পাপাক্রান্ত।

২৬২'২২ "প্রভুর নর্তন" পঠিতব্য।

২৬৪'২০ "মনে বনে" পঠিতব্য।

২৮৯'১১ "যদি মায়ার" পঠিতব্য।

২৯৬'১৪ "পিসা আদি" পঠিতব্য।

৩১০'৬ "সগণে চড়াইল" পঠিতব্য।

৩৩২'৬ বিট্‌ঠলেশ্বর : বল্লভাচার্যের পুত্র।

৩৩৬'৭ স্থাণুপুরুষ : দণ্ডায়মান কাষ্ঠমূর্তিকে অথবা থামকে মানুষ ভ্রম।

৩৩৬'১২ "ইহা না বলিহ" পঠিতব্য।

৩৩৯'৯ "বাদশা, বাদশাহা" স্থানে "পাৎসা" পঠিতব্য।

৩৪৪°১৫ "লোভী" : "লেভ" পঠিতব্য। লেভ—নিম্নপদস্থ, অনুপযুক্ত।

৩৪৯°১৪-১৬ অর্থাৎ 'কেহ শ্রুতি, কেহ স্মৃতি, অপরে (মহা) ভারত আশ্রয় করুক —ভবভীত হইয়া। আমি এখানে নন্দকেই বন্দনা করি, যাঁহার বারান্দায় পরম ব্রহ্ম ( ক্রীড়ারত ) ॥'

৩৪৯°১৯-২২ : অর্থাৎ 'কাহার উদ্দেশে বলিতে পারি, এখন কে-ই বা বিশ্বাস করিবে ( যে ) গোপরাজার কন্যার কুঞ্জে গোপকন্যার উপপতিই ব্রহ্ম ॥'

৩৫০°১০-১১ : অর্থাৎ 'শ্যামই পরম রূপ, মথুরাই শ্রেষ্ঠ নগরী, কিশোর বয়সই ধ্যানযোগ্য, আদ্যই পরম রস॥'

৩৫৪°২৩ শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ : 'আমার বিষয়ে একনিষ্ঠ হইলেই বুদ্ধির শমতা হয়।'

৩৬৩°১৬ : "মাধুকরী গ্রাস" পঠিতব্য।

৩৭০°৯ : "যুগাদিতে" পঠিতব্য।

৩৭০°১৭ "শাস্ত্রের" পঠিতব্য।

৩৯০°৬ ভ্রমরগীতা : ভাগবত দশম স্কন্ধের সাতচল্লিশ অধ্যায়ের দশটি শ্লোক ( ১২-২১ )।

৩৯০°১৪ শ্রীদশমে : শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধে।

৩৯২°৭-৮ পূর্বে দ্রষ্টব্য।

৪০১°১০ "এই দুই" পঠিতব্য।

৪০৩°১৫ অস্মিন্‌ বনে বৃক্ষাঃ ফলন্তি : 'এই বনে গাছ ফলে।'

৪০৭°১১ মুখে হয় হয় করে : মুখে হাঁ হাঁ বলে।

৪০৭°২৭ পাষণ্ড বুঝায় : নিরীশ্বরতা স্থাপন করে।

৪১৭°১ "মহা বিরক্ত" পঠিতব্য।

৪১৭°২৬ নরেন্দ্র : নরেন্দ্র-সরোবর।

৪৩২°৭ "কেনে মিথ্যা স্তুতি" পঠিতব্য।

৪৪২°১০ মুনেরপি : 'মুনিরও' ( সংস্কৃত বাক্যাংশ )।

৪৪৫°১৮ স্বকর্মফলভুক্‌ পুমান্‌ : পুরুষ নিজের কর্মফল ভোগ করে (সংস্কৃত বাক্য)।

৪৫১°৪০ : "নিজ গৃহত্যাগ" পঠিতব্য।

৪৬১°৩০ শ্রীরূপ গোসাঞি : "স্বরূপ গোসাঞি" পাঠ অধিকতর সঙ্গত,—ছন্দের অনুরোধেও বটে, স্বরূপ গোস্বামীর কড়চার বহুবার উল্লেখের জন্যও বটে।

৪৭১°২২ : "নির্বিঘ্ন সনাতন" পঠিতব্য।

৪৭২°৭ কালিকার বড়ুয়া : সেদিনকার বামুন ছোঁড়া।

# নির্বাচিত শব্দকোষ

( একটি সংখ্যা থাকিলে পত্রের নির্দেশক, দুইটি সংখ্যা থাকিলে প্রথমটি পত্রের ও দ্বিতীয়টি ছত্রের নির্দেশক )

অকৃতার্থান্=অকৃতার্থদিগকে, বঞ্চিতদিগকে ( সংস্কৃত পদ )

অঙ্গীকরি=স্বীকার করিয়া

অজাগলস্তন=ছাগলের গলায় স্তনের মত মাংসখণ্ড

অজ্ঞান-পাষণ্ড=অজ্ঞানরূপ ধর্মহীনতা

অদ্বৈতরায়ে (৬৯)=অদ্বৈতপ্রভু

অধিরূঢ় ভাব=যে ভাব উর্ধ্বে উঠিয়াছে

অনির্বিণ্ণ=অকাতর

অনীহ=নিশ্চেষ্ট

অনুবাদ=পুনরাবৃত্তি ( সংক্ষেপে অথবা ব্যাখ্যারূপে )

অনুব্রজি=সঙ্গে সঙ্গে গিয়া

অনুভাব=চিত্তের একাগ্রতা

অন্বাচয়=প্রধানের সঙ্গে অপ্রধানের সংযোগ

অন্বেষিতে=অন্বেষণ করিতে

অপতিত (৪৬)=একবারও বাদ না দিয়া

অপতিত স্নান (৫০)=জলে না নামিয়া

অপরশ (৫৩/৭)=স্পর্শ না করিয়া

অবজ্ঞান=অবজ্ঞা, অপমান, হেয়জ্ঞান

অবতরি=অবতীর্ণ হইয়া

অবতার (১১)=অবতীর্ণ হয়

অবতারিতে=অবতীর্ণ করাইতে

অবতংস=কর্ণভূষণ

অবধারণে=নিশ্চয় অর্থে

অবধূতগোসাঞি=নিত্যানন্দ

অবসাদ (৩০/২০)=অবসন্নতা ; নির্বেদ, দুঃখ

অভাগিয়া=অভাগ্য, ভাগ্যহীন

অভিধা বৃত্তি=মুখ্য-অর্থগ্রহণ

অমৃতগুটিকা=মিষ্টান্ন বিশেষ

অমেধ্য=অপবিত্র

অরুন্ধতী=বশিষ্ঠ-পত্নী, পতিব্রতা রমণীর আদর্শ

অর্থবাদ (৮৭)=অর্থে সন্দেহ উত্থাপন

অলাত=মশাল

অলাতচক্র=মশাল চরকি

আইলাঙ=আসিয়াছি, আসিলাম

আইল=আসিল

আউলায়=আকুল হয়, শিথিল হয়

আকর্ষয়ে=আকর্ষণ করে

আকর্ষিল=আকর্ষণ করিল

আকৃত্যো প্রকৃত্যো=আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে

আগুবাড়ি (৩০০)=অগ্রসর হইয়া

আগ্রহ=দৃঢ় নিশ্চয়, দৃঢ়তা

আঙ্গটিয়া পাতে=অখণ্ড কলাপাতায়
আচরি=আচরণ করিয়া, আচরণ করিল
আচরিব=আচরণ করিব
আচরিবা=আচরণ করিবে
আচরিয়ে (২০৯)=আচরণ করা হয়
আচরিল=আচরণ করিল
আছিলাঙ=ছিলাম
আছু=থাকুক (তর্কের খাতিরে স্বীকারোত্মক অব্যয়ের মত ব্যবহৃত)
আড়ানি=বাতাস করিবার বড় পাখা
আদাচাকি=আদার চাকতি
আদৌ=আদিতে, প্রথমেই (সংস্কৃত পদ)
আন=অন্য, অন্যরকম
আবর্ত্তন (২০০)=আওড়ানো, আবৃত্তি
আম্বুয়া মুলুক=গঙ্গাতীরে মুলুকের অর্থাৎ শাসনকর্ত্তার অধিষ্ঠান গ্রাম (আধুনিক কালনার পার্শ্ববর্ত্তী অম্বিকা)
আয় (২৪/৩)=আসিয়া
আয়=আসে
আরম্ভিল=আরম্ভ করিল
আরম্ভিয়াছিলা=আরম্ভ করিয়াছিলেন
আরিন্দা=পেয়াদা (ফারসী)
আরিন্দাগিরি=পেয়াদাগিরি
আরোয়া (চিঁড়া)=আতপ চাউলের
আলম্বন=প্রেমের আশ্রয়, যাহার প্রতি প্রেম জন্মিয়াছে
আলম্বন=আশ্রয়
আলস=আলস্য, ঔদাসীন্য
আলিঙ্গিতে=আলিঙ্গন করিতে
আলিঙ্গিয়া=আলিঙ্গন করিয়া
আলিঙ্গিল, আলিঙ্গিলা=আলিঙ্গন করিলেন
আসোয়ার=অশ্বারোহী (ফারসী)
আস্তে-ব্যস্তে=তাড়াতাড়ি
আস্বাদয়=আস্বাদন করে
আস্বাদি=আস্বাদ করিয়া
আস্বাদিতে=আস্বাদন করিতে
আস্বাদিলা=আস্বাদন করিল
আস্বাদেন=আস্বাদন করেন
আহরি=আহরণ করিয়া
আঁখরিয়া=দক্ষ লিপিকর, পুঁথিলেখা যাহার বৃত্তি
আঁটিয়া কলা=যে কলার বীচি থাকে (এই কলার পাতা খুব বড় হয়)
ইতরেতর চ (৪০৩)=যে 'চ' শব্দের অর্থ "পরস্পর"
ইতি-উতি=এদিকে ওদিকে
ইথি লাগি=ইহার জন্য
ইন্দ্রজালী=বাজিকর, ঐন্দ্রজালিক
ইহাঁ=এখানে
ইঁহা (ইহাঁ)=ইনি, এ
উকাশিতে (১১৪)=উৎকাশ করিতে বাহির করিয়া ফেলিতে
উঘাড়ি, উঘাড়িয়া=উদ্‌ঘাটন করিয়া, সম্পূর্ণ প্রকাশ করিয়া দিয়া।
উঘাড়িল=উদ্‌ঘাটন করিল
উচ্চারয়=উচ্চারণ করে
উজাড়য়=উজাড় হয়

উজাড়ে (২৭)=শূন্য করিয়া ফেলে
উঝালি ফেলিল=উদ্‌গার করিয়া দিল
উঠাঞা (৪৩)=নিঃশেষ করিয়া
উড়িয়া-কটকে (৩০৭)=উড়িয়া রক্ষীদের শিবিরে
উত্তরিবা=পৌছিবে, পৌছিতে হইবে।
উদ্‌গ্রাহ (১৯৭)=জোর ও আগ্রহ
উদ্‌ঘাত্যক=নাটকের প্রস্তাবনার অকস্মাৎ সমাপ্তি
উদ্দীপন=যাহা প্রেমভাব জাগায়
উদ্‌ঘূর্ণা=উদ্‌ভ্রান্তের বিকল বিবশ অঙ্গচেষ্টা
উদ্ধারিতে=উদ্ধার করিতে
উদ্ধারিমু=উদ্ধার করিব
উদ্ধারিল=উদ্ধার করিল
উদ্ধারে=উদ্ধার করে
উদ্ভট (১১)=উৎকটভাবে, অদ্ভুত ভঙ্গিতে
উদ্বর্তন (১৮৬)=অনুলেপন
উনইশ=উনিশ
উপজয়ে, উপজে=উৎপন্ন হয়
উপজায়=উৎপন্ন করে
উপজাঞা=উৎপন্ন করাইয়া
উপজিবে=উৎপন্ন হইবে
উপজিল, উপজিলা=উৎপন্ন হইল
উপডাল=গাছের ছোট শাখা
উপদেশি (৪৬০)=উপদেশ দিয়া
উপদেশে (৪৭২)=উপদেশ দেয়
উপলভোগ=( জগন্নাথের ) বাল্যভোগ
উপাসন=উপাসনা
উপরাগ=সূর্যচন্দ্রের গ্রহণ
উপেক্ষিতে=উপেক্ষা করিতে
উপোষণ=ধর্মার্থে উপবাস
উবরিল=উদ্বৃত্ত হইল
উবারিল (২৯১)=ঢালিল
উল্লাসী=উল্লাসযুক্ত, উল্লাসিত
উষিপিষি=উস্‌খুস্‌, অস্বাচ্ছন্দ্যসূচক অঙ্গভঙ্গি
এবকার (৮৩)='এব' পদের ব্যবহার
এহ, এহো=ইহা, এ
ওড্র=উড়িষ্যাবাসী
ওলাহন=ভর্ৎসনা
কঞ্চুলিকা=কাঁচুলি, বক্ষোবাস
কটক (২৪৪)=কটক শহর, প্রতাপ-রুদ্রের রাজধানী
কটি-পট্টসূত্র ডোরী=কটি বন্ধনের জন্য পট্টসূত্রের দড়ি, ঘুনসি
কড়ি-বৌলি=কর্ণভূষণ বিশেষ
কতি=কোথাও, কোথা
কণ্ডূরসা=খোস চুলকানির রস বা পুঁজ
কতে (১৩৯)=কত, বহু পরিমাণ
কথি (৬১)=কোথায়
করাঞা=করাইয়া
করিমু=করিব
করোয়া=বাউল-দরবেশের জলপাত্র
করোঁ=করি, করিব
কর্ণামৃত=কৃষ্ণকর্ণামৃত
কর্মী (২৮)=ধর্মজ্ঞানহীন কর্মনিষ্ঠ
কহাই=কহাইয়া, বলাইয়া
কহিয়ে (৩)=কহা হয়
কা কথা (৩৬)=কোন্‌ কথা ( সংস্কৃত বাক্যাংশ )

কাজি, কাজী=মুসলমান বিচারক, শাসন-কর্তা ( আরবী )
কাঞ্চন-পঞ্চালিকা(১৯২)=সোনারপ্রতিমা
কাড়িয়ে (৩৩৭)=বাহির করা হয়
কান্ত্যে (=কান্তিএ)=কান্তিতে
কাম (২৫০)=কাজ
কামলিখন=প্রেমপত্র
কায় (৩৪৯)=কাহাকে
কালিকার বড়ুয়া (৪৭৫/৭)=ছেলেমানুষ (আসল অর্থ, গতকল্য যে ব্রাহ্মণ-বালকের উপনয়ন হইয়াছে )
কাঠকাটা (৬৩/২৮)=কাঠকাটা-গ্রামবাসী
কাহাতে (৪০২/৩)=কাহার কাছে
কাহে (১৬৮)=কেন ( হিন্দী )
কাহাঁ=কোথায়
কাহাঁ (৪২৮/২৯)=কি ( বিশেষণ )
কিমতে=কি উপায়ে
কিলকিঞ্চিত=নায়কদর্শনে নায়িকার মনে হর্ষলজ্জা ইত্যাদি বিচিত্র ভাব
কীর্ত্তনিয়া (৪৮)=কীর্ত্তনে দক্ষ, কীর্ত্তন করা যাহার বৃত্তি
কুটিনাটি=ছোটখাট কথা, হাসিঠাট্টা
কুণ্ডিকা, কুণ্ডী=হাঁড়ি, মালসা, জলপাত্র
কুশাবর্ত্ত ( ১১)=গঙ্গাতীর্থ বিশেষ
কুহকে=মন্ত্রবলে, ভেলকিতে, ভোজবাজিতে
কৃপণী=কৃপণ নারী
কৃষ্ণবরণ (৮)=কৃষ্ণবর্ণ
কৈছে=কিসে, কেমন করিয়া ( ব্রজবুলি, হিন্দী )
কৈলুঁ=করিলাম
কৈফিয়ত=নালিশ ( আরবী )
কৈল=করিল
কৈশোর=কিশোর-বয়স ( ১১ হইতে ১৫ বৎসর )
কোই=কেউ ( হিন্দী )
কৌমার=শৈশবকাল ( ৫ বৎসর পর্যন্ত )
ক্ষমাইলা=ক্ষমা চাহিল, ক্ষমা করাইল
ক্ষমি=ক্ষমা করিয়া
ক্ষালি (৪)=ক্ষালন করিয়া
ক্ষৌর=ক্ষৌরকার্য
কাঁথা-করঙ্গিয়া=কাঁথা ও জলপাত্র সম্বল
কাঁহা ( কাহাঁ )=কোথায়
কাঁহা পুথি=কি পুঁথি
খটমটি (৭৫)=দ্বন্দ্ব, ঝগড়া
খণ্ডবাসী=(শ্রী)খণ্ড গ্রামের বাসিন্দা
খণ্ডাইল, খণ্ডিল=খণ্ডন করিল
খণ্ডি=খণ্ডন করাইয়া, খণ্ডিত হইল
খণ্ডিবে=খণ্ডন হইবে, ঘুচিবে
খণ্ডিলে (৩৩)=খণ্ডন করিলে
খণ্ডিলেক (৭১)=বিনষ্ট হইল
খাঞা=খাইয়া
খাপরা=পোড়ামাটির পাত্র
গজপতি=উড়িষ্যার রাজাদের সাধারণ উপাধি
গড়খাই=দুর্গের চারিদিকের পরিখা
গড়বড়ি=গোলমাল, সংঘট্ট
গড়ি=গড়াগড়ি
গম্ভীরা=মন্দিরের অভ্যন্তর কক্ষ
গর্হা=নিন্দা
গাড়=গর্ত্ত, ডোবা

গাহক=গ্রাহক
গীতা-আবর্ত্তন (২০০)=আওড়ান, নিয়মিত পাঠ
গুপ্তে (৭ )=গোপনে
গুণ্ডিচামন্দির=জগন্নাথের বাগানবাড়ী
গুরুদ্বয় (১)=মন্ত্রগুরু ও শিক্ষাগুরু
গেলাঙ=যাইলাম
গোকুল-কান=গোকুলের কৃষ্ণ
গোঙাইতে=কাল কাটাইতে
গোঙাইনু=কাল কাটাইলাম
গোঙাইল=কাল কাটাইল
গোড়াইয়া=পিছনে চলিয়া
গোফা=(গুহার মত) ঝুপতি, তৃণকুটীর
গোসাঞি, গোসাঞা=ঈশ্বর
গৌড়িয়া=বাংলা দেশের লোক
গৌরববর্জ্জিত (১৫)=গুরুত্বগর্বহীন
গ্রামিজন (৪৯)=(বিশেষ কোন) গ্রামের লোক
গ্রাম্যবার্ত্তা=সংসারকথা
ঘটপটিয়া (৪৫৭)=ঘট পট ইত্যাদি উদাহরণ দিয়া ন্যায়শাস্ত্রের বৃথা তর্কে নিবিষ্ট
ঘটসম্মার্জ্জনী (৪৭)=ঘড়া ও ঝাঁটা
ঘটাইল (৯০)=কমাইল
ঘাটাইলা (১০৯/ ৭)=কমাইল
ঘাটি=নদীঘাটে প্রদেয় শুল্ক; কমতি
ঘাটিয়াল=নদীঘাটে শুল্ক আদায়কারী
ঘাটীদান=নদীঘাটের শুল্ক
ঘাটীদানী=নদীঘাটে শুল্ক আদায়কারী
চই (১২৪)=মশলা বিশেষ
চকারের='চ' এই পদের
চক্রভ্রমি=চক্রবৎ ভ্রমণ
চক্রাদ্যস্ত্র=চক্রাদি অস্ত্র
চতুর্ব্যূহ=বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ
চতুঃশ্লোক (৪১০)=ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধ নবম অধ্যায় শ্লোক ৩০-৩৩
চতুঃসম=চন্দন কর্পূর অগুরু ও মৃগনাভি (অথবা শিলাজতু) এই চারি সুগন্ধ দ্রব্য
চন্দন সাধন=চন্দন যোগাড়
চল (২২৫)=সচল
চলাচল (২২৫)=সচল ও অচল
চাকলা=শাসন কার্য্য ও খাজনা আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট ভূমিভাগ (প্রাচীন চতুরক)
চবুতরা=চৌতারা (হিন্দী)
চাখাইতে=স্বাদপরিচয় করাইতে
চাচা=খুড়া, জেঠা (হিন্দী)
চাতুরালী=চালাকি
চাতুর্মাস্য=আষাঢ় হইতে আশ্বিন চারি মাস
চাপড়ে (২০)=চাপড় মারে
চাপল=চাপল্য
চাবানা (৩৫১)=চর্বণযোগ্য খাদ্য (হিন্দী
চালু=চাউল
চিত্র ( ৬৫/১৮)=আশ্চর্য, অদ্ভুত
চিত্রচন্দ্র=বিচিত্র চাঁদ
চিত্রজল্প=বিচিত্র কথন
চিন (৪১০)=চিহ্ন

চেড়ী=পরিচারিকা
চৈত্ত্য=চিত্তস্থিত (শুদ্ধ)
চোকা=ফলের খোলা
চৌঠি=চতুর্থাংশ
ছানিআ=ছাঁকিয়া
ছুটি (৩৪৫)=পালাইয়া, ছাড়া পাইয়া
ছুটিলা (৩৫৭)=ছাড়া পাইলে
ছুটে=(৩৬/ ১)=মুক্তি দেয়
ছোড়াইয়া (৪৬)=মুক্ত করিয়া ( হিন্দী )
ছোলাইয়া=নারিকেলের উপরকার ছোবড়া দূর করিয়া
জগ=জগৎ
জগমোহন=মন্দির অভ্যন্তরের (গম্ভীরার) সম্মুখে প্রশস্ত কক্ষ
জগাতি (১৪৮)=শুল্ক আদায়কারী (আরবী)
জরদ্গব (৯১)=বুড়া গোরু
জরে (১ ৯)=জীর্ণ হয়
জলঝাঁটি=জলের ঝাপ্‌টা
জাড়ী=মাটির জালা
জাতাজাত (৪০ )=জাত ও অজাত
জাতি কুল পাঁতি (৫৬)=জাতি ও বংশ মর্য্যাদা
জানি (৪৩৬/১২)=যদি
জারি (৩৮০)=জর্জর ; জীর্ণ করিয়া
জালিয়া=জেলে
জিনি=জয় করিয়া, অধিক হইয়া
জিনে=জয় করে
জিন্দাপীর=জীবন্ত পীর ( ফারসী )
জীব ( ১৯০ )=বাঁচিব
জীয়য়=জীবিত থাকে
জীয়াইল=বাঁচাইল
জীয়াহ=বাঁচাও
জীয়ে=বাঁচিয়া থাকা যায়
জীয়ে=বাঁচিয়া থাকে
জীলা=জীবিত হইল
জুয়ায়=যোগ্য হয়, উপযুক্ত হয়
জলদগ্নি-রাশি=জলন্ত অগ্নিকুণ্ড
ঝালি (৮০)=থলি, প্যাকেট
ঝাঁটী (৪৪৮)=ঝাঁট-দেওয়া আবর্জনা
ঝিঁকুর=কাঁকর, খোলামকুচি
ঞিহা=এখানে
ঞিহার=ইঁহার
ঞিহো=ইনি
টঙ্গি (২৮৫)=টঙ, উচ্চস্থান
টোটা=বাগানবাড়ি, উদ্যান বাটিকা ( উড়িয়া )
ঠারাঠারি=পরস্পর-ইঙ্গিত
ঠারেঠোরে=ইঙ্গিত ইশারায়
ঠিকরি=(৪৪৫)=খোলামকুচি
ঠেঙ্গা=ছোট লাঠী
ডরে=ভয়ে
ডাকাতিয়া=ডাকাতের মত
ডাল=ছোট শাখা
ডোঙ্গা=ঠোঙ্গা, কলার খোলা নির্ম্মিত ব্যঞ্জনপাত্র
ঢঙ্গ (৩১৫)=ছদ্মবেশী দুষ্ট ব্যক্তি
ঢেকা (৪৫১)=ধাক্কা
তঙ্কা=রৌপ্য মুদ্রা, টাকা
তটস্থ লক্ষণ=নিপুণ নিরীক্ষণলব্ধ জ্ঞান
তত্তৎ=সেই সেই ( সংস্কৃত বাক্যাংশ )

তথি লাগি=সেইজন্য
তবহিঁ=তখনি ( হিন্দী, ব্রজবুলি )
তমস্তুতি (৯)=অন্ধকাররাশি
তর্জে গর্জে=তর্জন গর্জন করে
তর্জা=প্রহেলিকা ছড়া, কবিতা (আরবী)
তারিতে=উদ্ধার করিতে
তারিবে=উদ্ধার করিবে
তারিলা=উদ্ধার করিল
তালাক=অত্যন্ত নিষেধ ( আরবী )
তালি (১৪)=কর্ণরোধ
তাহা, তাঁহা =সেখানে
তাহাঞি=সেখানেই
তিরস্করিয়াছে=ঢাকা দিয়াছে
তিরোহিতা—তীরহুত দেশের, মিথিলার
তিহঁ, তিহোঁ, তেহোঁ=তিনি
তুঞি=তুই ( অবজ্ঞায় )
তুড়ুক ( তুরুক )=মুসলমান
তুলি=তুলার পুরু গদি
তৃণ-টাটী=ঘাসের চাপড়ার ছাউনি
তেহোঁ ( তেঁহো )=তিনি, সে
তৈছে=তেমন করিয়া ব্রজবুলি, হিন্দী
তৈর্থিক সন্ন্যাসী=তীর্থবাসী সাধু
দণ্ডবন্ধ=অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড
দণ্ডভঞ্জন—( সন্ন্যাসীর ) লাঠি ভাঙ্গা
দণ্ডিতে=দণ্ড দিতে
দণ্ডিয়া=দণ্ড দিয়া
দণ্ড্য=দণ্ডযোগ্য
দন্তুর=যাহার দাঁত উঁচু
দয়িতা=জগন্নাথের সেবক
দলই=দলপতি, প্রধান দ্বারপাল

দশন=দাঁত
দানী=শুল্ক-সংগ্রহকারী
দারু-প্রকৃতি=কাষ্ঠময়ী নারীমূর্তি
দুগ্ধলকলকি=পিঠা বিশেষ
দুর্গম (৪৭৮)=দুর্বোধ্য
দুঃখ-পুর (১১ )=দুঃখ-স্রোত
দেউটি=প্রদীপ
দেউল প্রসাদ=জগন্নাথের ভোগ
দেখি ( ৪ )=দেখিল
দেবকন্যা (৪৭৮)=দেবদাসী
দেহারামী=দেহকে দেবমন্দির মনে করে যে যোগী-তপস্বী
দেহী=দেহধারী
দ্বারে, দ্বারায়=উপায়ে
দ্বিসন্ধ্যা=সকাল ও সন্ধ্যা
দ্রবাইলে=দ্রব করিলে
দ্রবায়=দ্রব করে
দ্রবিল=দ্রব হইল
দ্রবে=দ্রব হয়
দাঁড়ুকা=পায়ের বেড়ি
ধক্‌ধকী (১৬)=উৎকণ্ঠা
ধার্ষ্ট্য=ধৃষ্টতা
ধীরাধীরা=যে নায়িকা নায়কের প্রতি ক্রোধ এবং নিজের অধস্তুতা একসঙ্গে প্রকট করে
ধোয়া পাখলা=ধোয়া মোছা
নগরিয়া=নগরবাসী
নমস্করি, নমস্কারি=নমস্কার করিয়া, নমস্কার করিল
নাটশালা=নাটমন্দির

নানা=মাতামহ ( হিন্দী )
নারে=পারে না ( হিন্দী )
নাশাইলে=নাশ করাইলে
নিকলিল=বাহির হইল
নিঘৃণ=অত্যন্ত ঘৃণ্য
নিঠুরাই=নিষ্ঠুরত্ব
নিত্যানন্দ রাম=নিত্যানন্দ, যিনি বলরামের অবতার
নিত্যানন্দরায়=নিত্যানন্দ প্রভু
নিত্যানন্দৈকশরণ=নিত্যানন্দ যাঁহার একমাত্র শরণ
নিদ্রা-লব=ক্ষণমাত্র নিদ্রা
নিন্দয়, নিন্দয়ে=নিন্দা করে
নিপট্ট বাহ্য=সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান
নিবৃন্ত পুষ্পের=বোঁটা ছাড়ানো ফুলের
নিবেদিল=নিবেদন করিল
নিবেদিলুঁ=নিবেদন করিলাম
নিমন্ত্রয়ে=নিমন্ত্রণ করে
নিমন্ত্রিয়া=নিমন্ত্রণ করিয়া
নিরূপিতে=নিরূপণ করিতে, ঠিক করিতে
নির্দন্ত=দন্তহীন
নির্বাহিলা=নির্বাহ করিল
নির্বিণ্ণ=খেদযুক্ত, অবসন্ন
নির্লোম=যাহার দাড়ি গোঁফ ও গায়ে চুল নাই, খোসা
নিষেধিব=নিষেধ করিব
নিসকড়ি=ভাত ছাড়া অন্ন ( খাদ্য )
নিসিন্দা=তিক্ত উদ্ভিজ্জ বিশেষ
নিস্তারি ( ৪৩৫ )=নিস্তার করা হইল
নিস্তারিতে=নিস্তার করিতে
নিস্তারিব=নিস্তার করিতে হইবে
নিস্তারিল, নিস্তারিলা=নিস্তার করিল, নিস্তার করিলেন
নেউটি=নিবৃত্ত হইয়া, ফিরিয়া
নেবুকোলি আদি=নেবু কুল ইত্যাদি
পট্টডোরী=রেশমের দড়ী
পট্টপাড়ি=পাটের শয্যাস্তরণ
পট্টশাড়ি=পাটের কাপড়
পড়িছা=জগন্নাথ মন্দিরের সেবক-কর্মচারী
পড়িছা-পাত্র=জগন্নাথ-সেবার ভারপ্রাপ্ত উচ্চ রাজকর্মচারী
পড়ুয়া, পঢ়ুয়া=শিক্ষার্থী, পণ্ডিতাভিমানী
পত্রী=চিঠি, পত্র
পরচার=প্রচার
পরতেক=প্রত্যক্ষ
পরনাম=প্রণাম
পরবীন=প্রবীণ
পরমুণ্ডে=অপরের মুখে
পরসাদ=প্রসাদ, অনুগ্রহ
পরিক্রমা=দেবতা ও দেবতাস্থান প্রদক্ষিণ
পরিণামবাদ=ঈশ্বর ( ব্রহ্ম ) জগৎরূপে পরিণত এই দর্শন-মত
পবিত্রিতে=পবিত্র করিতে
পরিবেশক=পরিবেশনকারী
পরীক্ষিতে=পরীক্ষা করিতে
পরীক্ষিলা=পরীক্ষা করিল
পল=(১) মুহূর্ত, (২) আট তোলা ওজন
পশার=সিঁড়ি
পাইয়ে=পাওয়া যায়
পাকশালা=রান্নাঘর

পাকে (৬০)=প্রকারে, উপায়ে
পাঙ=( আমি ) পাই
পাখালি=ধুইয়া
পাঞা=পাইয়া
পাঞাছি=পাইয়াছি
পাঞাছে=পাইয়াছে
পাটুয়া=কলার পেটো
পাণ্ডাপাল=পাণ্ডার দল
পাণ্ডুপুর=পন্ঢরপুর
পাণ্ডুবিজয়=জগন্নাথের রথ হইতে মন্দিরে-গমন
পাতনা (৫৯)=আগড়া, শূন্যগর্ভ ধান্য
পাত্তিব (২৮)=করিব
পাতিয়ায়=প্রত্যয় পায়, বিশ্বাস করে
পাত্র (৪৪১)=উপযুক্ত পাত্র
পানি, পানী=জল
পার্ষদদেহে (৯৬)=পারিষদরূপে
পালক=পালনকারী
পাল্য=পালনযোগ্য
পাশক=পাশা
পাশুলি=পদাভরণ বিশেষ
পাষণ্ড=বেদবাহ্য ধর্ম্মমত
পাষণ্ড সঞ্চারি (৯৪/৮)=নাস্তিকতা বিস্তার করিয়া
পাষণ্ডী=বেদ-বিমুখ
পাসরিলা=ভুলিয়া গেল
পাৎসা=বাদশাহ, সুলতান ( ফায়সী )
পিঠা পানা=মিষ্ট খাদ্য ও পেয়
পিণ্ডা (২৫৩)=পিঁড়া, উচ্চ বাঁধানো স্থান
পিধান=আচ্ছাদন
পিতে=পান করিতে
পিবি=পান করিয়া
পিয়াও=পান করাও
পিলা=পান করিল
পিসাদি=পিসা আদি
পীতে=পান করিতে
পীয়ে=পান করে
পীয়াইয়া=পান করাইয়া
পীয়াও=পান করাও
পীলা=পান করিল
পুছে=জিজ্ঞাসা করে
পুনরেবকার=পুনরায় 'এব' পদপ্রয়োগ
পূর=প্রবাহ
পূর্ণকল=পূর্ণ কলাযুক্ত
পূর্বপক্ষ=তর্কে প্রশ্ন
পূর্বশৈলে=উদয়াচলে
পেটারি=পেটরা, বড় বাক্স
পেলিল=ফেলিল
পৈড়=ডাব ( উড়িয়া )
পোতা=মোটা বস্ত্র
পৌগণ্ড=বাল্য বয়স (৬ হইতে ৮ বৎসর)
প্রকটিয়া=আবির্ভূত হইয়া, আবির্ভাব করাইয়া
প্রকটীকরণ=অপ্রকটকে প্রকট করা
প্রকারে (৩১১)=নানা উপলক্ষ্যে
প্রচারিল=প্রচার করিল
প্রকাশিতে=প্রকাশ করিতে
প্রকাশয়ে=প্রকাশ করে
প্রকাশিল=প্রকাশ করিল
প্রকাশে=প্রকাশ করে

প্রকৃতি=নারী
প্রচারণ (১১)=প্রচার
প্রচারি=প্রচার করিয়া
প্রণব=ওঁকার
প্রণালিকা=নালা
প্রত্যব্দ=প্রতি বৎসর
প্রপঞ্চ=পঞ্চভূতের সৃষ্টি
প্রবর্ত্তাইমু=প্রবর্ত্তন করিব
প্রবর্তাইল=প্রবর্তন করিল
প্রবোধি=প্রবোধ করিয়া, সান্ত্বনা দিয়া
প্রভু-লাগি (৪১৬)=প্রভুর লাগ
প্রলাপিলাম=প্রলাপের মতো বাজে বকিলাম
প্রশংসিব=প্রশংসা করা যায়; প্রশংসা করি
প্রশংসে=প্রশংসা করে
প্রষ্টব্য=জিজ্ঞাসা করিবার উপযুক্ত
প্রসবে (১৬১)=প্রসব করে
প্রাকৃত=যাহা প্রকৃতির সৃষ্টি; অপ্রাকৃতের বিপরীত
প্রাপ্ত্যে ( =প্রাপ্তিয়ে )=প্রাপ্তিতে
প্রেম-কৌটিল্য=প্রেমের কুটিলতা
প্রেমবৈচিত্ত্য=প্রেমাবেগে চিত্তবৈকল্য
প্রেমা=প্রেম (সংস্কৃত পদ, পুংলিঙ্গ কর্তার একবচনের রূপ )
প্রৌঢ়ি=পরিপক্বতা, পূর্ণতা
প্রেষ্ঠ=সর্বাপেক্ষা প্রিয়
ফাড়িমু=বিদীর্ণ করিব
ফুকার=চীৎকার ( হিন্দী )
ফুকারি=চীৎকার করিয়া
ফেলা=উচ্ছিষ্ট
ফেলা লব=উচ্ছিষ্ট-কণা
ফৈজুতি=বিড়ম্বনা ( ফারসী )
বঞ্চন=সময় কাটানো
বঞ্চিল=ঠকাইল; কাল কাটাইল
বঞ্চিবে=বঞ্চনা করিবে
বড়াঞি=গর্ব
বড়ুয়া (৪৫)=বামুনের ছেলে ( নিন্দার্থে )
বত্রিশা=যে গাছে কাঁদিতে বত্রিশ ছড়া কলা ফলে
বরুলী=বোলতা
বর্জ্জিবে=একেবারে পরিত্যাগ করিবে
বর্জ্জিহ=বর্জন করিও
বর্ণি=বর্ণনা করি, বর্ণনা করা হয়
বর্ণিতে=বর্ণনা করিতে
বর্ণিয়াছেন=বর্ণনা করিয়াছেন
বর্ণে=বর্ণনা করে, উচ্চারণ করে
বর্ণেন=বর্ণনা করেন
বর্ত্তন =বেতন
বর্ষাঘন=বর্ষার মেঘ
বলাহক=মেঘ
বস্ত্রগুপ্ত=কাপড়-ঢাকা
বাইশ পশার=জগন্নাথ-মন্দিরে উঠিবার বাইশধাপ সিঁড়ি
বাউলিয়া=পাগলাটে
বাখানি (৮১)=প্রশংসা করা হয়
বাঞ্ছ=বাঞ্ছা কর
বাটা (৭৩)=বড় চেপটা বাটি
বাটে-বাটে=পথে-পথে, পথে সঙ্গে সঙ্গে
বাটোয়ার, বাটপার=পথে আক্রমণকারী দস্যু

বাত=বাক্য
বাদিয়া=বেদে, বাজীকর
বানা (৯)=নিশান, পতাকা
বারমাসি (৪৫/৪)=বারোমাসের উপযুক্ত
বালক-ঠান=বালকের সংস্থান
বাশিষ্ঠ=যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ
বাসি=মনে করা হয়, মনে করি
বাসোঁ=মনে করি
বাহিরায়=বাহির হয়
বিচারিল=বিচার করিল, বিবেচনা করিল
বাহুড়িয়া=ফিরিয়া, ফিরাইয়া
বিড়া=খিলি পান
বিতস্তি=বিঘত
বিনাশে (৪)=বিনাশ করে, ধ্বংস করে
বিনাশিতে=বিনাশ করিতে
বিনি-মূলে=বিনামূল্যে
বিনু=বিনা
বিপ্রলম্ভ=বিরহ
বিপ্র-শাসন=ব্রহ্মত্র সম্পত্তি
বিবরি, বিবরিয়া=বিবৃত করিয়া
বিবর্তবাদ=ব্রহ্মের বিবর্ত জগৎ—এই দর্শন-মত
বিভাব=উদ্দীপনা
বিরজা (৩৫২)=রজোহীন
বিলসে=বিলাস করে
বিলাব=বিতরণ করিব
বিশ্বাস (৩১৪)=রাজকর্মচারী বিশেষের পদবী
বিষাদামর্ষ=শোক ও ক্রোধ
বাস্তারিতে=বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিতে
বিস্তারিবে=বিস্তার করিবে
বিস্তারিয়াছেন=বিস্তার করিয়াছেন
বিস্তারিব=বিস্তার করিব
বিহারয়ে=বিহার করে
বিহরি (৭)=বিহার করিয়া
বিহারে=বিহার করে
বীজ-তাল=তালের শাঁস
বীথী=নাটক বিশেষ
বুদ্ধ্যে=বুদ্ধিতে
বুলুন (১০৪)=ঘুরিয়া বেড়ান
বুলে=চলে, ঘুরিয়া বেড়ায়
বেচিয়াছোঁ=বিক্রয় করিয়াছি
বেড়ায় (২৮/১)=বেষ্টন করে
বেণীস্নান=প্রয়াগে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে স্নান
বেনামূল=বেনা ঝোপের শিকড় (গন্ধদ্রব্য)
বৈবর্ণ্যাশ্রু= বৈবর্ণ্য ( =পাণ্ডুরতা ) ও অশ্রুপাত
বৈশারদী মতি=প্রসন্ন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি
রোষামর্ষ=ক্রোধ ও ক্ষোভ
বোলাবুলি (১৫৫)=কথা-কাটাকাটি
ব্যভিচারী ভাব=নির্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা ইত্যাদি অস্থায়ী মনোভাব
ব্যাপে=ব্যাপ্ত হয়
ব্যাসসূত্র=ব্যাসরচিত বেদান্ত-সূত্র
ব্রজপুরলীলা=ব্রজলীলা ও মথুরা-দ্বারকালীলা
ভকত=ভক্ত
ভক্তততি=ভক্তগণ
ভক্ত্যে=ভক্তিতে
ভঙ্গী (৩০/৬)=ছল, ব্যাজ

ভবানীপূজা=তান্ত্রিক দেবীপূজা
ভৎর্সিনু=ভৎর্সনা করিলাম
ভস্ত্রা=চামড়ার থলি
ভাগে (৪৬৩)=পলায় ( হিন্দী )
ভাগি (৪৭১)=পলাইয়া
ভাণ্ডিয়া=ঠকাইয়া
ভাবক=ভাবুক, ভাবাতুর, ভাবপ্রবণ, ভাবদেখানিয়া
ভাবকালি=ভাবুকগিরি, ভাবাতুরতা-প্রদর্শন
ভায়=ভালো লাগে
ভারিভুরি=চালাকি, জুয়াচুরি
ভাস (৭০)=আভাস
ভাসে=প্রকাশ পায়
ভিত্ত=দেওয়াল
ভিতর-বিজয়=মন্দির ভিতরে গমন
ভিত্ত্যে=দেওয়ালে
ভিয়ান=পাক, রন্ধন
ভিল্লপ্রায়=ভিলদের মতো
ভুঞ্জ=ভোগ কর
ভুঞ্জায়=ভোজন করায়
ভুনী=সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র
ভুঞা=জঙ্গলী জমিদার, ভুঁইয়া
ভৃগুপাত=উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া আত্ম-হত্যা
ভৃষ্ট (২৮১)=তৈলে অথবা ঘৃতে ভাজা
ভোখ=ক্ষুধা
ভোগে (৮৫)=ভোগ করে
ভোট, ভোটকম্বল=তিব্বতী অর্থাৎ মূল্যবান্ কম্বল

মণিমা=প্রভু ( উড়িয়া )
মকরা=বন্দোবস্ত ( আরবী )
মনসীব=রাজনিয়োগ (ফারসী )
মনঃকথা=মনে মনে ভাবনা, কল্পনা
মনঃকথা (৩১২)=মনের কথা
মর্কট-বৈরাগ্য=বানরের মত ঔদাসীন্য
মর্ম্ম=মর্মজ্ঞ, অন্তরঙ্গ
মল বঙ্ক=বাঁকমল ( পদাভরণ )
মহাদক্ষ (২৮।১১)=বিকট যক্ষ
মহাভিড়=অত্যন্ত জনতা
মহামাদক=অত্যন্ত মত্ততাকারক
মহাসোয়ার=জগন্নাথ মন্দিরের প্রধান সূপকার অর্থাৎ পাচক
মহিষী-বিবাহ=দ্বারকায় কৃষ্ণের পত্নী গ্রহণ
মৎস্যাদিক=মৎস্যকূর্ম ইত্যাদি অবতার
মাখনি=মাখন
মাগয়=মাগে, চায়
মাজি=মজ্জার মত, মাঝখানের
মাঠা=ঘোল
মাড়ুয়া বসন=কোরা কাপড়, নূতন বস্ত্র যাহাতে সুতার মাড় লাগিয়া আছে
মাতোয়াল=মাতাল
মাধুকরী=ভিক্ষায় সংগৃহীত অন্ন, ভিক্ষান্ন
মানচাকি=মানকচুর চাকৃতি ( ব্যঞ্জনে )
মানন (৬)=আগ্রহ
মায়িক=নশ্বর, মায়াসৃষ্ট
মার্জনী=ঝাঁটা
মার্জি=ঝাঁট দিয়া
মার্জেন=ঝাঁট দেন

মিতভুক্=স্বল্পভোজী
মিতালি=বন্ধুত্ব
মুখবাস=মুখশুদ্ধি মসলা
মুড়ি (৪৫৪)=মুড়াইয়া, কামাইয়া
মুদি=বন্ধ করিয়া
মুদ্রা=অঙ্গভঙ্গি ; সীলমোহর
মুলুক=শাসন বিভাগ, প্রদেশ ( আরবী )
মৈলে=মরিলে
মো (২৩)=আমি, আমাকে
মৃৎকুণ্ডিকা=মাটির পাত্র, মালসা
মোহে (৩২/৩)=মুগ্ধকরে
মৌষলান্ত=মৌষলপর্বের ঘটনা পর্যন্ত
যথা তথা=যেমন তেমন (সংস্কৃত বাক্যাংশ)
যাঞা=যাইয়া, গিয়া
যান্ত (৪৫৪)=যান, গমন করেন
যায়েন=যান, গমন করেন
যুয়ায়=যোগ্য হয়
যুয়ায় (৯৩)=যোগানো হয়, উপযুক্ত হয়
যোই কোই=যে কেউ ( হিন্দী )
যাঁ সবা লঞা=যাঁহাদের সকলকে লইয়া
যোষিৎ=স্ত্রীলোক
রঙ্গবাটী=রঙ্গবাটী-গ্রামনিবাসী
রঙ্গী=প্রফুল্লচিত্ত, আমুদে
রতি=তীব্র আসক্তি
রসাভাস=রসের মতো কিন্তু রস নয়
রসা=পুঁজ, পুঁজের রস
রহু=থাকুক
রাই=ঝাঁঝালো সরিষা
রাজপত্র=রাজার ছাড়পত্র
রাজপাত্র=রাজকর্মচারী
রাজলেখা=রাজপত্র
রাজসরান পথ=প্রশস্ত রাজপথ
রাত্র্যে=রাত্রিতে
রূঢ় ভাব=যে ভাব হৃদয়ে বদ্ধ হইয়াছে
রোখে (১৪৭)=আটকায় ( হিন্দী )
লওয়ায়=টানিয়া লইয়া যায়
লক্ষণা বৃত্তি=গৌণ অর্থের ব্যবহার
লক্ষ্যে (৪৭৫/৩)=উপলক্ষ্য রূপে
লঘিষ্ঠ=অত্যন্ত তুচ্ছ, লঘুতম
লঞা=লইয়া
লাগানি=উস্কানি, গোপনে কাহারও বিরুদ্ধে বলা
লাগি (৪১৬)=লাগ, সঙ্গ-ধরা
লাফরা=চচ্চড়ি ( ব্যঞ্জন )
লালক=সস্নেহে পালনকারী
লাল্য=সস্নেহে পালনযোগ্য
লুকা (১৪১)=গোপন
লেখক=লিপিকর, লিখনবৃত্তি-উপজীবী
লেভ=নিম্নপদস্থ, অবিচক্ষণ
লৈঞা=লইয়া
শকি (১২৫)=সমর্থ হই, সমর্থ হওয়া যায়
শক্ত্যাবেশ=শক্তির আবেশ
শাখাচন্দ্রন্যায়=গাছের শাখার ফাঁকে চন্দ্রের অবস্থান নির্ণয়রূপ যুক্তি
শারীরক ভাষ্য=শঙ্করাচার্যকৃত বেদান্ত-ভাষ্যের নাম
শিক্ষাইতে, শিখাইতে=শিক্ষা দিতে
শিক্ষাইল=শিক্ষা দিল
শিখরিণী=দধিযোগে তৈয়ারী মিষ্টান্ন বিশেষ
শিখাইমু=শিক্ষাদিব

শেষ (৪/৮)=শেষ নাগ, অনন্ত
শোধ (১৯০)=শুদ্ধ করিয়া দাও
শোধয়ে=শোধে দ্রষ্টব্য
শোধিল=শুদ্ধ করিল
শোধে (৪৮)=ভালো করিয়া ধোয়, শুদ্ধ করে
সঞ্চারী=অস্থায়ী অবিরুদ্ধ ( ভাব )
সত্যকার=অসত্যবিহীন
সনকাদ্যে=সনক প্রভৃতিতে
সন্তোষিতে=সন্তুষ্ট করিতে
সন্ধি-শাবল্য=দুই বা ততোধিক ভাবের মিলন ( সন্ধি ) অথবা সংঘর্ষ ( শাবল্য )
সন্ধে (১১)=জোড়ে
সমাপি=সমাপন করিয়া
সমুঝে (৬১)=সমঝায়, বোঝে (হিন্দী)
সমুচ্চয়=একত্র-করণ
সমে (৫৪)=সঙ্গে
সম্ভবে=সম্ভব হয়
সম্ভালিতে ( ৭০ )=সামলিতে, হিসাব করিতে
সম্ভাষিয়া=সম্ভাষণ করিয়া, কথাবার্তা কহিয়া
সম্মানিল=সম্মান করিল
সরখেল=ম্যানেজার (ফারসী)
সলবণ=লবণযুক্ত
সলক্ষণ=সংলক্ষণ
সহয়=সহে, সহ্য করে
সাদিপুরিয়া=সাদিপুর-গ্রামবাসী
সাধে=(টাকা) তুলে, আদায় করে
সান্নিপাতি=সান্নিপাতিক ব্যাধিগ্রস্ত

সাবরণে=আবরণ ( অর্থাৎ সাঙ্গোপাঙ্গ ) সমেত
সিকদার=স্থানীয় শাসন কর্তা (ফারসী)
সিঞ্চি=সেচন করিয়া
সিতা=শাদা চিনি, মিছরী ( ফারসী )
সুপামর=অত্যন্ত পাপী
সুযুক্তিক=সুযুক্তিপূর্ণ
সুসজ্জন রায় (৫৮৪)=সজ্জন মান্য ও ধনী ব্যক্তি
সুক্ত=তিক্তরসের ব্যঞ্জন
সেব (১০০)=সেবা কর
সেহ, সেহো=তাহা, সে, সেও
সোল্লুণ্ঠ (১১৭)=ব্যঙ্গযুক্ত
স্থাপ=স্থাপন কর
স্থাপে=স্থাপন করে
স্থায়ী=অপরিবর্তনীয়
স্পর্শিবার=ছুঁইবার
স্পর্শিল=ছুঁইল
স্পর্শিহ=ছুঁইও
স্ফুরি=প্রকাশিত হই
স্ফুরে=প্রকাশিত হয়
স্বরূপলক্ষণ=আকৃতিপ্রকৃতি-জ্ঞান
স্মৃত্যে=স্মৃতিতে
সংবরিলা=গুটাইয়া লইলেন
সংমার্জ্জিল=ভালো করিয়া ঝাঁট দিল
সাঁচা (৯০)=সত্য, খাঁটি
সিঁয়ে=সেলাই করে
হইঞাছে=হইয়াছে
হঞা=হইয়া
হঠ (৩০৩)=জোর দাবি, নির্বন্ধ

হাত-গণিতা=হাত-গণনাকারী, দৈবজ্ঞ
হাতসানি=হাতের ইশারা
হাতি মাতা (৩৫৩)=মত্তহস্তী
হালে (১১১)=নড়ে
হিন্দুয়ানী=হিন্দুর আচরণ ( ফারসী )

হুড়ুম=মুড়ি ও চিঁড়ার মত খাদ্যবস্তু
হুলাহুলি=নারীদের উল্লাস ও মঙ্গলধ্বনি
হৃদয়ানুবাদ=হৃদয়ের অনুসরণে উক্তি
হেমজড়ি=স্বর্ণখচিতা
হোলনা=বড় মালসা